INDEX

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তদন্ত করে উত্তর দেওয়া হয়েছে বলে বলা হয়েছে, কবে তদন্ত করা হয়েছে ?

শ্রীমনসুর আলী :—প্রশ্নকর্তা প্রশ্ন করার পর তদন্ত করে দেখা হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—কাকে দিয়ে তদন্ত করা হয়েছে, তাদের নামগুলি আমরা জানতে পারি কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—তদন্ত যেভাবে হয়ে থাকে, সেইভাবেই হয়েছে। সরকারী খবর যেভাবে আসে সেইভাবেই হয়েছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ঠিক উত্তর পাই নাই, কোন ব্যক্তিকে দিয়ে করানো হয়েছে, সেই ব্যক্তি কারা ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—আগেই বলা হয়েছে এই সম্পর্কে সরকার পক্ষ থেকে কোনকিছু করার ছিলনা, খোঁজ নিয়ে দেখেছি, এই সম্পর্কে ফাৎদার কোন কোয়েশ্চান হতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করিনা।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—আমার স্পেসিফিক কোয়েশ্চান—তদন্ত করা হয়েছে নিশ্চয়ই। যাদের দিয়ে তদন্ত করা হয়েছে, তাদের নামগুলি জানার অধিকার আমাদের আছে, এবং আমরা তাদের নামগুলি জানতে চাই।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—তদন্তের সিষ্টেম আছে, সেই সম্পর্কে যদি বলতে হয়, সেটা আমি পরে বলব। একটা সরকারি সিষ্টেমের মধ্য দিয়ে চলে এবং সেইভাবে তদন্ত হয়ে আসে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅনিল সরকার। শ্রীনৃপেন্দ্র চক্রবর্তী। শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা :—৬৩।

শ্রীএস এম সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চেন নাম্বার ৬৩ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ১৬ই মার্চ কৈলাসহরের ধুমাছড়া পোড়া যাওয়ার খবর সরকার জেনেছেন কি ?	হ্যাঁ।
২। জেনে থাকলে ঐ অগ্নিকাণ্ডে মোট ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কত ?	১,৫৫,১০০ টাকা।
৩। ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য দানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?	ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষেত্রে মোট ৩৭৫০ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে। উপযুক্ত ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ঋণ প্রদান সম্পর্কে বিবেচনার জন্য তথ্য আহরণ করা হইতেছে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে, ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে কতজন সাহায্য চেয়ে দরখাস্ত করেছে ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি নগদ টাকা ছাড়া এইসব তৈরীর ব্যাপারে বনজ সম্পদ সাহায্য দেওয়ার কথা সরকার চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা তথ্য আহরণ করার পর বিবেচনা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত ভূমির রাজস্ব মকুবের জন্য ত্রিপুরা সরকারের যে প্রস্তাব ছিল তাহা কার্যকরী করা হইয়াছে কি না ?	না।
২। না করা হইলে তাহার কারণ ?	রাজ্যের আয় বৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবন সাপেক্ষে প্রস্তাবটি আপাততঃ স্থগিত রাখা হইয়াছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত ভূমি রাজস্ব মকুব করার কোন প্রস্তাব আছে কি না ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :— জমি বৃদ্ধির সাপেক্ষে সেই প্রস্তাব স্থগিত রাখা হয়েছে আপাততঃ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—কোন প্রস্তাব আছে কি না ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে প্রস্তাব আছে, কিন্তু কার্যকরা করার ব্যাপারে আমি প্রশ্নোত্তরে বলেছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, সাড়ে সাত কানি খাজনা মকুব কত বছরের মধ্যে সম্ভব হইবে ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হয়।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রশ্নটা ছিল 'সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত ভূমির রাজস্ব মকুবের জন্য ত্রিপুরা সরকারের যে প্রস্তাব ছিল তাহা কার্যকরী করা হইয়াছে কিনা ? তার উত্তরে তিনি বলেছেন 'না'। ২নং প্রশ্ন ছিল, না করা হইলে তাহার কারণ ?' তিনি বলেছেন 'আয় বৃদ্ধির সাপেক্ষে সেটা স্থগিত রাখা হয়েছে, তাহা হইলে বুঝা যায় যে সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত খাজনা মকুব করার প্রস্তাব ছিল, সেটা ঠিক কিনা ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এই প্রশ্নটা অবান্তর। তার কারণ প্রস্তাব ছিল বলেই স্থগিত রাখার প্রশ্ন উঠেছে।

Mr. Speaker—Shri Kalipada Banerjee.

Shri Kalipada Banerjee—Question No. 108.

Shree Sukhamoy Sengupta—Mr. Speaker, Sir, Question No. 108.

Question	Reply,
১। সাব্রুম মহকুমার লুধুয়া ও লীলাগড় চা বাগান দুটি চালু রাখার জন্য কি ব্যবস্থার কথা চিন্তা করিতেছেন ?	১। চা বাগান দুটি ব্যক্তিগত মালিকানা সুতরাং রাজ্য সরকারের পক্ষে উহা রাখা বা না রাখার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন লুধুয়া লীলাগড় চা বাগান দুটার মালিক কে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা যদি নূতন প্রশ্ন হয় তাহলে নূতনভাবে প্রশ্ন করতে হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ঐ চা বাগান দুটি কবে বন্ধ হয়েছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে এই প্রশ্নের সঙ্গে এটা আসে না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই দুটি চা বাগান যতদিন পর্যন্ত চালু ছিল ততদিন কতজন শ্রমিক কাজ করত।

মিঃ স্পীকার—দিস ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—এই চা বাগান দুটি চালু না থাকাতে শ্রমিকদের বর্ত্তমান অবস্থা কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে আমরা ভেবে দেখছি এবং বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তাদের যে অসুবিধা হয়েছে সেই সম্পর্কে সরকার চিন্তা করছেন যে এইগুলি কি ভাবে রিভাইভ করা যায়।

শ্রীকালীপদ বানার্জী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন কবে পর্যন্ত এটা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যখন হবে তখন হবে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—এভাবে যদি চা বাগান বন্ধ হয়ে যায় তাহলে চা বাগানের মালিককে ঋণ দেওয়ার জন্য কোন ব্যবস্থার কথা সরকারের বিবেচনায় আছে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে বলেছি কিভাবে রিভাইভ করা যায় সরকার তা চিন্তা করছেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ঐ বাগানগুলি যাতে বন্ধ হয়ে না যায় তার জন্য তাঁরা কি ব্যবস্থা নিবেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এখানে এই প্রশ্ন আসে না।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কোশ্চেন নং ১৪২।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার, স্যার, কোশ্চান নাম্বার ১৪২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরায় যে ক্র্যাশ প্রোগ্রামের কাজ চালু হয়েছে ইহাতে বিকল্প ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত ব্লক ওয়াইজ শিক্ষিত বেকারদের ওয়ার্ক অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে কাজে লাগানোর ব্যবস্থা সরকার করতে পারেন কি ?	১) বিধিবদ্ধ নিয়মানুসারে মঞ্জুরীকৃত বরাদ্দের পাঁচ শতাংশ তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারী হিসাবে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—যে ফাইভ পারসেন্ট বরাদ্দ আছে এতে শিক্ষিত বেকারদের বেকারত্ব ঘুচবে কিনা ? আমি বলতে চাই যে ওয়ার্ক অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে তাদের নেওয়ায় কোন প্রস্তাব আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ক্র্যাশ প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হচ্ছে রুর‍্যাল আন-এমপ্লয়মেন্টের মধ্যে যদি শিক্ষিত বেকার থাকে তাহলে তাদের কথা বিবেচনা করা হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কি খবর নাই যে শিক্ষিত বেকার ত্রিপুরার চারিদিকে ছড়িয়ে আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—তাতে এই প্রশ্ন উঠে না কারণ তারা জানেন যে শিক্ষিত বেকার আমাদের দেশেও ছড়িয়ে আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—আমি বলছি তাদের ওয়ার্ক অ্যাসিস্টেন্ট হিসাবে, অর্থাৎ শিক্ষিত বেকারদের কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা যারা কাজ করবেন তাদের পরিচালিত করার জন্য ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যদি সুপারভাইজরি কাজ হয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাদের কাজে লাগানো হবে।

শ্রীমনীন্দ্র চন্দ্র দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন যে বছরে কত মাস এই ক্র্যাশ প্রগ্রামের স্কীমে কাজ চলবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—ফর ক্ল্যারিফিকেশন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সাপ্লিমেন্টারী করার পরে সেটা সাপ্লিমেন্টারী হবে কিনা সেটার ডিসিশান স্পীকার নিবেন। কিন্তু আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেই ডিসিশান নিচ্ছেন। এটা ঠিক কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—সদস্য হিসাবে সবাই অপিনিয়ন দিতে পারেন।

মিঃ স্পীকার—মিনিষ্টার ক্যান ডু সো।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, একটি মাত্র সাপ্লিমেন্টারী।

মিঃ স্পীকার—আপনি অনেক প্রশ্ন করেছেন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—ওয়ান মোর। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে তাদের যে কাজে লাগানো হবে, কি রেশিয়ুতে লাগানো হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—১ : ২০।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—অনলী ওয়ান সাপ্লিমেন্টারী। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ক্র্যাশ স্কীমে গ্রামীন বেকারদের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত এই দুটি শ্রেণীতে ভাগ করার রীতি আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ক্র্যাশ প্রগ্রামটা রুর্যাল আন এ্যামপ্লয়মেন্ট। তাতে শিক্ষিত কি অশিক্ষিত তার কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবুলুকুকী—ক্র্যাশ প্রগ্রামটা ত্রিপুরার কোথায় কি কিভাবে কাজে লাগানো হয়েছে ?

Mr. Speaker—This should be a separate question.

Mr. Speaker—Shri Sunil Ch. Datta.

Shri sunil Ch. Datta—Question No. 177.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 177.

Question	Asnwer
১) বিগত পাক ভারত যুদ্ধে পাক গোলা বষণের ফলে সমগ্র ত্রিপুরার কতজন নাগরিক আহত এবং কতজন নাগরিক নিহত হইয়া ছল ?	এই সম্পর্কে এতগুলি প্রশ্ন এবং এটা আমরা হাউসকে সঠিক সংবাদ পরিবেশন করতে চাই বলে আমরা এটার ফারদার তথ্য সংগ্রহ করছি।
২) তন্মধ্যে কমলপুর বিভাগে কতজন আহত ও কতজন নিহত হইয়াছিল ?	
৩) আহত এবং নিহত পরিবারবর্গকে কি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছিল।	
৪) হইয়া থাকিলে কি হারে দেওয়া হইয়াছিল তাহার বিবরণ ?	
৫) কমলপুর বিভাগে আহতদের সাহায্য র্থে কত টাকা এ পর্যন্ত ব্যয় করা হয়েছে ?	

শ্রীসুনীল দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পাক-ভারত যুদ্ধ শেষ হয়েছে দীর্ঘদিন পূর্বে আজ ২৩শে জুন তারিখ আমার ধারনা ছিল সরকারের তথ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা যা আছে তাতে এত দীর্ঘদিন লাগতে পারে না। আমি কয়েকটি জরুরী বিষয় চিন্তা করেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি যাতে তিনি এই সেশনেই উত্তর দেন।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে আগেই হাউসে জানিয়েছি তারপরও অনেক জায়গা থেকেই অনেক প্রশ্ন এসেছে এইজন্য ফারদার তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। হাউসকে ডিপ্রাইভ করতে চাই না বলেই ফারদার তথ্য সংগ্রহ করতে চাই।

শ্রীকালীপদ বানার্জি :— The spirit is quite alright.

Shri Sunil Ch. Dutta :—I appreciate this, হাউসকে সম্পূর্ণ সত্য জানাতে হবে। কিন্তু আমার বক্তব্য হল এই শেসনে আমি আমার উত্তরটা পাব কি না।

মিঃ স্পীকার :— তা পাবেন।

শ্রীকালীপদ বানার্জি :— এই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন স্টেটমেন্ট করবেন কি না। পাক-ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সঠিক তথ্য জানাবেন এ সম্পর্কে কোন স্টেটমেন্ট করবেন কি না।

মিঃ স্পীকার :—এটাতো সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান্ হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীভদ্রমনি দেববর্ম্মা আপনার কোয়েশ্চান নাম্বারটা বলুন।

শ্রীভদ্রমনি দেববর্ম্মা :—১৮৬

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ১৮৬

প্রশ্ন	উত্তর
১। বাংলা দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাক গোলা গুলিতে সিমানা ও মোহনপুর তহশীলের কত লোক হতাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে কতলোক আর্থিক সাহায্য পেয়েছেন তার হিসাব?	এ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে।
২। এই এলাকায় মোট কতজন সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করেছিলেন?	

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা

(অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— নং ২৮৩

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ২৮৩

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত ২৩, ৪, ৭২ইং তারিখে অমরপুর বাজারের ভয়াবহ অগ্নি কাণ্ডে মোট ক্ষয় ক্ষতির পরিমান কত?	এ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।
২। যে সকল ছোট ভাড়াটিয়া দোকানদার এ' অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছেন তাহাদের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন বা করবেন?	

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই সেশানে উত্তর পাব কি?

মিঃ স্পীকার :—হ্যাঁ পাবেন।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসমর চৌধুরী

(অনুপস্থিত)

মিঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— নং ৩৬৪

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ৩৬৪

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে সহর ও গ্রামাঞ্চলে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	বর্ত্তমানে কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত ভূমির উর্দ্ধসীমা ১৯৬০ সনের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইনের ১৬১ ধারায় নির্দ্ধারিত আছে।
২। যদি থাকে. তাহা বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য সরকার কোন বিল আনিতেছেন কিনা ?	এতৎ উদ্দেশ্যে যথাসময়ে উপযুক্ত বিল প্রণয়ন করা হইবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— নং ৩৭৪

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ৩৭৪

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগরের M. B. Unit এ যে skilled workers daily rated employee হিসাবে আছেন তাদের দৈনিক মজুরীর হার কত ?	দুই প্রকারের মজুরীর হার প্রচলিত আছে :— দৈনিক টাঃ ৩·০০ ও টাঃ ৩·৫০ পয়সা হিসাবে।
২। এদের দৈনিক মজুরীর হার বাড়ানোর কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ?	হ্যাঁ।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—১৭. ১. ৭১ ইং তারিখে Consideration Officer, Arundhutinagar Estate Manager, ত্রিপুরা সরকারী শিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকের সংগে এ সম্পর্কে ইউনিটের ব্যাপারে যে সেটলমেন্ট হয় সেই অনুযায়ী এম, বি, ইউনিটের শ্রমিকদের সুযোগ দেওয়া হবে কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটার উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে, বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— ২১/১ তারিখের পি, ডব্লিউ, ডির একটা মেমোরেণ্ডামে দেখছি যে আন স্কীল্ড ওয়ার্কারসদের জন্য দৈনিক মজুরীর হার হচ্ছে ৪ টাকা। তাহলে এটার ব্যাপারে কি ভাবে বিবেচনা করা হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সে সম্পর্কে প্রশ্নে কিছু বলা নেই।

শ্রীবুলু কুকী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে একই কাজের জন্য দুইরকম মজুরী হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সেজন্যই তো এটা বিবেচনা করার প্রশ্ন এসেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৮৪, স্যার।

প্রশ্ন

১) উদয়পুর মহকুমায় গর্জ্জি, বাজারের এরিয়ার কত এবং উক্ত বাজার বৎসরে কত টাকায় ইজারা দেওয়া হয়।

২) গর্জি বাজারের উন্নতি কল্পে সরকার হইতে কোন ব্যবস্থা হইয়াছে কি না?

উত্তর

১ ও ২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৫১, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) দুই বৎসর পূর্ব্বে গৃহীত সাব্রুম বাজার উন্নয়নের পরিকল্পনা কার্য্যে রূপায়িত হইতেছে না কেন, এবং ২) কবে এই কাজে হাত দেওয়া হবে?	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— তথ্যাদি সত্বর সংগ্রহ হবে কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যথা সম্ভব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৪২৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪২৬ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চলে জোতের অন্দরে যে সমস্ত খাস ভূমি আছে, সেগুলি জোতদারগণকে বন্দোবস্ত দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা? ২) যদি থাকে, তবে চলতি আর্থিক বৎসরে এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হবে কি? ৩) কত পরিমাণ খাস ভূমি বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে?	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

স্যার, প্রশ্নগুলি যে ভাবে করা হয়, তাতে ঐগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য এত ডিটেইল্স এর দরকার হয় যে সেগুলি অল্প সময়ে মধ্যে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। অবশ্য এর একটা পার্টসের উত্তর দেওয়া যায়, কিন্তু এত ডিটেইলস দেওয়া সম্ভব নয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা জানি যে প্রশ্ন যদি ডিটেইলস হয়, তাহলে সেটা আন-ষ্টার্ড হয়ে যায় যেহেতু সেটার উত্তর দেওয়ার জন্য ডিটেইলস সংগ্রহ করতে হয় এবং তার জন্য সময়েরও দরকার হয়। কিন্তু এই যে প্রশ্ন এটা আমরা টাইমলী করেছি কিন্তু মন্ত্রী মহাশয় বললেন যে এটার উত্তর দিতে গেলে সব ডিটেইলস সংগ্রহ করতে হবে এবং এরজন্য আমরা এর কোন উত্তর পেলাম না, সেজন্য আমি দুঃখিত।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— স্যার, আমরা পাবলিক প্রতিনিধি হয়ে এই সব প্রশ্ন করছি এজন্য যে এতে পাবলিকের স্বার্থ রয়েছে, অথচ আমরা সেই সব প্রশ্নের কোন উত্তর পাচ্ছিনা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, যে সব প্রশ্ন থাকে সেগুলির উত্তর দেওয়ার জন্য আমরা যতদূর সম্ভব চেষ্টা করে থাকি। কাজেই যে সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য ডিটেইলস কিছু সংগ্রহ করতে হয়, সেখানে কিছু টাইম লাগতে পারে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮০, স্যার।

প্রশ্ন

১) বিগত পাক ভারত যুদ্ধে এবং বাংলাদেশ মুক্তি যুদ্ধে কমলপুর মহকুমায় পাক গোলাবর্ষণের ফলে মোট কতটি বাড়ী ক্ষতিগ্রস্ত বা বিনষ্ট হয়েছে এবং মোট কত হাজার পরিবার সাময়িকভাবে বাস্তুচ্যুত হইয়াছিল তাহার হিসাব ;

২) ঐ সকল বাস্তুচ্যুত পরিবারকে এবং ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীর মালিকবর্গকে কোন প্রকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে কি না ;

৩) দেওয়া হইয়া থাকিলে কতগুলো পরিবারকে মোট কত টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ?

উত্তর

১, ২ ও ৩) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

Shri Sunil Chandra Dutta :—Sir, there is a another question standing in my name. May I put that question now ?

Mr. Speaker— No.

শ্রীবুলু কুকী :— স্যার, আমাদের এমন সব প্রশ্ন আছে, যেগুলি সম্পর্কে আমাদের কিছু জানার প্রয়োজন আছে। কাজেই আমরা যদি ঐসব প্রশ্নের উত্তর না পাই তাহলে জনসাধারণকে সাহায্য করবার ব্যাপারে অনেক অসুবিধা হয়। কাজেই এভাবে প্রশ্নগুলির যে উত্তর দেওয়া হচ্ছে, তাতে আমার মনে হয় এই হাউসকে মিস-গাইড করা হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রথম কথা হচ্ছে, আমরা প্রাথমিক ভাবে যে প্রশ্ন পেয়েছি সেগুলির উত্তর পাওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করেছি। আজকে যদি এমন প্রশ্ন থাকে কোন প্রকার ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যাপারে, বা সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে, তাহলে যদি সেটার উত্তর

দেওয়া যায়, তারপরেও প্রশ্ন উঠতে পারে যে সেটার মধ্যে কোন গলদ আছে, এখন প্রকৃতপক্ষে সেটার মধ্যে কোন গলদ আছে কিনা, সেটা জানার জন্যও কিছু সময় দরকার হয় বা সেজন্য দেরী হতে পারে। কাজেই তিনি যে বললেন, ইনজাষ্টিস করা হচ্ছে, এটা ঠিক নয়।

শ্রীবুলু কুকী :— আমার যে কতগুলি প্রশ্ন আছে সাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে, সেখানে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে কি না সেগুলি তিনি এখানে বলতে চাইছেন না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— যে সংবাদ তিনি চাইছেন, সেটা যদি প্রশ্নের মধ্যে থাকতো তাহলে, আমরা সেটা উত্তর দিতে পারতাম, কিন্তু এর চাইতে যদি বেশী চাওয়া হয় তাহলে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা খুবই গুরুতর ব্যাপার যে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে, সেটা কি উপায়ে করা হইতেছে, সেটা যদি আমাদেরকে জানানো হয় তাহলে ভাল হয়। কিন্তু এভাবে যদি প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া হয়, তাহলে আমাদের যে রাইট আছে, সেটাকে খর্ব করা হবে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬৩।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৬৩।

প্রশ্ন	উত্তর।
১। বিলোনীয়া মহকুমার পশ্চিম পাহাড় ও ঋষ্যমুখের দেবীপুরে যে খাস ভূমি আছে তাহা ভূমিহীনদের বিলি করার ব্যবস্থা সরকার করিয়াছেন কি ?	এই সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইতেছে। কারণ যেসব জমি পড়ে আছে, সেই সম্পর্কে কাদের দেওয়া হয়েছে নামওয়ারী মেম্বারসদের দিতে হবে সেই জন্য আরও ডিটেলস ইনফরমেশনের জন্য পাঠান হয়েছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত—প্রথমটা কি তথ্য এসেছিল আমরা জানতে পারি কি ?

মিঃ স্পীকার—ফুল ডিটেলস তিনি পরে দেবেন।

ভয়েস—আপনি কি এ্যাস্যুরেন্স দিচ্ছেন ?

মিঃ স্পীকার—ইয়েস, এ্যাস্যুরেন্স দিচ্ছি, হি উইল গিভ ফুল ডিটেলস ইন দি হাউস।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৪।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—আগে একটা প্রশ্ন করা হয়েছে, তার একটা উত্তর প্রথমে এসেছে, তারপর ফুল ডিটেলসের জন্য আবার পাঠান হয়েছে। আগের প্রশ্নটা কি প্রশ্ন কর্ত্তা বদলেছেন না আগের মত রয়েছে ?

মিঃ স্পীকার—কোয়েশ্চান রিমেণ্ড সেম্।

মিঃ স্পীকার—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৪।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৮৪।

প্রশ্ন	উত্তর
বর্ত্তমানে ধর্ম্মনগর মহকুমায় কি পরিমাণ খাস জমি বে-আইনি দখলদারদের কাছে আছে এবং কি পরিমাণ খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে ?	তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠান হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৮।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ত্রিপুরায় পাটকল ও কাগজের কল স্থাপনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	হ্যাঁ।
খ) থাকিলে কবে নাগাদ স্থাপিত হইবে ?	এটা সঠিক ভাবে বলা যায় না।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—পরিকল্পনা যেটা আছে সেটা রূপায়নের কোন টারগেট ডেট নেই ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—কারণ্ এটা সবটাই এটার উপর ডিপেণ্ড করেনা, এটা আরও অনেক কিছুর উপর ডিপেণ্ড করে কাজেই সঠিকভাবে এটা বলা যায় না। যতটুকু তাড়াতাড়ি সম্ভব এটা করা হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—তাহলে পরিকল্পনা থাকল কি করে ? পরিকল্পনার অর্থ এই যে—আমি যদি বলি যে এখানে লোহার কারখানা, ইস্পাত কারখানা করার পরিকল্পনা আছে কি না, তার উত্তর হবে হ্যাঁ। তাহলে রিলেটেড যে সমস্ত জিনিষ এখানে নেই, তার জন্য আমাদের টাকার প্রভিশন রাখতে হবে। কথা হচ্ছে এইগুলি যদি পরিকল্পনায় থাকে, তাহলে তার একটা টারগেট ডেট থাকতে হবে, তা না হলে পরিকল্পনা থাকল কি করে ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—পরিকল্পনা থাকলেও পরিকল্পনা ডিপেণ্ড করে অনেক কিছুর উপর। আমরা পরিকল্পনা করেছি ঠিকই, করেছি যে এইরকম ধরণের একটা কিছু হওয়া দরকার। কিন্তু সমস্ত ফ্যাক্টারগুলি ফেভারাবল না হলে পরে ঠিক বলা যায় না এই ডেটে আরম্ভ করব।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাশ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কাগজের কল কি প্রাইভেট সেক্টারে নেওয়া হবে না ষ্টেট সেক্টারে আনার পরিকল্পনা ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—আমরা চেষ্টা করছি সেটা ষ্টেট সেক্টারে নেওয়ার জন্য।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাশ—এই ধরণের কাগজের কলে ত্রিপুরার কত হাজার বেকার এর কর্ম্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হতে পারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—এটা এ্যাভেইলএ্যাবিলিটি অব র' মেটেরিয়েলসের উপর নির্ভর করে।

শ্রীনরেশ রায়—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই কাগজের কল স্থাপনের পরিকল্পনাটি কখন তদন্ত করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—এই কাগজের কল সম্পর্কে ১৯৬৪ সনে প্রথম আলোচনা হয় এবং আলোচনার পর ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরী করা হয়েছিল, আউট অব ডেট বলে এখন যখন প্রশ্ন উঠেছে নূতনভাবে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট তৈরী করা হচ্ছে।

শ্রীবুলু কুকী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কৈলাশহর বিভাগের কুমারঘাটে কাগজের কল স্থাপনের জন্য জমি খরিদ করা হয়েছিল কি না ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত—এটা সরকারের জানা নাই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—এই ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা বিজ্ঞাপন কাগজে বেরিয়েছে, তাহলে বিজ্ঞাপনটা কি করে বের হল ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—পত্রিকায় বেরিয়েছে, বিভিন্ন কেণ্ডিডেট যারা চায় তারা এ্যাপ্লাই করবে তাদের লাইসেন্স পাওয়ার সুবিধার জন্য তাদের কেস দেখে আমরা সেটা রেফার করব যারা লাইসেন্স ইস্যু করবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—এখন পর্যন্ত কোন দরখাস্ত পড়েছে কি ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—এখন পর্যন্ত কোন দরখাস্ত আসেনি।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, যারা ইচ্ছুক তারা দরখাস্ত ফরম চেয়েও সংগ্রহ করতে পারেনি এইরকম ঘটনা ঘটেছে কি না ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—সরকারের জানা নেই।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৫।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরায় ভূমি সংক্রান্ত জরিপ কার্য সমাপ্ত হওয়ার পরে সম্পত্তির মালিকদের নামজারী করার জন্য সময় নির্দ্দেশ করে দেওয়া হইয়াছিল ?	কোন সময় সীমা চূড়ান্ত ভাবে স্থির করা হয় নাই। কিন্তু সমস্ত নামজারীর দরখাস্তগুলি ক্ষিপ্রতার সহিত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে।
২। যদি ইহা সত্য হয়, উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে সমস্ত জমির মালিক তাদের নামজারী করিতে পারে নাই, তারা যাতে তাদের সংশ্লিষ্ট সাব-ডিভিশনে তাদের সম্পত্তির নামজারী করিতে পারে তজ্জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন কি ?	প্রশ্ন উঠে না।
৩। এবং যদি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তবে কবে পর্যন্ত কার্যকরী করা হবে ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—প্রশ্নটা হচ্ছে সাবডিভিশনে সুবিধা আছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা ত্রিপুরা ল্যাণ্ড রিফর্ম অ্যাক্টের মধ্য দিয়ে কতগুলি প্রসেস আছে। সেই প্রসেসের মধ্য দিয়ে দরখাস্ত করলে পড়ে সেই দরখাস্তগুলি বিবেচনা করে পাঠানো হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—প্রত্যেক সাবডিভিশনে এই ব্যবস্থা আছে কিনা ? মহকুমা অফিসে নামজারী করা যায় কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—নামজারী সম্পর্কে দেখে বলতে হবে কতটুক পর্যন্ত পারে না পারে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—প্রশ্ন নং ১১৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার, স্যার প্রশ্ন নং ১১৬।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ভূমি রাজস্ব আদায়ের জন্য সমগ্র ত্রিপুরায় গত অর্থিক বৎসরে কি সংখ্যক সংশ্লিত মোকদ্দমা ত্রিপুরা সরকার কৃষকদের বিরুদ্ধে রুজু করিয়াছেন ? খ) কমলপুর মহকুমায় এই প্রকার সংশিত মোকদ্দমার সংখ্যা কত ?	তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—অনারেবল স্পীকার, স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল গত বৎসরের। কিন্তু এই বৎসরেও আমরা এই প্রশ্নটার উত্তর পাচ্ছি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা তথ্য এলেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ফিনানসিয়াল ইয়ার ছিল মার্চ মাসে শেষ। সেই দিক দিয়ে এটা এক বছর চলছে। এটার উত্তর না আসায় সরকারের এফিসিয়েন্সি প্রমাণ হয় না।

(জনৈক সদস্য—এটা খুব সহজ প্রশ্ন)

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—প্রশ্ন নং ৩৮১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার প্রশ্ন নং ৩৮১।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ধর্মনগরের দেওয়ান পাশায় ষ্টীল রি-রোলিং মিল স্থাপনের কোন সরকারী প্রস্তাব ছিল কি ?	১) না।
২) যদি এ ধরণের কোন প্রস্তাব থেকে থাকে তাহলে এতদিনেও কাজ হয়নি কেন ? ৩) এ প্রস্তাব কি বাতিল হয়ে গেছে ? না হলে কবে পর্যন্ত ষ্টীল রি-রোলিং মিল স্থাপন করা হবে ?	২ ও ৩ নং প্রশ্ন আসে না।

Mr. Speaker :—Any member interested in the question of Shri Anil Sarkar ?

Shri Abhiram Deb Barma :—I am interested Sir. Question No. 137.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 137.

QUESTION	ANSWER
১) এ বছর তেলিয়ামুড়া বাজারে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থদের কতজনকে খয়রাতি সাহায্য ও ঋণ দেওয়া হয়েছে ;	১) ১৬৩ জন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে মং ৪৯১০ টাকা খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হয়েছে এবং ৩১ জন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে মং ১৯,২০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।
২) ইহা কি সত্য যে ক্ষতিগ্রস্থদের অধিকাংশ-রাই সরকারী ঋণ পান নি ;	২) যে সমস্ত ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত বিবে-চিত্ত হইয়াছে তাদের সকল-কেই ঋণ দেওয়া হয়েছে।
৩) যদি তা সত্য হয়, তার কারণ কি এবং যারা এখনো সাহায্য বা ঋণ পান নি তাদের জন্য অবিলম্বে সরকারী সাহায্য ও ঋণ দেবার ব্যাপারে সরকার কি ভাবছেন ?	৩) প্রশ্নের ২ নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে অপর কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ঋণ অথবা সাহায্য পাওয়ার জন্য কতগুলি আবেদন পড়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আবেদন কতগুলি পড়েছে সেটা প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল কতগুলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তার উত্তর। ক্ষতিগ্রস্থ যারা তারা ঋণ পেয়েছে এবং খয়রাতি পেয়েছে। আবেদনের সংখ্যার উপর এটা নির্ভর করেনা। যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তাদের উপর এটা নির্ভর করে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি সরকার কিভাবে নির্দ্ধারণ করলেন যে কতজন ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে ? এটা কি কোন কমিটির মাধ্যমে ঠিক করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা সরকারের নিয়মানুযায়ী এনকোয়ারী করা হয়েছে এবং সেইভাবে দেওয়া হয়েছে এবং যেহেতু দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে যদি কোন রকম কেস থাকে যে নজরে পড়ে নি সেইসব ক্ষেত্রে হয়ত বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু সাধারণত যেগুলি এনকোয়ারী করে পাওয়া গিয়েছে সেগুলি দেওয়া হয়েছে।

Mr. Speaker :—Any member interested in the question put by Shri Nripendra Chakraborty ?

Shri Baju Ban Riyan :—I am interested. Question No. 25.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Question No. 25,

QUESTION

১) সম্প্রতি শিল্প দপ্তরের ডাইরেক্টরের পোষ্টে কি একজন অতিরিক্ত ডাইরেক্টর নিয়োগ করা হইয়াছে, হইয়া থাকিলে তার কারণ ;

২) নবনিযুক্ত ডাইরেক্টরের নাম এবং তাকে শিল্প দপ্তরের কোন্ কোন্ শাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ ?

ANSWER

১) না। বিভিন্ন বিভাগের শিল্প দপ্তরকে সংযুক্তি করা হইয়াছে এবং Director of village Industries and Handicrafts নামে একটি পদের সৃষ্টি করা হইয়াছে।

২) উক্ত ডাইরেক্টরকে নিম্নলিখিত বিষয়ের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে যথা—ক) ক্ষুদ্রায়তন শিল্প, খ) খাদি ও গ্রাম উদ্যোগ, গ) কারু শিল্প, ঘ) সরকারী বিক্রয় কেন্দ্র, ঙ) গ্রামীন শিল্প সংস্থা, চ) মধু মক্ষিকার চাষ ইত্যাদি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানেন যে দুইজন ডিরেক্টার নিয়োগ করার পর তাদের মধ্যে কাজ ভাগ না হওয়ায় এবং আলাদা অফিস না হওয়ায় কাজের বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কাজ ভাগ করা আছে এবং কাজের কোন অসুবিধা হচ্ছে বলে আমরা জানি না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি জানেন যে দুইজন ডিরেক্টারের একজন অ্যাকাউন্টটেন্ট, একজন ষ্টেনো হওয়ায় দুইজনের কাজের অসুবিধা হচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— কাজে অসুবিধা হয়ে থাকলে সেটা কাজের মধ্য দিয়ে প্রমাণ হত। এখন পর্যন্ত সেই সম্পর্কে কোন খবর আসেনি।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি যে ডিরেকটরের মধ্যে শ্রীরমাপতি সেনগুপ্ত সম্পর্কে পূর্বতন উপরাজ্যপাল শ্রীডায়াস তাকে এই কাজের অনুপযুক্ত বলে রিপোর্ট দিয়েছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চান হওয়া উচিত।

Mr. Speaker :— Yes, this should be a separate Question. The Question hour is over. There are 18 Unstarred Questions. The Minister may lay on the Table of the House replies of the Unstarred Question also to Starrred Questions which were not answered orally.

I report before the House, the Governor's following reply to the Address dated the 11th April, 1972......

Shri Sudhanwa Debbarma :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার একটা adjournment motion ছিল ......

Mr. Speaker :— I have disallowed that adjournment motion.

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— কিন্তু আমি এ প্রস্তাব রাখবার জন্য বলছি এই জন্য যে এমন একটা important বিষয় যে সম্পর্কে মাননীয় স্পীকার বলেছেন যে এটা এই বাজেট সেশনেই এলাউ করা হবে।......

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনাদের যে ground দেখিয়ে এই adjournment motion বাতিল করা হয়েছে তার অতিরিক্ত কয়েকটি বিষয় আমি জানতে পেরেছি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে subject matter is subjudice. So I cannot allow this .... (interruption) ....

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এর আইনগত বাধা আছে বলে আমি মনে করি না।...... (গণ্ডগোল) ......

মিঃ স্পীকার :— আমার ডিসিশান আমি দিয়ে ফেলেছি। I have given my rulling...... (interruption)......

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— আমি হাউসের কাছে এই প্রস্তাব এনেছি... (গণ্ডগোল)...

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Members take your seat...... (interruption) ...... I request you to take your seat ...... (interruption)...... মাননীয় সদস্য আপনাদের অনুরোধ করছি ... ... (গণ্ডগোল) মাননীয় সদস্য আপনাদের বোধ হয় এই নিয়ম জানা আছে যে অধ্যক্ষ যখন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান তখন সদস্যগণ বসে পড়বেন..... I request you to take your seat.

Mr. Speaker :— I report before the House, the Governor's following reply to the Address dated the 11th April, 1972, that.. ... (গণ্ডগোল) ...... বিরোধী পক্ষের সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগ ......

Mr. Speaker :— I report before the House, the Governor's following reply to the Address dated the 11th April, 1972—that

"Dear Mr. Speaker,

I thank you for your letter No. F.4(12)-LA/72 dated April 4, 1972 informing me that the Tripura Legislative Assembly has adopted the Motion of Thanks in regard to my Address. I take this opportunity of sending you and the Assembly my best wishes.

Yours sincerely
Sd/- B. K. Nehru.

Mr. Speaker :— The following bills, received the Assent of the Governor on dates as mentioned against each—

The Salaries & Allowances of :—

i) Ministers (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 1 of 1972) ... on 25th April, 1972.

ii) The Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 2 of 1972). ... on 25th April, 1972

iii) Members of the Legislative Assembly (Tripura) Bill, 1972 (Tripura Bill No. 3 of 1972 ... on the 25th April, 1972.

These are for information of all Members.

Mr. Speaker :— I announce the Report of the Business Advisory Committee Setting the Business of the House upto the 14th July, 1972.

Mr. Speaker :— I call on Shri Usha Ranjan Sen designated by me to move the motion that—"This House agrees with the allocation of time proposed by the committee".

Mr, Deputy Speaker :— Mr. Speaker Sir, I beg to move that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সম্পর্কে আমি কিছু আলোচনা করতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— কি বিষয়ে ?

Shri Jatindra Kumar Majumder—Allotment of time সম্বন্ধে।

মিঃ স্পীকার—বলুন।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—আমি বলতে চাই আমাদের এই বিধান সভার Business Advisory Committee যে time allot করেছেন তার জন্য তাঁদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই। তার সংগে সংগে একটা কথা রাখতে চাই সেটি হচ্ছে আমাদের বাজেট ডিসকাশনের জন্য ২৬শে, ২৭শে এবং ২৮শে জুন এই তিন দিন রাখা হয়েছে আমি আপনার এবং এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এই দিকে। পূর্বে আমাদের এই ত্রিপুরা Union Territory থাকার সময়ও আমরা তিন দিন বাজেট আলোচনা করতাম। তখন ছিল ৩০ জন সদস্য, আর এবার আমরা ৬০ জন সদস্য তাই আমি মোটামুটি হিসাব করে দেখেছি যদি কোন অসুবিধা না ঘটে তবে কোন সদস্যই ১৫ মিনিটের বেশী বলতে পারবেন না। আর যদি অনিবার্য কারণ বশতঃ কোন অসুবিধা হয় তাহলে সময় আরও কম হয়ে যাবে। সেই জন্য এই হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং তার সংগে সংগে আপনি সুপ্রিম সেই জন্য আপনার কাছে অনুরোধ করছি যদি অন্তত আরও (গণ্ডগোল) তিন দিন সময় বাড়িয়ে দেন যাতে প্রত্যেক এম, এল, এ, ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে তাদের Constituency'র তাঁদের বক্তব্য রাখতে পারেন……

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য, আপনি এই বিষয়ে যে কথা বলেছেন সেটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ ব্যাপারে আমি চিন্তা না করেছি তা নয় আমি আগেও চিন্তা করেছিলাম তিন দিন ডিসকাশনের জন্য থাকলে আপনাদের সকলের বাজেট ডিসকাশনের অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ থাকবে না। তবে এবারের ব্যাপারটা অন্য রকমের। আমাদের ১০ই জুলাইং-এর মধ্যে বাজেট পাশ করতে হবে তার কারণ ২০শে জুলাই পর্যন্ত আমাদের বাজেট আছে। কাজেই ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে বাজেট পাশ করিয়ে

তারপর আমাদের সেই বাজেট গভর্ণরের অ্যাসেন্টের জন্য পাঠাতে হবে। কাজেই সময় আমাদের খুবই কম এবং যদি আমরা time save করতে পারি তাহলে আমরা নিশ্চয়ই দেখব মাননীয় সদস্যদের আরও অধিক সময় আলোচনার জন্য দিতে পারি কি না। তবে এখন আমাদের Business Advisory Committee যে time allocation করেছেন সেটিই আমাদের গ্রহণ করতে হবে যদি আমি time save করতে পারি তবে অন্য item থেকে আমি নিশ্চয়ই দেখব এবং আমি আশা করি মাননীয় সদস্যদের তাহলে সময় দিতে পারব।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনি যা বলেছেন সেটি মানার কথাই। কিন্তু এখানে বলেছেন ১০ই জুলাইয়ের মধ্যে এ্যাসেম্বলি থেকে বাজেট পাশ করিয়ে গভর্ণরের কাছে পাঠাতে হবে কিন্তু তার আগে ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, এই সাতটি দিন থেকে voting on demand for grants থেকে সময় বাঁচিয়ে আমাদের আলোচনার জন্য সময় করে দিতে পারেন। আমরা মনে করি এ ব্যপারে আপনার একটি বিশেষ পাওয়ার আছে।......

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জি—২০শে জুলাইয়ের মধ্যে গভর্ণরের অ্যাসেন্ট পাওয়ার দরকারও হয় তাহলেও ১০ দিন লাগার কথা নয়।

মিঃ স্পীকার—বিশেষ কারণে দরকার হবে কাজেই আমাদের সময়ের প্রয়োজন আছে। আপনাদের demand for grant যখন হবে তখন আপনারা আলোচনার সুযোগ পাবেন। তখন যদি আপনারা মনে করেন আপনাদের Constituency তে যেসব problem আছে সেগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারেন। তাছাড়া আপনারা যদি agree করেন duration of sitting extend করতে পারব। আপনারা যদি agree করেন even on holiday, Sunday or Saturday তে আপনারা যদি জনস্বার্থের জন্য নিজেদের Constituency র কাজের জন্য অধিক সময় চান তাহলে আমার আপত্তি নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আর একটি কথা চিন্তা করতে হয় সংগে সংগে ডিসকাশনে আসতে নিজেদের কিছু প্রিপারেশন নিতে হবে বাজেটটি ভাল করে না পড়ে সেটি ভাল করে না দেখে এ সম্পর্কে কারা কি বক্তৃতা করলেন সেটি চিন্তা না করে আলোচনা করা অসুবিধাজনক। কাজেই রবিবারেও আলোচনা চলবে সেটিতো সম্ভব হতেই পারে না।

মিঃ স্পীকার—আপনারা যদি ইচ্ছা করেন তাহলে অধিক রাত্রি পর্যন্ত ডিসকাশন করতে পারেন।

শ্রী কালিপদ ব্যানার্জী—স্যার, দশ দিন তো যথেষ্ট। ১০ দিন কেন, ১০ দিন তো লাগার কথা নয়।

মিঃ স্পীকার—বিশেষ কারণে আমাদের সময়ের প্রয়োজন আছে। তবে আপনাদের ডিমাণ্ড ফর গ্রেন্টস সম্পর্কে যখন ডিসকাশান হবে, তখন আলোচনা করবার সুযোগ পাবেন।

শ্রী কালিপদ ব্যানার্জী—তখন এটা কি করে হবে, স্যার ?

মিঃ স্পীকার—তাছাড়া হাউস যদি এগ্রি করে, তাহলেও শনিবার, রবিবার অথবা অন্যান্য দিনে ৫টার পরেও আমরা সময় বাড়িয়ে নিতে পারি।

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—স্যার, এর আগে আমাদের একটা কথা চিন্তা করতে হবে, সেটা হল কোন্ কোন্ সদস্য কি কি ব্যাপারে তাদের বক্তব্য রাখবেন এবং তার জন্য তাঁকে তৈরী হয়ে নিতে হবে। কিন্তু রবিবারে হাউস চলবে এটা তো সম্ভব হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার—আপনারা যদি ইচ্ছা করেন, তাহলে তো আমরা অধিক রাত পর্য্যন্ত হাউস চালাতে পারি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী—স্যার, জেনারেল ডিসকাশসানটা যাতে ভাল করে হতে পারে সে জন্য আপনি এটাকে ১২ তারিখ পর্য্যন্ত করেন না কেন?

শ্রীঅশোক ভট্টাচার্য্য—স্যার, আপনি যদি খাওয়ার ব্যবস্থা করেন, তাহলে তো এটা সম্ভব হতে পারে।

মিঃ স্পীকার—আপনারা খেতে চাইলে, আমার ব্যবস্থা করতে অসুবিধা কিসের?

শ্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—তাহলে আমরা কি মনে করতে পারি যে—"It is the ruling of the Speaker, that he is arranging a dinner in our honour?
(হাস্যরোল)

Mr. Speaker—Now, I can take the decision of the House on this point?

The question before the House is the Motion moved by Shri Usha Ranjan Sen that this House agrees with the allocation of time proposed by the Committee. It was put to voice vote and carried.

To-day, in the List of Business is the Presentation of Budget Estimates for 1972-73.

Now, I call on Shri Debendra Kishore Choudhury, Minister in-charge of the Finance Department to present before the House the budget estimates for 1972-73.

Shri Debendra Kishore Choudhury—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকের এই হাউসে আমি যে বক্তব্য রাখব, সেটা ইংরেজী এবং বাংলা দুইটিতেই আছে। এখন মাননীয় সদস্যরা যে ভাবে চাইবেন, আমি সেই ভাবে বলব।

কয়েকজন সদস্য—আপনি বাংলাতে বলুন।

Mr. Speaker—Sense of the House is that you are to deliver your speech in Bengali.

Shri Debendra Kishore Choudhury—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরের বার্ষিক বাজেট পেশ করছি……

মহাশয়,

আমি ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯৭২-৭৩ আর্থিক বৎসরের বার্ষিক বাজেট পেশ করছি। উপস্থিত মাননীয় সদস্যবৃন্দ, আপামর ভারতবাসী এবং বিশেষতঃ ত্রিপুরা বাসীর আনন্দানুভূতির অংশ-ভাক্ হতে পেরে আমার মন আজ এক অনির্বচনীয় আনন্দে আপ্লুত। সাম্প্রতিক ভারত-পাক যুদ্ধের রণাঙ্গনে ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ক্ষেত্রে আমাদের জয় লাভের ফলে আমাদের দেশ এক দারুণ সঙ্কটময় পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠেছে। মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে বাংলা দেশের শান্তিপ্রিয় মানুষের উপর পাকিস্তানী সেনা বাহিনীর অকথ্য অত্যাচারের ফলে যখন শরণার্থীরা জনস্রোতের মতো এখানে এসে আশ্রয় নেয় তখন ত্রিপুরা এক বিরাট ভার বহন করেছে। ত্রিপুরাবাসী বহুবিধ আত্মত্যাগ করেছেন এবং কোন অবস্থাতেই অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। মাননীয় সদস্যবৃন্দ আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে এই ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় যে ভূমিকা নিয়েছে এবং বিরাট শরণার্থী সংখ্যা বহন করেছে যা এই রাজ্যের লোক সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল, তারজন্য দেশবাসী আমাদের প্রশংসা করবে। যুদ্ধ এবং শরণার্থী আগমন জনিত পরিস্থিতিতে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে প্রয়োজনের সময় কেন্দ্র ও রাজ্য একই সঙ্গে কাজ করতে পারে, রাষ্ট্র এবং জাতি একত্রিত হয়ে শত্রুর মোকাবেলা করে এবং যে আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-মর্যাদা বোধ আমরা অর্জন করেছি তাতে আর সন্দেহ থাকে না যে আমরা ঠিক এভাবেই দৃঢ়তার সঙ্গে অর্থ নৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক ন্যায়নীতির লক্ষ্যে পৌছতে পারব। আমি আশা করি সেক্ষেত্রে ত্রিপুরা পিছিয়ে থাকবে না। ভারত পাক যুদ্ধ যখন প্রকট হয়ে উঠেছিল তখন ভারত সরকার রাতারাতি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং সবাই দেখেছিল যে কিছু পরে দেশের উত্তর-পূর্ব অংশে কয়েকটি রাজ্যের উন্মেষ হয়েছিল। ত্রিপুরা বহুদিন যাবত ইউনিয়ন টেরিটরি ছিল এবং ২১শে জানুয়ারী, ১৯৭২ তারিখে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। রাজ্যের পরবর্তী সরকার প্রশাসন ব্যবস্থা হাতে নিয়েছেন এবং আমি নিশ্চিত যে আমাদেরকে ভবি-ষ্যতের দিকে আস্থা রাখতে হবে। যে সব বিষয়ে আমরা এখনো সাফল্য লাভ করতে পারিনি অদূর ভবিষ্যতে আমরা সেই সব সাফল্য লাভ করতে চাই। যে সব ক্ষেত্রে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি সেইসব ক্ষেত্রে আমরা আরো অনেক বেশী অগ্রসর হতে চাই যাতে ত্রিপুরা উপযুক্ত সময়ের উন্নতির পথে সারা ভারতের সমকক্ষ হয়ে এক সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে পারে।

মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য যার প্রায় ২৫-৩০% লুঙ্গা বা উপত্যকা জমি যা ভূমি রাজস্বের আওতায় আনা হয়েছে আর বাকি অঞ্চল বন আর টিলাভূমি। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় যে সব রাজ্যের মাথাপিছু আয় সবচেয়ে কম ত্রিপুরাও তাদের মধ্যে একটি অথচ জীবন যাত্রার ব্যয় সম্ভবতঃ এখানেই সবচেয়ে বেশী আমাদের রাজধানী নগরীর অ-শ্রমিক কর্মচারী শ্রেণীর জীবনযাত্রার ব্যয় দিল্লী কলিকাতার মতো আধুনিক নগরীর চেয়েও বেশী। আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রাকৃতিক সম্পদ নেই।

এ অবস্থায় ভারত সরকারের অর্থ অনুদানের উপর আমাদের বিশেষভাবে নির্ভর করতে হয় কেন না কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে এই রাজ্য রাজস্বের যে বরাদ্দ পায় তা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম।

বর্তমান ১৯৭২-৭৩ সালের ২০শে জুলাই, ১৯৭২ পর্যন্ত যে খরচ লাগবে তা উত্তর পূর্বাঞ্চল (পুনর্গঠন) আইন, ১৯৭১ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত অর্থ থেকে মেটানো হবে।

ইউনিয়ন টেরিটরি হিসেবে আমাদের রাজস্ব ও মূলধনী উভয় খাতে নন প্ল্যান এর ঘাটতি ভারত সরকার পূরণ করতেন। রাজ্যে উন্নীত হওয়ার পর অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছে এবং ঐরূপ ঘাটতি পূরণ করার জন্য আমরা এখন সংবিধানের ২৭৫ (১) নং ধারার উপর নির্ভরশীল এবং আপনারা বাজেট বরাদ্দে দেখতে পাবেন যে ঐ ঘাটতি পূরণের জন্য এবার ১৩.০৫ কোটি টাকা ধার্য করা হয়েছে। এই অঙ্ক আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় খুবই স্বল্প এবং এই অঙ্ক আরো বাড়ানোর জন্য ভারত সরকারের উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সাথে বিষয়টির আলোচনা চলছে। আমার বিশ্বাস, এই সমস্যাসঙ্কুল নবজাত রাজ্য যেখানে, উপযুক্ত আয়ের পথ হিসেবে যথেষ্ট পরিমাণ সম্পদ নেই তাকে ভারত সরকার নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। প্রশাসন যন্ত্র, সামাজিক সেবাকার্য ইত্যাদির দ্রুত উন্নতি হয়ে দেশের উন্নত রাজ্যগুলির সমকক্ষ হতে গেলে স্বাভাবিকভাবেই খরচপত্র যে পরিমাণ বেড়ে যাবে তা পূরণ করার জন্য এ বছর আমাদের যে এডহক গ্র্যান্ট হিসেবে অবিলম্বে আর্টিকেল ২৭৫ (১) অনুযায়ী আরো ১০ কোটি টাকা বেশী অর্থ সাহায্য দরকার শুধু তাই নয় আগামী কয়েক বছরের জন্য মোট অর্থ সাহায্যের পরিমাণ অন্ততঃ ৭ থেকে ১০% বাড়ানো প্রয়োজন।

মাননীয় সদস্যগণ এটা স্বীকার করবেন যে ইউনিয়ন টেরিটরি হিসেবে ত্রিপুরার ব্যয় বরাদ্দের সঙ্গে পূর্ণ রাজ্য ত্রিপুরার বরাদ্দ তুলনা করাটা ঠিক হবে না। তাই আমি এ ধরণের তুলনা আপাততঃ যথাসম্ভব পরিহার করার চেষ্টা করেছি। এবং সম্পূর্ণ নূতনভাবে এটা শুরু করেছি। বর্তমান বৎসরের রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ২.২৬ কোটি টাকা (২.১৯ কোটি টাকার কেন্দ্রীয় কর ও শুল্ক ছাড়া) ইউনিয়ন টেরিটরি ও পূর্ণ রাজ্য উভয় কাল নিয়ে গত ১৯৭১-৭২ আর্থিক বছরে এই আয় ধরা হয়েছিল ১.৫৮ কোটি টাকা। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে এই বাবত এ বছরের অঙ্ক গতবারের তুলনায় বেশী এবং এতে বৃদ্ধির হার হচ্ছে ৪৩ শতাংশ। ১৯৭০-৭১ সালের প্রকৃত অঙ্কের তুলনায় এবারের অঙ্ক ৪১ শতাংশ বেশী। বর্তমান কর ও শুল্ক ইত্যাদির উপর কোন রকম নূতন কর বসিয়ে বা কর বৃদ্ধি করে এই আয় ধরা হয় নি।

ত্রিপুরার সংহৃত তহবিল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হওয়ায় এই রাজ্য যখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কে হিসাব খুলেছে তখন জমা কিছুই ছিল না। ইউনিয়ন টেরিটরি থাকা কালে ত্রিপুরার কোন পাবলিক একাউন্ট ছিল না।

১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট বরাদ্দ মোটামুটি ভাবে এইরূপ :—

আয়

	(কোটি টাকার হিসাবে)
রাজ্যের রাজস্ব আয়	২.২৬
কেন্দ্রীয় আয়কর ও সম্পত্তির কর থেকে পাওনা	০.৮৯
কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক থেকে পাওনা	১.৩০
মোট	৪.৪৫

ভারত সরকারের অর্থ মঞ্জুরী :—	
সংবিধানের ২৭৫ (১) ধারা অনুযায়ী মঞ্জুরী	১৩·০৫
পুলিশ বাহিনীকে আধুনিক করার জন্য অর্থ মঞ্জুরী	০·১০
পরিকল্পনার কার্য্যক্রমের জন্য ব্লক গ্র্যান্ট	২·৪০
কেন্দ্রীয় ও কেন্দ্র অনুমোদিত পরিকল্পনার কার্য্যক্রমের জন্য অর্থ মঞ্জুরী	১·০৬
কেন্দ্র অনুমোদিত নন-প্ল্যান কার্য্যসূচীর জন্য অর্থ মঞ্জুরী	২·৭৪
	১৯·৩৫

আয়	(কোটি টাকার হিসাবে)
কেন্দ্রীয় সরকারের মোট অর্থ মঞ্জুরী—	
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঋণ :—	
পরিকল্পনার কার্য্যক্রমের জন্য ব্লক লোন	৫·৬০
রাজ্যের নন-প্ল্যান প্রকল্পের ক্ষুদ্র সঞ্চয় কার্য্যক্রমের জন্য ঋণ	০·২১
কেন্দ্রীয়/কেন্দ্র অনুমোদিত পরিকল্পনা ও নন-প্ল্যান কার্য্যক্রমের জন্য ঋণ	০·০৮
কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে মোট ঋণ	৫·৮৯
সর্ব্বসাকুল্যে মোট আয়	২৯·৬৯

ব্যয়	(কোটি টাকার হিসাবে)
নন-প্ল্যান	
রাজস্ব খাতে ব্যয় (নিট)	
রাজ্য প্রকল্প	২০·৭৯
কেন্দ্রীয়/কেন্দ্র অনুমোদিত প্রকল্প	২·৭৪
মূলধনী খাতে ব্যয় (নিট)	
রাজ্য প্রকল্প সমূহ	৩·৩২
মোট : নন-প্ল্যান	২৬·৮৫
প্ল্যান	
রাজস্ব খাতে ব্যয় (নিট)	
রাজ্য প্রকল্প সমূহ	৩·৭৩
কেন্দ্রীয়/কেন্দ্র অনুমোদিত প্রকল্প	১·০৬
মূলধনী খাতে ব্যয় (নিট)	
রাজ্য প্রকল্প	৪·২৭

কেন্দ্রীয়/কেন্দ্র অনুমোদিত প্রকল্প		০·০১
	মোট : প্ল্যান	৯·১৩
	সর্ব্বমোট ব্যয় (নিট)	৩৫·৯৮
মোট আয় থেকে মোট ব্যয় বাদ দিয়ে তা থেকে ওপেনিং ব্যালেন্স (১৯৭১-৭২ সালের পূর্ণ রাজ্য কালের বাজেট বরাদ্দ অনুযায়ী)		৬·২৯
	বাদ দিয়ে	১·০৪
	নিট ঘাটতি	৫·২৫

আমি আগেই বলেছি যে ১৯৭১-৭২ সালের (পূর্ণ রাজ্য কালে) বরাদ্দের সঙ্গে আমি এবারের বরাদ্দের তুলনা করতে চাই না কেন না তাতে কোন লাভ নেই। তবুও রীতি অনুযায়ী ১৯৭১-৭২ সালের এই অংকগুলো রাষ্ট্রপতি/রাজ্যপাল উত্তর পূর্বাঞ্চল (পুনর্গঠন) আইন, ১৯৭১, অনুযায়ী খরচের যে সম্মতি দিয়েছিলেন তাকে নিয়ম মাফিক করার জন্য এই বিধান সভায় উত্থাপিত প্রস্তাবে সংযোজিত বিভাগীয় সংশোধিত বরাদ্দের ভিত্তিতে অর্থ মঞ্জুরীর দাবীর (ডিমাণ্ডস ফর গ্র্যান্টস) অন্তর্ভুক্ত করা হলো।

কিছু দিনের মধ্যেই আমরা ষষ্ঠ ফিনান্স কমিশনের সম্মুখীন হব; এই কমিশনের নিযুক্তি ঘোষণা করা হয়েছে এবং আমরা আশা করি অনগ্রসরতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা, এক বিরাট সংখ্যক উপজাতি জনগণ যাদের জীবনযাত্রার মান জরুরী ভিত্তিতে উন্নত করে তুলতে হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সম্পূর্ণ অভাব জনিত সমস্যায় জর্জরিত এই রাজ্যের অভাব অভিযোগ গুলির প্রতি কমিশন সদয় ও ন্যায় সঙ্গত মনোভাব দেখাবেন। অন্যদিকে এটা আমাদের গর্বের বিষয়—শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে আমরা এমন অগ্রসর হয়েছি যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার মতো বয়সের শতকরা ৮২টি ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছে। এসব প্রকল্পগুলির নিজস্ব সমস্যা রয়েছে। সেগুলি সম্পর্কেও সরকার সম্পূর্ণ সচেতন এবং জমির উপর যে চাপ সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিকার, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সহর ও গ্রামাঞ্চলের বেকারত্বের প্রতিকারের জন্য সরকার অবশ্যই পদক্ষেপ নেবেন।

বিশ্ব বিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও একটি মধ্যশিক্ষা পর্ষদ স্থাপনের জন্য সরকার বিশেষভাবে আগ্রহী।

যদিও আমাদের মোট আয়ের পরিমাণ ২৯·৬৯ কোটি টাকা, নিট খরচের জন্য ৩৫·৯৮ কোটি টাকার মঞ্জুরী দাবি করা হয়েছে যা নিম্নলিখিত টেবিলে উল্লিখিত হলো :—

লক্ষ টাকার হিসাবে

সেবামূলক কাজ এবং উদ্দেশ্য	অর্থ মঞ্জুরীর দাবী ১৯৭২—৭৩		
	প্ল্যান	নন-প্ল্যান	মোট
১। কর্পোরেশন কর ছাড়া আয়কর			
কৃষি আয়কর	—	০·১৩	০·১৩

লক্ষ টাকার হিসাবে

সেবামূলক কাজ এবং উদ্দেশ্য	অর্থ মঞ্জুরীর দাবী ১৯৭২—৭৩		
	প্ল্যান	নন-প্ল্যান	মোট
২। ভূমি রাজস্ব	—	৪৫·২৭	৪৫·২৭
৩। রাজ্যের আবগারি শুল্ক	—	৮·৩৫	৮·৩৫
৪। যান বাহন কর	—	১·১৩	১·১৩
৫। অন্যান্য শুল্ক	—	০·০২	০·০২
৬। ষ্ট্যাম্পস্	—	০·৬২	০·৬২
৭। রেজিষ্ট্রেশন ফি	—	২·৮৫	২·৮৫
দেনা ও অন্যান্য বাধ্যতার সুদ (চার্জড)	—	১৯৫·০০	১৯৫·০০
৮। সংসদ রাজ্য/ইউনিয়ন টেরিটরির বিধানসভা	—	১৫·৯৭	১৫·৯৭
৯। সাধারণ প্রশাসন	—	১১৫·৫৫	১১৫·৫৫
১০। আইন বিভাগীয় প্রশাসন	—	১৭·৬৭	১৭·৬৭
১১। কারাগার	—	৯·১৮	৯·১৮
১২। পুলিশ	—	২৫৭·২৯	২৫৭·২৯
১৩। বিবিধ বিভাগ	—	১১·৫২	১১·৫২
১৪। শিক্ষা	৮৩·৯৬	৫৭··২৭	৬৫৭·২৩
১৫। চিকিৎসা	১৪·১৫	১১৭·৬৮	১৩১·৮৩
১৬। জনস্বাস্থ্য	১৮·৬৯	১০·১৭	২৮·৮৬
১৭। পরিবার পরিকল্পনা	৬·০০	—	৬·০০
১৮। কৃষি	৯৭·২৩	৫৪·৯৩	১৫২·১৬
১৯। পশুপালন	১৩·২৬	৪৪·৪২	৫৭·৬৮
২০। সমবায়	৫·৮৭	১১·৩০	১৭·১৭
২১। শিল্প	১৬·৬১	২৯·২৪	৪৫·৮৫
২২। সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প জাতীয় সম্প্রসারণ কার্য্যসূচী ও স্থানীয় উন্নয়ন কার্য্যসূচী	৪৩·৪৪	২৫·০৭	৬৮·৫১
২৩। শ্রম ও কর্ম্ম সংস্থান	২·৪৬	৯·৮৯	১২·৩৫
২৪। বিবিধ, সামাজিক ও উন্নয়ন সংগঠন	৮৮·৪৫	২৯·৩১	১১৭·৭৬
২৫। সেচ, নৌপথ, বাঁধ ও পয়ঃপ্রণালী (নন কমার্শিয়াল)	—	১৩·৭৯	১৩·৭৯
২৬। বিদ্যুৎ প্রকল্প	—	৬৪·৬৩	৬৪·৬৩

লক্ষ টাকার হিসাবে

সেবামূলক কাজ এবং উদ্দেশ্য	অর্থ মঞ্জুরীর দাবী ১৯৭২—৭৩ প্ল্যান	নন-প্ল্যান	মোট
২৭। পূর্ত্ত কার্য্যসূচী	১.৭২	৩৯৩.৬২	৩৯৫.৩৪
২৮। পূর্ত্ত কার্যসূচীর মূলধনী খাতে বরাদ্দ	১০.৩২	২১.২০	৩১.৫২
২৯। দুর্ভিক্ষ ত্রাণ	—	৭.৫০	৭.৫০
৩০। পেন্সন ও অন্যান্য অবসরকালীন সুবিধাদি	—	১৫.৬০	১৫.৬০
৩১। রাজস্ব ভাতা	—	২.৩০	২.৩০
৩২। মুদ্রণ ও লিখন সামগ্রী	৪.৩০	১৭.৩৯	২১.৬৯
৩৩। বন	৪০.০৮	৪৬.২৫	৮৬.৩৩
৩৪। বিবিধ	৩২.২০	৩২৩.৮৩	৩৫৬.০৩
৩৫। অন্যান্য বিবিধ ক্ষতিপূরণ ও স্বত্ব	—	৫.০০	৫.০০
মোট : রাজস্ব খাত (গ্রস)	৪৭৮.৭৪	২৪৯৬.৯৪	২৯৭৫.৬৮
অন্যান্য সরকার ও বিভাগ থেকে আদায় বাদ দিয়ে	—	১৪৪.৫১	১৪৪.৫১
মোট রাজস্ব খাত (নিট)	৪৭৮.৭৪	২৩৫২.৪৩	২৮৩১.১৭
মূলধনী খাত			
৩৬। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন মূলধনী খাতে বরাদ্দ	১১.০০	৫.০০	১৬.০০
৩৭। কৃষি উন্নয়ন ও গবেষণা কার্য্যসূচী বাবত মূলধনীখাতে বরাদ্দ	১৮.১৯	০.১০	১৮.২৯
৩৮। শিল্প ও অর্থ নৈতিক উন্নয়নে মূলধনী খাতে বরাদ্দ	৩৫.০৬	—	৩৫.০৬
৩৯। সেচ, নৌপথ, বাঁধ ও পয়ঃপ্রণালীর জন্য মূলধনী খাতে বরাদ্দ	১২.০০	—	১২.০০
৪০। বিদ্যুত প্রকল্পের জন্য মূলধনী খাতে বরাদ্দ	১৯৪.৭০	১৬৪.০০	৩৫৮.৭০

লক্ষ টাকার হিসাবে

সেবামূলক কাজ এবং উদ্দেশ্য	অর্থ মঞ্জুরীর দাবী ১৯৭২—৭৩		
	প্ল্যান	নন প্ল্যান	মোট
৪১। পূর্ত্ত কার্য্যসূচীর জন্য মূলধনী খাতে বরাদ্দ	১৩৯·৩৩	২০০·০০	৩৩৯·৩৩
৪২। পেন্সনের বিকল্প আদায় দান	—	০·৩৫	০·৩৫
৪৩। সরকারী ব্যবসা প্রকল্পের জন্য মূলধনী খাতে বরাদ্দ	৫·২২	৪২৯·০০	৪৩৪·২২
৪৪। কণ্টিনজেন্সি কোষে নিয়োগ	—	১০·০০	১০·০০
৪৫। রাজ্য/ইউনিয়ন টেরিটরি সরকার কর্ত্তৃক ঋণ ও অগ্রিম দান	১৮·৮৪	৩১·৯২	৫০·৭৬
ঋণ পরিশোধের জন্য বন্দান	—	১১০·০০	১১০·০০
মোট : মূলধনী খাত	৪৩৪·৩৪	৯৫০·৩৭	১৩৮৪·৭১
অন্যান্য সরকার এবং বিভাগ থেকে আদায় বাদ দিয়ে	—	৬১৭·৭৮	৬১৭·৭৮
মোট : মূলধনী খাত (নিট)	৪৩৪·৩৪	৩৩২·৫৯	৭৬৬·৯৩
সর্ব্বমোট (নিট)	৯১৩·০৮	২৬৮৫·০২	৩৫৯৮·১০

মাননীয় সদস্যগণ দেখবেন যে এই বাজেটে ৬·২৯ কোটি টাকা ঘাটতি হয়েছে যা ১৯৭১-৭২ এর বাজেট মাফিক ১·০৪ কোটি টাকার প্রারম্ভিক নগদ ব্যালেন্সের দ্বারা মেটানো হয়েছে এবং ফলে নিট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫·২৫ কোটি টাকা। বছরের শেষের সঠিক নগদ অবশিষ্ট (ব্যালেন্স) এবং দেনা এখনো নিরূপণ করা হয়নি এবং একমাত্র রাজস্ব বরাদ্দ স্থির করার পরই সেটা স্থির করে বাজেটে ধরা যেতে পারে। এই ঘাটতি পূরণের জন্য বিশেষ অর্থ সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন করা হয়েছে। রাজ্যের অর্থ সংকুলানের দিকটি সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য অর্থ বিষয়ক প্রশাসনকে আরও শক্তিশালী করে তোলা দরকার। ভারত সরকারের কাছ থেকে আমরা যা পাই তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে আমি শঙ্কিত।

পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর রাজ্যের জেলাগুলি পুনর্গঠন ও রাজধানীতে বাসগৃহ, অফিসগৃহ ও জীবনযাত্রার অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি সম্প্রসারণের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। এটা সরকারের একটা গুরুদায়িত্ব যার জন্য বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আমাদের কিছু কিছু বাধা বিপত্তি রয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিভিন্ন টেকানক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল কাজে সুদক্ষ স্থানীয় লোকের অভাব। আপাততঃ ভারত সরকার ও অন্যান্য রাজ্য থেকে ডেপুটেশনে অনেক অফিসার ও কর্ম্মচারী আনাতে হবে এবং বাইরের লোকের (ডেপুটেশানিষ্ট) উপর নির্ভরশীল না হয়ে স্থানীয় উপযুক্ত লোক দ্বারা উচ্চপদ সমূহ

যাতে পুরণ করা যায় সে দিকেও সরকার লক্ষ্য রাখবেন। সরকার এ সম্পর্কে বিশেষ সচেতন এবং এ ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হবে।

পূর্ণ রাজ্যে উন্নীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আগরতলাতে গৌহাটি হাই কোর্টের একটি বেঞ্চ পেয়েছি। ত্রিপুরায় প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করার প্রকল্পটি দ্রুত রূপায়ন করতে সরকার নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছেন এবং প্রাথমিক পর্য্যায়ে এটি একটি জেলাতে প্রবর্তিত করা হবে।

সমাজ সেবামূলক খাতে বাজেট বরাদ্দে ১২·৯৫ কোটি টাকা ধরা হয়েছে ; এবং তার বিবরণ নিম্নলিখিতরূপ :—

	কোটি টাকায়
শিক্ষা	৬·৫৭
চিকিৎসা	১·৩২
জনস্বাস্থ্য	০·২৯
পরিবার পরিকল্পনা	০·০৬
কৃষি	১·৭২
পশু পালন	০·৫৮
সমবায়	০·৯৭
শিল্প	০·৪৬
সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প	০·৬৮
শ্রম ও কর্ম্মসংস্থান	০·১২
বিবিধ, সামাজিক ও উন্নয়ন সংগঠন	১·১৮
	মোট—১২·৯৫

উপরোক্ত ক্ষেত্রগুলিতে মাথাপিছু খরচ নিম্নলিখিত রূপ :—

	টাকা
শিক্ষা—	৪২·০
চিকিৎসা—	৮·৫
জনস্বাস্থ্য —	১·৯
পরিবার করিকল্পনা—	০·৪
কৃষি—	৯·৭
পশু পালন—	৩·৭
সমবায়	১·০
শিল্প	৩·০
সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প—	৪·৪
শ্রম ও কর্ম্মসংস্থান—	০·৮
বিবিধ, সামাজিক ও উন্নয়ন সংগঠন—	৭·৫

সামাজিক উন্নয়ন ও আধুনিক জীবন যাত্রার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণের দিকে সরকার প্রথমেই নজর দেবেন এবং ঐ সকল প্রকল্পগুলির কাজ যাতে দ্রুত অগ্রসর হয় তার জন্য বাজেটে যথেষ্ট পরিমাণ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

রাজ্যের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যসূচী বিবেচনা করছেন এবং এ ব্যাপারে কিছু প্রাথমিক কাজ কর্ম্মও শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন ও ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্টিজ কর্পোরেশন নামে রাজ্য সরকারের মালিকানাধীন দুইটি কর্পোরেশন কাজ করে যাচ্ছে। জনসাধারণের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করার জন্য সরকার বিশেষ আগ্রহী এবং আশা করা হচ্ছে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এর ব্যবস্থা করবে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস রুট জাতীয় করণ করে অদূর ভবিষ্যতে সেগুলিতে স্বল্প ভাড়ায় নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক পরিবহনের সুবিধা দানের জন্য সরকার প্রস্তাব করেছেন। পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির পর এই বাবত প্রয়োজনীয় অর্থ টি, আর, টি, সিকে দেওয়া হয়েছে।

পরিবহন ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রথমেই বলতে হয় ত্রিপুরায় ভাল পরিবহন ব্যবস্থার জন্য ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলে রেলপথ সম্প্রসারণ জরুরীভাবে প্রয়োজন। এ ব্যাপারে ধর্ম্মনগর—আগরতলা জরিপের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আগরতলা থেকে সাবরুম পর্য্যন্ত রেল পথের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে শীঘ্রই রেলওয়ে বোর্ড একটি জরীপের কাজ হাতে নিতে পারেন। সরকার অব ভারত সরকারকে এ ব্যাপারে রাজি করাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাবে কেন না রেলপথের অভাবে এই রাজ্যের অনেক উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হচ্ছে।

চলতি বছরে আমাদের একটি বড় রকমের নির্ম্মাণ প্রকল্প আছে এবং অর্থের টানাটানি থাকা সত্বেও বিভিন্ন নির্ম্মাণ প্রকল্পের জন্য আড়াই কোটি টাকারও বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। সড়ক নির্ম্মাণের জন্য প্রায় এক কোটি টাকার মতো বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য চার কোটি টাকারও বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। জল বিদ্যুৎ সম্পদের অভাব জনিত সমস্যা রয়েছে এবং যোগাযোগের অসুবিধা ও দূরত্বের দরুণ জলবিদ্যুৎ উৎপাদন খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।

একটি কাগজের কল, প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটি উঁচুদরের কাগজের কল স্থাপন করে শিল্পায়নের সূচনা করার প্রতি সরকার মনোযোগ দিয়েছেন। একটি পাট কল স্থাপনেরও উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এ ব্যাপারে জরীপের কাজও চলেছে। আসাম ফিনান্সিয়াল কর্পোরেশন যে অর্থ মঞ্জুর করেছেন তার সদ্ব্যবহার করে ত্রিপুরার উন্নয়ন সাধন করার জন্য ক্ষুদ্র শিল্প সংগঠনকে সক্রিয় করে তোলা হচ্ছে। এই প্রকল্পগুলি রচনা করতে অবশ্য বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। এ ব্যাপারে সাফল্য অর্জনের জন্য সরকার পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা করছেন। কয়েকটি প্রাথমিক পদক্ষেপও নেওয়া হয়েছে।

আমি এখন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের কাজকর্ম্ম সম্পর্কে আলোকপাত করছি।

রাজস্ব দপ্তর

মাননীয় সদস্যরা অবগত আছেন যে ত্রিপুরার ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন বলবৎ

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জরীপ ও বন্দোবস্ত বিষয়ক কাজকর্ম এই নূতন আইনের (১৯৬০) আওতায় আনা হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যকে তিনটি জেলা, ১০টি মহকুমা, ১৭টি রাজস্ব এলাকা, ৩৭টি রাজস্ব পরিদর্শন এলাকা, ১৭৭টি তহশিল ও ৮৭১টি গ্রামে বিভক্ত করা হয়েছে। জমির উপ-যোগিতা ও শ্রেণী অনুসারে রাজস্বের নূতন হার প্রবর্তন করা হয়েছে। মাত্র (২৫৯২.১৫ বর্গ কিলোমিটার) ১০০০.৮৩ বর্গ মাইল এলাকা মোট রাজস্ব এলাকা হিসেবে জরীপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং বাকী অঞ্চলকে বন, জরীপের বহির্ভূত এলাকা, সড়ক, নদী ও সরকারী দপ্তর সমূহের জমি হিসেবে ধরা হয়েছে বাৎসরিক ভূমি রাজস্ব টাকা ৩৩,৬২,৪৪১.৬৫ সম্ভবপর ক্ষেত্রে যে খাস ভূমি পাওয়া যাবে তা শীঘ্র ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টনের কর্ম্মসূচী গৃহীত হচ্ছে। কৃষকগণ যেসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়েছেন সে কথা বিবেচনা করে সরকার ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ ও ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৯-৭০ সালের ভূমি রাজস্ব মকুব করেছেন ঐ সময়ের যে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে তা পরবর্তী সময়ের খাজনা হিসাবে ধরা হবে। উল্লিখিত দুই বছরের ভূমি রাজস্বের পরিমাণ প্রায় ৫১.৮৬ লক্ষ টাকা।

অনতিক্রম্য পরিস্থিতির জন্য ১৯৭১-৭২ সালে রাজ্য আবগারী বাবত আয় অনেকটা ব্যাহত হয়েছে। ১৯৭২—৭৩ সালে আবগারী খাতে আয় বাড়াবার জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। ২৭০০০.০০ টাকা বকেয়া সহ আবগারী খাতে প্রায় ১৮,৩৫,৪০০.০০ টাকা শুল্ক আদায় হবে বলে আমরা আশা রাখি।

রাজ্যের আয় সীমিত হওয়া সত্বেও, কল্যাণমূলক প্রকল্প এবং সাধারণ মানুষের দারিদ্র বিশেষতঃ সমাজের অনুন্নত সম্প্রদায়ের দারিদ্র লাঘব করার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সরকার ত্রাণ সাহায্যের জন্য ২,৫০,০০০.০০ টাকা এবং টেষ্ট রিলিফ বাবত ৫,০০,০০০.০০ টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং ইতিমধ্যে উপরোক্ত সাহায্যগুলি বাবত যথাক্রমে ৮৫,৭০০.০০ ও ১,৫০,০০০.০০ টাকা ইতিমধ্যে মঞ্জুর হয়েছে। দরিদ্র কৃষকদেরকে হালের বলদ, বীজ, সার ও কৃষি সরঞ্জাম কেনার জন্য কৃষি ঋণ বাবত ৩,০০,০০০.০০ টাকা ও উপজাতি জুমিয়াদেরকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দানের জন্য ২০০,০০০.০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদেরকে আর্থিক সাহায্য করার জন্যও সরকার একটি বরাদ্দ রেখেছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে গত ১৮ই মে সাইক্লোনের আকারে এক দুর্যোগ ঘটেছে। নন গেজেটেড কর্ম্মচারীদের জন্য সরকার অগ্রিম বেতন মঞ্জুর করেছেন যে বাবত ৩০-৪০ লক্ষ টাকা খরচ হতে পারে। অগ্নি-কাণ্ডে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তারা যাতে ক্ষতি সামলে উঠতে পারেন তার জন্য কিছু ঋণ দানের বরাদ্দ হয়েছে। খরাজনিত পরিস্থিতির দরুণ উপরোক্ত বরাদ্দে কুলিয়ে উঠা সম্ভব না ও হতে পারে এবং এই বাবত বরাদ্দ আরও বাড়াবার প্রয়োজন হতে পারে।

রাজস্ব পুরোপুরিভাবে আদায়ের জন্য এবং সত্বর বকেয়া রাজস্ব উদ্ধার করার জন্য পন্থা উদ্ভাবনের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থাকে সংস্কার করার জন্য এবং প্রত্যেক ভূমির মালিককে তার ভূমির বিস্তৃত বিবরণ সম্বলিত পাট্টা রেজিষ্টার দানের জন্যও প্রস্তাব করা হয়েছে। তদ্রুপ ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইনটি বর্ত্তমান পরিস্থিতির উপযোগী করে সংশোধন করার কথাও চিন্তা করা হচ্ছে।

কর্ম্মসংস্থান ও শ্রমকল্যাণ

দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত ত্রিপুরায়ও বেকার সমস্যা বছর বছর তীব্র আকার ধারণ করছে। সরকারী বা বে সরকারী ক্ষেত্রে শিল্পের অভাব এরূর বেকার সমস্যার অন্যতম কারণ। শহরাঞ্চলের বেকারদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও কারীগরী-বিদ সহ শিক্ষিত যুবক। কৃষি ভিত্তিক শিল্পের অভাবে ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক আয় বিশিস্ট চাষীগণও আধা বেকার। কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপিত হলে তারা পুরো সময়ের জন্য কাজ পাবেন। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকার পূর্ণ সচেতন। বে-সরকারী মালিকানায় শিল্প স্থাপনের জন্য শিল্পপতিদের অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে। সরকারী মালিকানায় শিল্প স্থাপনের কাজ সবেমাত্র শুরু হচ্ছে। ক্ষুদ্র আয় এবং প্রান্তিক আয় বিশিস্ট চাষীদের জন্য প্রকল্প সমুহ এবং গ্রামীন কর্ম্মসংস্থানের জন্য জরুরী প্রকল্প সমূহ রূপায়ণের মধ্য দিয়ে গ্রামীন এলাকায় বেকার এবং আধা বেকার সমস্যার আংশিক সমাধান করার আশা করা হচ্ছে। ভূমি উপনিবেশীকরণের মাধ্যমে ফলপ্রদ কর্ম্মসংস্থান প্রকল্প সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পূর্ত্ত বিভাগের কাজে শিক্ষা ইত্যাদি খাতে অধিক বরাদ্দের ফলে নতুন কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ গড়ে উঠবে।

শিক্ষিত বেকার এবং কারিগরীবিদগণের কর্ম্মসংস্থানের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ঐ প্রকল্পে শিক্ষিত বেকারগণকে ব্যবসাতে অনুপ্রাণিত করার উদ্দেশ্যে কতকগুলি দোকানঘর নির্ম্মাণ করা হয়েছে এবং ঐগুলি তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। কিছু শিথিলযোগ্য বিধির অধীনে বেকার ইঞ্জিনীয়ারগণকে কাজ দিবার জন্য সরকারী দপ্তর সমূহকে নির্দ্দেশ দেয়া হয়েছে। শিক্ষিত বেকারদের মধ্যে কেরোসিন তৈল, পেট্রোল ইত্যাদির ডিলারশীপ বণ্টন করার জন্য সরকার ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনকে বলেছেন।

কর্ম্মসংস্থানের ক্রমবর্দ্ধমান দাবীর তুলনায় নতুন কর্ম্মসংস্থানের সুযোগ অপ্রতুল থাকায় কর্ম্ম প্রার্থীর প্রতি সুবিচার করা এবং কর্ম্মদাতাগণ যাতে প্রয়োজনীয় বৃত্তির ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্ম্মপ্রার্থী লাভ করতে পারেন তার জন্য কর্ম্মসংস্থান সেবার সুদৃঢ় করণ ও সম্প্রসারণ করার প্রয়োজনীয়তা হয়ে পড়েছে। রাজ্য সরকারের কর্ম-বিনিয়োগ দপ্তর কর্ম্মসংস্থান সহায়তা ছাড়াও কর্ম্মসংস্থান বাজারের খবরাখবর সমীক্ষার জন্য তথ্য সংগ্রহের কার্য্যসূচী গ্রহণ করবে ও তিনটি ব্লকে ব্লক আধিকারিকদের দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত কর্ম্ম-সংস্থান তথ্য ও সহায়তা ব্যুরো ও আগরতলা কর্ম্ম বিনিয়োগ দপ্তরের সঙ্গে যুক্ত বৃত্তি নির্দ্দেশনা কর্ম্মসংস্থান বিষয়ক পরামর্শ ইউনিট চালু রাখবে।

বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের সমস্যার প্রতিই সরকারের দৃষ্টী সীমাবদ্ধ নয়, চা বাগান, কারখানা ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের কল্যাণ ও শ্রমিক মালিক বিবাদের অনুসন্ধান ও মীমাংসার প্রতিও সরকার দৃষ্টী রেখেছেন। পরিকল্পনা বহির্ভূত অর্থের দ্বারা সরকার সাতটি শ্রমিক কল্যাণ কেন্দ্র ও পাঁচটি বারোয়ারী চালু রাখবেন। শ্রম প্রশাসন শক্তিশালী

করা, মীমাংসা ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং শ্রম ও শ্রম কল্যাণ বিষয়ক পরিদর্শন ব্যবস্থা ও পরিসংখ্যান প্রস্তুতের প্রকল্পগুলি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা

জাতীয় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ জাতীয় বসন্ত উচ্ছেদ, জাতীয় কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ টি, বি, নিয়ন্ত্রণ ভি, ডি, নিয়ন্ত্রণ, বি, সি, জি, টিকা বিদ্যালয় স্বাস্থ্য সংস্থাসমূহ, পরিবার পরিকল্পনা কর্ম্মসূচী ইত্যাদির মতো স্বাস্থ্য সংস্থা এবং রোগ নিবারণ সংস্থাসমূহে চালিয়ে যাওয়া ছাড়াও সরকার বর্ত্তমান হাসপাতাল সমূহের সম্প্রসারণের কর্ম্মসুচী সমাপ্ত করার প্রস্তাব নিয়েছেন। জি. বি, হাস-পাতালের শয্যা সংখ্যা ৫০টি বাড়ানো হবে এবং অন্যান্য ৬টি মহকুমা হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা ১০ থেকে ২০টি অতিরিক্ত শয্যায় বর্ধিত করা হবে। একটি ১০ থেকে ১২ শয্যা বিশিষ্ট মানসিক রোগ চিকিৎসা শাখাও চলতি সালেই স্থাপিত হবে বলে প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি সালেই প্রস্তাবিত উত্তর ত্রিপুরা জেলায় সদর কার্য্যালয়ে একটি ৬ শয্যা বিশিষ্ট চিকিৎসা কেন্দ্রের কাজ সমাপ্ত করতে সরকার আশা প্রকাশ করছেন। বর্ত্তমানে ৯৭টি এলোপ্যাথিক ডিসপেনসারী, ৭টি হোমিওপ্যাথিক ডিসপেনসারী এবং একটি আয়ুর্বেদিক ডিসপেন্সারীর সঙ্গে এ বছর আরও তিনটি ডিসপেন্সারী যুক্ত হবে। পল্লী অঞ্চলের জন্য দু'টি নতুন ভ্রাম্যমান চিকিৎসালয় স্থাপনের পরিকল্পনাও সরকারের রয়েছে। দূরবর্তী অঞ্চলের ঋষ্যমুখ, নিহারনগর, মহারাণী, শিলাছরী এবং ছামনুতে ৫টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্ম্মাণ। কুলাই, মনু এবং ফটিক রায়ের স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং রাজনগর, শ্রীনগর, কুলাই, হাওয়র দশদা এবং আনন্দবাজারের ৫টি ডিসপেন্সারীর সম্প্রসারণের কাজও এগিয়ে চলেছে।

দেশীয় রীতিতে ঔষধ তৈরীতে উৎসাহ দানের জন্য সরকার বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদিক ঔষধ প্রস্তুত কেন্দ্র ও ডিসপেন্সারী চালিয়ে যাওয়া এবং অতিরিক্ত আরও তিনটি আয়ুর্ব্বেদিক ডিসপেন্সারী স্থাপনের প্রস্তাবও সরকার করছেন।

যতদিন ত্রিপুরায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন সম্ভব না হয়ে উঠে সরকার কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পাঠক্রমে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ততদিন পর্যন্ত ছাত্রদের সাহায্য দান অব্যাহত রাখবে। সরকার একটি মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের ব্যাপারে গভীর আগ্রহী এবং এ ব্যাপারে ভারত সরকারের সঙ্গে কথাবার্ত্তা শুরু হয়েছে। সরকার যা হোক নার্স এবং ফার্ম্মাসিষ্ট ইত্যাদির প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্যারা ম্যাডিকেল ট্রেনিং স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার বিভাগের অনুপস্থিতি ত্রিপুরায় গভীরভাবেই অনুভূত হচ্ছে। যে কোন বিশ্লেষণের জন্য নিকটবর্তী কলিকাতায় অবস্থিত গবেষণাগারের সাহায্য আমাদের নিতে হয়। সরকার ত্রিপুরায় জনস্বাস্থ্য গবেষণাগার (পরীক্ষাগার) প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ত্রিপুরায় সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বর্ত্তমান সুযোগ সুবিধা ও সাহায্যতা অব্যাহত রাখা ছাড়াও যে সমস্ত পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা সেন্টারের কর্মী সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্প সেগুলোতে যথোপযুক্ত কর্মী নিয়োগ এবং চলতি সালে ৬টি নতুন পরিবার কল্যাণ পরিকল্পনা কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব আমরা নিয়েছি।

শিক্ষা—

প্রাক-স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত পড়াশুনোর ব্যাপারে ত্রিপুরায় শিক্ষার সুযোগ সুবিধা গড়পরতা ভারতের অন্যান্য রাজ্য সমূহ থেকে অনেক বেশী। সমাজের সর্বস্তরের এবং খেটে খাওয়া মানুষের শিশুদের উন্নতি ও সহায়তার ক্ষেত্র আরো বেশী সম্প্রসারিত করার মানসে সরকার ২০০টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ১৫টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ৩টি উচ্চ বিদ্যালয়, খেটে খাওয়া পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য মাধ্যমিক স্তরের এবং সেকেণ্ডারী স্তরের সান্ধ্য পাঠক্রমের দুটি অবসর কালীন শিক্ষা, অন্ধদের জন্য একটি বিদ্যালয়, ১৫টি স্কুলে টেক্সট বই পাঠাগার, ৬টি ভ্রাম্যমান পাঠাগার ইউনিট, ৬টি শিশু রঙ্গ, ৮টি হর্টিকালচার বাগান, ২টি ডাক্তারি, ২টি শিশু শিল্প কেন্দ্র ইত্যাদি শুরু করতে ইচ্ছুক। সরকার বর্তমান ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে পরিবর্তন, ১০টি প্রাথমিক পর্যায়ে, ৩টি মাধ্যমিক পর্যায়ে এবং দুটি উচ্চ অথবা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নয়ন, বাংলা পাঠ্যবই প্রনয়ন, ৩টী সেকেণ্ডারী বিদ্যালয়, নতুন ধরণের পাঠক্রমের সূচনা, একটি ব্লকে শিশু রঙ্গের পূর্ণ কর্মসূচীর প্রবর্তন, ১১২ জন বিকলাঙ্গ ছাত্র ছাত্রাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, ৭০০ জন ছাত্র ছাত্রীকে বুকগ্র্যান্টর, ৪০০ ছাত্রীকে উপস্থিতি বৃত্তি প্রদান, ৪০০০ ছাত্রাকে পোষাকের যোগান, ছেলে এবং মেয়েদের শিশু নিকেতনগুলোতে অধিক পরিমাণে স্থান সংকুলানের ব্যবস্থা ইত্যাদির প্রস্তাবও সরকার নিয়েছেন। সরকার খেলাধুলা এবং অন্যান্য যুব কর্মসূচীর পৃষ্ঠপোষকতা চালিয়ে যাবেন এবং এজন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, গাইড এবং ক্রীড়া সামগ্রী যোগানের ব্যবস্থা করবেন।

তপশিলী জাতি এবং উপজাতি কল্যাণ

তপশিলী জাতি এবং উপজাতি অন্তর্ভুক্ত সমাজের দুর্বল শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য ১৯১৯ টাকা হারে মঞ্জুরী দিয়ে জুমিয়া ভূমিহীন আদিবাসী এবং তপশিলী জাতিকে পুনর্বাসন দেওয়ার সংশোধিত প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সংশোধিত প্রকল্পের অধীনে প্রায় আদিবাসী জুমিয়া ভূমিহীনদের ৯৬০টি পরিবার এবং তপশিলী জাতি ৯৬০টি পরিবার উপকৃত হবে। অমরপুর পাইলট প্রজেক্টের অধীনে প্রায় ১৩০টি পরিবার স্থায়ী পুনর্বাসন পাবে। নুতন পুনর্বাসন প্রাপ্ত তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতির কৃষক গণের মধ্যে সরকার থেকে বিনামূল্যে উন্নত ধরণের বীজ ধান ও আলুর বীজ, ফলের চারা এবং কলম বন্টনের ব্যাপারটি বিশেষ অগ্রাধিকার পাবে। ডাল, তৈল বীজ, আখ, সোয়াবিন, তুলা ইত্যাদি নতুন ফসল উৎপাদনের জন্য তারা উৎসাহ পাবে। মৎস্য চাষ, ক্ষুদ্রায়তন জলসেচ এবং কৃষি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের জন্য তপশিলী জাতি এবং উপজাতীর যুবক কৃষকদের সর্ববিধ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাসকৃত মূল্যে উপযুক্ত তপশিলী জাতি এবং উপজাতিদের মধ্যে পোলট্রি বার্ড এবং শূকর বন্টনের জন্য একটি সহায়তা পুষ্ট শূকর প্রজনন এবং পোলট্রি ফার্ম স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে ট্রেনিং কাম প্রডাকসন কেন্দ্রগুলো চালু রাখার জন্য এবং চামড়ার কাজে যন্ত্রপাতি কেনার জন্য মহিলা সমিতিগুলোকে অনুদান দেওয়া ছাড়াও সরকার এই সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকদের শিল্প

শিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ লাভের জন্য বিশেষ বৃত্তি দানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তপশিলী জাতি এবং উপজাতীয় ছাত্রদের জন্য নতুন বোর্ডিং হাউস নির্মাণ, বিনামূল্যে পোষাক দান বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড, বইয়ের জন্য অনুদান এবং প্রাক মেট্রিক ও মেট্রিক উত্তর বৃত্তি দেওয়ার জন্য ৭,৪১,৫০০ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে।

চলতি সালে প্রস্তাবিত অন্যান্য সাধারণ কল্যাণধর্মী কর্ম ধারাগুলো হচ্ছে :—

১) আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

২) আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা

৩) পুরোনো রোগে ভুক্তভোগা তপশিলী জাতি ও উপজাতীয় রোগীদের আর্থিক সহায়তা দান

৪) ধাই হিসাবে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী আদিবাসী ও তপশিলী জাতি মেয়েদের জন্য ষ্টাইপেণ্ড দানের ব্যবস্থা

৫) উপযুক্ত তপশিলী জাতি ও উপজাতীয়দের গৃহ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা

৬) তপশিলী জাতি ও উপজাতীয়দের মধ্যে কল্যাণধর্মী কাজ করার জন্য প্রতিষ্ঠিত সেচ্ছামূলক সংস্থাগুলোকে অনুদান দেবার ব্যবস্থা।

কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ পুষ্টি প্রকল্পের অধীনে সরকার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় ২৩, ১৫০ জন উপকৃতের জন্য ২১০টি ফিডিং সেন্টার খুলেছেন ১ থেকে ৬ বছর বয়সের শিশুদের জন্য এবং সন্তান সম্ভবা মায়েদের জন্য পুষ্টিকর খাদ্য সরবরাহই হল এই প্রকল্পের লক্ষ্য। কয়েকটি শহরোপকণ্ঠ ও আদিবাসী অঞ্চল উপরোক্ত সংখ্যা ১০,০০০ এ বাড়ানোর ইচ্ছা সরকার প্রকাশ করছেন।

উদ্বাস্তু ত্রাণ

গত ভারত পাকিস্তান যুদ্ধের সময় যথেষ্ট সংখ্যক উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আশ্রয় নিয়েছিলেন; মাননীয় সদস্যরা বোধ করি সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল আছেন। শিবিরে আশ্রয়প্রাপ্ত সে সকল উদ্বাস্তুরা প্রত্যাবর্তন করেছেন। তবু কিছু কাজ বাকি রয়েছে যা, ১৯৭২-৭৩ এর আর্থিক বছরে সম্পন্ন করতে হবে, এর মধ্যে রয়েছে লেনদেনের হিসাব নিকাশ, গুদামের জিনিষপত্র খালাস করার কাজ এবং ১৯৭১-৭২ সালের বকেয়া দেনা পরিশোধ করা। তাই এই কাজের জন্য অফিস ও অফিস বহির্ভূত কিছু সংখ্যক কর্মচারীকে ১৯৭২ এর ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এবং আরো কিছুকে ১৯৭৩ এর ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কাজ করে যেতে হবে। এর জন্য যে ব্যয় হবে তা কেন্দ্রীয় সরকারকে বহন করতে হবে এবং এ বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা চলছে।

প্রচার

মহকুমাগুলিতে প্রদর্শন করার জন্য যথেষ্ট সংখ্যক চলচ্চিত্র ইউনিট সরকারের হাতে নেই। সহর ও গ্রামাঞ্চলে যে সব রেডিওসেট সরবরাহ করা হয়েছিল সেগুলি অধিকাংশ সময়েই অকেজো অবস্থায় থাকে। পল্লীবেতারগোষ্ঠি প্রকল্পকে প্রকৃত সফল করে তুলতে প্রত্যেক মহকুমায় একটি করে স্বয়ং সম্পূর্ণ রেডিও ওয়ার্কসপ দেওয়া, প্রত্যেক মহকুমায় স্বয়ং সম্পূর্ণ সিনেমা ইউনিট দেয়া, সম্মিলিত আলোচনাচক্র সংগঠন করা, সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও জনসাধারণের প্রতিক্রিয়ার আদান প্রদানের জন্য আলোচনা ও সভার প্রস্তাব করা হয়েছে। এসব ব্যবস্থায় জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়া ছাড়াও প্রশাসনকে জনসাধারণের নিকট নিয়ে যাবে এং রাজ্যে পর্যটন ব্যবস্থার সম্ভাব্য সম্ভাব্যতার ব্যাপারে অনুসন্ধানের বিষয়েও সরকার আগ্রহী।

পরিসংখ্যান

দেশের পরিকল্পনা রচনা ও আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯৭২-৭৩ সালে প্রয়োজনীয় কতকগুলি অতিরিক্ত পরিসংখ্যানগত কর্ম্মসূচী পরিচালনা করার আশা করা হচ্ছে। সেগুলি হ'ল :—

১) প্রশাসনিক কর্ম্মপরিচালনার ফলে ও বাড়ী বাড়ী ঘুরে পরিসংখ্যান সংগ্রহ করার ফলে আনুষঙ্গিক যে সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া যাবে সেইগুলির মূল্যায়ন ও মানোন্নয়ন, পৌর এলাকা সম্পর্কিত তথ্যাদি সম্বলিত পরিসংখ্যান পুস্তিকা প্রস্তুত করা এবং জিলা ভিত্তিক পরিসংখ্যান পুস্তিকা প্রস্তুত করা।

২) রাজ্যের আয় সম্পর্কিত হিসাবাদি আরো নির্ভরযোগ্য করার স্বার্থে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য এডহক সার্ভে এবং পর্যালোচনা করা ;

৩) বন্টন মূলক বাণিজ্য সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ ;

৪) যে সমস্ত সঙ্গতির উপর নির্ভর করে পরিকল্পনা রচনা করা হয় সেই সমস্ত সঙ্গতি সম্পর্কে পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য ইউনিট গঠন।

প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী

ত্রিপুরা রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ায় বর্ত্তমানে প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী দপ্তরের কাজের চাপ বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত সরকারের উপর আর নির্ভরশীল না থেকে রাজ্য সরকারের সমস্ত প্রকারের মুদ্রণের কাজ এবং প্রয়োজনীয় সকল প্রকার ষ্টেশনারী সামগ্রী ও ফরম সরবরাহের প্রতি দপ্তরটিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। দপ্তরটির কাজের আরো প্রসার করার প্রস্তাব রয়েছে ; একটি মুদ্রণ ও প্রকাশন বিভাগ ও অপর একটি ষ্টেশনারী ও ফরম বিভাগ নামে দুইটি বিভাগ নিয়ে দপ্তরটিকে অধিকার (ডাইরেকটরেট) পর্যায়ে উন্নীত করা হবে। নুতন একটি পৃথক মুদ্রণ ভবন নির্ম্মাণের এবং মুদ্রণের কাজ যাতে সুষ্ঠুভাবে চলতে পারে তার জন্য অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি বৃদ্ধি করার কর্ম্মসূচী রয়েছে।

পূর্ত্ত

ভারত পাক যুদ্ধ, রেল ও সড়ক যোগাযোগের উপর যুদ্ধোত্তর চাপ, দালান ও রাস্তা তৈয়ারের মাল মসলার প্রচণ্ড সংকট সরকারের নির্ম্মাণ ও সড়ক সম্প্রসারণ কর্মসূচীকে ব্যাহত করেছে। ১৯৭২-৭৩ সালে বিগত বছরগুলোর ব্যাহত উন্নয়ন পূরণকরা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলেও অন্যান্য অঞ্চলে অসম্পূর্ণ রাস্তাগুলোকে সম্পন্ন করা এবং ১৯৭২-৭৩ সালে নুতন ৯০ কিমিঃ রাস্তা এবং ব্রেক টপিং সহ ৪০ কিমিঃ ওয়াটার বাউণ্ড নির্ম্মাণ করায় ইচ্ছা সরকারের রয়েছে। ধলাই, দেও এবং চেবরী নদীর উপরকার সেতু নির্ম্মাণ কাজ সম্পন্ন করা এবং বিভিন্ন রাস্তার উপর অস্থায়ী সেতুগুলোকে স্থায়ী করার আশাও সরকার পোষণ করছেন।

মাননীয় সদস্যবৃন্দ সম্ভবতঃ ভালোভাবেই জানেন যে, রাজধানী এবং দক্ষিণ ও উত্তর ত্রিপুরা জেলা হেড কোয়াটারে সরকারী এবং আবাসিক গৃহ সমস্যা খুবই প্রকট। সদস্য এবং কমিটি সমূহের স্থান সংকুলানের জন্য পরিবর্দ্ধিত বিধান সভার জন্য একটী স্থায়ী ভবন দরকার। হাই কোর্ট এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের জন্য নতুন বাড়ীর প্রয়োজন। বর্ত্তমান সচিবালয়টি সম্প্রসারণ ও আবশ্যকীয় জেলা হেড কোয়াটার্স সমূহ, অফিস এবং অফিসের জন্য বাড়ীর প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করছে। ১৯৭২-৭৩ সনে সরকার এই সমস্ত কাজ হাতে নেওয়ার ইচ্ছা রাখেন।

আগরতলা এবং ধর্ম্মনগরে যতদিন পর্যন্ত না ১৩২ কে, ভি সাব ষ্টেশন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হচ্ছে অথবা গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ শেষ হচ্ছে ত্রিপুরাতে ততদিন ৩৩ কে,ভি লাইন এবং অবাণিজ্যিক জেনারেটিং সেটের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত বিদ্যুৎ সরবরাহের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে।

এই প্রতিকূল অবস্থার অধীন ২০টি গ্রামকে বৈদ্যুতিকরণ প্রকল্পের আওতায় আনা, কৃষি কাজের নিমিত্ত ২৫টি জলসেচ পাম্পে বিদ্যুত সংযোজন এবং আবাসিক এবং শিল্প চাহিদার মেটানোর জন্য সম্ভাব্য ভোক্তাদের ৩০০০টি সেবামূলক লাইন দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। মাল মসলার যোগানে সামান্য উন্নতি হলে আশা করা যাচ্ছে যে গোমতী জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজে গতিবেগ সঞ্চারিত হবে এবং সরকারের আপ্রাণ প্রচেষ্টা হচ্ছে এই প্রকল্পের কাজ ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে সম্পন্ন করা।

বিগত কয়েক বছরে কুমারঘাটে দেও নদী অশান্তভাবে তার গতিপথ পরিবর্তিত করেছে। সে জন্য সরকার নদীর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং নদী প্রশিক্ষণ প্রকল্প হাতে নেওয়ার প্রস্তাব করছেন

নগর ও গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা (টাউন এণ্ড ক্যাণ্টিং প্ল্যানিং)

গ্রামীন ও শহরাঞ্চলীয় জনজীবনের প্রয়োজন এবং সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রেখে গ্রাম ও শহরাঞ্চল পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নত করে তোলাই আধুনিক কালের চিন্তা। নগর ও গ্রামোন্নয়ন পরিকল্পনা সংস্থা ইতিমধ্যেই আগরতলা শহরের মাষ্টার প্ল্যানটি সম্পন্ন করেছেন। বিধান সভার অফিস কমপ্লেক্স, হাইকোর্ট এবং পাব্লিক সার্ভিস কমিশন এলাকা সমূহের উন্নয়ন, উত্তর ত্রিপুরা জেলা সদর প্রতিষ্ঠার জন্য স্থান নির্বাচন ও উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা, উদয়পুরের জন্য মাষ্টার প্ল্যান তৈরী, ধর্মনগর, কৈলাশহর, খোয়াই, বিলোনীয়া এবং সাব্রুমের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনা—এই সমস্ত কর্মসূচী বর্তমান বছরে হাতে নেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। রাজ্যের ক্রমবর্দ্ধমান কয়েকটি শহরাঞ্চলের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পৌর আইন অনুযায়ী কতিপয় টাউন কমিটি স্থাপনের লক্ষ্য সরকারের আছে।

উন্নয়ন কার্য্যসূচীসমূহ

পরিকল্পনা কমিশন ত্রিপুরার চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য ৭৪ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছেন। এর মধ্যে কৃষি কার্যসূচীর জন্য ৯ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায় খাতে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা, সেচ ও বিদ্যুৎ শক্তির জন্য ১০ কোটি ১ লক্ষ টাকা, শিল্প ও খনি খাতে ১ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা, সড়ক পরিবহন ও পর্যটন খাতে ৫ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা, সাধারণ ও কারিগরী শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সহ সমাজ সেবা খাতে ৮ কোটি ৪ লক্ষ টাকা এবং তথ্য, প্রচার ও প্রিণ্টিং প্রেস ইত্যাদি খাতে ১৬ লক্ষ টাকা ধরা আছে।

পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে ১৭ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে বলে অনুমান করা যাচ্ছে অথচ বর্তমান বৎসরের জন্য প্ল্যান খাতে বরাদ্দ ৮ কোটি টাকা। আগামী বছরে আট কোটি টাকার সদ্ব্যবহার করতে পারব বলে আমরা আশা করি।

কৃষি

কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে আমরা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ দিয়েছি এবং আশা করি অদূর ভবিষ্যতে এই রাজ্য খাদ্যোৎপাদনে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠবে; কিন্তু আমরা খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কর্মসূচী নিয়েই যে শুধুমাত্র দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাচ্ছি তা নয়, আমরা অন্যান্য অর্থকরী এবং বাণিজ্যিক ফসলের উৎপাদনের সঙ্গে সঙ্গেও অগ্রসর হচ্ছি। অতিরিক্ত ৯০০০ মেঃ টন খাদ্য শস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা আমরা গ্রহণ করেছি যেখানে গত বছরের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪৮০০ মেঃ টন। প্রতি ব্লকে ৫০ থেকে ৭৫ হেকটার জমিতে উচ্চ ফলনশীল আমন ধানের নিবিড় প্রদর্শনের পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করেছি। এ বৎসরে গত বছরের চেয়ে ৫০ শতাংশ বেশী জমিকে অধিক ফলনশীল ধান চাষের আওতায় আনা হবে। তাছাড়া ১৯৭১-৭২ সালের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় এ বছর পাট ও মেস্তা চাষ ১১ শতাংশ, তুলা চাষ ৮ শতাংশ, তৈলবীজ চাষ ৩৩ শতাংশ, আখ চাষ ১৮ শতাংশ এবং আলু চাষ ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হবে। এক লক্ষ চল্লিশ হাজার হেকটার জমিকে নানাবিধ 'প্ল্যাণ্ট প্রটেকশন' ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই

প্রস্তুত হয়ে আছি, চলতি বছর আমরা আরো যাট হাজার হেকটার জমিতে এই ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাবও গ্রহণ করেছি।

বর্ত্তমান মাটি পরীক্ষণ গবেষণাগারের কার্য্যক্রম স্বল্প অনুভূত হওয়ায় সম্প্রসারণ কর্ম্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। মাটি পরীক্ষণ গবেষণাগারের বিশ্লেষণের পর জমির গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল ভিন্ন ভিন্ন ফসলের উপর বিভিন্ন সার প্রয়োগের পরিমাণ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ লাভ এবং মাটি পরীক্ষা করিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কৃষকদের সহায়তা করার জন্য একটি ভ্রাম্যমান মাটি পরীক্ষণ ইউনিট ইতিমধ্যেই সংযোজিত হয়েছে।

কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রাদি এবং বিভিন্ন ফসল সংরক্ষণ (প্ল্যান্ট প্রটেকশন) যন্ত্রপাতির মেরামত ও এগুলো চালু রাখার ব্যাপারে কৃষকগণ এবং দপ্তর অসুবিধা ভোগ করছিলেন। এই অসুবিধা গুলো নিবারণের উদ্দেশ্যে কৃষকদের সহায়তার জন্যে একটি কেন্দ্রীয় এবং কয়েকটি আঞ্চলিক ওয়ার্ক শপ ও ভ্রাম্যমান ওয়ার্ক শপ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া চলতি সালে উপযুক্ত কৃষকদের পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টর, এবং পাম্পিং সেটসমূহ ধার দেওয়ার জন্যে চারটি ভাড়া খাটানোর কেন্দ্র খোলার প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে।

গুণাবলী বৃদ্ধির জন্যে প্রতি বছর কৃষি কাজ এবং কৃষি সম্পর্কিত পাঠক্রমে প্রশিক্ষণের জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে এবং সরকারী অফিসারদের কৃষি বিদ্যায় উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্যেও উৎসাহিত করা হচ্ছে।

ত্রিপুরায় ফল চাষের উন্নয়নের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। এ বছরে অতিরিক্ত ২০০ হেকটার জমি বিভিন্ন ফল চাষের আওতায় আনা হবে এবং আরও ৪০ হেকটার জমিকে শুধুমাত্র আনারস চাষের আওতায় আনা হবে। ইচ্ছুক উৎপাদনকারীদের মধ্যে উন্নত ধরণের নারকেল চারা এবং সুপারীর চারা বণ্টনের জন্য অর্থ সংস্থান রয়েছে। নিবিড় কারিগরী সাহায্যে সংহত এলাকায় ফলোদ্যান গড়ে তোলার একটি পরিকল্পনা সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

কেন্দ্র কতৃক পরিচালিত বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদন প্রকল্পের অধিনে অতিরিক্ত ৪৫ শতাংশ একর জমিতে পাট এবং অতিরিক্ত ৮০ শতাংশ একর জমিতে মেস্তা চাষের আওতায় এনে এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন স্থির করা হয়েছে। কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত পাইলট প্রজেক্ট প্রকল্পের অধীনে বহুমুখী ফসলের আওতায় পাণিসাগর ব্লকের সমস্ত অংশকে আনার জন্যও প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত 'নির্ব্বাচিত অধিক ফলনশীল ফসল ফলানোর কর্মসূচী জেলা প্রকল্পের অধীনে কৃষক প্রশিক্ষণ শিক্ষা বিস্তারের জন্যে একটি স্কুল কে বাছাই করা হয়েছে।

ত্রিপুরার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য ক্ষুদ্র জলসেচ ব্যবস্থা তুলনামূলকভাবে ব্যয় বহুল (এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ফল প্রদ নয়)। ১৯৭২-৭৩ সালে কাজ চলেছে এমন ১৫টি প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে এবং কতগুলি নূতন প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এর ফলে ২১৫০ একর জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করার সুবিধা হবে।

কৃষকদের মাঝে ২৭৫টি পাম্পিং সেট ভর্তুকি হারে সরবরাহ করে আরও অধিক এলাকা জলসেচের আওতায় আনা হবে, তাছাড়া আর্তিসানল্ফু টিউবওয়েল খনন করা হবে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে সাময়িক বাঁধ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

মাটি সংরক্ষণ এবং ভূমি উন্নয়ন ব্যবস্থার অধীনে আরও পতিত এবং অকর্ষিত জমি আনার প্রস্তাবও আমরা করছি। ভর্তুকি দিয়ে কৃষকদের জমির ১২০ হেক্টার এবং বিভাগীয় কাজের দ্বারা ১৪০ হেক্টার খাস জমি চাষোপযোগী করার লক্ষ্য মাত্রা ধার্য হয়েছে।

মৎস্য চাষ

মাছের ক্ষেত্রে আমরা প্রধানতঃ মাছের পোণা উৎপাদন এবং সরকারী ও বে-সরকারী মালিকানাধীন পরিত্যক্ত জলাশয়ের সংস্কার সাধন করে মৎস্যোৎপাদন বৃদ্ধির দিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রেখেছি। অতিরিক্ত ৩৮ টন মৎস্যোৎপাদনের সম্ভাবনা নিয়ে চলতি সালে

আমরা অতিরিক্ত ৩৮ হেক্টর পরিত্যক্ত জলাধার সংস্কার সাধন করার প্রস্তাব নিয়েছি। ১৯৭৩-৭৪ সালে গোমতী নদীর উপর দিয়ে ড্যাম তৈরী শেষ হয়ে গেলে ১২০০০ একর জল এলাকার বিস্তীর্ণ সংরক্ষিত জলাশয়কে মৎস্য চাষের আওতায় আনার অভিপ্রায় রয়েছে। প্রাক সংরক্ষিত জরিপ কার্যের প্রাথমিক সমস্ত কাজ শেষ হয়েছে এবং এই সংরক্ষিত জলাঞ্চলের উন্নয়নের ব্যাপারে পরামর্শ দানের জন্যে সর্বাধিক প্রারম্ভিক কাজ কর্ম ১৯৭০-৭১ সালে শুরু হয়েছে এবং তা এবছর শেষ হবে। আমি গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ত্রিপুরায় কৃত্রিম ডিম ফোটানো পদ্ধতি প্রয়োগ করে উন্নত ধরণের মৎস্যবীজ উৎপাদনের ব্যাপারটি ইতিমধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছে এবং এই উন্নত ধরণের মৎস্যবীজ সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনুরোধ আসছে। তাছাড়াও এই উন্নত ধরণের মৎস্যবীজ সরবরাহ করার জন্য ভারত সরকার এবং মহারাষ্ট্র সরকারের কাছ থেকেও এই বছর অনুরোধ পত্র এসেছে। বিষয়টি এখন সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে। এই বছর আমরা মৎস্যবীজ উৎপাদন ১৯৭১-৭২ সনের ৫২.২ মিলিয়ন এবং ১৯৭০-৭১ সনের ৪৫ মিলিয়নের তুলনায় ৬৭.৫ মিলিয়নে বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাব নিয়েছি।

সমবায়

বর্তমানে ত্রিপুরায় ৭৫৮টি সমবায় সমিতি আছে। তার মধ্যে ৪৭২টি হলো ঋণ দান সম্পর্কিত সমিতি। এই বছরে ১৮টি অতিরিক্ত গ্রাম সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। সাথে সাথে ম্যানেজার সম্পর্কিত কাজে সহায়তাও বিশেষ বেচডেট রিজার্ভ দানে বর্তমান এপেক্স ব্যাঙ্ককে শক্তিশালী করার ইচ্ছাও রয়েছে।

চলতি সালে একটি অতিরিক্ত প্রাথমিক বিপনন সমিতি স্থাপনের ঋণ—ভর্তুকী প্রকল্পের অধীনে বর্তমান সমিতিগুলোকে দুটো ট্রাক দানের প্রস্তাব রয়েছে। ভোগকারী সমবায় সমিতির ব্যাপারে ম্যানেজারের কাজে সহায়তা, আসবাব পত্র ইত্যাদির জন্য ঋণ এবং সহায়তা, শেয়ার মূলধন ক্রয় ইত্যাদির সাহায্যে বর্তমানে চালু সমিতিকে শক্তিশালী ও সম্প্রসারিত করার প্রস্তাব রয়েছে।

সমবায়ের উপর প্রশিক্ষণ এবং শিক্ষার জন্য ষ্টেট কো-অপারেটিভ ইউনিয়ন ব্যবস্থাপক কমিটির কর্মী ও কর্মী নন এমন ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া সহ অন্যান্য প্রকল্পের কাজ সরকার চালিয়ে যাবেন। এর খরচ সরকার কর্তৃক বহন করা হবে। চলতি সালে সাময়িক সেমিনারের আয়োজন ছাড়াও ৪,৮০০ ব্যবস্থাপক কমিটির সদস্য এবং ৫০০ অফিসারকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

পশু পালন

আদর্শ গ্রামীন প্রকল্পের মাধ্যমে গো-মহিষাদির সংখ্যা বৃদ্ধি ও দুগ্ধোৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পাহাড় অঞ্চল এবং অধিক বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট অঞ্চলে সাধারণ জাতের গবাদি উন্নয়নের ব্যাপারেও সরকার দৃষ্টি নিবদ্ধ করছেন। রাজ্যে শুকর চাষ উন্নয়নের কর্মসূচীর অধীনে ১৯৭২-৭৩ সনে সরকার গান্ধীগ্রামের বর্তমান শুকর পালন ফার্মটির স্তরোন্নয়নের প্রস্তাব করছেন যাতে এই সংস্থা হরিজন, উপজাতি এবং সমবায় সংস্থাগুলোকে উক্ত উন্নত জাতের শুকর প্রজননের জিনিষ পত্র সরবরাহ করতে পারে।

ফলিত পুষ্টি প্রকল্পের কর্মসূচীর অধীনে ১৯৭২-৭৩ সালে সরকার আরো দুটি ব্লককে নিবিড় পোলট্রি ফার্মের-এর আওতায় আনার প্রস্তাব করে পোলট্রি চাষের নিমিত্ত উচ্চমানের পোলট্রি বীজ চাহিদা পূরণের জন্য এবং মাংস ডিম সরবরাহের সাধারণ প্রকল্প হিসেবে সরকার উচ্চমানের ডিম ইত্যাদি সংরক্ষক-এর সংখ্যা শতকরা ১০০% ভাগ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকার প্রত্যক্ষ করেছেন যে গো-মহিষাদি এবং পোলট্রি চাষের মান উন্নয়নের পথে গো-মহিষাদির খাদ্য ও হাঁস মুরগীর খাদ্য প্রতিকূলতার অন্যতম একটি সেইজন্যই স্থায়ী গো-মহিষাদি ও পোলট্রি রক্ষকদের হ্রাসকৃত মূল্যে সরবরাহের জন্য সরকার বীজ এবং বীজ

সামগ্রী উৎপাদনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছেন যাতে তারা গো-মহিষাদির প্রয়োজনীয় খাদ্য তাদের নিজস্ব জমিতেই উৎপাদন করতে পারেন। কিছুকাল আগে থেকেই মাংসের চাহিদা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে। ত্রিপুরার জলবায়ুতে বেঁচে থেকে বংশবৃদ্ধি সম্ভব কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য মহীশূর থেকে এক ডজন জে মণ্ডিয়া মাটন জাতের ভেড়া সংগ্রহ করা হয়েছে। এই নীরিক্ষা সন্তোষজনক পরিলক্ষিত হচ্ছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে এই জাতের ভেড়া কৃষকদের মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির এবং পালনের জন্য বণ্টন করা হবে। এই প্রকল্প দীর্ঘকালীন সময়ে ক্রমবর্দ্ধনশীল ভেড়ার মাংসের চাহিদা কিয়দংশে পূরণ করতে পারবে। সরকার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের পশু সংখ্যার তুলনায় পশু চিকিৎসা হাসপাতাল, পশু চিকিৎসালয় এবং ষ্টকমেন সেণ্টার ও কারিগরী দক্ষতা সম্পন্ন লোকের স্বল্পতা সম্পর্কে সজাগ রয়েছেন। সেই জন্যই সরকার ১৯৭২-৭৩ সনে আরেকটি হাসপাতাল, ১টি ডিসপেনসারী এবং চারটি ষ্টকমেন সেণ্টার খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে চলতি সনে ২ জনকে এম, ভি, এস, সি, পাঠ্যক্রমে, ৩ জনকে বি, ভি, এস, সি পাঠক্রমে এবং ৫০ জনকে ষ্টকম্যান বা ফিল্ড এ্যাসিটেন্ট পাঠক্রমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

দুগ্ধ সরবরাহ প্রকল্প

গত বছর পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ও তার অব্যবহিত পরে আগরতলা শহরের অধিবাসী, হাসপাতাল, পুলিশ ও সামরিক সংস্থা ও অন্যান্য দুগ্ধ সরবরাহ করার কাজ দারুণ ভাবে ব্যাহত হয়েছিল। ১৯৭১—৭২ সালে গড়ে দৈনিক ব্যবহৃত ৫,০০০ লিটার দুধের স্থলে তা ১,৫০০ লিটারে নেমে গিয়েছিল। সরকার ১৯৭২—৭৩ সালে তা ২,৫০০ লিটারে বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়েছেন। বর্তমান ডেয়ারীতে এখন দৈনিক প্রতি শিফ্‌টে মাত্র ১,৯০০ লিটার দুধের ব্যবস্থা থাকার কর্ম্ম-ক্ষমতা রয়েছে। অতিরিক্ত পরিমাণ দুধের ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৭২—৭৩ সনে দৈনিক ১০,০০০ লিটার দুধের ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নূতন দালান তৈরী করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার বাকী সময়ে (১৯৭২—৭৩ ও ১৯৭৩—৭৪) ২টি গ্রামীন দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র খোলার প্রস্তাবও নিয়েছেন।

একটি ক্যাটল ব্রীডিং এবং ক্রশ ব্রীড হাইফার রিয়ারিং ফার্ম্ম স্থাপনের প্রস্তাব সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। এসব ফার্ম্ম সমূহ থেকে উন্নত জাতের ক্রশ ব্রীড ষাড় দুগ্ধ সরবরাহকারী অঞ্চলের এবং কী ভিলেজ ব্লকের কৃষকদের মধ্যে সরবরাহ করা হবে এবং দুগ্ধ সরবরাহকারী অঞ্চলে হাইফার সমূহ ঋণ হিসাবে দেওয়া হবে।

বন

১৯৭২—৭৩ সালে বনায়নের এবং ভূমি সংরক্ষণ (বনায়ন) প্রকল্পের অধীনে ৩৬৯১ হেকটার নূতন বনায়ন করা হবে। বনায়নের নূতন কর্ম্মসূচীর মধ্যে রয়েছে শিল্প ও ব্যবসায়ীক ব্যবহারের প্রকল্পের অধীনে ১০৮৬ হেকটার, ৩৫৮ হেকটার জ্বালানী কাঠের বনায়ন, ৮০০ হেকটার নিম্নমানের বনজ সম্পদের বনায়ন, ৬৪ হেকটার রবার বনায়ন এবং বনায়ন ভাগের অধীনে ক্ষুদ্র বনজ সম্পদের বনায়ন ৩০ হেকটর এবং ভূমি সংরক্ষণ (বনায়ন) প্রকল্পের অধীনে জুমচাষ নিয়ন্ত্রণের জন্য ১১৮৮ হেকটার বনায়ন। যে সব রবার গাছ রস সংগ্রহের পক্ষে উপযুক্ত সেগুলি থেকে ব্যাপক হারে রবার রস সংগ্রহের কাজ এ বছর শুরু হবে। বনায়ন উন্নয়নে দীর্ঘস্থায়ী বিনিয়োগ প্রয়োজন। বাণিজ্যের আনুসাঙ্গিক বিধি প্রনয়ণ শেষ হলে আশা করা যায় সরকার বাংলাদেশে বাঁশ, ছন, জ্বালানী কাঠ ও ঘরের খুঁটি ইত্যাদি রপ্তানী করে যথেষ্ট পরিমাণ রাজস্ব আয় করতে পারবেন। বন উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ শ্রমশক্তি ভিত্তিক। বন উন্নয়নের কাজে নিযুক্ত কর্ম্মচারী ছাড়াও বহু সংখ্যক লোক বিশেষত আদিবাসীগণ সুবিধা পেয়ে থাকেন।

শিল্প

মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে এই রাজ্যের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলো হচ্ছে বিদ্যুতের অভাব, যোগাযোগ সমস্যা এবং উচ্চ পরিবহন ব্যয়। সরকারের প্রধান উদ্দেশ্য-গুলো হচ্ছে হস্তচালিত তাঁত, বিদ্যুৎ চালিত তাঁত রেশম শিল্প এবং অন্যান্য কারিগরী অ-কারিগরী শিল্পের মতো ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্পের সম্প্রসারন করা যাতে ত্রিপুরায় নতুন শিল্প স্থাপনের ব্যাপারে শিল্পপতিদের সর্ব্বোচ্চ সুযোগ সুবিধা দেওয়া যায়। দিল্লীতে চলতি সালে ত্রিপুরার হস্ত শিল্পের দ্রুত বিক্রয়ের জন্য একটি নতুন কেন্দ্র খোলার প্রস্তাব রয়েছে। সাধারণ উদ্যোগ হিসাবে ধর্মনগরে একটি শিল্প নগরী অরুন্ধুতিনগরে অতিরিক্ত ৫টি নতুন ছাউনী নির্ম্মান এবং ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থার কাচামাল ও সর্ব্বশেষ স্তরের তৈরী নানা সামগ্রী পরীক্ষা ও বিশ্লেষণের সুযোগ সম্প্রসারণের জন্য একটি টেকনিক্যাল সার্ভিস লেবরেটরী কাম লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছে। সরকারী মালিকানায় ত্রিপুরায় একটি কাগজের কল স্থাপনের বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে। বে-সরকারী মালিকানায় একটি পাটকল স্থাপনের ব্যাপারে সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিল্পোন্নয়ন প্রকল্পের সম্প্রসারণের অঙ্গ হিসেবে সেয়ার মূলধনে অংশ গ্রহণ ও তৎসঙ্গে বিদ্যুৎ সহায়তার জন্য সরকার প্রকল্প গ্রহণ করেছেন এবং ব্যাঙ্ক থেকে ক্ষুদ্রায়তন শিল্প সংস্থা কর্ত্তৃক গৃহীত ঋণের উপর সুদের ভিত্তিতে এই সহায়তা প্রকল্প সম্প্রসারিত করা যেতে পারে।

এছাড়াও, অন্যান্য ছোট ও মাঝারী ধরণের শিল্প স্থাপন এবং বর্ত্তমানের দুর্ব্বল কারখানা-গুলিকে সক্রিয় করে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

পঞ্চায়েৎ রাজ

বর্ত্তমান সময় পর্যন্ত ৪৪৯ সংখ্যক গাঁও পঞ্চায়েত এবং ১৩৪ সংখ্যক ন্যায় পঞ্চায়েত সার্কেল গঠন করা হয়েছে। স্বায়ত্ব শাসনমূলক এই সংগঠনগুলো যাতে অদূর ভবিষ্যতে চাঙ্গা হয়ে উঠতে পারে তারই জন্য আলোচ্য বৎসরে স্থানীয় উন্নয়ন প্রকল্প সমূহ রূপায়ণের দায়িত্ব পঞ্চায়েত রাজ সংস্থাগুলোকে দেওয়া হবে আর এর জন্য বরাদ্দ অর্থ ব্লক অথবা সাধারণ উন্নয়ন খাতে দিয়ে দেওয়া হবে, তাছাড়া, খাস জমি, বাজার, ফেরী ও পুষ্করিণী ইত্যাদি কতিপয় সম্পত্তিও পঞ্চায়েতরাজ সংগঠনগুলোতে বর্ত্তানো হবে। গাছের চাষ, ফলের চাষ, ও হাঁস মুরগী পালন ইত্যাদি কতিপয় লাভজনক প্রকল্প পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রূপায়িত হলে সামাজিক সম্পদ সৃষ্টি সম্ভব হবে : তাই এর জন্যও পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ঐ পরিকল্পনাগুলোকে কাজে রূপায়িত করার ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত সংগঠনগুলো সরকার থেকে অর্থ :সাহায্য ও ঋণ পাবে। নিজেদের কর সংক্রান্ত বিষয়ে আরো সক্রিয় হয়ে উঠার ব্যাপারে পঞ্চায়েত সংস্থাগুলোকে উৎসাহ দানের জন্য গ্রাণ্ট-ইন-এইড প্রদানের প্রস্তাব ও হয়েছে। দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমা পরিচালনার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জনের জন্য বেসরকারী জনসাধারণকে প্রশিক্ষণ দানের জন্য ট্রেনিং ক্লাশ পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব মোকদ্দমা চালনার জন্য তাহাদিগকে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে হাই কোর্টের রেজিষ্ট্রারকে অনুরোধ করা হয়েছে।

মহাশয়, এখন আমি ১৯৭২-৭৩ সালে বাজেট বরাদ্দ পেশ করছি।

জয় ত্রিপুরা

জয় হিন্দ

Mr. Speaker—Hon'ble members, you are requested to submit your Cut Motions, if any, on Demands for Budget Estimates for 1972-73 within 1 P. M. on 25th June, 1972 (Sunday).

You are also requested to collect copies of the following from the Notice Office :—

1. Budget for 1972-73 and Demands for Grands relating thereto.
2. Budget Speech of Finance Minister and other relevant papers, if any.
3. Memorandum Explanatory of the Budget for 1972-73,
4. Schedule of works relating to PWD.

The House stands adjourned till 11 A. M. of Monday, the 26th June, 1972.

PAPERS LAID ON THE TABLE

APPENDIX—'A'

STARRED QUESTION NO. 12. By **Shree Anil Sarker.**

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়ার উত্তর মহারাণীপুর, শচীন্দ্রনগর ভূমিহীন কলোনীতে পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা নেই ;

২। না থাকিলে কবে পর্যন্ত তথায় রিংওয়েল বা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা হবে ?

উত্তর

১। শচীন্দ্রনগর ভূমিহীন কলোনীতে পল্লী স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা পরিকল্পনা অনুযায়ী ১টি টিউবওয়েল বসানের প্রস্তাব আছে।

২। সত্বর কাজের ব্যবস্থা করা হয়েছে ও কাজ চলিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 34. By **Shree Nripendra Chakraborty.**

প্রশ্ন

১। খোয়াই চেবরী বাজার সাম্প্রতিক অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হবার পর ক্ষতিগ্রস্তদের কি কি সাহায্য দেওয়া হয়েছে ?

২। বাজারে দোকান ঘরগুলি পুন নির্ম্মাণ ও দোকান চালু করার জন্য সরকার ক্ষতিগ্রস্তদের আর কি কি সাহায্য দেওয়ার কথা চিন্তা করছেন।

উত্তর

১। ১৪১ জন ক্ষতিগ্রস্তকে ৪,০৮০ টাকা (চার হাজার আশী টাকা) খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইয়াছে এবং ১২ জন ক্ষতিগ্রস্তকে মং ১৭,৮০০ (সতের হাজার আট শত) টাকা ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

২। এই বিষয়ে অপর কোন প্রস্তাব বিবেচনাধীন নাই কারণ সমস্ত উপযুক্ত ক্ষেত্রেই খয়রাতি সাহায্য এবং ঋণ দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 35 By **Shree Nripendra Chakraborty.**

প্রশ্ন

১। ১৯৭১ এর পাক ভারত যুদ্ধের সময়ে ত্রিপুরার সীমান্ত বাসীদের ক্ষয় ক্ষতির কোন হিসাব নেওয়া হয়েছে কি ;

২। ক্ষতিগ্রস্তদের কিভাবে সাহায্য দেওয়া হয়েছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে এখনো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত সীমান্তবাসী আবেদন করেও সাহায্য পান নাই ;

। যদি সত্য হয় আবেদনকারীদের সাহায্য দানের কি ব্যবস্থা হবে ?

উত্তর

১। হাঁ।

২। ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ যথারীতি তদন্তক্রমে উপযুক্ত ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে।

৩। যে সমস্ত ক্ষেত্রে দরখাস্ত বিলম্বে প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে সেইগুলি তদন্ত করা হইতেছে এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে খয়রাতি সাহায্য দেওয়া হইবে।

৪। প্রশ্নের ৩নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 85. By **Shree Nishikanta Sarkar.**

প্রশ্ন

ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম্য বাজারগুলির উন্নতি কল্পে সরকার কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে কি না ;

যদি করিয়া থাকেন তবে উদয়পুর এলাকার উত্তর মহারাণী বাজার, চন্দ্রপুর বাজার, চন্দ্রপুর R, F. বাজার. গাঙ্গাছড়া বাজার, বাইশা মৌজার তৈপানি বাজার. এগুলির উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 138. By **Shri Anil Sarkar.**

১। ১৯৭১ এর মার্চ মাসে তেলিয়ামুড়ার মোহনছড়া বাজার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের ঘর তোলার জন্য কত বাণ্ডেল টিন দেয়া হইয়াছিল এবং কারা এই টিন পেয়েছিলেন ;

২। ইহা কি সত্য এই টিনের একটা বড় অংশ কালো বাজারে বিক্রি হয়েছে :

৩। যদি তাহা সত্য হয় অপরাধীদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি ?

উত্তর

১, ২ ও ৩) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 257
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma

প্রশ্ন

১। খোয়াই বিভাগের বেকারদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য খোয়াই বিভাগে কোন ছোট বা মাঝারী ধরণের শিল্প গঠনের পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

STARRED QUESTION NO. 271
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কল্যাণপুর বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকার লোকদের জন্য মাত্র ১টি নলকূপ ও রিংওয়েল রহিয়াছে এবং মাঝে মাঝে ঐগুলিও অকেজো হইয়া গেলে লোকের দুর্দ্দশার সীমা থাকে না ;

২। যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে তবে সরকার এই এলাকার লোকগুলির দুর্দ্দশা দূর করার কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন কি ?

৩। করিলে কতদিনের মধ্যে করিবেন ?

উত্তর

১। কল্যাণপুর বাজার ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৫টি টিউবওয়েল ও ১টি রিংওয়েল রহিয়াছে। ৫টি টিউবওয়েলের মধ্যে ২টি চালু আছে। অতিরিক্ত ব্যবহারে বিশেষতঃ বাজারবারে এই টিউবওয়েলগুলি প্রায়ই নষ্ট হইয়া থাকে।

২। যতসত্বর সম্ভব মেরামতি কাজ শুরু করা হইয়া থাকে ;

৩। জরুরী কাজ জ্ঞানে সর্ব্বদাই কাজ করা হইয়া থাকে।

STARRED QUESTION NO. 341
By—Shri Samar Choudhury,

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া মহকুমায় কত পরিমাণ জিরাতিয়া জমি সরকারের খাসে ভেষ্টেডরূপে আছে এবং এই জমিগুলি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। ৬২.৫৩ একর সরকারে ভেষ্ট করিয়াছে, এই জমিগুলি ভূমিহীন পরিবারকে বন্দোবস্ত দেওয়ার কার্য্যানুষ্ঠান চলিতেছে।

STARRED QUESTION NO. 347
By—Shri Samar Choudhury,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সরকারের নিকট থেকে গ্রুপ হওে দাদন গ্রহীতাদের গ্রুপের সমগ্র ঋণের দায় থেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ ঋণ সম্পূর্ণ পরিশোধ করা সত্বেও মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না এবং গ্রুপের অন্যান্যের অপরিশোধিত ঋণের দায়ে তাদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ক্রোক পরোয়ানা জারী করা হচ্ছে ?

২। ইহা কি সত্য যে ব্যক্তিগতভাবে নিজ দাদন ঋণ পরিশোধ করার পরও উপজাতি কৃষকের সামান্য দুই এক কানি স্থাবর সম্পত্তি গ্রুপের অন্তান্তের ঋণের দায়ে আবদ্ধ করে নিলামের নোটিশ দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১ ও ২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

STARRED QUESTION NO. 339

By—Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। গত ১৮।৫।৭২ এর ঝড়ে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট কতজন লোক নিহত ও আহত হয়েছেন, তাদের সংখ্যা নাম ও ঠিকানা ?

২। আগরতলা শহরে যারা হতাহত হয়েছেন তাদের দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে সরকার কোন তদন্ত করেছেন কি ?

৩। তদন্ত করে থাকলে তার ফলাফল কি ?

উত্তর

১, ২ ও ৩। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

APPENDIX—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 5

By—Shri Amarendra Sarkar.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বাজার উন্নয়নের জন্য সরকার ১৯৭০-৭২ এর মধ্যে মোট কত টাকা বরাদ্দ করেছেন তার item ভিত্তিক হিসাব ;

২। ঐ ব্যয়বরাদ্দের মধ্যে ১৫ই মাচ পর্যন্ত মোট কত টাকা কোন itemএ খরচ হয়েছে ?

উত্তর

১ ও ২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 13

By—Shri Anil Sarkar

প্রঃ (১) ত্রিপুরা সরকারের গত এক বছরে (১৫ই মার্চ ১৯৭২ ইং পর্য্যন্ত) ত্রিপুরা ও ত্রিপুরার বাহিরের দৈনিক ও সাময়িক কোন পত্রিকাকে মোট কত টাকার বিজ্ঞাপন বিলি করেছেন তার পত্রিকা ভিত্তিক হিসাব।

উত্তর : ১৯৭১-৭২ সালে (১৫ই মার্চ ১৯৭২ পর্য্যন্ত) ত্রিপুরা ও ত্রিপুরার বাহিরের কোন পত্রিকাকে (দৈনিক, সাপ্তাহিক ও অন্যান্য) বিজ্ঞাপন বাবদ কত টাকা দেওয়া হইয়াছে, পত্রিকা ভিত্তিক তাহার হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :

পত্রিকার নাম	বিজ্ঞাপন		মোট টাকা
	ক্লাসিফাইড	ডিসপ্লে	
ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত			
জাগরণ (দৈনিক)	টা ১৩,৬৮০.০০	টা ১,০৫১.০০	১৪,৭৩১.০০
গনরাজ ,,	,, ১৪,১৫৫.০০	,, ৯৯৫.৯০	১৫,১৫০.৯০
রুদ্রবীণা ,,	,, ৭,৪৮৩.০০	,, ১,৬৪৩.৩০	৯,১২৬.৩০
দৈনিক সংবাদ (৯, ১১, ৭১ হইতে)	,, ৫,৮৪৯.০০	,, ৫,৩৬২.৫০	১১,২১১.৫০
ভাবী ভারত (১৭, ১২, ৭১ হইতে)	,, ৩,২৯৩.০০	,, ৫৫৯.৫৯	৩,৮৫২.৫৯
মানুষ পত্রিকা (অর্দ্ধ সাপ্তাহিক)	,, ৬,১৬৫.০০	,, ১,০৬৪.০০	৭,২২৯.০০
ত্রিপুরা সাপ্তাহিক	,, ৪,৪৬৪.০০	,, ৪,৭৯৩.৯৭	৯,২৫৭.৯৭
সমাচার ,,	,, ৪,২০১.০০	,, ৯৮৫.১৫	৫,১৮৬.১৫
গনসংহতি ,,	,, ৩.৩৮৩.০০	,, ৭০৪.৯০	৪,০৮৭.৯০
ন্যায়দণ্ড ,,	,, ৩,৬৭৪.০০	,, ১,১৪৪.৬০	৪,৮২১.৬০
ইয়াপ্রি (সাপ্তাহিক)	৪,৬০৩.০০	১,৪২৭.৮৫	৬,০৩০.৮৫
ভারত কল্যান ,,	১,৯৪৪.০০	৪,০৫৭.৪০	৬,০০১.৪০
ত্রিপুরা টাইমস ,,	৪,৯১৭.০০	২,৫৮৬.১২	৭,৫০৩.১২
ত্রিপুরা কথা ,,	৩,০৯৪.০০	১,২২৯.২০	৪,৩২৩.২০
সমবায় বার্ত্তা ,,	৯৯৯.০০	৯৫.০০	১,০৯৪.০০
অগ্রগতি ,,	৪,৬৫৭.০০	২,০৮৮.১০	৬,৭৪৫.১০
আর্য্যশক্তি ,,	২,৭৭৯.০০	১,২৪৪.৯৭	৪,০২৩.৯৭
বিবেক ,,	৪,৫০৬.০০	২,৩৯৬.৩৭	৬.৯০২.৩৭
সীমান্ত ,,	৪,৭০১.০০	২,৬৯৮.৪৭	৭,৩৯৯.৪৭
সান্ধানী ,,	২,৮০০.০০	৮৭৫.৯০	৩,৬৭৫.৯০
মরূপ ,,	২,৫৫৯.০০	১,৬৫৮.৭০	৪৭৪,২.৭০
নুতন বার্ত্তা ,,	২,৩২৭.০০	৯৫৭.৫০	৩,২৮৪.৫০
ফরিয়াদ ,,	৩,৪৬০.০০	২,৬০৭.৯৭	৬.০৬৭.৯৭
কাণ্ডারী ,,	২,৫২৪.০০	১.৬৬৪.১৭	৪.১৮৮.১৭
সুকুমার (১৬, ৭, ৭১ হইতে) ,,	১,৯১৯.০০	১,৩৩৬.৬৫	৩,২৫৫.৬৫
স্বাধীকার (১৩, ৭, ৭১ হইতে) ,,	১,৭৪৭.০০	১,৮৩৫.২৫	৩,৫৮২.২৫

পত্রিকার নাম		বিজ্ঞাপন		
		ক্লাসিফাইড	ডিসপ্লে	মোট টাকা
ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত				
অগ্রদূত	,,	৩,৯০৯·০০	১,১১১·৫০	৫,০২০·৫০
নাগরিক	,,	১,১৭৭·০০	৬৩৫·৫৫	১,৮১২·৫৫
(২৪. ৭. ৭১ হইতে)				
		টাকা	টাকা	
প্রমোদ বার্ত্তা	(সাপ্তাহিক)			
(২১, ৭, ৭১ হইতে)	,,	১,২৯৩·০০	১,৪৪৯·১২	২,৭৪২·১২
জনপথ	,,	১,৪২৪·০০	৪৩০·৭০	১,৮৫৪·৭০
(২১, ৭, ৭১ হইতে)				
নবজ্যোতি	,,	১,৬৬৮.০০	২,৪৮৯·০০	৪,১৫৭·০০
(৩, ৮, ৭১ হইতে)				
দর্পন	,,	১,৬৫৫·০০	২,২৮৯·০৩	৩,৯৪৪·০৩
(৪, ৮, ৭১ হইতে)				
মহাব্রত	,,	—	১,৪৩৮·২০	১,৪৩৮·২০
জনপদ	(দৈনিক)	—	৫২৩·০০	২৩২·০০
বিদ্রোহী	(সাপ্তাহিক)	—	৯৬৫·২০	৯৬৫·২০
ত্রিপুরা ক্রনিকেল	,,	—	৪৮৪·৫০	৪৮৪·৫০
আমাদের কথা	,,	—	১,০৯৪·১৫	১,০৯৪·১৫
বন্দেমাতরম্	,,	—	১৫৯·৬০	১৫৯·৬০
কৈলাশহর বার্ত্তা	,,	—	২৬৮·৮০	২৬৮·৮০
নন্দিনী	(মাসিক)	—	৩,৬৩১·১১	৩,৬৩১·১১
সমকাল	(দ্বৈমাসিক)	—	৬৬৫·০০	৬৬৫·০০
অরূপ	,,	—	১০০,০০	১০০·০০
গ্রীন এণ্ড গ্রেইন্স	(পাক্ষিক)	—	৩৩০·৬০	৩৩০·৬০
উদিতি	(ত্রৈমাসিক)	—	৩,৬৯৪·৩৭	৩,৬৯৪·৩৭
দ্যোতি	,,	—	১,৩৮৯·৩৭	১,৩৮৯·৩৭
কাকলী	,,	—	১,৯২৩·২৬	১,৯২৩·২৬
পৌনমী	,,	—	২,০৩৪·৫০	২,০৩৪·৫০
স্বাগতম	,,	—	১,৪২০·২৪	১,৪২০·২৪
চন্দনা	(ত্রৈমাসিক)	—	৮৩১·২৫	৮৩১·২৫
ব্রততী	,,	—	১,৩৪১·৫০	১,৩৪১·৫০
পত্রালী	,,	—	১৮০·০০	১৮০·০০

পত্রিকার নাম		বিজ্ঞাপন		মোট টাকা
		ক্লাসিফাইড	ডিসপ্লে	
ত্রিপুরা হইতে প্রকাশিত		টাকা	টাকা	
হল	,,	—	৭৯৯·২৫	৭৯৯·২৫
জ্বালা	,,	—	৬১০·০০	৬১০· ০
(সন্দীপ থেকে ধলেশ্বরী)	,,	—	৫২৫·০০	৫২৫·০০
স্বকৃতি	,,	—	৫৬৮·৭৫	৫৬৮·৭৫
ইণ্ডিয়ান মেডিকেল এসোসিয়েশন (পুস্তিকা)		—	১,০০০·০০	১,০০০·০০
ত্রিপুরা ভেটেনারী এসোসিয়েশন		—	৫০০·০০	৫০০,০০
ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস		—	৫০০·০০	৫০০·০০
বিবেকানন্দ ব্যায়ামাগার		—	৬৫০·০০	৬৫০·০০
ত্রিপুরা সংগীত চক্র		—	১,০৫০·০০	১,০৫০·০০
পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রকাশিত				
ষ্টেটসম্যান	(দৈনিক)	১৭,৮০৯,৪১	৮৯১·০০	১৮,৭০০·৪১
আনন্দ বাজার পত্রিকা	,,	৩১,৭০৬·৪৩	১,১৩৮·৫০	৩১,৮৪৪·৯৩
অমৃত বাজার পত্রিকা	,	১৮.৫৫০·২৮	—	১৮,৫৫০·২৮
যুগান্তর পত্রিকা	,,	১৩,০৬৩·৯৮	৮৫৬·৩৫	১৩,৯২০·৩৩
হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড	,,	৪,১৭৩·৪০	—	৪,১৭৩·৪০
বসুমতী পত্রিকা	,,	৫,৭৬৯·৪০	—	৫,৭৬৯·৪০
প্রভাত	(মাসিক)	—	২,১৬০·০০	২,১৬০·০০
শিক্ষক	,,	—	২০০·০০	২০০·০০
দর্শক	(পাক্ষিক)	—	২,৫০০·০০	২,৫০০·০০
সাংবাদিক পত্রিকা (পাক্ষিক)		—	১,৫৯৮·০০	১,৫৯৮·০০
আমাদের ত্রিপুরা (ত্রৈমাসিক)		—	১,৩৫০·০০	১,৩৫০·০০
চতুষ্কোণ	,,	—	৪০০·০০	৪০০·০০
চতুরঙ্গ	,,	—	৩৭৫·.০	৩৭৫·০০
একক	,,	—	৩৫০·০০	৩৫০·০০
এডভান্ট	,,	—	৪৩২·০০	৪৪২·০০
এঁকণ	,,	—	১৫০·০০	১৫০·০০
অন্যমনে	,,	—	১৫০·০০	১৫০·০০
সমকাল	,,	—	৩৫০·০০	৩৫০·০০
জয়শ্রী	,,	—	৫০০·০০	৫০০·০০

পত্রিকার নাম	বিজ্ঞাপন		মোট টাকা
	ক্লাসিফাইড	ডিসপ্লে	
পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রকাশিত			
সোসিয়েল			
এণ্টারপ্রাইজ ,,	—	৯০০·০০	৯০০·০০
চব্বিশ পরগনা			
জিলা সংস্কৃতি ,,	—	৭৫০·০০	৭৫০·০০
পরিষদ			
শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংগ	—	৬০০·০০	৬০০·০০
পশ্চিমবঙ্গ এষ্টেট কনফারেনস	—	৫০০·০০	৫০০·০০
চন্দ্রিতী	—	১৭০·০০	১৭০·০০
ব্যায়াম চর্চা	—	২০০·০০	২০০·০০
বাংলা দেশ	—	৯২৫·০০	৯২৫·০০
অরবিন্দ পাঠমন্দির			
বার্ষিকী ১৯৭১	—	২৫০·০০	২৫০·০০
দিল্লী হইতে প্রকাশিত			
হিন্দুস্থান টাইমস (দৈনিক)	৩,৬৫৬·২০	৮৩১·৬০	৪,৪৮৭·৪০
টাইমস অব ইণ্ডিয়া ,,	১৭২·১৫	---	১৭২·১৫
কাঙ্কর্স উইকলি (সাপ্তাহিক)	—	৩,৩৭০·৪০	৩,৩৭০·৪০
স্পোকসম্যান উইকলি	—	৫০০·০০	৫০০·০০
কওমি একতা	—	৫০০·০০	৫০০·০০
লিঙ্ক ,,	—	৩৮৫·০০	৩৮৫·০০
টুরিষ্ট ট্রেড অব ইণ্ডিয়া (মাসিক)	—	২০০·০০	২০০·০০
কণ্টেম পারারী	—	৫০০·০০	৫০০·০০
ইকনমিক ষ্টাডিজ	—	২৫০·০০	২৫০·০০
সোসিয়েলেষ্টিক ইণ্ডিয়া (পাক্ষিক)	—	২,২০০·০০	১,২০০·০০
অল ইণ্ডিয়া			
ইণ্ডাস্ট্রীয়েল একজিবিশান	—	৫০০·০০	৫০০·০০
প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয় (পুস্তিকা)	—	৫০০·০০	৫০০·০০
থিয়েটার তামিলনাড়ু	—	২০০·০০	২০০·০০
ইণ্ডিয়া রেলওয়েজ	—	৮০০·০০	৮০০·০০
জহরকলা বিতান	—	২৫০০০০	২৪০·০০
ইউনাইটেড নিউজ অব ইণ্ডিয়া	—	৫০০·০০	৫০০·০০

পত্রিকার নাম	বিজ্ঞাপন		
	ক্লাসিফাইড	ডিসপ্লে	মোট টাকা
দিল্লী হইতে প্রকাশিত			
	টাকা	টাকা	
ইণ্ডিয়া রেডক্রস সোসাইটি	—	৯৫০·০০	৯৫০·০০
ন্যাশানেল সলিডারিটি	—	৯৫০·০০	০৬০·০০
কারভ্যান	—	৪৫০·০০	৪৫০·০০
ইন্টারন্যাশানেল			
কলেজ অব ডেনটিষ্ট	—	৩০০·০০	৩০০·০০
নিবেদিতা কলা মন্দির	—	১,৩০০·০০	১,৩০০·০০
আনন্দলোক	—	৩০০·০০	৩০০·০০
হিন্দুস্থান বার্ষিকী	—	৫০০·০০	৫০০·০০
ইণ্ডিয়ান ন্যাশানেল			
কংগ্রেস	—	৭৫০·০০	৭৫০·০০
বেঙ্গলী ক্লাব	—	৫.৫·০০	৫২৫·০০
মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত			
হিন্দু (দৈনিক)	৭৫০·৩৫	৯০৩·৩৭	১,৬৫৩ ৭২
ইঞ্জিনীয়ারিং টাইমস (পাক্ষিক)	৬৭৯·৮০	—	৬৭৯·৮০
বিজেনস একজিকিউটিভ	—	৫০০·০০	৫০০·০০
ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব			
ব্রেলিয়ান স্টাডিস্	—	৩০০·০০	৩০০·০০
কেরলা টেম্পেস্ট	—	৫০০·০০	৫০০·০০
বোম্বে হইতে প্রকাশিত			
ইণ্ডিয়ান একচেঞ্জ (দৈনিক)	২,২১৫·০০	৪৯৫·১০	২,৭১০·০০
ইকনমিক টাইমস্ ,,	১২১·০০	-	১২১·০০
মধ্যপ্রদেশ ইয়থ কংগ্রেস	—	৫০০·০০	৫০০·০০
আসাম হইতে প্রকাশিত			
আসাম ট্রিবন ,,	৪,০৪৭·৬৫	—	৪,০৪৭·৬৫
যুগশক্তি (সাপ্তাহিক)	৭৬·০০	—	৭৬·০০
উদয়েকা	—	৮০·০০	৮০·০০

এখনও কিছু বিল পাওয়া যায় নাই

২নং প্রঃ ত্রিপুরার কোন কোন পত্রিকাকে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই এবং তাদের বিজ্ঞাপন না দেওয়ার কারণ ?

উত্তর : ১৯৭১-৭২ সালে ত্রিপুরার দেশের ডাক পত্রিকাকে কোন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় নাই। ঐ পত্রিকাকে পূর্ব্বে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছিল, তাহা উক্ত পত্রিকা কর্ত্তৃক ছাপা হয় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 49.

By Shri Samar Choudhury.

প্রশ্ন :

১। ১৯৬৭ ইং থেকে ১৯৭১ এর ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত সোনামুড়া মহকুমায় কোন টিউব ওয়েল এবং রিংওয়েল দেওয়া হইয়াছে কিনা ;

২। যদি দেওয়া হয়ে থাকে তবে তাহার বছরভিত্তিক হিসাব এবং তহশীল ভিত্তিক হিসাব ;

৩। ঐ মহকুমায় বর্ত্তমানে কতগুলি টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল অকেজো এবং অব্যবহার যোগ্য হয়ে পড়ে আছে ?

উত্তর :

১। হ্যাঁ।

২। টিউবওয়েল ও রিং ওয়েল তহশীল ভিত্তিক এবং বৎসর ভিত্তিক হিসাব এতৎসঙ্গে দেওয়া গেল।

৩। ঐ মহকুমায় বর্ত্তমানে নিম্নলিখিত সংখ্যক টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল অকেজো এবং অব্যবহার যোগ্য হয়ে পড়ে আছে :—

ক) টিউবওয়েল—১৩৭টি

খ) রিং ওয়েল— ৪৬টি

Sl. No	Name of the Tahashil	1966-67		1967-68		1968-69		1969-70		1970-71		REMARKS
		Name of Tube wells constructed.	Nos of RCC Wells constructed.	Nos of Tube Wells const.	Nos of RCC Wells const.	Nos of Tube Wells const.	Nos of RCC Wells const.	Nos of Tube Wells const.	Nos of RCC Wells const.	Nos of Tube Wells const.	Nos of RCC Wells const.	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Melaghar.	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	
2.	Kamrangatali.	—	3	1	1	—	8	1	1	2	—	
3.	Urmai.	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	
4.	Nalchar.	3	—	2	—	—	1	1	—	1	—	
5.	Choumohani.	5	—	3	—	—	—	2	—	1	—	
6.	Durlavanarayan.	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	
7.	Sonamura.	4	—	4	—	—	—	1	—	2	1	
8.	Dhanpur.	2	—	3	1	—	1	1	1	—	1	
9.	Kathalia.	3	—	3	—	—	—	—	—	1	—	
10.	Boxanagar.	1	2	4	—	—	1	2	—	1	—	
11.	Nidaya.	1	—	2	1	—	1	1	—	1	—	
12.	Sobhapur.	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	
13.	Matinagar.	2	1	—	1	—	—	1	—	1	—	
14.	Valurchar.	2	—	2	—	—	—	1	—	1	—	
		24 Nos.	7 Nos.	28 Nos.	5 Nos.	—	13 Nos.	14 Nos.	2 Nos.	14 Nos.	2 Nos.	

GRAND TOTAL :—
Tubewells—80 Nos.
R. C. C. wells—29 Nos.

UNSTARRED QUESTION No. 53

By—Shri Baju Ban Riyan

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন চা বাগানের মধ্যে কি পরিমাণ excess খাস সরকারী জমি আছে তার বাগান ভিত্তিক বিবরণ ;

২। ঐ excess জমি কি ভাবে বন্টন করার ব্যবস্থা হচ্ছে ;

৩। ইহা কি সত্য যে কোন বাগানে কর্তৃপক্ষ ঐ সরকারী Excess land বিক্রি করে টাকা আত্মসাৎ করেছেন ;

৪। যদি সত্য হয় সরকার ঐ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

উত্তর

১। ইহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

২,৩ এবং ৪। প্রশ্নের ১নং আইটেমের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 69

By—Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার কোন্ মহকুমায় গত এক বছরে (১৫ই মার্চ্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত) কত জোত জমি হস্তান্তর হয়েছে তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব ;

২। এই হস্তান্তরিত জোত জমির মালিকদের মধ্যে তপশিলী জাতির অন্তর্ভুক্ত কত জন ;

৩। এই সকল জমি হস্তান্তরের কারণ কি কি ?

উত্তর

১)

সাব-ডিভিসনের নাম	হস্তান্তরিত ভূমির পরিমাণ	
উদয়পুর	১৮,০০০·০০	একর।
অমরপুর	৩৩৪·২৪	,,
সাবরুম	২২৪·০০	,,
বিলোনীয়া	১,৬৯৩·১৬	,,
কৈলাসহর	১,৫৮৭·৯৪	,,
ধর্ম্মনগর	২,৪৭৩·৪৯	,,
কমলপুর	৩,০১৮·৪০	,,
সদর	৪,৩২০·৫৫	,,
সোনামুড়া	১,৭৭৭·২০	,,
খোয়াই	১,০৮২·৭২	,,

২) এরূপ কোন তথ্য রাখা হয় না।

৩) এরূপ কোন তথ্য রাখা হয় না।

UNTSARRED QUESTION NO. 109.

By Shri Nripendra Chakraborty.

QUESTIONS.

1. Names of Raiyats who possessed 'Excess' land after implementation of Tripura Land Revenue and Land Reforms Act of 1960 ;
2. Whether that excess land was vested in Govt. ;
3. If so, whether that land has beeri distributed according to allotment Ruless among the landless agriculturists ?

ANSWERS.

1) There are 215 big raiyat cases holding land in excess of 25 standard acres excluding tea gardens found in different Sub-Divisions of Tripura, of which 187 cases have been dealt with and the remaining 28 cases are under examination. Of these 187 cases, the excess land above ceiling limit measuring 201·13 acres have been determined only in respect of the 13 cases and no excess area has been found in the remaining 174 cases. The names of the 13 raiyats who possessed land above the ceiling limit are given below :—

Name of Sub-Division.	Names of raiyats.
Kailashahar	1. Renubala Gaon.
	2. Abdul Latif.
	3. Tarini Das.
	4. Narendra Das.
	5. Masque Ali Choudhury.
	6. Majafar Ahamed.
Dharmanagar.	1. Sudish Ch. Roy.
	2. Kutubuddin Ali Ahamed.
Sadar.	1. Hemanta Kumar Das.
Udaipur.	1. Krishna Bhakta Jamatia.
	2. Sri Sri Mata Sarada Debi..
Belonia.	1. Thaingh Mog Choudhury.
	2. Sujaw Mog Choudhury.

2 201·13 acres have vested in Government in respect of 13 cases mentioned in item 1 of the Question.

3) Information is under collection.

UNSTARRED QUESTION NO. 159.

By Shri Anil Sarkar.

১। তেলিয়ামুড়া ব্লক এলাকায় কতটি রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় আছে (গ্রাম ও স্থানের নাম সহ) ;

২। গত আর্থিক বছরে এই সব ব্লকের রিংওয়েল ও টিউবওয়েল মেরামতের জন্য কত টাকা বরাদ্দ ও ব্যয় হয়েছে এবং কতটি মেরামত করা হয়েছে;

৩। বর্তমান আর্থিক বৎসরে উক্ত ব্লকের জন্য কত রিংওয়েল ও টিউবওয়েল বরাদ্দ হয়েছে ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 221.

By Shri Samar Choudhury.

প্রশ্ন :

১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া মহকুমার তহশীলদার ও সহকারী তহশীলদার এবং তহশীলের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ কোন সরকারী ছুটি ভোগ করিতে পারেন না ;

২। যদি ইহা সত্য হয়, তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর :

১ এবং ২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 224.

By Shri Samar Choudhury.

প্রশ্ন :

১। সোনামুড়া সহরে বাজারের (দৈনিক বাজার ও সাপ্তাহিক হাট) জন্য নির্দিষ্ট ভূমি খণ্ডের আয়তন কত ;

২। ইহা কি সত্য যে বাজারের নির্দিষ্ট সীমানার বাইরে রাস্তার উপর বাজার বহির্ভূত মাঠেও নদীর চড়ে গৃহস্থ কৃষক উৎপাদক ও ছোট ক্ষুদে ফেরী ব্যবসায়ীদের নিকট হতেও সরকার কর্তৃক নিয়োজিত ইজারাদার বিক্রয় মাশুল আদায় করে থাকে এবং মাশুলের পরিমাণ ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইজারাদারের মর্জিমত হয় ; এবং

৩। যদি তাহা সত্য হয়, তবে সরকার ঐ অন্যায় প্রতিকারের জন্য কি চিন্তা করেছেন ?

উত্তর :

১ ০.২৬১ একর।

২। মূল বাজার এলাকায় যাহারা বসে তাহাদের নিকট হইতে মাশুল আদায় করা হয়। ভীড়ের চাপ অত্যধিক হইলে ক্রেতা বিক্রেতা রাস্তার পাশে বাজারের সম্প্রসারিত এলাকায় বসে। ইজারাদার তাহাদের নিকট হইতে মাশুল আদায় করে। নদীর তীরে যে সমস্ত ক্রেতা বিক্রেতা বসে তাহাদের নিকট হইতে মাশুল আদায় করা হয় না। অতিরিক্ত হারে মাশুল আদায়ের কোন অভিযোগ নাই।

৩। উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমানে কিছু চিন্তা করা হইতেছে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 263.

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন :

১। খোয়াই বিভাগের সমস্ত প্রাইমারী স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল আছে, ঐ সমস্ত স্কুলগুলির জন্য সরকার হইতে রিং ওয়েল কিংবা টিউব ওয়েল দেওয়ার ব্যবস্থা আছে কি ?

২। যদি থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে বর্তমানে কতটি স্কুলে রিং ওয়েল, টিউবওয়েল আছে ও কতটি স্কুলে নাই তাহার হিসাব।

উত্তর :

১। যদিও খোয়াই প্রাইমারী ও সিনিয়র বেসিক স্কুল গুলির জন্য শিক্ষা বিভাগ হইতে টিউব ওয়েল রিং ওয়েল দেওয়া হয় নাই, কিন্তু সকল স্কুলেই পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে।

২। খোয়াই অন্তর্গত ২২টি স্কুলের মধ্যে ২০টি টিউব ওয়েল ও ২টি রিংওয়েল আছে। ২০টি টিওব ওয়েলের মধ্যে ১৭টি ব্যবহারযোগ্য আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 266.

By Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন :

১। খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে কতটী রাস্তা আছে, তাহার নাম ;

২। খোয়াই ও তেলিয়ামুড়া ব্লকের অধীনে কতটি রাস্তা P. W. D. র হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছে, তাহার সংখ্যা ও নাম ?

উত্তর :

১। খোয়াই ব্লক—৪১টি রাস্তা (লিষ্ট সঙ্গে দেওয়া গেল)
তেলিয়ামুড়া ব্লক—৩৩টী রাস্তা (লিষ্ট সঙ্গে দেওয়া গেল)

২। খোয়াই ব্লকের নিম্নলিখিত রাস্তাগুলি পূর্ত বিভাগের নিকট হস্তান্তরিত করা হইয়াছে :— ক) খোয়াই—আশারামবাড়ী রাস্তা
খ) খোয়াই বেলছড়া রাস্তা।

তেলিয়ামুড়া ব্লকের কোন রাস্তা হস্তান্তরিত হয় নাই।

রাস্তার নাম

খোয়াই ব্লক :—

১। খোয়াই আশারামবাড়ী রাস্তা হইতে চাম্পাউর পর্য্যন্ত
২। ,, পাহারমুড়া হইতে শেওড়াতলী পর্য্যন্ত।
৩। ,, পাহারমুড়া রাস্তা হইতে গৌরনগর পর্য্যন্ত।

৪। তেলিয়ামুড়া—খোয়াই রাস্তা হইতে গৌরনগর পর্য্যন্ত।

৫। খোয়াই এয়ারষ্ট্রীপ হইতে গাংকী সোনাতলা পর্য্যন্ত।

৬। তেলিয়ামুড়া—খোয়াই রাস্তা হইতে পশ্চিম সোনাতলা হইয়া—সোনাতলা সিনিয়ার বেসিক স্কুল পর্য্যন্ত।

৭। কটকটা বাজার হইতে রাধানগর রতনপুর পর্য্যন্ত।

৮। চাম্পাহাউর বাজার হইতে এল, এল, কলোনী (গাংকী)।

৯। খোয়াই—আশারামবাড়ী (সিঙ্গিছড়া) হইতে সিঙ্গিছড়া রিলিফ কলোনী রাস্তা পর্য্যন্ত।

১০। কে, পি রাস্তা হইতে আমপুরা রাস্তা হইয়া শেওড়াতলী রাস্তা পর্য্যন্ত।

১১। ২নং স্কুল রাস্তা হইতে লাথাবাড়ী হইয়া বণিক্য কলোনী।

১২। টি, কে রাস্তা হইতে গাংকী এল, এল, কলোনী পর্য্যন্ত।

১৩। প্রধানের বাড়ী হইতে গঙ্গাছড়া পর্য্যন্ত।

১৪। সোনাতলা এস, বি, স্কুল হইতে ইউয়ুথ ক্লাব আজগর টীলা।

১৫। সোনাতলা এস, বি, স্কুল হইতে ইয়ুথ ক্লাব পর্য্যন্ত।

১৬। ব্রজেন্দ্র দাসের বাড়ী হইতে যতীন্দ্র শীল (সোনাতলা)।

১৭। খোয়াই আমপুরা রাস্তা হইতে মদন ঘোষের বাড়ী পর্য্যন্ত (আজগর টিলা হইয়া)।

১৮। টি, কে রোড হইতে সোনাতলা এল এল কলোনী (কালীনাথের বাড়ী হইয়া)।

১৯। গৌড়নগর গ্রাম্য পথ।

২০। তবলাবাড়ী হইতে হিন্দুস্থান বস্তী পর্য্যন্ত।

২১। সোনাতলা হইতে হিন্দুস্থান বস্তী পর্য্যন্ত।

২২। হাতীমারা হইতে সিঙ্গীছড়া পর্য্যন্ত।

২৩। এল, এল, কলোনী হইতে উথলাবাড়ী পর্য্যন্ত।

২৪। উথলাবাড়ী হইতে রাজনগর।

২৫। পূর্ব্ব বাগাবিল হইতে বাগাবিল রাস্তা পর্য্যন্ত।

২৬। বেলছড়া হইতে উত্তর বেলছড়া পর্য্যন্ত।

২৭। রাণীবাড়ী হইতে হাতীমারা পর্য্যন্ত।

২৮। ছাড়মা হইতে পূর্ব্ব লাঠীবাড়ী।

২৯। খোয়াই এ,আর বাড়ী রাস্তা হইতে ছাড়মা পর্য্যন্ত।

৩০। পূর্ব্ব লাঠাবাড়ী হইতে লাঠাবাড়ী রাস্তা পর্য্যন্ত।

৩১। চম্পাহাউর বাজার হইতে বতমীবাড়ী পর্য্যন্ত।

৩২। হাতীমারা হইতে ভাটীময়দান।

৩৩। উত্তর বেলছড়া হইতে পূর্ব্ব বাগাবিল।

৩৪। গৌড়নগর স্কুল হইতে গৌড় সংযোগস্থল পর্য্যন্ত।

৩৫। ছেবরী হইতে পেকনীছড়া পর্য্যন্ত।

৩৬। আশারামবাড়ী হইতে বিস্তাবিল (লংরাবাড়ী)।

৩৭। লংরাবাড়ী হইতে লংথীবাড়ী।

৩৮। যামটিলা হইতে নালীয়াবাড়ী।

৩৯। চম্পাহাউর হইতে লংথীবাড়ী

৪০। লক্ষীছড়া হইতে লংথীবাড়ী।

৪১। গোপালনগর হইতে লংথীবাড়ী।

৪২। লংথীবাড়ী হইতে বেহালাবাড়ী।

৪৩। তবলাবাড়ী হইতে উথলাবাড়ী।

৪৪। গৌড়নগর হইতে হাতকাটা বাড়ী।

৪৫। বৈলগলবাড়ী হইতে বাইজলবাড়ী পূর্ব্ব পর্যন্ত।

৪৬। নলিয়াবাড়ী হইতে টাকুবাড়ী।

৪৭। হাতকাটা বাজার হইতে গৌড়নগর বাড়ী।

৪৮। মাণিক দেববর্ম্মা হইতে ঈশ্বরদয়াল পাড়া পর্য্যন্ত।

৪৯। মানিয়াছড়া হইতে রথটীলা পর্য্যন্ত।

তেলিয়ামুড়া ব্লক—৩৩টি রাস্তা

রাস্তার নাম

১। দেবথং রাংখল পাড়া হইতে চংখোলা কৈপংবাড়ী পর্য্যন্ত (রাস্তা)

২। চংখোলা কৈপংবাড়ী হইতে তীর্থসোমবাড়ী পর্য্যন্ত।

৩। থরং বেগুবাড়ী হইতে রবিকুমার রোয়াজা বাড়ী।

৪। রবিকুমার রোয়াজ বাড়ী হইতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত।

৫। পবন কুমার বাড়ী হইতে বেগরাইবাড়ী।

৬। বেগুরাই পুরানবাড়ী হইতে থরংরোয়াজা বাড়ী।

৭। মোমবো বাড়ী হইতে হাজারীবাড়ী।

৮। হাজারীবাড়ী হইতে কড়কড়িছড়া পর্য্যন্ত।

৯। কড়কড়িছড়া হইতে চন্দ্রমুণি চৌধুরী পাড়া।

১০। তীর্থসোমবাড়ী হইতে ত্রিপুরীবাড়ী পর্য্যন্ত।

১১। ত্রিপুরীবাড়ী হইতে অম্পী রাস্তা পর্য্যন্ত।

১২। মিত্রহামবাড়ী হইতে পল্টনজয় বাড়ী পর্য্যন্ত।

১৩। ফেলুচন্দ্র বাড়ী হইতে বালুছড়া পর্য্যন্ত।

১৪। বালুচড়া হইতে কবলাগমবাড়ী।

১৫। খুশধনবাড়ী হইতে খোয়াই নদী।

১৬। মহারাণীপুর সিনিয়র বেসিক স্কুল হইতে ভূমিহীন কলোনী এলাকা (গ্রুপ নং ১)

১৭। ঐ—(গ্রুপ নং ২)।

১৮। রাজনগর হইতে শান্তিনগর।

১৯। শান্তিনগর হইতে খিলাভল্লী পর্য্যন্ত।

২০। আসাম আগরতলা রাস্তা হইতে জিওলছড়া পর্য্যন্ত।

২১। রাইমাশরমা রাস্তা হইতে বুদ্ধিরামবাড়ী।

২২। চাকমাঘাট হইতে হলদিয়া পর্য্যন্ত।

২৩। রাইমাশরমা রাস্তা হইতে টাকজয় বাড়ী।

২৪। রাইমাশরমা রাস্তা হইতে রাইমাবাড়ী।

২৫। চাকলাহাবাড়ী হইতে খালগাবাড়ী।

২৬। কল্যাণপুর বাজার হইতে ঘিলাতলী বাজার।

২৭। বাগান বাজার হইতে আথরাবাড়ী।

২৮। কল্যাণপুর হইতে কুঞ্জবন।

২৯। মধ্য কল্যাণপুর রজনী সর্দ্দার পাড়া হইতে গগন চৌধুরী পাড়া।

৩০। আগরতলা আসাম রাস্তার ৩৭ মাইল হইতে মহারাণীপুর।

৩১। ঘিলাতলী এল, এল, কলোনী হইতে দুর্গাপুর।

৩২। ঘিলাতলী এল, এল, কলোনী হইতে প্রমোদনগর।

৩৩। কল্যাণপুর খোয়াই নদীর পূর্ব্ব পাড় হইতে শান্তিনগর গ্রুপ নং ১

UNSTARRED QUESTION NO. 267

By Shri Bidya Chandra Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কল্যাণপুর বাজার এলাকার একটি মাত্র পুকুর আছে এবং উক্ত পুকুর বহু বৎসর যাবৎ সংস্কার না করার ফলে উহার জল দূষিত হইয়া আছে এবং উক্ত পুকুরের জল দূষিত হওয়ার ফলে বাজার এলাকার লোকেরা অত্যন্ত অসুবিধা ভোগ করিতেছে;

২। যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে উহা সংস্কারের কোন পরিকল্পনা আছে কি;

৩। যদি পুকুর সংস্কারের পরিকল্পনা থাকে তাহা হইলে চলতি বৎসরে উহার সংস্কার হইবে কি?

উত্তর

১। কল্যাণপুর তহশীল কাছারীর সীমানায় কল্যানপুর বাজারের নিকট একটি পুকুর আছে। ইহা সত্য যে এই পুকুরটি বহুদিন যাবত সংস্কার হয় নাই। এই পুকুরের জল জন সাধারণ কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইতেছে। পুকুরের জল দূষিত হইয়াছে বলিয়া কোন খবর সরকারের নাই। উপরন্তু কল্যাণপুর বাজার এলাকায়ও সন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ৪টি টিউবওয়েল দেওয়া আছে।

২। সংস্কারের কোন প্রস্তাব এখনও করা হয় নাই।

৩। প্রশ্নই উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 297.

By Shri Bulu Kuki.

প্রশ্ন

১। অম্পি তহশীল কাছারীতে কতজন কর্মচারী আছে?

২। এই কর্ম্মচারীদের কোয়ার্টারের ব্যবস্থা আছে কিনা?

৩। যদি না থাকে তাহা হইলে ইহার কারণ।

উত্তর

১, ২, ৩। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 299.

By Shri Bulu Kuki.

প্রশ্ন

১। যে সনের বকেয়া খাজনা মকুব হইয়াছে সেই সনের বকেয়া খাজনা বাদ দিয়া পথকর আদায় হইতেছে কিনা ;

২। যদি আদায় হইয়া থাকে তাহা হইলে পথকরও মকুব হইল না কেন ?

উত্তর

১ এবং ২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 350.

By Shri Nripendra Chakraborty.

প্রশ্ন

১। পরিকল্পনার ১৯৭০—৭১ এবং ১৯৭১—৭২ইং সনের লক্ষ্যমাত্রা নির্দ্ধারিত হইয়াছে কিনা ?

২। যদি হইয়া থাকে তাহার বিস্তৃত বিবরণ।

৩। লক্ষ্যমাত্রার কতটুকু পরিপূরণ হইয়াছে।

৪। যদি কোন ঘাটতি হইয়া থাকে তাহার কারণ।

৫। পরিকল্পনার কোন পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন হইয়াছে কি ? যদি হইয়া থাকে কখন এবং কাহার দ্বারা।

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 383.

By Shri Amarendra Sarma.

প্রশ্ন

১। ধর্মনগরের পশ্চিম চন্দ্রপুর অঞ্চলে পতিত জমি কি পরিমাণ আছে ?

২। সেই জমিকে কাজে লাগানো বা জমির বিলি ব্যবস্থা সম্পর্কে কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে কি ?

উত্তর

১ ও ২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 386.

By Shri Amarendra Sarma.

প্রশ্ন

১। কয়েক বছর আগে ধর্মনগরের হুরুয়া অঞ্চলে Spinning Mill স্থাপনের জন্য কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছিল কি ?

২। Spinning Mill স্থাপনের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়ে থাকিলে সরকার এ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন ?

১ হ্যাঁ।

২। ধর্মনগর মহকুমার হুরুয়ায় ১৫,০০০ স্পিণ্ডলস্ সংযুক্ত একটি সুতিকল স্থাপনের জন্য M/S Far Eastern Agencies Ltd., Calcuttaএর অনুকূলে ভারত সরকার একটি লাইসেন্স দিয়াছিলেন। উপরোক্ত M/S Far Eastern Agencies Ltd. সুতাকল স্থাপনের সর্ত্ত কার্যকরী না করায় ভারত সরকার ঐ লাইসেন্স বাতিল করিয়াছিলেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 399.

By Shri Kalipada Banerjee.

প্রশ্ন

ক) ১৯৭১-৭২ সনে ও চলতি বৎসরের ৩১শে মে পর্যন্ত সাব্রুম মহকুমায় খয়রাতি সাহায্য বাবত কত টাকা দেওয়া হইয়াছে ;

খ) প্রাপকের নাম ঠিকানা ও তাহার পরিমাণ ?

উত্তর

ক ও খ) তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

26th June, 1972

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday the 26th June, 1972.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 4 Ministers, Deputy Speaker, 3 Deputy Ministers and 44 Members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :—To-day in the list of business are the following Questions to be answered by the Ministers concerned. Shri Nripendra Chakraborty. Absent. Shri Ajoy Biswas.

Shri Ajoy Biswas :—Question No. 41.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 41.

QUESTIONS

১) গত ১৩।২।৭২ তারিখে আগরতলা জওহর ব্রীজের সামনে কি একটি ট্রাক দুর্ঘটনা হয়েছে ; যদি হয়ে থাকে, তাহাতে মৃত ও আহতদের নাম ;

২) ঐ ট্রাকের মালিক কে ?

৩) নিহত ও আহতদের পরিবারকে কোন সাহায্য বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে কি ?

ANSWERS

১) হ্যাঁ। নিম্নে নিহত ও আহতদের নাম দেওয়া হইল।

নিহতদের নাম

১) কিশোর নাগ
২) কুমারী রেবা নাগ
৩) শশীমোহন সূত্রধর
৪) শ্রীমতি কিরণবালা ওরফে খাদো দেব
৫) শ্রীহরিসাধন চৌধুরী

আহতদের নাম

১) শ্রীমতি বাসনা পাল
২) হারাধন মজুমদার
৩) দিলীপ চৌধুরী
৪) হরেন্দ্র কুমার চক্রবর্তী
৫) প্রফুল্ল চন্দ্র সূত্রধর
৬) নিমাই কুমার পাল
৭) চিত্তরঞ্জন দে

২) রিফিউজী রিলিফ বিভাগ।

৩) না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যারা নিহত হয়েছেন তারা কি আগরতলার লোক ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—বিভিন্ন জায়গার লোক এর মধ্যে আছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ক্ষতিপূরণ না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—তাদের আত্মীয়স্বজন কিংবা আহতদের কারো কাছ থেকে দরখাস্ত আসে নি। সেজন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রশ্ন উঠে নি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই দুর্ঘটনার কারণ কি।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। দুর্ঘটনা দুর্ঘটনাই। এই সম্পর্কে ড্রাইভারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং কেস চলছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—এটা কি সরকারী পরিকল্পনায় আছে যে যারা নিহত হয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজন যদি দাবী করে তবে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে? এই রকম ব্যবস্থা সরকারের আছে কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—দরখাস্ত করলে দেখা যাবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—যারা নিহত হয়েছেন তারা কোন্ জায়গার বা কোন্ সাবডিভি-সনের লোক এটা আমি জানতে চাই।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—ট্রাকে যাত্রী পরিবহন বন্ধ করা কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—সরকারী ব্যবস্থা আছে। তবে কোন কোন সময়ে এইরকম হয়ে যায়। কিন্তু সেজন্য সরকারের চেকিং এর ব্যবস্থা আছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে প্রতিটি ট্রাকে আগরতলা থেকে ধর্ম্মনগর যেগুলি যায় সেগুলি ১০ থেকে ২০ ট্রিপ বহন করে কিনা ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে কোন ইনফরমেশন নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যারা নিহত হয়েছেন বা আহত হয়েছে তারা কোন ট্রাকের প্যাসেঞ্জার ছিলেন কিনা ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্যি যে ত্রিপুরার অধিকাংশ ট্রাক খারাপ ধরণের আছে এবং সেজন্যই এই ধরণের দুর্ঘটনা ঘটে।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই ট্রাকটির নাম্বার কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—টি, আর, এ—১১৬২

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখানে বলা হয়েছে যে ট্রাকে করে যাত্রী পরিবহন করা হয়, এই সম্পর্কে তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে যদি কোন রিপোর্ট পাওয়া যায়, তাহলে তদন্ত করে দেখা যাবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জি :—স্যার, আমরা বলছি ট্রাকে করে যাত্রী পরিবহন করা হয়, এটাও তো হাউসের মধ্যে রিপোর্ট করা হয়েছে, কাজেই এই অবস্থায় তিনি তদন্ত করে দেখবেন কিনা, এটা আমরা জানতে চাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি তো বলছি যে রিপোর্ট পেলে দেখা হবে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জি :—স্যার ট্রাকে যাত্রী পরিবহণ করে থাকে, কাজেই এখানে জনপ্রতিনিধি হিসাবে যে রিপোর্ট হাউসে এসেছে এরপরে আবার রিপোর্ট করার দরকার হয়না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটায় হয় না, আর এই জন্যই তো প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে রিপোর্ট পেলে দেখা হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৫

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৫

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলায় একটি ষ্টেডিয়াম করার জন্য কোন প্রস্তাব আছে কি ?	হ্যাঁ।
২) যদি থাকে তারজন্য কোথায় স্থান নির্দ্ধারণ করা হয়েছে ?	এখনো চূড়ান্তভাবে কোন স্থান নির্ব্বাচন করা হয় নাই।
৩) স্টেডিয়াম তৈরীর কাজ কবে পর্যান্ত শুরু হবে ?	সঠিক তারিখ বলা সম্ভব নয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— স্যার, আমি সঠিক তারিখ চাচ্ছি না, তবে সঠিক পিরিয়ড চাচ্ছি—অর্থাৎ কোন আর্থিক বৎসরে হতে পারে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, সঠিক তারিখ আর সঠিক পিরিয়ডের মধ্যে তফাৎ কি আমি বুঝতে পারছি না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—কোন ফাইনান্সিয়েল পিরিয়ডে হবে, সেটা আমি জানতে চাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে তো আমি আগেই উত্তর দিয়েছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই বাজেটে ষ্টেডিয়ামের জন্য কোন রকম অর্থ ধরা হয়েছে কিনা, সেটা আমি জানতে চাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এটা করার কথা।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, আমার প্রশ্নটা ছিল এই বছরের বাজেটে এর জন্য কোন প্রভিশান আছে কি, নেই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এ বছরের বাজেটে নেই।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমি জানতে চাই যে স্থান নির্ব্বাচন করবার জন্য কোন রকম কার্য্যকারী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্থান এখনও নির্বাচিত হয়নি।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—কোথায় কোথায় ষ্টেডিয়াম নির্ম্মানের জন্য জায়গা দেখা হচ্ছে, সেটা জানতে পারি কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এখন শুধু দেখা হচ্ছে কোথায় জায়গা পাওয়া যায়।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—এই যে জায়গা দেখা হচ্ছে, এটা কি কোন কমিটির দ্বারা করা হচ্ছে না সরকার নিজেই এটা করছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্থান নির্ব্বাচন করবার জন্য একটা কমিটি করা হয়েছে এবং তারাই সেটা করছেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—সরকার আগরতলাতে শীঘ্রই একটা ষ্টেডিয়াম তৈরী করার প্রয়োজনীয়তা মনে করেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—হ্যাঁ, তা করেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৮

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড স্কোয়েশ্চান নাম্বার—৫৮ স্যার।

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে কয়টি বে-সরকারী স্কুলে Administrator নিয়োগ করা হয়েছে ; স্কুলগুলির নাম, Administrator দের নাম ও নিয়োগের তারিখ ;

২। ঐ সকল স্কুলে কমিটি নির্বাচনের ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন ?

উত্তর

১। ৬টি বেসরকারী স্কুলে Administrator নিয়োগ করা হয়েছে। স্কুলগুলির নাম, Administrators দের নাম ও নিয়োগের তারিখ নিম্নে দেওয়া হ'ল।

ক) ঈশানচন্দ্রনগর পরগনা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় :— (i) শ্রীহেমচন্দ্র দত্তচৌধুরী ৭-৮-৬৮ইং
(ii) শ্রীঅনিল কুমার দাসগুপ্ত, ১০-৪-৬৯ইং

খ) বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় :— (i) শ্রীহরিপদ ভট্টাচার্য্য ২৮-৬-৬৯ইং

গ) কড়ইমুড়া উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় :— শ্রীশম্ভুনাথ সাহা, ২-৩-৭০ইং

ঘ) রামঠাকুর পাঠশালা (বালক বিভাগ) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয় :— (i) শ্রীযতীন্দ্র মোহন চৌধুরী, ৩০-৪-৬৯ইং

ছ) রামঠাকুর পাঠশালা (বালিকা বিভাগ) উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় :—

(ii) শ্রীপ্রিয়গোপাল দত্ত, ১৮-১২-৭১ইং

চ) হরচন্দ্র উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় :— শ্রীধীরেন্দ্র কুমার নাথ— ৩-৫-৭২ইং

২। বিলোনীয়া বিদ্যাপীঠ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের স্কুল কমিটি নির্ব্বাচন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য স্কুলগুলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট Administrators গণ বিবেচনা করিতেছেন।

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, নির্বাচনের কথা এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারেরা বিবেচনা করবেন, সেটা নয়, আমি জানতে চাইছি গভর্ণমেন্টের এমন কোন পলিসি আছে কিনা যে নির্ব্বাচন করে তাদের নিজেদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এর মানে কি, আমি বুঝতে পারছিনা।

শ্রীঅনিল সরকার :— অনেক সময় এ্যাডমিনিষ্ট্রেটারের বিবেচনা আর গভর্ণমেন্টের বিবেচনা এক হয় না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সরকার যেহেতু স্কুল পরিচালনার ব্যাপারে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটার নিয়োগ করছেন, সেহেতু তাদের এ্যাডভাইস নেওয়ার দরকার আছে।

শ্রীঅনিল সরকার :— আমি জানতে চাই, সরকার এই রকম কোন কিছু বিবেচনা করছেন কিনা যে অতি সত্বর ম্যানেজিং কমিটিগুলির নির্বাচন করে তাদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সম্ভবত:।

শ্রীঅনিল সরকার :— সম্ভবত: এর অর্থ তো ৫/৭ বছরও হতে পারে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্ন নং ৬২

প্রশ্ন	উত্তর
১) সদর কাতলামারা স্কুলটিকে সরকার থেকে এ পর্যন্ত কত টাকা সাহায্য করা হয়েছে ?	টা: ২,৮৯,১০৬·৬৩ দেওয়া হয়েছে।
২) ঐ সাহায্যে utilisation certificate স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারের নিকট দাখিল করেছেন কি না ?	অধিকাংশ utilisation certificate দাখিল করা হয়েছে।
৩) সরকার কি অবগত আছেন যে ঐ স্কুল গৃহটি পুড়ে যাবার পর বর্ত্তমানে ঐ স্কুলে আসবাব পত্র ও ছাত্রদের বসবার কোন প্রকার ব্যবস্থা নেই ?	হ্যাঁ।

শ্রীভদ্রমণি দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলবেন কি ঐ স্কুলে সরকার হইতে প্রয়োজনীয় আসবাব পত্র এর মধ্যেই সরবরাহ করা হইবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা প্রাইভেট স্কুল এবং যেহেতু গভর্ণমেন্ট এইডেড স্কুল তাই নিয়ম অনুযায়ী তাহাদের যাহা প্রয়োজন পরে তারা নিজেরাই ব্যবস্থা করবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— নন-গভর্ণমেন্ট স্কুলগুলি 50% capital grant করা অসুবিধা-জনক সরকার এ ব্যাপারে কোন পরিবর্ত্তন করবেন কিনা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— I demand notice.

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা—যে সব স্কুলের utilisation certificate পাওয়া যায় নি সেগুলি কি পজিশনে আছে সরকার জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—তদন্ত করা হচ্ছে।

শ্রীঅনিল সরকার—কবে নাগাদ তদন্ত শেষ হবে ?

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত—ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট কয়টি ক্ষেত্রে এসেছে এবং কতগুলি ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট বাকি আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—I want demand notice.

Shri Tarit Mohan Dasgupta—Sir, it is a very clear question যে কত টাকার utilisation certificate দাখিল করা হয়েছে এবং কত টাকা বাকী আছে। এটা একেবারে in point এবং corollary of this question.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—যে সব specific point চাওয়া হয়েছে তাদেরই উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত—এটা আমি স্পীকার মহোদয়ের কাছে বলছি, আপনিই দেখবেন এটা in point question কিনা। তাহলে মিনিষ্টাররা রেডি হয়ে আসবেন ইউজুয়েলি যে সব প্রশ্ন থাকবে সেগুলি যাতে আমরা জানতে পারি।

Mr. Speaker—You see, I cannot ask any Member or Minister to give details for the question asked for on the same day.

Shri T. M. Das Gupta—Sir, when the question arised out of the scope of a particular question the Minister is bound to give its reply If it is out side the scope of the question then the Minister will demand notice and in that case the Minister is justified. But when it is out of the scope of this question he must be prepared to give replies to the supplementaries and that is my point Sir. And my contention is this so far this point is concerned the question raised by me it is out of the scope of this question.

Mr. Speaker—Hon'ble Member, I cannot force the Minister to give replies .....

Shri T. M. Das Gupta—But I mean to say that you have the right to ask the Minister to be prepared to give reply which is out of the scope of the question.

Mr. Speaker—Yes, that I can...

Shri T. M. Das Gupta—That I want Sir,...

Mr. Speaker—Shri Purna Mohan Tripura.

Shri Purna Mohan Tripura—Question No. 65.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৬৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১। কৈলাসহর মইনার মা হাই স্কুলে কতজন শিক্ষক ও কতজন ছাত্র আছে?	কৈলাসহর মইনার মা হাই স্কুলে ৮ জন শিক্ষক এবং ১৫১ জন ছাত্র আছে।
২। যতজন শিক্ষক আছেন তাহাতে স্কুলে রীতিমত পড়াশুনার জন্য যথেষ্ট কি না?	হ্যাঁ।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—প্রশ্ন নং ১২৭।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ১২৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরার Sponsored College সম্পর্কিত Rules কি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়েছে?	হ্যাঁ
২। ইহা কি সত্য ইহা যে গৃহীত না হবার ফলে কৈলাসহর র মকুন্দ মহাবিদ্যালয়, রামঠাকুর কলেজ এবং বিলোনীয়া কলেজটির ছাত্র ও অধ্যাপকরা দীর্ঘদিন যাবত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন?	হ্যাঁ

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—যদি Sponsored College সম্পর্কিত রুলস্ গ্রহণ করা হয়ে থাকে তাহলে সেগুলি কার্যকর হয়েছে কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—কার্যকরী করার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—এই রুলস্ কৈলাসহর মহাবিদ্যালয় টিচার্স কাউনসিল তাদের চাকুরীর নিরাপত্তার উপর আশঙ্কা জানিয়ে ইউনিভার্সিটিতে চিঠি লিখেছিল এই বিষয়ে ইউনিভার্সিটির সঙ্গে সরকারের যোগাযোগ হয়েছি কি?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—ডিমাণ্ড নোটিশ চাই।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ত্রিপুরার স্পনসর্ড কলেজ সম্পর্কে রুলস্ অনুমোদন করেছে কিনা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা গভর্ণমেন্টের ব্যাপার কাজেই গভর্ণমেন্ট থেকেই অনুমোদন হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—প্রশ্ন নং ১৫৭।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্ন নং ১৫৭।

প্রশ্ন	উত্তর
১। সাবরুম মহকুমার শ্রীনগর হাই স্কুলের জনসাধারণ কর্ত্তৃক নির্মিত বাড়ীটি অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হইয়াছে তাহা সরকার অবগত আছেন কি না ?	হ্যাঁ
২। অগ্নিকাণ্ডের কারণ কি ও ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ কত ?	অগ্নিকাণ্ডের কারণ জানা যায় নাই। এ ব্যাপারে পুলিশ তদন্ত চলিতেছে। ক্ষতির পরিমাণ কুড়ি হাজার টাকা।
৩। নূতন স্কুল বাড়ী নির্মাণে সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন ?	স্কুলের পাকা বাড়ী নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদন ১৯৭০ইং সালেই দেওয়া হয়েছে। ঐ বাড়ী নির্মিত হওয়া সাপেক্ষে স্কুলের জন্য একটি অস্থায়ী গৃহ নির্মানের জন্য এষ্টিমেট চাওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এপ্রুভেল দেওয়া হয়েছে ১৯৭০ সালে বলছেন '৭০ সালে হওয়ার কথা নয়।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—১৯৭০ সালেই দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী—এখনও বাড়ী তৈরী হল না কেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—অনেক অসুবিধা আছে বাড়ী তৈরার মেটেরিয়েলস্ দেওয়ার এবং এষ্টিমেট করে সেই কাজ করার আর তাছাড়া মধ্যে যে ইমারজেনসি সিচুয়েশান গেল এই সব কারণেই সেটি দেরী হয়েছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—বর্ত্তমানে শ্রীনগর হাইস্কুলটি চলিতেছে কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—অন্য একটি বাড়ীতে সিফ্ট করা হয়েছে এবং সেখানেই চলিতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—কোয়েশ্চান নং ১১৫।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১৫ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) কমলপুর ছেলেদের উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি অগ্নিকাণ্ডের ফলে কবে ধ্বংস হয়েছিল ;	২৬-১১-১৯৭০ তারিখে।
খ) অদ্যাবধি এই স্কুলটির পুনঃ নির্মাণ না হওয়ার কারণ কি ;	স্কুলগৃহ পুনঃ নির্মাণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।
গ) এইজন্য ছেলেদের পড়াশুনার ব্যাপক ক্ষতি হইতেছে কি না ?	না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে স্কুল গৃহ নির্মাণ হয় নাই, ছাত্রদের পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে না—উনার উত্তর থেকে আমি একথাই কি বুঝব ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—স্কুল চলছে কমলপুর জে. বি. মডেল স্কুলে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—স্কুল নির্মাণের ব্যবস্থা হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। এই চলতি বৎসরে ব্যবস্থা আছে কি না এই সম্পর্কে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, Schedule of works relating to Public Works Department for the year 1972-73, page 74, item No. 85 এটাতে আছে—proposed extension of Kamalpur Class XI School at Kamalpur, 1971-72 এর জন্য ১ লক্ষ ১১ হাজার টাকা ধরা আছে, কিন্তু ১৯৭২-৭৩'র এক পয়সাও বাজেটে ধরা হয় নি, তার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটার কাজ এই বছরেই আরম্ভ হওয়ার কথা।

শ্রী তড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, ইট ইজ এ ভেরী সিরিয়াস থিং। বাজেটে অর্থের বরাদ্দ নেই, তিনি বলছেন আছে। কাজেই আমরা এই সম্পর্কে স্পীকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে একটা কথা বলার আছে। বাজেটে যে জিনিষ প্লেস করা হয়, যদি কোন হেডে টাকা না রাখা হয়, জরুরী হলে পরে অন্য হেড থেকে টাকা নিয়ে এই কাজগুলি করার পক্ষে অসুবিধার কোন কারণ দেখছিনা।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—১৯৬৯ সালে যে স্কুলটা ভস্মীভূত হল, যে স্কুল সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন যে ঐ স্কুলের ছাত্ররা অন্য একটি স্কুলে ক্লাশ করছে। অথচ ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে তার জন্য কোন প্রভিশন নেই। আমি যদি বলি শিক্ষা সম্পর্কে সরকার কেলাস ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে সরকারের যদি কোন চিন্তা ভাবনা না থাকত, তাহলে এই অভিযোগ আসতে পারত।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এ্যাসুরেন্স দিচ্ছেন যে কোন হেডে অর্থ যদি না থাকে, এই কাজের জন্য অন্য হেড থেকে টাকা এনে দেবেন। তিনি সেটা দিতে পারবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে এইটুকু বলা যায় যে জরুরী ক্ষেত্রে এই-ধরণের কাজ করা হয়।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—এই বছরে এই স্কুলের কাজ আরম্ভ হবে, এই এ্যাসুরেন্স কি পেতে পারি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—চেষ্টা করা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—হাই স্কুলের ছাত্ররা জে, বি, স্কুলে ক্লাশ করে, জে, বি, স্কুলের ছাত্ররা কোন স্কুলে ক্লাশ করে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এর জন্য দুই সিফ্ট করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এই যে সিপ্‌ট করা হয়েছে, তার জন্য জে, বি, স্কুলের ছাত্রদের পড়াশোনার কোন ক্ষতি হচ্ছে কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ক্ষতি হচ্ছে বলে কোন সংবাদ নেই।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—ইট ইজ এ্যাপারেন্ট স্যার, ক্ষতি হতে বাধ্য।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—অনেক জায়গায়ই এরকম একটা স্কুলের বিল্ডিংএ বিভিন্ন সিপ্‌টে ক্লাশ হয়, সেখানে অসুবিধা হচ্ছে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী ঃ—অসুবিধার কথা যদি না থাকত, তাহলে দুইটি স্কুলের প্রশ্ন থাকত না, একটা স্কুলেই হত।

শ্রীঅমরেন্দ্র সরমা :—যে স্কুল ঘরটি পুড়ে গিয়েছিল, সেখানে বিজ্ঞান লেবুরেটারী ছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—ছিল।

শ্রীঅমরেন্দ্র সরমা :—তাহলে লেবরেটারীর ক্লাশ কোথায় হচ্ছে ? এটা কি ক্ষতি নয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি আগেই বলেছি যে স্কুলের কাজ জে, বি, স্কুলে হচ্ছে, এরপর আর কথা নেই।

শ্রীঅমরেন্দ্র সরমা ঃ—জে, বি, স্কুলে লেবরেটারী কি থাকে ? লেবরেটারী থাকেনা, কাজেই লেবরেটারীর কাজ কোথায় করে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই টুকু বলতে পারি অসুবিধা হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৭।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৭।

প্রশ্ন

১) গত মার্চ্চ, এপ্রিল মাসে রাইমা শর্মাতে কয়টি ডাকাতি হয়েছে এবং কোথায় কোথায় হয়েছে তার বিবরণ ?

২) ঐ সকল ডাকাতিতে কোন লোকজন হতাহত হলে তার বিবরণ।

৩) কোন ডাকাত গ্রেপ্তার হয়েছে কি ?

উত্তর

১। তিনটি ডাকাতি সংঘটিত হইয়াছে। রাইমাশর্মা এলাকাধীন মুখছরি, বোয়ালখালী এবং প্রধান কারবারী পাড়া নামক স্থানে একটি করিয়া।

২। বন্দুকের গুলিতে মুখছরি গ্রামের মধুসূদন চাকমা নিহিত। ঐ গ্রামের শশী কুমার চাকমা ও সুরেন্দ্র চাকমা নামে আরো দুইজন সামান্য ভাবে আহত হইয়াছেন। বোয়ালখালী গ্রামের নয়জন লাঠির আঘাতে আহত হন।

১) শ্রীঅনন্ত ত্রিপুরা। ২) শ্রীমতী তারপেশ্বরী ত্রিপুরা। ৩) শ্রীঅবর্ণ ত্রিপুরা। ৪) ধরম ত্রিপুরা। ৫) যতীন্দ্র ত্রিপুরা। ৬) শ্রীমতী শশাস্তি ত্রিপুরা। ৭) শ্রীধর্ম্মরাম ত্রিপুরা ৮) শ্রীমতী সত্যবর্তী ত্রিপুরা। ৯) শ্রীনুতন ত্রিপুরা।

বন্দুকের গুলিতে ঐ গ্রামের সুখেন্দু ত্রিপুরা আহত হন কিন্তু কেহই মারা যায় নাই।

৩। পাঁচজন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—ডাকাতদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থদের সরকার থেকে সাহায্য দেওয়ার কি ব্যবস্থা করেছেন ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে কোনখানে ডাকাতি হলে তার জন্য সরকারী সাহায্যের কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :—যদি ব্যবস্থা না করে থাকেন, তার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সরকারের কোন ব্যবস্থা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যে সব গ্রামে ডাকাতি হচ্ছে তার আশে পাশে কোর্ট, পুলিশ বা সি, আর, পি ক্যাম্প ছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেই সব শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য টেম্পোরারী পুলিশ ফাড়ী বসানো হয়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—তখন ছিল কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—অশান্তি যদি চলতে থাকে সেখানে তাহলে নিশ্চয়ই ছিল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—ডাকাতি যখন হয়েছিল, তখন পুলিশ ক্যাম্প ছিল কি না, কাছাকাছি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা মনে হচ্ছে সেপারেট কোয়েশ্চান, সো আই ডিম্যাণ্ড নোটিস।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মিনিষ্টার ডিম্যাণ্ডস নোটিশ ফর ইট।

শ্রী অভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, মবাইছড়ি চাকমা পাড়ায় দেড় ফার্লং এর মধ্যে একটা সি, আর, পি, ক্যাম্প ছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ঐ মবাইছড়ি চাকমা পাড়ার দেড় মাইলের মধ্যে সি, আর, পি, ক্যাম্প থাকা সত্বেও ডাকাতি হয়েছে, পুলিশ দেখে নাই।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—প্রশ্নের জবাব বোধ হয় আগেই পেয়েছেন।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানাবেন এই সমস্ত ডাকাতে আক্রান্ত লোকদের কত পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে কেস আছে এবং সেখানেই সেটা নিরুপিত হবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন মাপাছড়া চাকমাছড়া ডাকাতি হয়ে যাবার পরে পুলিশ ক্যাম্প বসানো হয়েছে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এর আগে জানা ছিল যে সেখানে ডাকাতি হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন যে পুলিশ ক্যাম্প বসানোর পরে সেখানকার গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পুলিশের লোকেরা হাঁস, মুরগী কেড়ে নিয়ে খাচ্ছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই প্রশ্ন এটার সংগে সম্পর্কিত কিনা এই সম্পর্কে সন্দেহ আছে।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Debbarma.

Shri Abhiram Deb Barma—Question No. 215.

Shri Sukhamoy Sengupta—Mr. Speaker, Sir, question No. 215.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে চম্পক নগর লোকশিক্ষালয়ের ছাত্রাবাসটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে?

২। যদি সত্য হয় তবে বর্ত্তমানে ছাত্ররা কোথায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতেছে?

৩। নূতন ছাত্রাবাস নির্মানের কাজ আরম্ভ হয়েছে কিনা এবং পানীয় জলের কোন ব্যবস্থা আছে কি না?

উত্তর

১। হ্যাঁ, দুইটি ঘরের মধ্যে একটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

২। স্কুল ঘরে।

৩। হ্যাঁ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ঐ ছাত্রাবাসটি নির্মাণের জন্য ৭২—৭৩ সালের বাজেটে প্রভিশান রাখা হয়েছে কিনা?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা বাজেট ডিসকাশনের সময়ে বলব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ঐ ছাত্রাবাসটি নির্মান করা হবে কিনা এই আর্থিক বৎসরে?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এটা বাজেট ডিসকাশনের সময়ে বলব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—অনারেবল স্পীকার, স্যার, এটাই খুব স্পেসিফিক কোয়েশ্চান করা হয়েছে। এর উত্তর এড়িয়ে যাবার কোন মানে দেখি না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার, স্যার, বাজেটে আমরা সব কিছুই পাব। কিন্তু তাহলে আমরা কেন প্রশ্ন করলাম। এই ব্যাপারে আমরা আপনার রুলিং চাচ্ছি?

মিঃ স্পীকার—মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে উনি এটার উত্তর বাজেটের সমালোচনার সময় দিবেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—স্যার, কোয়েশ্চান করাটা মেম্বারদের একটা প্রিভিলেজ। কোয়েশ্চান যখন অ্যাডমিট হয়েছে তখন এর উত্তর দিতে হবে। বাজেটের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নাই। বাজেটের সময় যে সমস্ত প্রশ্ন—

মিঃ স্পীকার—According to Rule 35(7) It shall not require information set forth in accessible documents or in ordinary works of reference.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—কোনটা অরডিনারী, কোনটা অ্যাকসিসেবল হল স্যার সেটা আমরা বুঝি না। আমার স্কুল হবে কিনা সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—এই কোয়েশ্চান আওয়ারে অর্ধেক সময় এই কথা বলে এড়িয়ে যাওয়া যাবে যে বাজেটের সময়ে উত্তর দেব। এইটি পারসেন্ট অব দি কোয়েশ্চান এইভাবে এড়িয়ে যাওয়া যাবে স্যার।

Shri T. M. Dasgupta—It is a question on a specific point and the Hon'ble Member has got right to know whether the school boarding will be re-constructed within this financial year.

Mr. Speaker—Hon'ble Member, you should not show such a behavior.

Shri T. M. Dasgupta—I cannot understand how I have shown a bad behaviour. I have simply narrated what has happened.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—He has not done anything unparliamentary.

Mr. Speaker—But he has shown his hands.

Shri T. M. Dasgupta—I simply jumped up and narrated the thing, and it is the habit of many men to move their hands in course of deliverations, and I have only done this. So this cannot be treated as a mis-behaviour.

মিঃ স্পীকার—ঠিক আছে বলুন।

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত—আমার কোয়েশ্চান হচ্ছে যে এটা এবছর করা হবে কিনা সেটাই আমরা জানতে চাই। যদি এখন মাননীয় মন্ত্রী বলতে না পারেন তবে তিনি বলবেন যে আই শ্যাল লুক ইনটু দি ম্যাটার। কারণ বাজেটের যখন আমরা ডিসকাশন করব, সাম আদার ইমপোরটেণ্ট থিংস উইল বি ডিসকাসড ইন দি বাজেট।

Mr. Speaker —Hon'ble Members, I shall keep one observation here. First of all, information which are available from accessible documents should not be asked in the House. To-day, I have found that such questions have been put. Such action amounts to trapping the Ministers. This is not parliamentary practice. Of Course, I agree that members should ask question and get information in the public interest.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Hon'ble Speaker, Sir, I draw your attention. These questions were tabled long before the Session. The Members have got their rights to have the replies on the questions.

Mr. Speaker :— I refer again Rule 35 (7) of the Rules of Procedure in this connection.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার, স্যার যে রুলিং দিলেন সেটা বাংলায় বলুন।

মিঃ স্পীকার :— যে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর অ্যাকসেসিবল ডকুমেণ্টের মধ্যে আছে সেই সমস্ত প্রশ্ন আপনারা না করলেও পারেন। যে সমস্ত ডকুমেণ্ট আপনারা দেখতে পারেন, পড়তে পারেন সেগুলি অ্যাকসেসিবল ডকুমেণ্ট। ঐ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন হাউসে উঠা উচিত নয়।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— যখনি প্রশ্ন এসেছিল তখনি তো এটা ডিস্এলাও করতে পারতেন।

মিঃ স্পীকার :— সাপ্লিমেণ্টারী সম্পর্কে বলা হচ্ছে।

শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত :— প্রশ্ন হচ্ছে নূতন ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ ও পানীয় জলের ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা ? তিনি উত্তরে বললেন যে হ্যাঁ। তাহলে এই বছরের মধ্যে ছাত্রাবাসের জন্য বিল্ডিং এর কাজটা সম্পূর্ণ হবে কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এই সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— এই লোক শিক্ষা ছাত্রদের পক্ষ থেকে বিল্ডিং এবং জলের অসুবিধা দূর করবার জন্য সরকারের কাছে কোন স্মারক লিপি দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আমি তো বলেছি যে পানীয় জলের ব্যবস্থা ও ঘর তৈরী করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আচ্ছা বুঝলাম যে এটার জন্য কিছু করা হচ্ছে, কিন্তু অন্য স্কুলগুলিতে এই সবের ব্যবস্থা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটাতো সেপারেট প্রশ্ন, নোটিশ দিলে খুঁজে দেখব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সেখানে জলের কোন রকম ব্যবস্থা আছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : — জলের ব্যবস্থা করবার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এই কথাতো আমি আগেই বলেছি।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৩১৭।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩১৭, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে নূতন উন্নীত সূতারমুড়া উচ্চ স্কুল সংলগ্ন ছাত্রাবাস স্থাপন করার জন্য ত্রিপুরা সরকার বিবেচনা করিতেছেন কিনা ?	না

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একটা হাই স্কুলের বোর্ডারদের জন্য বিল্ডিং করার দরকার, এটা সরকার বিবেচনা করেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— একটা বিল্ডিং করতে গেলে, তার আগে কতগুলি জিনিষ ফুলফিল করতে হয়।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— কি সব জিনিষ হলে পরে কণ্ডিশান ফুলফিল করা যায়, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত : — আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৬১।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৬১, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। বিলোনিয়া শহরের হিন্দী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি কি বর্ত্তমানে চালু অবস্থায় আছে ?	না
২। যদি থাকে, তবে ঐ প্রতিষ্ঠানটি বর্ত্তমানে কার তত্ত্বাবধানে আছে ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কি, এটা কি গভর্ণমেন্টের প্রতিষ্ঠান ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা একটা হিন্দী প্রচারক সংস্থা ;

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অদূর ভবিষ্যতে এটাকে সরকারীভাবে চালু করবার প্রয়োজনীয়তা সরকার অনুভব করছেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সেটা দেখা হচ্ছে।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, বিলোনীয়া শহরের কিছু ছাত্র হিন্দী শিক্ষার জন্য দরখাস্ত করেছিলেন কিনা, এবং তাদের সেই দরখাস্ত মঞ্জুর হয়েছিল কিনা জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সেটা হচ্ছে যে হিন্দী শিক্ষার পসিবিলিটি আছে কিনা, তা যাচাই করার জন্য।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৪০৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড-কোয়েশ্চান নাম্বার—৪০৪, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) বর্ত্তমান শিক্ষা বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী স্কুল ও কলেজ সমূহে তপশিলী সম্প্রদায় ভূক্ত ছাত্র সংখ্যা (৬ষ্ঠ শ্রেণী হইতে কলেজ পর্য্যন্ত) কত ? খ) ইহার মধ্যে কতজন ছাত্র বোর্ডিংএ থেকে পড়াশুনা করছে ?	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১৩।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪১৩, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত নির্ব্বাচনের পূর্ব্বে সেকেরকোট, সিপাইজলা স্থতারমুড়া ও খয়মুখ এই চারটি সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হইয়াছে কিনা ;	সেকেরকোট, সিপাইজলা ও স্থতারমুড়া এই তিনটি সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। খয়মুখের কোন স্কুলকে হাই স্কুলে উন্নীত করা হয় নাই।
২) হইয়া থাকিলে ঐ স্কুলগুলিতে বর্ত্তমানে নবম শ্রেণী খোলা হইয়াছে কিনা ;	হ্যাঁ, খয়মুখ ছাড়া।
৩) যদি খোলা হয়ে থাকে, তবে ঐ স্কুলগুলিতে তজ্জন্য এখন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে কি ?	হ্যাঁ, খয়মুখ ছাড়া।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সব স্কুলে এখন পর্য্যন্ত কোন শিক্ষক না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছে যে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :— এই সব স্কুলে কতজন শিক্ষক দেওয়া হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ছাত্র সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষক যাবে।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই সব স্কুলের মোট ছাত্র সংখ্যা কত ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩৬।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩৬, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিলোনীয়া কলেজ সরকার গ্রহণ করার কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	না।
২) যদি থাকে, তবে কবে থেকে গ্রহণ করা হবে ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সরকার এই আর্থিক বছরের মধ্যে এটাকে গ্রহণ করার চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— বলেছি তো, প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাস :— এটাকে স্পনসর্ড কলেজ হিসাবে গ্রহণ করবার জন্য সরকার কোন চিন্তা করছেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— স্যার, দীস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রাইভেট কলেজ প্রাইভেট কলেজই থাকবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীতড়িত মোহন দাশগুপ্ত—প্রশ্ন নং ৪৬২

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :– প্রশ্ন নং ৪৬২

Mr. Speaker :—Question hour is over Hon'ble Chief Minister.

There are 16 Nos. of Unstarred Questions. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to started Questions which were not answered orally.

Shri Kalipada Banerjee :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য বলছি। আজ আমি যখন রিকসা চড়ে এসেমব্লীতে আসছিলাম তখন গেইটে পুলিশ আমার রিকসা আটক করে এবং বলে যে রিকসা নিয়ে ভিতরে ঢুকা যাবে না। তখন আমি আমার পরিচয় দেওয়ার পরেও সেই পুলিশ রিকসা নিয়ে ভিতরে ঢুকতে আপত্তি জানায়। যদিও আমি এটা প্রিভিলেজ কমিটিতে আনতে চাই না কারণ তাতে ঐ পুলিশটি ক্ষতিগ্রস্থ হবে। সেই পুলিশটি বলেছে এসেমব্লী সেক্রেটারিয়েট থেকে বলে দেওয়া হয়েছে মেম্বারদেরও রিকসা ঢুকতে দেওয়া হবে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এ বিষয়ে আপনি যা বলেছেন এটা আমি দেখছি এবং ভবিষ্যতে যাতে না ঘটে সে বিষয়ে আমার দৃষ্টি থাকবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা এক সঙ্গেই ছিলাম এটা কেন ঘটল এবং এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় ... ...

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আমি বলতেছি যে এ বিষয়ে আমি তদন্ত করে দেখব ...

শ্রীঅজিৎ মোহন দাশগুপ্ত :— তাহলে ভবিষ্যতে আমরা রিক্সা নিয়েই আসতে পারব ?

মিঃ স্পীকার :— হ্যাঁ, আপনারা রিক্সা নিয়ে আসতে পারবেন।

মিঃ স্পীকার :— I have received Calling Attention Notice from the following Member.

1. Shri Benoy Bhusan Banerjee.
   On the subject of :—

"কুঞ্জি, সাতসঙ্গম, বিরজানগর, ব্রজেন্দ্রনগর, কালাগাংগের পাড় ও তারকপুর, প্রভৃতি জায়গায় বর্তমান বন্যার প্রকোপ সম্পর্কে"।

I have given consent to the Motion of Shri Benoy Bhusan Banerjee to day. Shri Banerjee will now please read his Calling Attention.

Shri Benoy Bhusan Banerjee :— মাননীয় স্পীকার স্যার, 'কুঞ্জি সাতসঙ্গম, বিরজানগর, ব্রজেন্দ্রনগর, কালাগাংগের পাড় ও তারকপুর, প্রভৃতি জায়গায় বর্তমান বন্যার প্রকোপ সম্পর্কে।

মিঃ স্পীকার :— I would request the Hon'ble Minister-in-Charge of the Department namely Shri S. Sen Gupta to make statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement,

Shri Sukhamoy Sengupta :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আগামী বুধবার আমার ষ্টেটমেন্ট দেব।

মিঃ স্পীকার :— আগামী বুধবার কত তারিখ ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— ২৮শে জুন, ১৯৭২ ইং।

মিঃ স্পীকার : — Hon'ble Minister-in-Charge will make his statement on 28. 6.1972.

Mr. Speaker :— Next item in the House is Question of Breach of Privilege. I have received a Notice of Question of Breach of Privilege from Shri Madhusudan Das. I have given my consent to raise the question in the House. I would now call on Shri Das to read his complaint as well as the document and make a short statement in support of his complaint.

Shri Madhusudan Das :— Mr. Speaker, Sir,

"In the Daily Rudrabina dated 30th May, 1972, in the first page a news was published under the caption. 'হাজার হাজার মানুষের ভোটে নির্ব্বাচিত বিধানসভা সদস্য শ্রীমধু দাস সাধুটিলা স্কুলের হেডমাষ্টারের ভাষায় স্কাউণ্ড্রেল জনপ্রতিনিধি সম্পর্কে অশোভন উক্তিতে তীব্র উত্তেজনা in which Shri Satya Deb, the Head Master of Sadhutilla Senior Basic School, Agartala has used the words থার্ডক্লাস স্কাউণ্ড্রেল and other defamatery words against me. By saying so Shri Deb lowered my position and prestige as a member of the Tripura Legislative Assembly before my voters in particular and the people of Tripura in general and thus committed a breach of privillege and contempt of the House."

Mr. Speaker :— The Hon'ble Members, I now refer the question of Breach of Privilege to the Committee on Privileges for examination, investigation or report under the Rule 154 of the Rules of Procedure and Conduct of Business.

Next item in the House is laying of a copy of the Members of the Tripura Legislative Assembly (Housing facilities) Rules, 1972.

Shri Abhiram Deb Barma ;— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমর একটা এডজোর্ণমেন্ট মোশান ছিল।

মিঃ স্পীকার : — Hon'ble Member, you know very well that I have disallowed this Adjournment Motion.

Shri Abhiram Deb Barma :— যদিও আপনি এটা ডিসএলাউড করে দিয়েছেন তথাপি ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ..... (গণ্ডগোল) ...... এডজোর্ণমেন্ট মোশানটা ছিল ..... (গণ্ডগোল) ... ...

* * * * *

প্রাসন্নময় সেনগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিস্ এলাউড করার পর এই হাউসকে এইভাবে ডিসটার্ব করলে কোন বিসনেসই চলতে পারে না। ... ... (গণ্ডগোল) ... ...

মিঃ স্পীকার :— Hon'ble Member, I request you to take your seat ... .. (interruption) ... ...

* * * * *

Shri S. Sengupta :— Mr. Speaker Sir, I beg to lay on the Table of the House a copy of the Members of the Tripura Legislative Assembly (Housing facilities) Rules, 1972.

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— মিঃ স্পীকার যেটা ডিস এলাউ করেছেন, সেই সম্পর্কে কোন মেম্বার বক্তৃতা করতে পারেন বলে আমি জানি না। ... ... (গণ্ডগোল) ... ...

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন। (গণ্ডগোল) ... ...

GOVERNMENT BUSINESS (FINENCIAL)

General discussion on Budget Estimates for 1972-73.

Mr. Speaker :— Next business of the House is the General discussion on Budget Estimates for 1972-73.

(All the Members of the Opposition Block except C. P. I. Member leave the House enblock in protest for five minutes at this stage)

Mr. Speaker :— Before the General discussion begins I would very much like to inform the Hon'ble Members that I have allotted 12 hours time for discussion on Budget Estimates 8 hours for the ruling party and 4 hours for the opposition, 20 minutes are allotted to the Chief Minister (Leader of the House), Leader of the opposition and Finence Minister each for discussion and replies respectively.

I would now request the Chief Whip of the ruling party and the Leader of the opposition to give me a list allotting time to the members of their groups who would like to participate in the discussion,

Now I would request Hon'ble Member Shri S. Deb Barma to initiate the discussion on the Budget Estimate for 1972-73.

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মিঃ স্পীকার, স্যার, আমরা এই পূর্ণাংগ রাজ্য পেয়েছি, এই পূর্ণাংগ রাজ্যের প্রথম অধিবেশন এবং প্রথম যে বাজেট অধিবেশন সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি। এই যে বাজেট আলোচনা এটাকে পূর্ণ বলা যায় না এই জন্য যে আমরা এই বাজেটে এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত যে ব্যয় বরাদ্দ সেটা এখানে নেই এই জন্য সম্পূর্ণ আমরা বলতে পারছি না। কাজেই পূর্ণ যে রাজ্যর বাজেট অধিবেশন প্রথম হচ্ছে সেটা পূর্ণভাবে পাচ্ছি না সেটা আমাদের হাউসের পক্ষে মর্য্যাদাহানী বলে আমি মনে করি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলছি একথা যে আজকে আমাদের ত্রিপুরা ভারতেরই একটা অংশ। কাজেই ভারতের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক যে অবস্থা সেটা আমাদের ত্রিপুরায়ও প্রতিফলিত হবে এটা স্বাভাবিক। আমরা আজকে যদি সমগ্র ভারতের দিকে তাকাই, তাহলে আমরা কি দেখতে পাই ? ভারতের

অর্থনৈতিক অবস্থায় আমরা এই পঁচিশ বছর ধরে দেখছি ধনী আরও ধনী হয়ে গেছে এবং গরীব আরও গরীব হয়ে গেছে। আমরা অনেকদিন ধরে শুনে আসছি ভারতে আমরা সমাজতন্ত্র কায়েম করব এবং আমাদের স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে আজকে ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত আমরা শুনে আসছি সমাজতন্ত্রবাদ কায়েম করবে। এটা শুধু মুখের বুলি। কাজেই এই পঁচিশ বছর পরেও আমরা এই অবস্থা দেখতে পাচ্ছি। গত নির্ব্বাচনে যখন কংগ্রেস লক্ষ্য করল শুধু মুখে সমাজতন্ত্র বললে হয় না, কিছু কাজও করতে হবে, সেইজন্যই আমরা দেখি যে গত নির্বাচনে কংগ্রেস রাজ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করল। চতুর্থ নির্বাচনে আমরা দেখি যে যেখানে কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, সেখানে কয়েকটি রাজ্যে তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় থাকল না, তখন আমাদের প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দেখলেন যে মুখের কথায়ই সমাজতন্ত্র হবে না, কিছু কাজও দেখাতে হবে. তখন ইন্দিরা গান্ধী আরেকটি নূতন কথা নিয়ে এসেছেন যে ১৪টি ব্যাংক জাতীয়করণ এবং রাজন্যবর্গের ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হবে। তার যে ফল দিয়েছে, তা আমরা লক্ষ্য করেছি গত নির্ব্বাচনে এবং সাধারণ নির্বাচনে একথার উপর নির্ভর করে ভারতের লোক কংগ্রেসকে ভোট দিয়েছে এবং গত লোকসভাতে কংগ্রেস সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করেছে। কিন্তু এই নির্ব্বাচনের পরে আমরা কি দেখেছি যে জনতা এটা বুঝতে পেরেছে যে শুধু ব্যাংক জাতীয়করণ করলেই এবং রাজন্য ভাতা বন্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিলেই সেটা কার্যকরী করা হয় না। এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করলেই যে গ্রামে ব্যাঙ্ক চলে যাবে, কৃষকদের ঋণ দেওয়া হবে তা কিছুই নয়। আজকে গ্রাম দেশে ব্যাঙ্কগুলি গেছে অনেক জায়গায়, কিন্তু জনতার অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে দেখি নাই যে কোন কৃষক ঋণ পেয়েছে বা ঋণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলি জমি এবং সম্পত্তি যাদের আছে, তারাই ঋণ পেতে পারে, গরীবদের পক্ষে সেটা পাওয়া সম্ভব নয়। গ্রাম দেশে বা শহরাঞ্চলে কোথাও তারা ঋণ পাচ্ছে না, এক কথাই বলা চলে যে ধনীদের পক্ষেই এটা সম্ভব, গরীবদের পক্ষে সম্ভব নয়। ভারতের এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এবং তার বিচ্ছিন্ন ক্ষেত্রে কৃষি ক্ষেত্রেই বলুন, কৃষকদের অবস্থার কথাই বলুন, আর শ্রমিকদের অবস্থার কথাই বলুন, সমস্ত দিকে লক্ষ্য করলে পরে দেখা যায় এই পঁচিশ বছরে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, ভারতের অর্থনৈতিক সংকট আজকে রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়েছে সমস্যা গভীর থেকে আরও গভীরতর হচ্ছে। আজকে আমি দেখি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তিনি বড়াই করে বলেছেন যে বছরে পাঁচ লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান করবেন কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি যে বছরে ১০ লক্ষ বেকারের সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই যেখানে সমাজতন্ত্র বলছেন, সেখানে আমরা দেখছি যে সাধারণতঃ বেকার বাড়ছে, দিনের পর দিন সমস্ত রকম সমস্যা বাড়ছে, সেই সমস্যা সমাধানের পথ পাচ্ছে না। এই যে সমাজতন্ত্রের বুলি সেটা একটা ফাওকা বুলি ছাড়া আর কিছুই আমরা বলতে পারি না। আমরা দেখেছি যে ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তার উন্নয়নের ক্ষেত্রে কি অবস্থা হয়েছে। আমরা শুনেছি যে বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের যে একটা সমীক্ষা তাতে ১৯৭১ এপ্রিল মাসের মধ্যে আমরা দেখেছি যে বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারীং কারীগরি এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে ডিপ্লোমা বা ডিগ্রি প্রাপ্ত এইরকম লোক ১,৬২ হাজার বেকার

আছে এবং তার মধ্যে ২২ হাজার নারী আছে যারা নাকি কোন কর্মসংস্থানের জন্য চেষ্টা করছেন না। আরও ৩২ হাজার অলস হয়ে বসে আছে, কোন আশা তাদের সামনে নাই। এই সমীক্ষায় আমরা আরও পাই যে চিকিৎসা শাস্ত্রে, কারীগরি, বৈজ্ঞানিক এবং ইঞ্জিনীয়ার শুধুই নয় যারা বাণিজ্য এবং কলা বিদ্যায় ডিগ্রি প্রাপ্ত তাদের মধ্যে আমরা দেখেছি যে ৩,৮৫ হাজার বেকার আছে। এই সমস্ত ব্যাপারে যারা শিক্ষিত এদের সংখ্যা যদি এই হয় তাহলে যারা নীচুস্তরের শিক্ষা প্রাপ্ত তাদের সংখ্যা যে কত লক্ষ হতে পারে তা অনুমান করাই দুস্কর। এই হল সরকারের সমাজতন্ত্রের নমুনা। খাদ্যের ব্যাপারেও প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে আমরা স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করব। কিন্তু আমরা এই ২৫ বছরে যা দেখেছি তাতে এটা স্বপ্নের কথাই বলতে পারেন। আমরা দেখেছি আমরা এখনও আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। সেচ ব্যবস্থার অবস্থা যা দেখি তাতে সারা ভারতের চিত্র দেখে আমাদের নিরাশ হওয়া ছাড়া আর কিছুই থাকে না। আমাদের দেশকে উন্নয়ন করার জন্য স্বনির্ভর হওয়া তো দূরের কথা, আমরা বিদেশের কাছে এখনও নির্ভরশীল এবং ঋণগ্রস্থ। আট হাজার কোটি টাকা এখনও ঋণ আছে এবং তার জন্য প্রতি বছর চার হাজার কোটি টাকা সুদ দিতে হয়। এইরকম সমাজবাদী সরকার আমাদের। আমরা দেখেছি যে দারুণভাবে শিল্প মন্দা দেখা দিয়েছে। এর কারণ কি? তার কারণ যে কৃষকের সংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জন তাদের মধ্যে ক্রয় ক্ষমতা নাই, তাদের মূলধন নাই। কাজেই এই যে শিল্পে মন্দা অবস্থা, এটা এর জন্যই হয়েছে। আর তাদের মাথার উপর খাজনা, ট্যাক্স ইত্যাদি তো বেড়েই চলেছে। দ্রব্যমূল্য বাড়ছে বলেই যে তারা শুধু গরীব হয়ে যাচ্ছে তা নয়। ঘাটতি পূরণের জন্য কোটি কোটি টাকা চাপানো হচ্ছে আর তাতে মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে এবং ধনীদের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ছে আর গরীবদের সেটা কমছে। এই জন্য ধনী ও গরীবদের মধ্যে এত পার্থক্য। ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন গরীবি হটাও। কিন্তু এই ব্যবস্থা গরীবি হটানোর জন্য নয়, গরীবকে হটানোর জন্য এটা কর হচ্ছে। এই যে ত্রিপুরা ভারতের একটা ক্ষুদ্র রাজ্য- তার মধ্যেও এটার প্রতিফলন হবে এটা স্বাভাবিক এবং এখানকার অবস্থা আরও চরম সীমায় যাবে এটা আরও স্বাভাবিক। এখানে কৃষকের অবস্থাটা কি? কৃষক তার উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছে না। সেইরকম ব্যবস্থা করতে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। কারণ আমাদের কংগ্রেস সরকার স্বার্থ দেখেন কাদের? অসাধু ব্যবসায়ী মজুতদার যারা তাদের। কৃষক যখন তার ধান ঘরে তুলে তখন অসম্ভব ভাবে ধানের দাম কমে যায়। তাকে প্রটেকশন দেবার কথা সরকার চিন্তা করবার প্রয়োজন মনে করেন না। মহাজনের কাছ থেকে সে যে ঋণ গ্রহণ করেছে উচ্চ সুদে সেজন্য তাকে বাধ্য হয়ে ধান বিক্রি করতে হয়। কিন্তু সে ধানের দাম পাবে না। যখন অভাব হয় তখন চোরা-কারবারী এবং অসাধু ব্যবসায়ীরা আগেই ধান মজুত করেছে তারা চড়া দামে সেটা বিক্রি করে। কাজেই কৃষকের উপর ঋণ আরও বাড়ে এবং সেটা আরও খারাপের দিকে চলে যায়। কৃষকের অবস্থাটা আমরা কি দেখছি? সে তার জমি রাখতে পারছে না। মহাজনের কাছে তার জমি চলে যাচ্ছে এবং সে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে, বর্গাদার হয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থায় যারা উপজাতি

তাদের অবস্থা আরও শোচনীয়। আইনে আছে উপজাতিদের জমি অনুপজাতিদের হাতে হস্তান্তর হতে পারবে না। কিন্তু আইনে যাই থাকুক তাদের জমি হস্তান্তর হয়ে যাচ্ছে, কাজেই সে যখন অনাহারে ১।৩ দিন থাকে তখন তার ছেলেমেয়েদের চীৎকার তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠে। সে তা সহ্য করতে পারে না। কাজেই আইনে পারমিশন দিবে কিনা সেটা তখন প্রশ্ন নয়। প্রশ্ন হল কি ভাবে সে তার জমি বিক্রি করবে এবং ছেলেমেয়েদের খাওয়াবে। সে তার জমি হস্তান্তর করবেই। নন ট্রাইবেলদেরও একই অবস্থা। তাদের মধ্যে যে গরীব অংশ আছে তাদেরও একই অবস্থা হতে বাধ্য। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহাশয়, এই যে দিনের পর দিন উচ্ছেদ হচ্ছে এবং দিনের পর দিন তাদের মাথার উপর ঋণের বোঝা চাপছে এবং জমি হস্তান্তর হচ্ছে সেটাকে আমাদের সরকার কোনদিন রোধ করতে পারবেন না। কিন্তু তারা সমাজতন্ত্র বলতে পারেন। আজকে ত্রিপুরা যদি কৃষি উন্নয়নের সদিচ্ছা থাকে তাহলে ত্রিপুরার যে রিসোর্স আছে তাকে কাজে লাগানোর জন্য কিছু কিছু আমরা চেষ্টা করতে পারতাম।

কিন্তু সেদিকে আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে কিছুই করা হয় নি। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে নানা রকমের জায়গা আছে, যেমন টিলা আছে, লুঙ্গা আছে আবার কিছু কিছু সমতল জায়গা আছে, আমরা যারা গ্রামে থাকি তারা দেখেছি যে সেখানে সাধারণ একটা টিউবওয়েল দিয়েও জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় কিন্তু সরকার সেই রকম কিছুও করতে পারছেন না। আমার মনে আছে, সেটা হয়তো টি, টি, সির আমল হবে, তখন ছিচিমা নামক জায়গাতে একটা স্লুইস গেট হওয়ার কথা ছিল এবং সরকারী ভাবে সেটা করতে হয়েছিল, কিন্তু কিছু দিন পর দেখা গেল যে সরকার এত টাকা এত লোকজন দিয়ে যে জিনিসটা করলেন সেটা ভেঙ্গে গিয়েছে। কাজেই যে উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করা হয়েছিল, তার সব কিছুই ভেস্তে গেছে। কিন্তু একটা কথা, সেটা হল আমাদের বিজ্ঞান কি এতই দুর্বল যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ইচ্ছামত কোথাও একটা বাঁধ করা যাবে না এবং সেটা দিয়ে উদ্দেশ্য সাধন করা যাবে না। আজকে যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের নানা জায়গায় যে সব বাঁধ দেওয়া হয়েছে, সেগুলির দিকে তাকাই তাহলে দেখব যে সেগুলির অধিকাংশ হয় ভেঙ্গে গিয়েছে না হয় ধ্বসে পড়ে গেছে আর বাধ-গুলির যখন এই রকম অবস্থা তখন সরকার সেগুলিকে সারাবার বা প্রয়োজনে নূতন করে করবার জন্য কোন প্রচেষ্টাই চালাইতেছে না। এর যদি প্রকৃত কারণ তদন্ত করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে বহু বোয়াল মাছের সন্ধান পাওয়া যাবে। তারা অবশ্য বলেন যে ত্রিপুরার প্রাকৃতিক অবস্থা এমনই যে এখানে জলের গতিবেগ এত বেশী যে বাঁধ করে সেটাকে টিকানো যাবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের দিনে মানুষ চন্দ্রে যাচ্ছে, এই হেন বিজ্ঞানের যুগে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে একটা ছোট খাটো বাঁধ দেওয়া যাবে না এবং সেটাকে টিকিয়ে রাখা যাবে না, এই রকম উদ্ভট ভাবনা আমরা চিন্তাও করতে পারি না। অথচ আজকে তারাই সমাজতান্ত্রিক ভারত প্রতিষ্ঠার কথা মুখে বলে বেড়াচ্ছেন। কাজেই দুর্নীতি পরায়ণ হয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হবে এটা আমি যেমন তাদের কাছ থেকে আশা করতে পারি না, তেমনি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষও সেই আশা করতে পারে না। আমরা এই রকম অনেক ঘটনার কথা

জানি। আজকে যারা কৃষক, তারাও নিজেদের চেষ্টায় জলসেচের ব্যবস্থা করে নিচ্ছেন, তারা প্রয়োজনে সরকারের মুখোপেক্ষী হয়ে থাকে না। তাছাড়া আমি নিজেও এমন একটা ঘটনা দেখেছি, সেটা হচ্ছে চড়িলামে আম্দি চড়াতে পাইপের টিউবওয়েল নেই, সেখানে শুধু মাত্র বাঁশের টিউবওয়েল বসিয়ে ওভার ফ্লো সীষ্টেমে জমিতে জল পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অথচ সরকার সেখানে কিছুই করতে পারে না।

জনৈক সদস্য—বাঁশেরও টিউবওয়েল হয় ?

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—হ্যাঁ, তা হয়, আপনি যদি দেখতে চান, তাহলে আমি আপনাকে দেখাতে পারি। আমি অবশ্য ভি, এল, ডব্লিউকে জিজ্ঞাসা করছিলাম এই ব্যাপারে, সে বললো, যে আমরা বললে তো আমাদের কথা কোন কাজে লাগে না। তাই সেখানে ওভার সীয়ার, ইঞ্জিনীয়ার ইত্যাদি দিয়ে কিছু একটা এষ্টিমেট করে কিছু লুটবার ব্যবস্থা হয়, তাই তো তারা বাস্তব অবস্থার দিকে মোটেই যাবেন না। তারপরে গোলাগাটিতে দেখেছি যে সেখানে পাম্পিং মেসিন দেওয়ার জন্য ডিপার্টমেন্ট থেকে একটা তদন্ত করা হয়েছে এবং সেখানে যদি সত্যি পাম্পিং মেসিন দেওয়া যায় তাহলে অনেক দূর থেকে জল এনে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় এবং সেখানকার কৃষকরা বেশী করে ফসল ফলাতে পারে। অবশ্য সেখানে কে কে গিয়েছিলেন, তাদের সবার নাম আমি জানি না, কিন্তু আজ পর্যন্ত কিছু করা হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সবুজ বিপ্লবের কথা শুধু মুখে বললেই সবুজ বিপ্লব হয়ে যায় না। এই সবুজ বিপ্লব দেশের মধ্যে আনতে হলে দেশের কৃষকদের সুবিধা অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। আর তা না করে যদি এখানে শুধু বক্তব্যের পর বক্তব্য রেখে যাওয়া হয়, তাহলে সবুজ বিপ্লবের নামে একটা অপচেষ্টা করা হবে। আজকে আমাদের কৃষকরা চায় যে তারা তাদের জমিতে ২।৩ গুণ ফসল যেন ফলাতে পারে, তারা আজ অলস হয়ে বসে থাকতে চায় না। কিন্তু তারা সরকার থেকে সেই রকম সাড়া পায় না। আজকে তাদের বীজের দরকার সারের দরকার, জমিতে জলের দরকার, কেননা অধিক ফসল ফলাতে হলে এই সবের একান্ত দরকার, তা না হলে তারা জমিতে ফসল ফলাতে পারবে না। তারা যখন প্রয়োজনে সারের জন্য ভি, এল, ডবলিউর কাছে গিয়ে বলে, তখন ভি, এল, ডবলিউ বলে আমার কিছু করার নেই, সরকার আমাদের দিলে তো আমি আপনাদের দেব। কাজেই সেখানে ভি, এল, ডবলিউ রাখা হলেও সময় মত সে কৃষকদের চাহিদা অনুসারে সাহায্য করতে পারছে না। তারপরে আছে ভূমি সংস্কার আইন। এই সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় সারা ভারতের কৃষকদের কংগ্রেস নেতৃস্থানীয় লোকেরা বলতো লাঙ্গল যার জমি তার। কিন্তু আজকে যেটা দেখছি, সেটা হল আজকের যে কংগ্রেস, এটা আর আগের কংগ্রেসের মত নেই, এটার নাম হয়েছে নব কংগ্রেস।

জনৈক মন্ত্রী—এটা হচ্ছে সি, পি, এমকে কবর দেওয়ার কংগ্রেস।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— হ্যাঁ, গণতান্ত্রিক অধিকারকে আর বিরোধী দলগুলির অধিকারকে দমন করার জন্য এই নূতন কংগ্রেসের সৃষ্টি হয়েছে। তারা বলছে যে তারা দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে আর দেশ থেকে গরীবি হঠাবে, তাই তো আজকে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে আর গরীবি হঠাবার নামে এক সময়ে যে

রাজন্যবর্গ এই কংগ্রেস দল ছেড়ে গিয়েছিল, তারাই আবার আজকে এই কংগ্রেসে এসে ভিড়ছে। আজকে কেন এই রকম হচ্ছে? আজকে কেন এই ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেটে ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা ধরা হয়েছে প্রিভি পার্স দেওয়ার জন্য? আজকে এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ প্রিভি পার্স কি জিনিষ সেটা উপলব্ধি করতে যাবে না, অথচ তাদেরকে সেটা বহন করতে হবে। কংগ্রেসের যে আওয়াজ সেই আওয়াজ কি ভাবে কার্য্যকর করা হচ্ছে আমরা একটু উপলব্ধি করলেই বুঝতে পারব। আজ বড় বড় কোটিপতি বিশেষ করে বড় বড় রাজা মহারাজা আরও বেশী কংগ্রেসকে সমর্থন করছে। আর এই যে বেকার সমস্যা বিরাট অবস্থা সৃষ্টি করছে এবং শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর যে আওয়াজ বছরে ৫ লক্ষ লোককে কর্মসংস্থান করা হবে সেই আওয়াজ আমাদের এই ত্রিপুরাতেও এসে পড়েছে তাই রাতারাতি ২০০০ লোককে চাকুরী দেওয়া হবে বলছে এর উদ্দেশ্যে কি এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয় বেকার যুবকদের হতাশা অভাব অভিযোগ, ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে এই শক্তিকে। কাজেই সমাজতন্ত্র নয় একটা ঠেংগাড়ু সরকার গঠনের জন্যই এই কংগ্রেস সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি পত্রিকায় পড়েছি যে হাইকোর্ট রায় দিয়েছেন সি, আর, পি, মোতায়েন করাটা সংবিধান বিরোধী। এ কথা বলা হয় মাত্র কিন্তু কোন অবস্থাতেই পশ্চিমবংগ থেকে সি, আর, পি, নিয়ে যাওয়া হবেনা।

শ্রীকালি ব্যানার্জী :— সরিয়ে নেওয়া হবে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— না, হবে না বলেছে। যদি প্রয়োজন পরে তবে আইনটাকে সংশোধন করা হবে তবুও রাখা হবে। কেন রাখবেন? এই সি, আর, পি'কে কেন রাখবেন না এই ঠেংগাড়ু সরকারকে রক্ষার জন্য সি, আর, পি, ছাড়া আর পথ নাই। সরকার আর পথ দেখছেন না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা সংগ্রামের ভিতর দিয়ে এই ত্রিপুরার মানুষ পূর্ণ রাজ্যের অধিকারী আজকে তাঁরা আমাদের প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছেন এই হাউসে ত্রিপুরাকে গড়ে তুলবার জন্য এই আশা আকাঙ্খা নিয়ে এবং ত্রিপুরা গড়ে উঠুক এই আশাই তারা করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই আমাদের মন্ত্রীমহোদয়গণ এবং শাসক পার্টি সেই প্রতিশ্রুতি দেবেন কিনা। যদি তারা দিতে পারতেন তাহলে আমরা অন্য কিছু দেখতাম। আজ বড় বড় কথা শুনি—পাট কল করা হবে, কাগজের কল করা হবে এবং বাজেট ভাষণেও এইসব ফাঁকা বুলি ছাড়া হয়েছে। কিন্তু এইসব বড় বড় শিল্প গড়ে তুলবার জন্য বাইরের শিল্পপতিদের অনবরত আহ্বান জানানো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে আমি একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই কোন বুদ্ধিমান তার কোটি কোটি টাকা এখানে খাটাবে। যদি যোগাযোগের উন্নতি না করা হয়, যদি রেল লাইনের ব্যবস্থা করা, পরিবহনের উন্নতি করা হয় তাহলে পাটকল, কাগজের কল করতে কোন বুদ্ধিমান ত্রিপুরাতে টাকা খাটাতে আসবে। কাজেই একে ফাঁকা বুলি ছাড়া আর কিই বা বলতে পারি। আসলে ভিত্তি যদি শক্ত না হয় যেমন কোন ভাল ইমারত করা যায় না সেইরূপ ত্রিপুরাকে শিল্পে সমৃদ্ধশালী করতে হলে চাই যোগাযোগ ব্যবস্থা, চাই রেলের সুযোগ সুবিধা, চাই সুষ্ঠু

পরিবহন ব্যবস্থা। চাই দক্ষ শ্রমিক এবং সেই শ্রমিক আমাদের এই ত্রিপুরাতে না থাকলে বাইরে থেকে আনতে হবে এবং তাদের সাহায্যে তৈরী করতে হবে এখানে দক্ষ কর্মী। তাই আজকে আমরা যদি বাজেট আলোচনা করি.........

মিঃ স্পীকার ঃ— Hon'ble Member, your time is over. You have taken 10 munites extra.

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর একটু সময় দিন। এবং টাইম আমাদের মধ্যে এডজাষ্ট করে নেব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মোহন ধারিয়া মহোদয় ত্রিপুরাতে এসেছিলেন তিনি অনেক প্রতিশ্রুতি দিয়ে গিয়েছেন—খুব সুন্দর সুন্দর প্রতিশ্রুতি। এখানে রেল হউক সেটি তিনিও চান। কিন্তু এ কথা আমি বলতে চাই মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, এবং শাসক পার্টির সদস্যগণের নিকট আমার বক্তব্য ত্রিপুরাকে যদি গড়ে তুলতে হয় তার জন্য প্রয়োজন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি। যদি আমরা তা না করতে পারি তাহলে ত্রিপুরাকে গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। আমাদের প্রয়োজনীয় বরাদ্দের জন্য কেন্দ্রের কাছে শুধু বললেই হবে না। কেন্দ্র যদি না দেয়, কেন্দ্র যদি দিতে বিলম্ব করে তাহলে আসুন আমরা সম্মিলিতভাবে এই হাউসে সেটি কমিউনিষ্ট হোক আর কংগ্রেস তরফের হোক আমরা মিলিতভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করে আমরা দাবী করব সেইখানে যেন আমরা অগ্রসর হতে পারি এবং যদি প্রয়োজন হয় জনসাধারণকে আমরা আহ্বান দিয়ে বলব তোমরা নাম সংগ্রামে সেই সংগ্রামে আমরা যেন সবাই মিলিতভাবে অগ্রসর হতে পারি যাতে আমরা কেন্দ্র থেকে ছিনিয়ে আনতে পারি। তাই আজ জিজ্ঞাসা করতে চাই শাসক পার্টির কাছে সেই প্রতিশ্রুতি তাঁরা দেবেন কিনা। আমরা যদি বিরোধী পক্ষ থেকে কোন প্রস্তাব আনি, যদি বলি আজকে এইখানে রেল গাড়ীর জন্য অর্থ বরাদ্দ দেওয়া হউক তাহলে সেই প্রস্তাবের বিরুদ্ধাচরণ করে মেজরিটি ভোটে সেটি নাকচ করে নেওয়া হবে। কাজেই মুখে বললেই হবে না। কাজে আসুন সংগ্রামে আসুন ফিল্ডে আসুন ত্রিপুরার মানুষকে দেখান ত্রিপুরাকে গড়ে তুলতে চান। কিন্তু তা'তো আপনারা করবেন না। কাজেই আমি বলি ঠেংগাড়ু সরকার। আমি দেখছি ঐ চাম্পামুড়ায় আপনারা কি করেছেন শুধু মদ চোলাই ধরবার নামে শত শত পুলিশকে পাঠিয়েছেন ঐ ৩৮টি পরিবারকে ধ্বংস করবার জন্য। এমন কি প্রয়োজন পড়ল পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধের মত একটা পুলিশ বাহিনীকে পাঠিয়ে দেওয়ার মত যেন একটা রাজ্য জয় করতে যাচ্ছে। কি প্রয়োজনে? কি তাদের অপরাধ? কেন তাদের উপর এমন অত্যাচার করা হল—মা, বোন, যারা আছে কোলের ছেলে আছে তাকে পর্য্যন্ত অ্যারেষ্ট করা হল। এইতো ঠেংগাড়ু সরকারের নমুনা। আজ আমাদের বর্ডারের উপরে বন্ধু রাষ্ট্র কাজেই বর্ডারে পুলিশ, বি, এস, এফ, রাখার কোন প্রয়োজন নাই তাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে—না ঐ ঠেংগাড়ু সরকারকে রক্ষা করবার জন্য এই মা, বোনদের ইজ্জত নষ্ট করবার জন্য তাদের লেলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই খানেই তাদের সমগ্র কর্ম্মশক্তিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। ফলে ত্রিপুরা এবং আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র বাংলাদেশের মধ্যে চোরাকারবার চলছে আর এই জন্য আমরা জনসাধারণই শুধু নয় সরকারও তাতে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন কারণ স্বাভাবিক ব্যবসা বাণিজ্য

হচ্ছে না। সমস্তই কালোবাজারে চলছে। কাজেই ত্রিপুরাকে গঠন করার জন্য যেটি নেব সেটিকে কার্যকর করার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।.........

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে। I will request you to take your seat.

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আর একটি কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। উপজাতিদের ওয়েলফেয়ারের ব্যপারে একটি ঘটনার মাধ্যমে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। বিশ্রামগঞ্জে আদিবাসী কলোনী সম্পর্কে একটি ঘটনা তুলতে চাই ....

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আর দুই মিনিটের মধ্যেই শেষ করব। এইখানে ১৫৭টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আজ সেখানে ৪২টি পরিবার আছে এবং সেই জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে এবং তাদের এলট করা যে জমি সেই জমিতে সরকারী স্কুল ঘর, ডাক্তার খানা, রেশমের পোকা পালনের ঘর ইত্যাদি করা হয়েছে। কিন্তু কিভাবে করা হল আমি জানি না। তাদের এলট করা জমি তারা আবাদ করার পর কোন রকম একোয়ার না করে তাদের ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কিভাবে তাদের উচ্ছেদ করা হল এটা আমি বুঝি না। তাই আমি সরকারের কাছে এবং এই হাউসের কাছে অনুরোধ রাখছি উপজাতিদের উন্নয়নের ব্যাপারে যেন সচেষ্ট হন এই অনুরোধ রেখেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আচাইছি মগ।

শ্রীআচাইছি মগ :— মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমি হাউসকে বলছি যে, আজকে সারা ত্রিপুরার মানুষ কংগ্রেসের আদর্শকে লক্ষ্য করে ভোট দিয়েছে : এখানে বেকার সমস্যা আছে, সেই সমস্যাগুলির উপর আমাদের কংগ্রেস সরকারের জোর দেওয়া দরকার। তাছাড়া আমাদের কৃষিপ্রধান দেশ কাজেই কৃষকদের যে সমস্যা আছে, তার উপর আমাদের সরকারের জোর দেওয়া দরকার যাতে তাদের এই সমস্ত সমস্যা সমাধান করা যায়। আমি স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদের নিকট এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবুলু কুকী।

শ্রীবুল কুকী :— অনারেবল স্পীকার, স্যার, ১৯৭২—৭৩ সালের যে বাজেট অর্থ-মন্ত্রী এখানে এ্যাসেম্বলী হাউসে পেশ করেছেন, এই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই। কারণ আমরা মনে করেছিলাম যে ত্রিপুরা রাজ্য পূর্ণাংগ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে এবং এই পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা পাওয়ার পর এবং পূর্ণ মন্ত্রীসভা গঠিত হওয়ার পর তার যে বাজেট আসবে তার মধ্য দিয়ে ত্রিপুরার যে জনসাধারণ, আজকে পঁচিশ বছর ধরে যে অসুবিধার মধ্যে আছে বিভিন্ন অসুবিধা, সেই সমস্ত অসুবিধা দূরীভূত হবে—বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য

একটা ছোট্ট রাজ্য, এই ছোট্ট রাজ্যে ৪০ হাজার যে বেকার সমস্যা সে সমাধানের প্রশ্ন এবং কৃষকদের যে সমস্যা, যদি ত্রিপুরা রাজ্যের কথা চিন্তা করা যায়, তাহলে আমরা দেখব যে ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে কৃষি প্রধান দেশ, বাণিজ্য বা কলকারখানা কোনকিছু এখানে নেই, যার মাধ্যম দিয়ে ত্রিপুরার জনসাধারণের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারে এবং তারা একটা বাঁচার ব্যবস্থা করতে পারে, সেইরকম কোনকিছু যেহেতু নেই, কৃষির উপরই জোর দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু বাজেটে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, বাজেটে তার কোন কিছু আভাস আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যখন আমাদের ত্রিপুরায় পূর্ণাঙ্গ বিধানসভা হয়নি, ১৯৬৮ সালের বাজেট যদি আমরা দেখি, সেই বাজেটের সঙ্গে এই বাজেটের কোন তফাত আমরা দেখতে পাইনা। কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের জনসাধারণ কি চেয়েছিল, জনসাধারণ পূর্ণাংগ রাজ্য চেয়েছিল যাতে এই রাজ্যের সমস্ত রকম অসুবিধা দূর করবার পূর্ণ ক্ষমতা এই রাজ্যের মন্ত্রী সভা পায় তার জন্যই জনসাধারণ পূর্ণাংগ রাজ্য চেয়েছিল। আজকে ত্রিপুরায় যে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা গঠন করেছেন, যারা আজকে চেয়ারে বসে আছেন, নির্বাচনের সময় তারা বলেছিলেন পূর্ণাংগ রাজ্য'এর মর্যাদা যদি তোমরা দাও, আমাদের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা যদি আসে তাহলে হাজার হাজার যে বেকার আছে, কৃষক আছে যারা খেতে পায়না, তাদের সুব্যবস্থা করে দেব, জিনিষের দর কমিয়ে দেব। আজকে আমরা দেখি বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় সাইন বোর্ডের মধ্যে 'জিনিষের দর বাড়তে দেবেন না' বলে ঝুলিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু মন্ত্রীদের নাকের ডগা দিয়ে জিনিষের দাম হু হু করে বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে এমন কোন ইংগীত নেই যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারব যে পূর্ণাংগ রাজ্য পাওয়ার পর কিছু হবে। ১৯৬৮ সালের বাজেট যে নমুনায় পেশ করা হয়েছিল, তার মতই এটা করা হয়েছে। আমরা আইটেম ওয়াইজ যদি আসি, বিশেষ করে কৃষির উপর যে জোর দিতে হবে—কারণ অর্থমন্ত্রী নিজেও স্বীকার করেছেন যে এখানে কিছুই নেই, কৃষির উপরই আমাদের নির্ভর করতে হবে যেহেতু আমাদের এখানে ইণ্ডাষ্ট্রি বা অন্য কিছু নেই, কিন্তু এখানে আমরা দেখছি যে মাত্র ১কোটি ৫৩ লক্ষ টাকা মাত্র বাজেটে ধরা হয়েছে—মাথাপিছু লোক সংখ্যা অনুপাতে দেখা যায় সাত টাকা করে পড়ে, অথচ আজকে তারা কৃষি বিপ্লব ইত্যাদি নানারকম বিপ্লবের কথা বলেন, কিন্তু বাজেট করার পূর্ণ ক্ষমতা পেয়েও তারা আজকে তার অপপ্রয়োগ করে কৃষককে মারার চেষ্টা করছেন। জনসাধারণকে মারার চেষ্টা করছেন যার বলে বিভিন্ন এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এখানে সাহায্যের জন্য এসেছিল অনেকে, কিন্তু কোনরকম সাহায্য পায় নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে আমরা কৃষকদের সমস্ত রকম প্রয়োজনীয় সাহায্য দেব এবং তার জন্য একটা এ্যামাউন্ট নির্দিষ্ট করেও রেখেছেন, কিন্তু ঘটনাস্থলে, প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে আমরা কি দেখি—গ্রামাঞ্চলে যদি যাই যেখানে আমরা দেখি যে সার নাই, যার দ্বারা জমির উৎপাদন বাড়াতে পারে। ভি, এল, ডব্লু সার দিতে পারে না। আমার এলাকার একজন কৃষক সার্কেল অফিসারের নিকট গিয়েছিলেন সার এবং পোকা নাশক ঔষধের জন্য এবং স্প্রের জন্য, কিন্তু পাওয়া গেলনা, তার জন্য তার এনটায়ার জমিটা নষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু আমরা এখানে দেখছি যে বাজেট পেশ করে বলছেন যে আমরা কৃষকদের সবকিছু দেব কৃষকদের রক্ষা করার জন্য

এবং তাদের ফসল উৎপাদন বাড়াবার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, একথাটা আরেকটু জোর দিয়ে বলতে চাই যে এখানকার মন্ত্রী সভাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে যদিও তাঁরা বাজেটের মধ্যে অনিচ্ছা সত্বেও স্বীকার করেছেন যে ত্রিপুরায় যদি ইলেকট্রিসিটি না আসে তাহলে কোন মতেই উন্নত ত্রিপুরা গঠন করা সম্ভব হবে না। কিন্তু ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে মন্ত্রীসভা এই এ্যাসুরেন্স দিয়েছিলেন এই এ্যাসেম্বলী হাউসে যে ১৯৭০ সালের মধ্যে আসাম থেকে ইলেকট্রিসিটি আনা হবে কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই ইলেকট্রিসিটির কোন খবর পাওয়া যাচ্ছে না, কতদূর পর্যন্ত এসেছে এবং কখন আসবে তার কোন উল্লেখ নেই। আরেকটা কথা ছিল, যে ১৯৭০-৭১ সালের মধ্যে ডুম্বুর হাইড্রইলেকট্রিক প্রজেক্ট শেষ হওয়ার কথা, গত এ্যাসেম্বলী সেশনে সেটা স্বীকার করে গেছেন. কিন্তু আজকে সেখানে কোন কিছুই হয় নাই। এখন বলা হয়েছে যে ১৯৭৫ সালে শেষ হবে যখন এই এ্যাসেম্বলী শেষ হবে, মেম্বারসদের এবং মন্ত্রীদের মেয়াদ শেষ হবে, নুতন মন্ত্রী আসবে, তখন বলা হবে যে পুরাতন মন্ত্রীরা ভুল করে গেছে, সেই জন্য আমরা নুতন সভা গঠন করেছি—নব কংগ্রেস গঠন করেছি। আমি একটা কথা বলতে চাই যে একটা অজগড় সাপ সে চলতে পারেনা, সে মন্থর গতিতে চলত এবং তার আহার জোগাত, সময় সময় সে তার রঙটা পরিবর্ত্তন করত এবং যখন অন্যান্য পশুপক্ষী আসত তখন সে তার আহার সেখান থেকে জোগার করত। তেমান আজকে পুরানো মন্ত্রীসভা কিছু করতে পারে নাই জনতার স্বার্থ রক্ষা করতে পারে নাই ...

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2. P. M.

মাননীয় বক্তৃতারত সদস্য আরও পাঁচ মিনিট রীসেসের পর পাবেন।

(The House again met after recess)

Mr. Speaker :—Now I would call on Shri Bulu Kuki.

Shri Bulu kuki :—অনারেবল স্পীকার, আমি তখন এই কথাটাই বলতে চেয়েছিলাম যে এই পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে এটাই আমরা দেখতে পাই যে আগের চেহারাটা ছিল, আগে তাদের যে দুর্ব্বলতা ছিল, অকৃতকার্যতা ছিল, আজকে নূতন মন্ত্রী সভার মধ্যেও আমরা সেই জিনিষটা দেখতে পাই। সারা ভারতবর্ষের কৃষি ব্যবস্থার সংগে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থা যদি আমরা তুলনা করি তাহলে দেখি যে সারা ভারতবর্ষে যারা একর প্রতি ২৫।৩০ মন ধান পায় সেই জায়গাতে ত্রিপুরাতে একর প্রতি মাত্র ১৫ মন ধান উৎপন্ন হয়। আর সারা ভারতবর্ষে জনসাধারণের যেখানে মাথা পিছু আয় ২৬১ টাকা ত্রিপুরাতে সেই আয় মাত্র ২০৮ টাকা। এই ২০৭ টাকার মধ্যেও অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলের জনসাধারণ। শতকরা ৯৯ ভাগ গ্রামের জনসাধারণ। তাই স্বাভাবিক ভাবে এই সমস্ত আয় যে কমে আসছে সেটা গ্রামাঞ্চলে দেখলে আমরা দেখি যে সেখানে অভাব অনাটনের মধ্যে জনসাধারণ হাহাকার করছে। কেন এমন হয়? আজকে ২৫ বছর ধরে কংগ্রেসীরা যে ভাবে দেশকে শাসন করেছে সেই শাসনের দুর্বলতার এটা একটা বহিঃপ্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। রুলিং পার্টির কাছে আমরা শুনতে পাই এই করছেন সেই করছেন। কিন্তু ত্রিপুরার কংগ্রেসের যে অবস্থা দাঁড়াচ্ছে আগামী বছরে বাজেটের পরে ত্রিপুরার কৃষকের আয় বাড়বে ১৯৭১ সনের সেনসাসে এই কথা নাই।

সেখানে বলেছে তাদের আয় দিনের পর দিন কমে যাচ্ছে। ১৯৭১ সনে যেখানে আয় ছিল ২০৮ টাকা, সেখানে আমার মনে হয় আরও কমে যাবে। তারা যে ভূমি সংস্কার আইন করেছেন সেখানে বলেছিলেন যে গরীব কৃষক যাদের হাতে জমি নাই, টাকা নাই তাদের জায়গা, টাকা দেওয়া হবে এবং সিলিং থেকে যে উদ্বৃত্ত জমি থাকবে সেখানে যাদের জায়গা না সেই ভূমিহীন কৃষকদের সেই উদ্বৃত্ত জমি দেওয়া হবে। কিন্তু আজকে দেখা যায় যে সাড়ে সাত জন যেখানে ছিল ১৯৭১ সনের আগে সেখানে ১৯.৭ জন বেড়ে গিয়েছে সেই ভূমিহীনদের সংখ্যা। কাজেই তাহলে দেখা যায় যে কংগ্রেসীদের ভূমি সংস্কার আইনের ফলে কৃষকদের হাতের জমি নিয়ে গিয়ে যারা নাকি কৃষক, যারা নাকি বড় বড় জোতদার, জমিদার আছে, তাদের হাতে চলে যাচ্ছে। যার ফলে কৃষকরা আজ দিনের পর দিন জমি হারা হয়ে যাচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেটা হচ্ছে কৃষির উন্নতি সম্পর্কে, এই সম্পর্কে যদি আলোচনা করতে হয়, তাহলে একটা কথা আমরা কিছুতেই চিন্তা না করে পারি না। আজকে যদি ত্রিপুরা রাজ্যে বিদ্যুৎ শক্তিকে কাজে লাগানো না যায়, এবং এটাকে যদি ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে সুষ্ঠু-ভাবে পরিচালিত করান হয় তাহলে যেখানে আমাদের ১ফসলের জায়গায় ৩ ফসল হতে পারে, সেটা আর সম্ভব হয়ে উঠবে না। আজকে বিভিন্ন জায়গা থেকে জলের ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে দাবী আসছে, কিন্তু মন্ত্রী মহোদয়রা বলছেন যে জলের ব্যবস্থা হবে তোমরা সেজন্য লিষ্ট দাও। এখানে একটা কথা হচ্ছে এই যে লিষ্ট অনুযায়ী দেওয়া হবে, তা তো আর এক মাস দুই মাসের মধ্যে দেওয়া সম্ভব হবে না। আজকে এটা শুধু মাত্র ড্রিংকিং ওয়াটারের কথাই নয়, জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও অনুরূপ অবস্থা। আজকে যদি আমরা কৃষকদের জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা না করে দিতে পারি তাহলে তারা কি করে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপাদন করবে। তাই বলছিলাম যে এই সব অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন করতে গেলে, গ্রামের লোকদের যদি সত্যিই কোন উপকার করতে হয়, তাহলে আমাদের আগেই ইলেকট্রিসিটির ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু ইলেকট্রিসিটি কোথায়? আজ পর্যন্ত আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল বাজেটের মধ্যে একটা এষ্টিমেট এর হিসাব ছাড়া আর কিছুই নেই অর্থাৎ বাস্তব ক্ষেত্রে কোন কিছুই করা হচ্ছে না। ত্রিপুরার জনসাধারণ যে জিনিষটা সরকার থেকে আকাঙ্খা করেছিল, সেটা তারা এখন পর্যন্ত পায়নি। কাজেই আজকে শুধু ইলেক্ট্রিসিটির ব্যবস্থাই নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে অন্যান্য আরও যেসব সমস্যা আছে যেমন বেকার সমস্যা, ত্রিপুরার মধ্যে প্রায় ৪০ হাজারের মত শিক্ষিতবেকার আছে। আজকে যদি আমরা এই ৪০ হাজার বেকারের শ্রম শক্তিকে কাজে না লাগাতে পারি বা দেশের উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে না পারি তাহলে ত্রিপুরাকে কিছুতেই উন্নত করা সম্ভব নয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় হয়ে গেছে।

শ্রীবুলু কুকি :—স্যার, আমাদের তো বেশী কথা বলতে দিতে হবে। আজকে আরও কিছু সময় দিন। স্পীকার স্যার, এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে একটা জুটমিল করার স্কোপ আছে, এখানে যদি সত্যিই সেই জুট মিল করা হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের হাজার হাজার বেকার এর সমস্যার সমাধান হতে পারে। আজকে এখানে যদি একটা কাগজের কল

হয়, তাহলেও হাজার হাজার বেকারের সমস্যার সমাধান হতে পারে। কিন্তু এই যে ৪০ হাজার বেকার রয়েছে, তাদের বেকারত্বের সমাধান করার প্রশ্নে কোন প্রতিশ্রুতি আমরা এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেজন্য আমি মনে করি এই যে বাজেট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসে পেশ করেছেন, তাতে ত্রিপুরার সামগ্রিক জনসাধারণের উন্নতির কোন পথই দেখতে পাওয়া যাবে না। সেজন্য আমি মনে করি ত্রিপুরার জনসাধারণের উন্নতির স্বার্থে আরও বেশী অর্থ এই বাজেটে ধরা উচিত ছিল। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিচিত্র মোহন সাহা ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পূর্ণরাজ্য এর মর্যাদা সম্পন্ন বিধান সভায় আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি সেটাকে পূর্ণ সমর্থন জানাই। আমার সমর্থন জানানোর কারণ হল এই যে অতীতের বাজেটের তুলনায় আগামী দিনের জন্য আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন তা অনেকটা আশাবাদী। অবশ্য আজকে মাননীয় বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ এই বাজেটের সমালোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে সরকারের কাজেরও সমালোচনা করেছেন। তারা এই সমালোচনা করতে গিয়ে অবশ্য কোন রকম গঠনমূলক প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রাখতে পারেন নি। তার কারণ হল, তারা এখানে যে সমালোচনা করেছেন, সেটা মাত্র সস্তায় নাম কেনার জন্য। আমরা জানি যে আমাদের এই সরকার দেশে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের সমাজ গঠন করবার জন্য অনবরত চেষ্টা করে চলছেন এবং সেজন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা সহকারে এই বাজেট করেছেন। কিন্তু আমরা জানি সরকারের এই রকম চেষ্টার মধ্যেও তারা নানা রকমের বাধার সৃষ্টি করছেন। তারা এখানে সমালোচনা করছেন যে গরীব কৃষকদের মহাজনী ঋণ থেকে মুক্ত করবার জন্য কোন চেষ্টা সরকার করেন নি। কিন্তু আমি জানি এবং আমি নিজেও গ্রামের একজন মানুষ, সরকার আমাদের গরীব কৃষকদের বহু রকমের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেছেন, আর আমাদের বিরোধী পক্ষ যারা সমালোচনা করছেন তারা সেই সরলমতি কৃষকদের বাধা দিয়ে সেই সব সরকারী সুযোগ সুবিধা থেকে দূরে সরিয়ে রাখছেন। তারাই ইচ্ছাকৃতভাবে এই সব কৃষকদের মহাজনের মহাজনী ঋণের কবলে ঠেলে দিচ্ছেন। যদি বা কেউ কেউ সরকারের এই সব সুযোগ সুবিধা নেওয়ার জন্য এগিয়ে আসছেন, তারাই আবার তাদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন, ফলে তারা সমিতির থেকে যে ঋণ নিয়েছেন, সেটা পরিশোধ করতে চান না। তাই পরিনামে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয় যে তাদের মহাজনদের কুক্ষিগত হতে হয়। তাই বলছিলাম যে এটা দুঃখের বিষয় যে তারা গরীব কৃষকদের উন্নতির দিকে দৃষ্টি দিতে চান না। তার কারণ হল প্রকৃতপক্ষে তারা তাদের জন্য কোন দিনই চিন্তা করেন না। আর এজন্য আমি এই বিরোধীদলের তীব্র সমালোচনা না করে পারছি না। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যেটা পেশ করেছেন, তার উপর আমি কয়েকটা প্রস্তাব রাখব এবং সেই সংশ্লিষ্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আজকে যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, তা অতীতের তুলনায় যাতে ভালভাবে কার্য্যকরী হয় এবং এই বাজেটের বরাদ্দকৃত অর্থ যাতে সুষ্ঠুভাবে বন্টন করার ব্যবস্থা হয় তার জন্যও

আমি মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এটা উল্লেখ করছি এই কারণে যে আজকে আমাদের মহান নেত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর গরীবি হঠাবার যে শ্লোগান তুলেছেন, সেটাকে আমাদের প্রত্যেককে সার্থক করে তুলতে হবে ; তাই আজকে এই যে বাজেট এখানে পেশ করা হয়েছে, তার দিকে দৃষ্টি রেখেই করা হয়েছে বলে আমি মনে করি। আজকে সমাজের মধ্যে সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে এই কারণে আমি বলছি যে আমিও গ্রামের মানুষ। মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনিও জানেন যে আমি কমলাসাগর কন্‌ষ্টিটিউন্সী থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছি। এটা বিশালগড় ব্লক এলাকার একটি অঞ্চল, এই বিশালগড় ব্লক এলাকার অঞ্চলে সাধারণতঃ গরীব কৃষকেরাই বসবাস করে এবং তাদের উন্নতি বিধান আমাদের করতেই হবে এবং আমি আশা রাখি যে ব্লকের মাধ্যমে এদের দিকে দৃষ্টি রেখে আমাদের কাজ করার দরকার। এই ত্রিপুরা রাজ্য ১৭টি ব্লকে বিভক্ত সেই ব্লকগুলির মধ্যে বিশালগড় এমন একটি ব্লক যাহা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে জনসংখ্যার দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্লক। কারণ বিশালগড় ব্লক অঞ্চলের অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় দুই লক্ষ ছয় হাজার'এর উপর। ব্লক ভিত্তিক যেসব বরাদ্দ করা হয় সাধারণত ব্লক অনুপাতেই করা হয় লোকসংখ্যার অনুপাতে করা হয় না। আমি অনুরোধ রাখব যেন জনসংখ্যার দিক থেকে এই বরাদ্দ দেওয়া হয়। কেননা ত্রিপুরা রাজ্যে এমন সব ব্লক আছে যেখানে ১ লক্ষ লোকের কম জনসংখ্যা নিয়ে করা হয়েছে। কিন্তু আমাদের যে ব্লক আছে সেই ব্লকের জনসংখ্যা হচ্ছে দুই লক্ষ ছয় হাজারেরও উপর আর সেখানে আছে ৬৫,০০০ উপজাতির বাস। আমি আর একটি প্রস্তাব রাখব যদিও আমি বাজেটে এবার এটা দেখতে পাই নি। একটি প্রস্তাব আমরা রাখব, যে প্রস্তাব আমরা বি, ডি, সি'র মাধ্যমে রেখেছি। এই যে বিশালগড় ব্লক এটা খুব বিরাটাকার ব্লকও যেখানে প্রায় ৬৫,০০০ আদিবাসীর বাস তাই সেখানে একটি উপজাতি অঞ্চল নিয়ে টি, ডি, ব্লক করা হউক সেই প্রস্তাব আমরা বি, ডি, সি'র মাধ্যমে রেখেছি। এবং সেটি কার্যকর করতে হলে বাজেটকে কার্যকর করতে হলে এই ব্যপারে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। আমি আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গন এ ব্যাপারে চিন্তাও করিতেছেন এবং কিছুদিনের মধ্যে এটা কার্যকরী করা হবে কেনন৷ তার প্রতিফল আমরা একটা পেয়েছি। যেমন আমি আজকে এই বিধান সভার মধ্যে প্রস্তাব এনেছিলাম প্রস্তাবটি এই যে আমার এলাকায় বন্যা নিরোধ কল্পে নদী কাটার ব্যাপারে। আমি আনন্দের সহিত ঘোষণা করছি এই বাজেটের মধ্যে এই বরাদ্দ রেখেছেন। এই নদী কাটার একটি পরিকল্পনা এই বৎসরেই রেখেছেন যাহা বি, ডি, সি'র প্রপোজলে ছিল। আমি আশান্বিত যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গন দেশকে গঠন করার জন্য তাঁরা সহযোগীতার মনোভাব নিয়ে প্রকৃতই জনসাধারণের অভাব অভি-যোগ মেটানোর জন্য সচেষ্ট থাকবেন। সচেষ্ট আছেন এই বিশ্বাস নিয়েই আমি আমার প্রস্তাব রাখছি যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যন্টন ব্যবস্থা করা হয় তার জন্য সব সময়েই উনারা দৃষ্টি রাখবেন। আজকে যাঁরা আমার এই কথায় টিপ্‌পনী কেটেছেন তাদের উল্লেখ করে আমি আবার বলছি বন্ধুগণ (হাস্যধ্বনি) বন্ধুগণ আমি বলছি এই কারণে যে আমি আপনাদের বন্ধু হিসাবেই দেখছি। সমালোচনা বা টিপ্পনি আপনারা দিচ্ছেন সত্যি কথা তবু আমি আপনাদের বলছি কারণ যে

ভাষায় সমালোচনা করতে এসেছেন যে ভাষায় প্রকাশ করতে চাইছেন, সহযোগীতার ভিত্তিতে সেই মনোভাবটিও যেন গ্রামাঞ্চলেও আপনারা প্রকাশ করেন। গ্রামাঞ্চলে যাতে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করেন গ্রামাঞ্চলেও সরকারী উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে ব্যহত না করেন এই অনুরোধ আপনাদের কাছে রাখব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে। কারন আমি জানি আমি প্রত্যক্ষ করেছি, যদিও আপনারা এই হাউসে জনদরদ দেখান গরীব কৃষক ভাইদের জন্য দুঃখের গালভরা বুলি এখানে আওরান কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গরীব দুঃখী কৃষক ভাইদের দুঃখের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন। সরকারী প্রচেষ্টাকে ব্যহত করছেন সেটি আমি প্রত্যক্ষ করেছি। আমি গ্রামের কৃষক তাই আমি আবার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখব যে আপনারা গ্রামাঞ্চলের কৃষক ভাইদের নিয়ে আর ছিনিমিনি খেলবেন না। রাজনীতির কূটচক্রজালে জড়িয়ে তাদের নিঃসম্বল করার চেষ্টা আপনারা করবেন না। এই কথা বলে মাননীয় স্পীকার স্যার এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুশীল সাহা।

শ্রীসুশীল সাহা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আমাদের এই হাউসে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে পূর্ণ সমর্থন করছি। আজকে আমাদের এই ত্রিপুরা পূর্ণাংগ রাজ্যে উন্নীত হয়েছে সেইজন্য আমি গর্বিত। আমাদের শুধু ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্য হিসাবে পেলেই চলবে না আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের যাতে সার্বিক উন্নতি ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তাহা অত্যন্ত আনন্দের কথা। আমাদের বিরোধী পক্ষ থেকে যেভাবে রটেছিল যে আমাদের মহাজনরা দাদন দেন, গরীব কৃষকদের শোষণ করেন তার একটি নজির আমি দিচ্ছি। সেই মহাজনকে আমাদের পার্টি থেকে বাহির করে দেওয়া হয়েছিল এবং যিনি আমার বিরুদ্ধে কণ্টেষ্ট করেছিলেন তিনি loss of property দেখিয়েছিলেন গত ২৩শে এপ্রিল অমরপুরে যে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছিল সেখানে তিনি loss of property দেখিয়েছিলেন এক লক্ষ পচাত্তর হাজার টাকা আমি এই হাউসের কাছে প্রকাশ করছি এটা আমাদের বিরোধী পক্ষ জানেন কি যে তিনি মাত্র ব্যবসা আরম্ভ করেছিলেন ৬।৭ বছর পূর্ব্বে সেই সাহা মাত্র এক বছর পূর্ব্বে তাঁর কতটাকা পুজি ছিল। সেই পুজির বিনিময়ে কৃষক ভাইদের—আমি উল্লেখ করে বলতে পারি সোনাইছড়ির অধিবাসী শ্রীযাদব দেববর্ম্মা এবং অন্যান্য কয়েকজন কৃষকদের যেভাবে শোষন করেছেন ... ...

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—On point of order ...

Shri Sushil Saha :—যে সমস্ত শোষণ করেছেন...(গণ্ডগোল)...

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—(শ্রীবাজুবান রিয়াংকে উদ্দেশ্য করে) আপনি কি বলছেন?

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, উনি যে ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করেছেন এবং উনার constituencyতে candidate ছিলেন সেই ভদ্রলোক এই হাউসে অনুপস্থিত, কাজেই সেই ভদ্রলোকের নাম উল্লেখ করার কোন convention আছে কি না আমার সন্দেহ হয়।.. (গণ্ডগোল)...

শ্রীসুশীল সাহা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি নাম উল্লেখ করি নি শুধু ... (গণ্ডগোল)।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি নাম উল্লেখ না করে বলুন।

শ্রীসুশীল সাহা :—এই জাতীয় মহাজনরা যারা লাল পতাকা ধারণ করে লাল নেকটা গলায় বেধে গরীব কৃষকদের উপর জুলুম করছে আমি বলছি এরা কারা এরা কি সম্পূর্ণ কংগ্রেসের লোক। (গণ্ডগোল) ··এরা সমাজের সুবিধাবাদী ·· (গণ্ডগোল)।

শ্রীবাজবম রিয়াং :—আমার একটা point or order ছিল তিনি withdraw করেছেন কি না। (গণ্ডগোল)

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—উইড্র করার কিছুই নাই। তবে যিনি অনুপস্থিত তাঁর সম্পর্কে কিছু বলবেন না। (গণ্ডগোল)

শ্রীসুশীল সাহা :— এই ভাবে সমাজের বুকে লাল পতাকা ধারণ করে লাল বস্ত্র গলায় জড়িয়ে মহাজনরা এইভাবে আস্তে আস্তে দরিদ্র কৃষকদের শোষণ করছেন এরা কারা আজকে জনসাধারণ বুঝেনি? (গণ্ডগোল)··· উনারা আজকে ভাবছে লাল বস্ত্র গলায় বেঁধে মুখে বড় বড় বুলি আওড়িয়ে আস্তে আস্তে নিজেদের দিকে আনতে পারে তাহলে শোষণ করতে সুবিধা হবে। এরা আমার জানা মত কিছু লোককে দাদন দেয় তার বিনিময়ে পাঁচ টাকা মন দরে পাট কিনে নেয়। যার ফলে Ioss of perperty দেখিয়েছেন এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা। এইতো সাম্যবাদের নীতি এইতো সাম্যবাদের বুলি। তাই আমি বলব, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইভাবে আপনারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করবেন না। আজকে এই দরিদ্র কৃষক ভাইদের জন্য গালভরা বুলি বলছেন দরিদ্র কৃষকদের জন্য উথলে উঠছে স্নেহ এরা কারা এরা কিরকম স্নেহ দেখাচ্ছেন—আজকে আমরা দেখেছি ভূমি সংস্কারের নাম করে, পশ্চিমবঙ্গে দেখেছি ভূমি সংস্কারের নাম করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করেছিলেন এরা কারা (হাততালি)... এরা লাল পতাকা গলায় ধারি বৈষ্ণব। আমি একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বাবা তোমার তো শরীর সুস্থ আছে তুমি কেন লাল কাপড় ধারণ করে ভিক্ষা কর? বলল বাবা এই রকম লাল বস্ত্র ধারণ করে কৃষক ভাইদের দাদন দিয়ে টাকা আদায় করতে সুবিধা হয়। যেহেতু আমার কমরেড ভাই দাদন দেন কমরেডের টাকা আগে শোধ করতে হবে। তাই বলছিলাম এই যে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা সেই টাকা কোথা থেকে আসল সেই টাকা। সেই টাকা রিলিফের সময় রিলিফ ডিপার্টমেন্টে কন্ট্রাক্টারী করে ৮০ নয়া পয়সা দরে ... (গণ্ডগোল) ··· কাঁঠাল কুমড়া দিয়ে সেই টাকা রোজগার করেছিলেন। তাই আমি বলব মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলছি তাঁর নাকি অস্থাবর সম্পত্তি Ioss হয়েছে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার। তাহলে তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি কত হতে পারে? তিনি কে? তিনি আপনাদের দলের লাল কাপড় ধারণ কারী। যিনি সব সময় সাম্যবাদের বুলি আওড়ান তাই জনসাধারণ আজকে আপনাদের ডাষ্টবিনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। তাই আমি বলব আপনারা যা মুখে বলেন কাজে অন্তত তাই করবেন। হজরত মোহম্মদের কাছে এক বিধবা গিয়েছিলেন তার সন্তানকে নিয়ে। বলল বাবা আমার ছেলে গুড় বেশী খায় আপনি বলতে পারেন এর প্রতিকার কি? হজরত মোহম্মদ বলেছিলেন মা আপনি ১৫ দিন পরে আসুন তার কারণ হজরত মোহাম্মদ নিজে খুব গুড় খেতেন তাই তিনি

আগে নিজে গুড় খাওয়া বন্ধ করে পরে ছেলেটিকে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাই আমি বিরোধী পক্ষের সদস্যগণকে অনুরোধ করব আপনারা আগে নিজেদের সংশোধন করুন মুখে যা বলেন কাজে তাই দেখান তাহলেই জনসাধারণ আপনাদের বরণ করে নেবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই যে ত্রিপুরায় ১০টি সাবডিভিশন, তার মধ্যে অমরপুর সাবডিভিশন—আয়তনের দিক থেকে সবচেয়ে বড়, লোকসংখ্যা যদিও কম। এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা যে এটা অনুন্নত এরীয়া, যেকোন প্রকার উন্নতি করতে গেলে বেশী পয়সার দরকার। তাই মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করব যে কোন প্রকার উন্নয়নমূলক কাজের জন্য কিছু বেশী বরাদ্দ রাখা প্রয়োজন। কারণ আমাদের এখানে উপজাতির সংখ্যা বেশী যারা অত্যন্ত অনুন্নত, তাদের উন্নতি করতে হলে আমাদের সাবডিভিশনে সবদিক থেকে বেশী পরিমাণ সাহায্য করা দরকার। তারপর আজকে আমাদের হাউসের সামনে যে বাজেট এসেছে, তাকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপাখী ত্রিপুরা।

শ্রীপাখী ত্রিপুরা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ১৯৭২—৭৩ সালের বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন, তাহা অত্যন্ত দুঃখজনক বাজেট। কারণ এই বাজেট দলীয় স্বার্থে বিশেষ করে প্রয়োগ করা হচ্ছে। আমাদের এখানে রুলিং পার্টির কিছু সদস্য যে বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে বিরোধী দলের সমালোচনাকে অতিরঞ্জিত সমালোচনা বলে যে অভিমত প্রকাশ করেছেন, সেটা অসত্য। এখানে অমরপুরের কমিউনিষ্ট পার্টির (মার্কসবাদী) সদস্য সম্পর্কে সমালোচনা করে বলেছেন, সেই সমালোচনা আমি মনে করি এখানকার বা অমরপুরের যে কংগ্রেসী * * Expenged as ordered by the chair জোতদারের উপর ছুরি মারার ঘটনাকে ঢাকবার জন্য একথা বলতে চেয়েছেন, কাজেই এই ব্যাপারে বক্তব্য রাখাটা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলে আমার মনে হয় না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেট শুধু মাত্র দলীয় স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য গত বাজেট'এ যা ছিল, তাই রাখা হয়েছে কিন্তু তা দিয়ে মোটেই দরিদ্র কৃষকেদের অভাব অনটন মেটানো সম্ভব নয়। কারণ সবচেয়ে অনুন্নত অনগ্রসর, যে যে এলাকায় দরিদ্র কৃষকরা আছেন, তাদের প্রতি সরকার বিশেষ নজর দেন নাই, সেই কারণেই তাদের সমস্ত অধিকার তারা হারিয়ে ফেলেছেন। বিশেষ করে আমি এখানে বলতে চাই যে ডুম্বুরনগর কেন্দ্রের যে সমস্ত আদিবাসী কৃষক ডুম্বুর প্রকল্পের ফলে উচ্ছেদ হতে হবে, তাদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা না রেখে এই বাজেট দেখানো হয়েছে কিন্তু সেখানে হাজার হাজার কৃষক উচ্ছেদ হবে, খাস দখলদার কৃষকের সংখ্যা বহুল, কিন্তু সেই কৃষকের সংখ্যা বাচাই করাতো দূরের কথা সমগ্র ডুম্বুরনগরের মানুষের অধিকারটুকু পর্যন্ত হরণ করা হয়েছে। সেই ডুম্বুর নগরের ট্রাইবেল ডেভলাপমেন্ট ব্লক নাম দিয়ে একটা ব্লক করা

হয়েছে, সেই ব্লকে আমরা দেখেছি যে সেখানে সভ্যজগতের আলোক সেখানে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু আজকে তারা এই কংগ্রেসের গণতন্ত্র ও সমাজবাদ স্বাধীন সভ্য জগতের অধিবাসী। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ২৫ বৎসর স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিক হয়েও তারা আজকে এই দুর্গম এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস করছে। রাইমা সরমা এলাকায় ৬টি গাঁওসভা আছে, সেই গাঁও সভাগুলিতে আমার মনে হয় কোন সরকারী স্কুল নাই। সেখানে কোন ডিসপেন্সারী নেই। সেখানকার চার পাঁচটি পরিবারের লোকের সংগে আমার আলাপ আলোচনা হয়েছে, সেখানে তারা বাংলার কথা পর্যন্ত বলতে পারেছেনা, সেখানে বাংলভাষা পৌঁছাতে পারে নাই। প্রতি বৎসর সেখানে হাতীর উপদ্রব লেগেই আছে, কিন্তু বাজেটে সেই সম্পর্কে কিছুই বলা হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেখানে এই ডুম্বুরনগর ট্রাইবেল ডেভলাপমেন্ট ব্লক করেছেন, ট্রাইবেল উপজাতিদের ডেভলাপমেন্ট করার জন্য, কিন্তু সেই ডেভলাপমেন্ট আমরা কি দেখলাম, সেখানে স্থানীয় কতকগুলি কংগ্রেস সরকার মহারাজার মত বড় বড় মহাজন রয়ে গেছে। তারা গরীব কৃষকদের কাছে দাদন, ঋণ বিফিন্ন ভাবে দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে তাদের সমস্ত উৎপাদিত দ্রব্য তারা নিচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডুম্বুরনগর শুধু নয়, এমনকি সারা ত্রিপুরার যে কোন দুর্গম অঞ্চলে মানুষের যোগাযোগ'এর ব্যবস্থা নাই, পোষ্ট অফিসের ব্যবস্থা নাই ডাক্তারখানা নাই, রাস্তাঘাট অনুন্নত, মানুষের দুমুঠো ভাত খেয়ে থাকার সুযোগ নাই। আজকে রাইমা সরমা, ছামনুর দিকে লক্ষ্য করতে আমরা তা দেখতে পাই। ২১শে জুন বুলংবাসা ডুম্বুরনগর টিডি, ব্লক আছে, চারিদিকের বিক্ষোপ দেখছি। আজকে তিন/চার দিন ধরে তারা খেতে পায় না, কিন্তু সেখানকার ব্লকের মাধ্যমে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছেনা। যদি ব্লক থেকে ব্লকের মাধ্যমে কৃষকদের কৃষি উৎপাদনের জন্য সাহায্য ব্লক না করে থাকে তাহলে সেখানে ব্লক দেওয়ার প্রয়োজনই বা কি ?

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে রাইমা শর্মায় আজকে রেশন সপ থাকা সত্ত্বেও চালের কেজি দুই টাকা হয়েছে। মানুষ ক্রয় ক্ষমতা হারিয়ে সম্পর্কে হতাশ হয়েছে। তা ছাড়া সবচেয়ে বড় কথা ডুম্বুর প্রকল্পের ফলে যাদের এখান থেকে উঠে যেতে হবে সরকার বলেছেন যে ১৯৭৩-৭৪ সনে ডুম্বুর প্রকল্পের কাজ শেষ করার জন্য চেষ্টা করা হবে। তখন তাদের সেখান থেকে উঠে যেতে হবে। কিন্তু বিকল্প কোন ব্যবস্থা করা হয় নি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই জন্য আমি এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ডুম্বুর প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্থদের সম্পর্কে বিকল্প কোন ব্যবস্থা রাখা হয় নাই তাকে আমি অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বলে মনে করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এখানে গঙ্গানগর তেলিয়ামুড়া অঞ্চলে ৬টি গাঁওসভার পাশাপাশি ১৩।১৭টি গ্রামে কোন তহশীলের কথা কোন সেন্সাসে উল্লেখ নাই। কোন

ব্লকে উল্লেখ নাই। অথচ তাদের প্রতি বছর খাজনা দিতে হচ্ছে জুমিয়া কর হিসাবে। সেই জুমিয়া কর দেওয়ার তারা ভারতীয় কি বলা যায়। তা ছাড়া তাদের ভারতীয় জনসাধারণ বলা যায় কিনা তা আমি বলতে পারি না। বাংলা দেশের নাগরিক না ত্রিপুরার নাগরিক না আকাশের নাগরিক, কোথাকার নাগরিক তাদের বলতে হবে তা আমি জানি না। ভোটার লিষ্টেও তাদের নাম নাই। ডুম্বুরের নগর বিধানসভার অন্তর্ভূক্ত তেলিয়ামুড়া ব্লকের যে ৬টি গাওসভা আছে সেখানে একটি সরকারী কর্মী নাই, সেখানে একটা কোয়ার্টার নাই, অথচ ৬টি গাওসভা আছে। কিন্তু সেখানে কোন স্কুল নাই, কোন ডিসপেন্সারী নাই, কোন রাস্তাঘাট ও নাই। কিছু নাই। জুমিয়ারা আজকে না খেয়ে মরছে। (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অত্যন্ত দুঃখিত আমি আমার বক্তব্য শেষ করতে পারি নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—গুণ্ডা সম্পর্কে যে কথাটা বলা হয়েছে সেটা আন- পার্লিমেন্টারী। সেটা একস্পোঞ্জ হয়ে যাবে।

কুমারী লক্ষ্মী নাগ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বছরে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন ১৯৭২-৭৩ সালের তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। এবারের বাজেটে অন্যান্য বছরের বাজেটের চেয়ে একটু নূতনত্ব দেখা যায়। তা দেখে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে আমাদের ভবিষ্যত উজ্জল। এই সম্পর্কে বলব যে আমাদের বিরোধী পক্ষ যে বলছেন যে কংগ্রেসী দুর্বলতা, আমি বলব অসত্য। সারা ভারতবর্ষে ২৫ বছরে কংগ্রেস যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে বলে তারা অভিযোগ করেছেন আমি বলব তা অসত্য। কংগ্রেস যদি অক্ষম থাকত, কংগ্রেস যদি দুর্বল থাকত তাহলে সারা ভারতবর্ষে কংগ্রেসের যে জয় জয়কার, ইন্দিরার যে আদর্শ তাকে মানুষ স্বীকার করত না। তারা বলেছেন ভূমিহীনদের জন্য আইন প্রযোজ্য হচ্ছে না। আমি তার বিরোধীতা করব। আমরা দেখেছি কংগ্রেস বা ত্রিপুরা সরকার ভূমি সংস্কার আইনের পক্ষে। তারা বলেছেন বড় বড় জমিদার জোতদারদের কথা। কিন্তু উনারা কি একবার ভেবে দেখেছেন বড় জমিদার কারা? কারা তাদের প্রশ্রয় দিচ্ছেন। আমি বলবো তারাই বড় জমিদারদের সৃষ্টি করেছেন। তাদের সম্বন্ধে যদি তারা সাবধান না হন তবে আর কিসে হবেন? তারা বলছেন পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু আমি বলব বর্তমানে যে পানীয় জলের উদ্যোগ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা নিচ্ছেন তাতে আমি বলতে পারি যে বর্ত্তমানে সেই অবস্থা নাই। তবে যদি তারা দেখতে পায় আছে তাহলে আমি বলব সেটা তাদের নিজের সৃষ্টি করা। তারা সমালোচনা করেছেন। কিন্তু তারা কি সম্পর্কে সমালোচনা করবেন? তাদের কাজেই এটা ঠিক ঠিকভাবে যা করা সম্ভব তাই নিয়ে এই বাজেট করা হয়েছে। সুতরাং বাজেট সম্পর্কে কৃষকদের নিয়ে যে অভিযোগ তা আমি মনে করব সেটা অনর্থক। কৃষকদের জন্য যা যা দরকার তা বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে। মনে রাখা দরকার এক বছরে সমস্ত অভাব আমরা পূরণ করব বলে আশা করা সম্ভব নয়। আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী বিরোধী বক্তারা বলেছেন যে গ্রামে অনেকে খেতে পায় না। উপোস থাকছেন। কিন্তু তারা কয়েকজনকে খেতে দিয়েছেন?

তারা কয়জনকে খেতে দিয়েছেন তা আমার জানা নেই। তারা কৃষকদের জন্য কেঁদে বেড়ান কিন্তু তারা যে বলেছেন কংগ্রেসে অকর্মণ্য, তা অসত্য। সুতরাং বর্তমানে যে অর্থমন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুধন্বা দেববর্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে পার্টি গত যে অবস্থা তাতে রুলিং পার্টি'র দুইজনকে দেওয়ার পর যদি আমাদের একজনকে বলতে দেওয়া হয় তাহলে ভাল হয় বলে আমি মনে করি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বিরোধী পক্ষের সদস্য, আমাদের ব্লকে আমরা ১৫ জন আছি। বাজেটর জেনারেল ডিস্কাশানে আমরা প্রত্যেক দিন ৪ জন করে বলব বলে ঠিক করেছি। কাজেই এই রকম হিসাব করে সরকারও যদি মেনে নেন তাহলে আমাদের এই দিকে একজনকে এবং ঐ দিকের ২।৩ জনকে বলতে দিলে খুবই ভাল হয়।

শ্রীপূর্ণমোহন ত্রিপুরা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৩শে জুন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এই হাউসে ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট পেশ করেছেন, তাতে ত্রিপুরার তপশীল উপজাতি কল্যাণের জন্য ১৯১৯ টাকা সাহায্য দেওয়ার একটা হার এর কথা বলেছেন, কিন্তু কিভাবে প্রকৃতপক্ষে তাদের উন্নতি করা হবে, সেই সম্পর্কে কোন কিছুর উল্লেখ এই বাজেটে নেই। আজকে যেসব তপশীল জাতি ও উপজাতি এবং জুমিয়ারা পুনর্বাসন পেয়েছেন, তাদের রক্ষার জন্য, তাদের উন্নতির জন্য কোন কথার উল্লেখ আমরা এই বাজেটে দেখতে পারছি না। কিন্তু তার জন্য কিছু উল্লেখ থাকার প্রয়োজন ছিল। গত ২০।২৫ বছরে এই কংগ্রেসী শাসনে ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ উপজাতির কল্যাণের জন্য অনেক টাকা এসেছে, কিন্তু সেই সব টাকা কিভাবে খরচ করা হয়েছে. তাতে তাদের কোন প্রকার কল্যাণ না হয়ে তারা দিনের পর দিন ধ্বংশের মুখে পতিত হচ্ছে। কাজেই এই ধ্বংসের মুখ উপজাতিদের কিভাবে সেই ধ্বংশের মুখ থেকে রক্ষা করা যায়, সেই সম্পর্কে এই বাজেটে কিছুর উল্লেখ করা হয় নি। তারপরে অমরপুর পাইলট প্রজেক্টে ১৬০টি পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে, তাদের সেখানে ৫৯।৬০ ফুট উচু টিলাতে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে জলের কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই সেখানে কতদিন যে বসবাস করবে, সেই সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। সেখানে কোন রকম বস-বাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করেই, তাদের সেখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। অবশ্য এই বাজেটের মধ্যে উপজাতিদের কল্যাণের জন্য অনেক বড় বড় গাল গল্প করা হয়েছে, কিন্তু আমরা যদি গত ২৫ বছরের ইতিহাস দেখি তাহলে দেখব যে সব অঞ্চল উপজাতি অধ্যুষিত সেখানেও আজ পর্যন্ত কোন রাস্তাঘাট হয় নি, কোন ডাক্তারখানা হয় নি, হয়নি কোন স্কুল। আর সেজন্যই তো আজকের বাজেটে সেগুলিতে নতুন করে করার জন্য অনেক কথা বলা হয়েছে। উপজাতির উন্নয়নের জন্য বাজেটে অবশ্য প্রতি বছরই কিছু না কিছু টাকা রাখা হয়, কিন্তু আমরা যেটা লক্ষ্য করছি সেটা হল ছামনু এলাকায় বা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যেখানে যেখানে উপজাতিদের বাস আছে, সেখানে তাদের জন্য কোন প্রকার সুযোগ সুবিধা করা হয় নি। আজকে এই বাজেটে আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, সেটা হল উপজাতি

এলাকায় ব্রিডিং সেন্টার খোলা হয়েছে ২১০টি, কিন্তু সেগুলির একটিও আমি উপজাতি এলাকায় দেখতে পাই নি। কাজেই আগে উপজাতিদের জন্য বাজেটে টাকা রাখা হত, এবারও তেমনি রাখা হয়েছে, সেগুলি উপজাতিদের কল্যাণের জন্য ঠিক মত ব্যয় করা হবে না, অর্থাত বাজেটের টাকা বাজেটেই থেকে যাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই বাজেটের মধ্যে দেখছি যে পঞ্চায়েতের হাতে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া হবে যাতে করে গ্রামের লোকের সুযোগ সুবিধা বাড়ে। কিন্তু আসলে আমরা যেটা দেখছি সেটা পঞ্চায়েতের হাতে কোন কাজই আজ পর্যন্ত দেওয়া হয় নি। কাজেই এই ক্ষেত্রেও মনে হচ্ছে যে তারা এখানে যেটা উল্লেখ করেছেন, সেটাও ঐ কাগজেই থেকে যাবে। তারপরে আমি এখানে আর একটা বক্তব্য রাখতে চাই, সেটা হল আগে উপজাতিদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য যে সব কলোনী করা হয়েছে এবং সেই সব কলোনীতে তাদের যে সাহায্য ও জায়গা জমি দেওয়া হয়েছে, সেটা তাদের উপযুক্ত চাহিদার তুলনায় অনেক কম। তারা যে সাহায্য পাওয়ার কথা সেটা পুরাপুরি দেওয়া হয় নি, হয়তো তাদের একটা কি দুইটা কিস্তি দেওয়া হয়েছে মাত্র, বাকীটা তারাও আজ পর্যন্ত পায় নি। ফলে তাদের পুনর্বাসন দেওয়ার পিছনে সরকারের যে উদ্দেশ্য ছিল, সেটা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে এবং প্রকৃতপক্ষে তাদের কোন পুনর্বাসন সেখানে দেওয়া সম্ভব হয় নি। কাজেই তারা যাতে ভালভাবে পুনর্বাসন পেতে পারে সেই সম্পর্কে এই বাজেটে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— রাইমনি রিয়াং।

শ্রীরাইমনি রিয়াং : —(উনি মাতৃভাষায় বক্তৃতা করেছেন।)

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার। মাননীয় সদস্য ১০ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করবেন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এত বিরাট বাজেট সম্পর্কে বলতে সময় আর একটু দিতে হবে। যাহা হউক ডিমাণ্ডের উপর পরে আর একটু সময় পাব তাই আজ general discussion টা আমি করছি। আমাদের অর্থমন্ত্রী ১৯৭২—৭৩ সালের যে বাজেট পেশ করেছেন আমি এই বাজেট সমর্থন করছি এবং এই সংঙ্গে আমি বাজেট সম্পর্কে কিছু আলোচনাও করব এবং ২/১টি সাজেশানও রাখব। কিন্তু বিরোধী দলের সদস্যগণ পুরানো বাজেট সম্পূর্কেই বলেছেন নতুন তাঁরা কিছুই দেখেন নি। তাই এই সম্পর্কে আমাকে কিছু বলতে হবে। অর্থাৎ পূর্ণরাজ্য হয়েছে লাফ দিয়ে কোথায় উঠে যাব রাতারাতি এই রকমই তাদের চিন্তাধারা ছিল। যেহেতু পূর্ণরাজ্য হয়েছে তখন রাতারাতি শিল্প থেকে আরম্ভ করে সব কিছুই রাতারাতি করে ফেলব। কিন্তু বাজেটে যে আছে কিছু বস্তু সেটি তাঁরা দেখছে না। ন'ইলে এত টাকা বাড়ল কি করে? যাহা হউক আমার মাননীয় সদস্যগণ তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু একটি কথার জন্য আমি তাঁদের ধন্যবাদ দেব। আমার বিরোধী পক্ষের সদস্যগণ বলেছেন বছর বছর কংগ্রেসীরা গদীতে আসছেন এক মন্ত্রীমণ্ডলী

যায় আর এক মন্ত্রীমণ্ডলী আসছে কিন্তু জনসাধারণের জন্য তাঁরা কিছুই করছেন না। কিন্তু আমার কথা হল তবু জনসাধারণ কংগ্রেসকেই ভোট দিতেছে। আমার বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ বাজেট আলোচনায় অনেক কিছুই বলেছেন কিন্তু সাজেশান যুক্তি কোন কিছুই দেন নাই। শিক্ষা হয় নাই, আদিবাসীর উন্নত হয় নাই, রাস্তা হয় নাই কিন্তু আমি বলব কিছু হয়েছে। যাহা হউক উনাদের কথার উত্তর আমি কি দেব উনারা বাজেটটি সমর্থন করতে পারেন নাই তাই আমি তাঁদের বিরোধিতা করছি। সত্যি এই বাজেটে যেসব অর্থ রাখা হয়েছে এই অর্থ সুষ্ঠুভাবে ব্যয় হলে পরে গরীবি হটাও—গরীব হটাও নয়—গরীবি হটাও কিছুটা সম্ভব হতে পারে। যদি সুষ্ঠুভাবে অনুন্নত এলাকা উন্নত এলাকা দেখে সেই দিকে নজর রেখে ব্যয় করা হয় আমি মনে করি এই বাজেট দিয়ে গরীবদের উপকার করা সম্ভব হবে। তবুও এই বাজেট সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা বলব, বলব এই কারণে আমার মনে হয় এই বাজেট যখন করা হয় মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় সাব-ডিভিসন ভিত্তিক কি হয়েছে বা কি করা দরকার এই গুলির দিকে তাঁরা নজর খুবই কম দিয়েছেন। আমি কেন একথা বলছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার কারণ হচ্ছে যে আমার বিরোধি পক্ষের সদস্যরা বলছেন যে পূর্ত্ত বিভাগ কিছু করে নাই, আদিবাসী অঞ্চলে কিছুই হয় নাই, অতএব কারণেই আমি বলছি যে অনেক কিছু হয়েছে। ধর্ম্মনগর, রাইমা সরমা আপ টু সাব্রুম পর্যন্ত যে পূর্ত্ত বিভাগের রাস্তা ঘাট হয়েছে, সেই সব রাস্তাঘাট দিয়া কি আদিবাসীরা হাঁটানো, তারা কি গাড়ী চড়েনা, তারাও গাড়ী চড়ে, তারাও সেইসব রাস্তায় মালামাল আনে, তবে কোথাও কোথাও যে হয় নাই এটা ঠিক, আমি সেটা স্বীকার করি। কোন কোন গ্রামে যেখানে কোন একটি ছোট্ট রাস্তাও যেখানে ছিল না, সেখানে আজকে রাস্তা পূর্ত্ত বিভাগ করে যাচ্ছে। কিন্তু এই প্রসংগে আমি এখানে না বলে পারছিনা স্যার যে পূর্ত্তবিভাগ মেজর রোড ব্যতীত গ্রামের ছোট খাট রাস্তাঘাট, সেগুলি আজও করতে পারে নাই। কাজেই এই বাজেটে আমি গ্রামের রাস্তাঘাট করার মত প্রভিশন দেখছিনা। আমার উদয়পুর সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে আজ পর্যন্তও গ্রামের একটি রাস্তা তারা তৈরী করেনি। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন যে গোমতী ব্রীজ, সাব্রুম জলেয়া পর্যন্ত, যতনবাড়ী পর্যন্ত আমি স্বীকার করি যে হাজার হাজার রাস্তা হয়েছে, কিন্তু উদয়পুর সাবডিভিশনে আমি কয়েক বৎসর ধরে চেঁচাচ্ছি—উত্তর মহারাণী থেকে গর্জী, একটা বিরাট আদিবাসী অঞ্চল, অনুন্নত অঞ্চল, টাউনে যেখানে ধানের মণ বিক্রী হয়, ২৫/৩০ টাকা, ঐখানে বিক্রী করতে হয় ১২/১৩ টাকা, কারণ তারা সেখান থেকে আনতে পারেনা। আমি টি, টি, সি'র আমলে যেটা করিয়েছিলাম, সেটা আছে, তারপর আজ পর্যন্ত কোন রাস্তা সেখানে করা হয় নাই। তাই আমরা যে গরীবি হটাও বলছি, তা করতে হলে পরে কৃষকদের যে উৎপাদিত মাল তার ঠিক ঠিক দাম পাওয়া, সেটা তারা পাচ্ছেনা তারা তাদের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আমি যখন বলি তখন শোনা যায় যে এষ্টিমেট করে, সার্ভে করে, এই করে কিছু কিছু টাকা ব্যয় হয়, কিন্তু অবশেষে কেন যে এই রাস্তা হয়না আমি জানিনা। কিন্তু এই বাজেটেও আমি উদয়পুরের জন্য কোন রাস্তার প্রভিশন দেখতে পারছিনা। ব্রজেন্দ্রনগর সাউথ গাঁওসভা আপ টু

উদয়পুর, একটা রাস্তাও সেখানে নাই। এটা একটা অদ্ভুত ধরণের কথা নয় কি স্যার। তাই আমি বলব যে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় যে এই হাউসে এ্যাসুরেন্স দিয়েছেন যে এক হেডের টাকা অন্য হেডে নেওয়া যেতে পারে, সেই ভাবে যাতে আমার উদয়পুর কন্‌ষ্টি-টিউয়েন্সীতে করা হয়। আরেক দিক দিয়ে যদি বলি, কৃষি ক্ষেত্রে বিরোধী দলের সদস্যবৃন্দ বলেছেন যে কিছুই করা হয় নাই, কিছুই যদি না হত, তাহলে আমরা যে আজকে খাদ্যে উন্নতি করেছি, তা করা সম্ভব হত না। যদি উনারা বলেন যে খাদ্যে উন্নতি হয় নাই, তাহলে আমরা সেকথা স্বীকার করি না কারণ আদিবাসী অঞ্চলেও আজকে উন্নত ধরণের চাষবাস করা সুরু হয়েছে এবং আজকে বীজ ধানের কথা তারা বলেছেন যে চাহিদা কমে গেছে, কিন্তু আজকে তারা যদি কৃষি বিভাগ থেকে বীজ ধান পায়, তাহলে নূতন ভাবে তারা হাল কর্ষণ করবে, কারণ পুরানো চাহিদা আজ আর বেশী নেই। এইদিক থেকে আমার ত্রিপুরার কৃষককে বাঁচবার ব্যবস্থা করা দরকার। কিন্তু তার ব্যবস্থা কোথায়? অন্যান্য রাষ্ট্রে আমরা কাগজে দেখেছি, রেডিওতে শুনেছি, তাদের যে বিশেষ ব্যবস্থা করে দেওয়া, সেই ব্যবস্থা এখানে দেখছি না কাজেই আমি এখানে সাজেশন রাখব, এর আগেও আমি বলেছি, যে মাইনর ইরিগেশন ডিপার্টমেণ্ট কৃষি বিভাগে দিয়ে দেওয়া হউক। তা না হলে বিভিন্ন ডিপার্ট-মেণ্ট ঘুরে শুধু সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। আমার মনে আছে যে বছর তিন আগে উত্তর মহারাণী থেকে আপ টু বাইশা মৌজা, একটা আদিবাসী অঞ্চল, সেখানে একটা বাধ দেওয়ার কথা বলেও যেন শেষ পর্য্যন্ত সেখানে বাধ করতে পারেন নাই। তৈছুং ছড়া লিফ্‌ট ইরিগেশন হলে পরে, একটা বিরাট আদিবাসী অঞ্চলের সুবিধা হয়, বছর তিন আগে সেখানে সার্ভে করা হয়, 'কন্তু কোথায় যে সে ফাইল আটকে গেছে, আজ পর্য্যন্তও তার কোন হদিস নাই। এটা স্যার অত্যন্ত দুঃখের কথা। এই ইরিগেশন ব্যবস্থা হলে পরে, আমরা যে ত্রিপুরায় বাইরে থেকে খাদ্য আনি তার কোন দরকার হবে বলে আমি মনে করি না। এখানে গমের চাষ হচ্ছে, হাই হল্ডিং ভেরাইটীজ হচ্ছে। কৃষি মন্ত্রী এখানে থাকলে জিজ্ঞাসা করতে পারতাম স্যার: আরেকটি জায়গায় লিফ্‌ট ইরিগেশন করা হয়েছে ৮০ থেকে ৯০ হাজার টাকা খরচ করে, কিন্তু সেখান থেকে কৃষক কোন জল পাচ্ছে না। ইলেকট্রিসিটির অভাবে পাওয়ার'এর জন্য সেটা ষ্টার্ট করতে পারছে না, সেটা করলেও কিছুটা সুবিধা হত। আমরা শুনে আসছি তার জন্য কোটি কোটি টাকা খরচ হয়েছে, বিধান সভা বলতে পারবে যে কতটুকু লাইন আনা হয়েছে, আমরা যতটুকু দেখছি কয়েকটি খুঁটি ছাড়া আর কিছুই করা হয়নি এই টাকা খরচ করে, কবে পর্য্যন্ত এই পাওয়ার আসবে ভগবান জানেন। আমাদের এখানে যে ডুম্বুর প্রজেক্ট সেটা হতে অনেক কারণে দেরী হচ্ছে। আজকে আমরা উদয়পুরে প্রথম থেকে যে অবস্থা দেখে এসেছি, সেখানে নূতন একটা মেশিন স্টার্ট দেওয়ার পরেও ঠিক একই অবস্থাই দেখতে পাচ্ছি। কারণ সেখানে কোন তদারকী নাই। সারাদিন মোমবাতি নিয়ে বসে থাকতে হয়। কৃষিমন্ত্রী খুব বক্তৃতা করে এসেছেন হীরাপুর লিফ্‌ট ইরিগেশন সম্পর্কে, সেখানে ছড়ার উপরে যদি বাঁধ দেওয়া যায় তাহলে একটা বিরাট অঞ্চলে চাষাবাদ করা যায়, সেখানে তিন তিন বার এষ্টিমেট করেছে কিন্তু সেখানেকোন কিছু করা হয় নাই। সামান্যতম বৃষ্টি হলেই

ফাওয়ারবাড় জলায় জল ঢুকে এর ফসলের ক্ষতি করে। তাই আমি বলছি সরকার যেটুকু ব্যবস্থা করে, একটি মৌজা ধরে যদি সেটা করা হয়, তাহলে আমরা কৃষিতে যে উন্নতি করেছি তার ডাবল উন্নতি হবে। তারপর ব্লক সম্পর্কে আমি বলব, সমস্ত সংস্কার কাজ একমাত্র ব্লক কি করে করবে? আমি আলাপ করে দেখেছি ভি, এল, ডব্লু যে আছে তাকে কন্ট্রোল করে কৃষি বিভাগ, বেতন দেয় কৃষি বিভাগ কাজেই সে যদি বি, ডি, ও'র কথা না শোনে তাহলে কি করবে ভদ্রলোক। তাই আমি বলব যে ভি, এল, ডব্লু'র শুধু আমরা নাম শুনি, কিন্তু কৃষকরা যা করার তারা নিজেরাই করে, তাতে সরকার বাহাদুরের বাহাদুরী কম। কাজেই আমি বলব যে এই ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন থেকে কৃষির কাজ যাতে কৃষি ডিপার্টমেন্টকে দেওয়া হয়, এবং শিক্ষার কাজ যাতে শিক্ষা ডিপার্টমেন্টকে দেওয়া হয়, তার জন্য এই এ্যাসেম্বলীতে আমি অনুরোধ রাখছি, কারণ তিন হাতে গেলে পরে অযথা টাকা ব্যয় হয়, সুষ্ঠুভাবে কাজ হয় না। পানীয় জল সম্পর্কে আমি বলব যে এই বছরও আমি দেখছি যে তার জন্য বাজেট ধরা আছে। কিন্তু আমি বলব যে যেখানে ৩০টি টিউব ওয়েলের প্রভিশন আছে, সেখানে কমিয়ে ১৫টি করা হউক কিন্তু পুরানো যে টিউব ওয়েল আছে সেগুলি মেরামতের বন্দোবস্ত করা হউক। কারণ আমরা দেখছি যে ৩০টির যদি স্যাংশান থাকে, ১৫টি টিউব ওয়েল করতে করতেই অন্যদিকে হয়তো ১২টি খারাপ হয়ে যায়। আগামী বছর আসতে আসতে হয়তো আরও ১২টি খারাপ হয়ে যায়। এর জন্য যদিও আলাদা ইঞ্জিনিয়ার আছে, তথাপি আমি বলব যে এত বড় একটা বুঝা একজনের উপর না দিয়ে, গ্রাম পঞ্চায়েত যে আছে, ভিলেজ-ওয়াইজ দিয়ে দেওয়া হউক তারা গ্রামের ছেলেদের দিয়ে ছোট খাট ট্রেনিং দিয়ে তাদের দিয়ে যদি করানো হয়, সেটা আমার মনে হয় ভাল হবে। এবং গ্রাম পঞ্চায়েত যদি না করে তাহলে গ্রামের লোকই তাদের শাস্তি দেবে. কাজেই এইগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে করা হয়, এবং যে অর্থটা এখানে রাখা হয়েছে, সেটা যাতে সুষ্ঠুভাবে ব্যয়িত হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। টাকা ব্যয় হয় ঠিকই কিন্তু সেই সমস্ত টিউব ওয়েল মেরামত ঠিক ঠিকই মেরামত হয় না। সেজন্যই টিউবওয়েল অনেক হয়েছে, রিংওয়েল অনেক হয়েছে, আরও হবে। কিন্তু মেরামতের কারণে তো খারাপ হবেই। অর্থ ঠিকই ব্যয় হয়। কিন্তু সময় মত হয় না। আমরা বিভিন্ন গ্রামে গিয়ে নিজেও জল পাই না। তাই যে অর্থ বরাদ্দ আছে, সেই অর্থকে সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করতে হবে। আদিবাসীদের সম্পর্কে যে বিরোধীদলের সদস্যরা বলেছেন কিছুই করেনি সেটা আমি মানতে পারিনা। কারণ কংগ্রেসী আমলেই যখন তাদের জন্য ৫০০ টাকার বাজেট ছিল এখন সেই জায়গায় ১৯১০ টাকার বাজেট হয়েছে। আমি মন্ত্রী বাহাদুরের সঙ্গে গিয়েছিলাম নানা জায়গায় এবং আমি দেখেছি যে ফসল ঢুকিয়ে দিয়েছে মেসিনে এবং টেরেস করে। তবে যে প্লটগুলি তারা করেছে সেগুলি কোথাও কোথাও এত ছোট যে লাঙ্গল ঘুরাতে গেলেই অসুবিধা হয়ে যায়। কাজেই যখন ট্রাক্টার দিয়ে আবাদ করা হয় সেগুলি কৃষকের সঙ্গে পরামর্শ করেই করা উচিত। কারণ এরপর তো ট্রাক্টার থাকবে না। তখন লাঙ্গলের প্রশ্ন। তবে এখানে বাজেটে নূতন কোন ট্রাক্টার আনার কথা দেখলাম না। তবে এই টীলা ভূমিতে যদি ট্রাক্টার আনা হয় তাহলে নূতন ট্রাক্টার আনা উচিত বলে মনে করি। আর বাজেটে

অনেক টাকাও আছে। তবে আমি বন সম্পর্কে কিছু বলব। বনের জন্য টাকা আছে কিন্তু হঠাৎ মনে পড়েছে একটা কথা ফরেষ্ট বিভাগের মাশুল নির্ধারণের ব্যাপারে। রয়ালটি তারা বাড়িয়েছে এবং বিধানসভা থেকে পাশ করিয়ে নিয়েছে, গেজেটে নোটিফিকেশন হয়েছে। কিন্তু এবার শরণার্থী কল্যাণে তারা ১২ টাকা বা ১৫ টাকা করে নিচ্ছে। তাতে হচ্ছে কি বনের সর্ব্বনাশ হচ্ছে। পারমিট দিলে পারমিট নেয় না। কিন্তু কর্ত্তন হচ্ছে। এইভাবে বনের সর্ব্বনাশ হচ্ছে ...

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আমি আরও বলব স্যার। বন আমরা চাই। একমাত্র বন সম্পদের উপর মানুষের বাঁচা মরা নির্ভর করে। উদয়পুরে বৃক্ষের জন্ম হয় ঠিকই। কিন্তু উদয়পুরে বলা হয়েছিল ২৫০ স্কোয়ার মাইল রিজার্ভ করা হবে। উদয়পুর সাব-ডিভিশনে যেখানে খানিকটা খালি টীলা ছিল সেখানে আনাচে কানাচে প্ল্যানটেশান হচ্ছে। কিন্তু কথা হচ্ছে এটা কোন্ আইনে? আমি জানি যে খাস ল্যাণ্ডের মালিক ডিষ্ট্রীক্ট কালেক্টার। কিন্তু আজকে বিভিন্ন সংস্থা কাজ করতে গেলে ফরেষ্টের অনুমতি ছাড়া হয় না। তাদের বলে তারপর করতে হবে। কিন্তু সেটা যেতে হবে ডি, এফ, ও, এর কাছে। সেখান থেকে যাবে সি, এফ, ও এর কাছে। কিন্তু সেও তো একটা গেজেটেড অফিসার। সে কেন যাবে। ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কেন ডি, এফ ও, এর কাছে যাবে। আমি মহারাণী স্কুলটা সম্বন্ধে বলছি। সেটা একটা জমাতিয়া বাড়ীর সঙ্গে। সেখানে কিছু টীলা আছে। এর জন্য আমাকে তিন বছরের জন্য দরবার করতে হয়েছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের সংগে। কাজেই এইভাবে সরকারী কাজের দেরী হয় তাই ভবিষ্যতে প্ল্যানটেশান করতে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে যেন এটা করা না হয়। আর এই সমস্ত বৃক্ষ তো আজকের নয়। কিন্তু এইগুলি কারা কাটে? সরকার কাটাচ্ছে। কিন্তু নূতন গাছ লাগালে পরে সেটা উপযুক্ত হতে ৭ | ৮ বছর লাগবে। কাজেই উদয়পুর সাবডিভিশনে এছেন জায়গা নাই যেখানে বাগান নাই। আমি সব জায়গার কথাই বলছি যে কোথাও যেন পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে এটা না করা হয়। (ভয়েস—সাবরুমের কথা বলুন) সাবরুমের কেন সারা ত্রিপুরার কথাই আমি বলছি। আর জুমিয়ার ব্যাপারে উদয়পুর সাবডিভিশনে সরকারী কর্ম্মচারী যায়, তারা মাফ নেয়। কিন্তু পরে দেখা যায় যে বন আর হয় না। তাই আমি সাজেশান রাখছি যে ২৫ | ৩০টা পরিবার নিয়ে সেই অর্থ দিয়ে কাজ করানো যায় বলে আমি মনে করি। কিন্তু বন হল, রাস্তা হল না। অতএব যেটা আগে দরকার সেটা যেন আগে করা হয়। কিন্তু এখানে আবার ভাগ থাকলে চলবে না, কলোনী হল তো স্কুল হল না, স্কুল হল তো কলোনী হল না, কলোনী হল তো রাস্তা হল না, এভাবে চলতে পারে না। কাজেই যেটা করা হবে, সেটা যেন ঠিক ঠিক ভাবে করা হয়। আর জুমিয়াদের সম্পর্কে, আমাদের এখানে একটা দল আছে, যারা জুমিয়াদের নিয়ে রাজনীতির খেলা করে। কিন্তু আমি বলি সেখানেও তো স্থানীয় লোক আছে, জুমিয়ারা সেখানে কখন এলো, আর কখন গেল এরা ভাল করেই জানে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই সব জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া উচিত, আর তা না হলে এই জুমিয়ার সংখ্যা দিনের পর দিন

বাড়বে বই কমবে না। তারপরে আমার উদয়পুর সাবডিভিশনে এই সব জুমিয়াদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে যে ৫০০ টাকা সাহায্য দেওয়ার কথা, সেখানে তাদের মাত্র ৩০০ টাকা দেওয়া হয়েছে, বাকী টাকা এখনও দেওয়া হয়নি। এরই জন্য ঐ যে দল আছে, তারা তাদের নিয়ে পোদ্দারী করবে এবং নানা রকমের গণ্ডগোল বাঁধাবে। এই জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে যা কিছু করবে, সেটা ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টেরই করা উচিত, কিন্তু দেখা যায়, সেখানেও ঐ ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট নাক গলিয়ে নানা অসুবিধার সৃষ্টি করে। কিন্তু আমাদের আদীবাসীরা এতই সরল যে তারা এই সব কিছুই বুঝে না। কাজেই আমি বলব জুমিয়াদের যদি প্রকৃতই পুনর্বাসন দিতে হয়, তাহলে তাদের যে সব জায়গা জমি দেওয়া হবে, সেগুলিতে তাদের অধিকার দিতে হবে এবং সরকার এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

তারপরে কৃষির দিক দিয়ে বলতে গেলে, আমি বলব যে কৃষিতে যদি আমাদের উন্নতি করতে হয়, তাহলে তাদের সমবায়ের মাধ্যমে আনতে হবে এবং এই ব্যাপারে যদি সরকার চাপ দেয়, তাহলে সমস্ত কৃষককে সমবায়ের মাধ্যমে সাহায্য দিতে হবে এবং সমবায়ের মাধ্যমে তাদের উৎপন্ন জিনিষপত্র কিনতে হবে। তাহলে তারা তাদের শ্রমের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোন কারণ থাকে না। এখানে অবশ্য কৃষকদের সার, বীজ ধান প্রভৃতি দেওয়ার অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমি দেখেছি যে আমার উদয়পুরে কোন সীড ষ্টোর নেই। কৃষকেরা যদি তাদের প্রয়োজনীয় সার এবং বীজের জন্য সেখানে যায়, তাহলে তাদের বলা হয়, তোমরা আগামী কাল এসো। আগামী কাল যদি তারা যায়, তাহলে তারা দেখে যে তাদের প্রয়োজনীয় কোন জিনিষ সেখান থেকে পাবার আশা নেই। এইভাবে দিনের পর দিন, তাদের হয়রানি হইতে হয় কাজেই সরকারী ব্যবস্থাপনার মধ্যে তাদের আর কোন ইন্টারেষ্ট থাকে না। সুতরাং আমাদের কৃষকেরা যাতে সত্যিকার ভাবে উপকৃত হতে পারে, সেজন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা গ্রহণের দরকার আছে। কিন্তু আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যরা যে সমালোচনা করলেন, এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে, তাতে তারা এমন কোন কনক্রিট সাজেশান রাখতে পারেননি যাতে কৃষকদের উপকার হতে পারে। কাজেই তাদের অনুরোধ করব, তারা যেন কনক্রিট সাজেশান রাখেন। বিরোধীতা করতে গিয়ে শুধু সমালোচনা করলেই চলে না, কিভাবে কি করলে পরে দেশের ও সমাজের উন্নতি সাধন সহজ এবং সম্ভবপর হয়, সেজন্য কিছু সাজেশান তাদের রাখা উচিত। কাজেই এই বলে আমি বাজেটকে সমর্থন করে এবং বিরোধীদলের সমালোচনার বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭২—৭৩ সালের যে বাজেট মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। এই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি সরকারকে অভিনন্দন জানাচ্ছি, এই জন্য যে সরকার বর্তমানে বাজেটে কোন প্রকার কর বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখেননি। আমরা এই বাজেট আলোচনায় আরও দেখেছি যে বিরোধী দলের সদস্যরা শুধু সমালোচনাই করে গিয়েছেন, কিন্তু তেমন

কোন কনক্রিট স্যাজেশান রাখতে পারেননি যাতে করে ত্রিপুরার রাজ্যের সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে। তবে এই ধরণের আলোচনা করাটা তাদের মার্কসীয় থিওরী কিনাও সেটা আমার জানা নেই। এখানে সমালোচনা করলে হয়তো তারা কিছুটা বাহবা পেতে পারেন. কিন্তু তাদের এই বাহবা পাওয়াটা খুবই সাময়িক ব্যাপার। তাই আমি বিরোধী দলের বন্ধুদের বলব, সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের গরীব চাষী প্রভৃতির কল্যাণের দিকে লক্ষ রেখে যে সব প্রগতীশীল প্রকল্প নিয়েছেন তাকে সমর্থন করে তারা যেন প্রগতীশীলতার পরিচয় দেন। আমি এই বাজেটের ভিতর ৫০ পৃষ্ঠায় দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র কৃষকের ছেলেরা যাতে উচ্চ শিক্ষা পায়, সেজন্য সরকার এখানে একটি ইউনিভার্সীটি ক্যাম্পাস খোলার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে আমরা ত্রিপুরাতে একটি ইউনিভার্সীটি ক্যাম্পাস এবং মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পাব, সেজন্য আমি এই মন্ত্রী মণ্ডলীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। তারপরে এই বাজেটের ৯ম পৃষ্ঠায় দেখতে পাচ্ছি, যে সরকার বাইর থেকে কিছু ট্যাকনিক্যাল এবং নন-ট্যাক্‌নিক্যাল ম্যান ডেপুটেশানিষ্ট হিসাবে আনবেন বলে বলছেন, কিন্তু এই ধরণের ডেপুটেশনে লোক আনাকে আমি ব্যাক্তিগত-ভাবে সমর্থন করতে পারছি না। আমরা জানি যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বর্ত্তমানে বহু শিক্ষিত টেকনিক্যাল এবং ননটেকনিক্যাল লোক আছেন যারা নাকি বেকারত্বের জ্বালায় রাস্তা-ঘাটে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করব, তারা যেন বাহির থেকে কোন প্রকারের ডেপুটেশানিষ্ট না এনে, আমাদের রাজ্যে যারা আছে, তাদের যোগ্যতা বিচার বিবেচনা করে কাজে নিয়োগ করেন! তারপর স্বাধীনতার দীর্ঘ ২৫ বছর পর আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য একটি পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা লাভ করেছে এবং সেই সঙ্গে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে একটী পূর্ণ মর্য্যাদা সম্পন্ন সরকার গঠিত হয়েছে এবং আমরা একটী হাইকোর্টও পেয়েছি, যেটকে বলা হয় গৌহাটী হাইকোট। তবুও আমাদের ভবিষ্যতের জন্য বলব যে এখানে হাইকোর্টের একটী ব্যাঞ্চ না হয়ে যাতে একটি পূর্ণ মর্য্যাদা সম্পন্ন হাইকোট এর ব্যবস্থা হয়, সে জন্য যেন আমাদের সরকার কেন্দ্রের উপর চাপ সৃষ্টি করেন। তারপরে আমরা যে জিনিষটী লক্ষ্য করছি, সেটী হল আমাদের সরকারী অফিসের এ্যাকমডেশানের অভাব। আমরা লক্ষ্য করছি যে সরকার বহুদিন ধরে বড় বড় লোকদের বাড়ীঘর ভাড়া নিয়ে অফিস এ্যাকমডেশানের ব্যবস্থা করছে, কিন্তু এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাওয়া উচিত হবে না বলে আমি মনে করি। কাজেই সরকারকে অনুরোধ করব তারা যেন এই ব্যবস্থা বাতিল করে দিয়ে আস্তে আস্তে সরকারী কাজের জন্য আলাদা ভাবে নূতন নূতন বাড়ীঘর তৈরী করেন, আর তা না হলে এই সুযোগে ধনিক শ্রেণীরা সব চাইতে বেশী লাভবান হবেন। কেন না আজকে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে এই ব্যবস্থায় আমাদের সরকার কোনমতেই লাভবান হচ্ছে না। তারপরে বিরোধীপক্ষ থেকে বেকারদের সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা জানি যে আমাদের সরকার এই বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য তৎপর হয়েছেন। সরকার এই সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য নানা ধরনের প্রকল্প হাতে নিয়েছেন। তারা কিন্তু বেকার বেকার করে শুধু চীৎকারই করছেন কিন্তু

এই সমস্যার সমাধানের জন্য কোন সাজেশান রাখতে পারেন নি। তাই আমি তাদেরকে অনুরোধ করব এইভাবে চীৎকার না করে আপনারা যদি সত্যিই এই বেকার সমস্যার দ্রুত সমাধান চান,তাহলে আমাদের সাথে এগিয়ে আসুন যাতে আমরা সবাই মিলে এই সমস্যার সমাধান করতে পারি। এই বেকার সমস্যা শুধুমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্যাই নয় বা এটা একটা রাজনৈতিক সমস্যাও নয়। এটা হচ্ছে একটা জাতীয় সমস্যা। 'আজকে যেখানে হাজার হাজার বেকার চাকুরীর অভাবে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে তাদের কিভাবে বেশী পরিমাণে চাকুরী দেওয়া যায় তাদের বেকারত্বের সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্তি দেওয়া যায় সেজন্য আপনারাও সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করুন। তারপরে এই বাজেটে স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনার দিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে সাবডিভিসনে যেসব হাসপাতাল আছে তাতে রোগীরা মাটিতে শুয়ে থাকে সিটের অভাবে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার যাতে সাবডিভিশন হাসপাতালগুলিতে সিটের সংখ্যা আরও বাড়িয়ে দেন এবং রোগীর যাতে সুষ্ঠু চিকিৎসা হয় তার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দীর্ঘদিন যাবত কংগ্রেস থেকে চীৎকার করে আসছে পঞ্চায়েতের ক্ষমতার জন্য। পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়া হবে এবং পঞ্চায়েতের মারফতে গ্রামের সাধারণ বিচার আচার দেওয়ানী, ফৌজদারী এবং রাজস্ব সংক্রান্ত মোকদ্দমারও ভার পঞ্চায়েতের উপর দেওয়া হবে সেটি সত্যিই অভিনন্দন যোগ্য। গ্রাম পঞ্চায়েতের মেম্বারগণ আমাদের মতই নির্বাচিত প্রতিনিধি তাঁরা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান পূর্ণ ক্ষমতা পান সেদিকে সরকার আরও দৃষ্টী দেবেন। আমার জানা আছে কোন কোন অফিসার গ্রামে গিয়ে পঞ্চায়েতের মেম্বারদের কোন বক্তব্য শুনেন না তাঁদের ডেকে ডেকে অফিসারদের নিজস্ব মতেই কাজ করান সেটি উচিত নয়। তাঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে গ্রামের সাধারণ লোকের সঙ্গে যাঁরা মিশে আছেন সাধারণ লোকের অভাব অভিযোগ সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে যেন অফিসারগণ কাজ করেন তার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। সমবায়ের ব্যাপারে আমি বলেছি একটু আগে আবার বলছি কৃষি ঋণের ব্যাপারে সমবায় যে বিরাট পদক্ষেপ নিয়েছে তা আমি বিলো-নীয়াতে একটি প্রমান পেয়েছি। বিলোনীয়াতে প্রায় ১২ লক্ষ টাকার কৃষিঋণ সমবায়ের মারফত দেওয়া হয়েছে এই সমবায়ের যাতে উন্নতি হয় এবং গ্রামের চাষীরা যাতে আরও উন্নতি করতে পারে সেজন্য সমবায়গুলি আরও শক্তিশালী এবং ঋণ দানের ক্ষমতা আরও ব্যপক করা উচিত। তাছাড়া এখানে আমি দেখেছি দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেওয়ার জন্য একটা ব্যাংক হয়েছিল যেটি নাকি আপাততঃ বন্ধ হয়েছে। কৃষকরা দীর্ঘমেয়াদী ঋণের জন্য এই ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিতেন। আমি যখন মফস্বলে গিয়াছিলাম তখন নানা লোকে আমাকে বলেছে এই ব্যাঙ্ক থেকে আমরা টাকা পেতাম এখন সেই ব্যাঙ্ক টাকা দিচ্ছে না। কৃষকরা যাতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ পেতে পারে সেই দিকে সরকার দৃষ্টী দেবেন। যেসব প্রাইমারী কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে সেগুলি থেকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেয় এবং সেখানে টাকাও ব্যাপক-ভাবে দেওয়া হয় না। সমিতিগুলি ৪০০ টাকা অবধি পেতে পারে Maximum দেখেছি ৮০০০০ টাকা করে দেওয়া হয়। টাকা ৮০০০০ উপর দিতে পারছে না। দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের

পরিকল্পনা সরকার নিয়েছেন এবং ব্যাঙ্কটি যাতে চালু থাকে সেজন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করব। সামগ্রিক দৃষ্টিতে এই বাজেট ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে কাজেই এই বাজেটকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করি এবং বিরোধী দলের কাছে আমি অনুরোধ রাখব আপনারা সমালোচনা না করে মুখে ফাঁকা বুলি না আওড়িয়ে আসুন আমাদের সঙ্গে আমরা যেভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গ্রামের মানুষের অভাব দূর করার চেষ্টা করছি। শুধু বক্তৃতা দিয়ে কাজ হয় না। কোন জায়গায় আপনারা বলছেন আজকে এই কংগ্রেস সরকার ধানের কল দিচ্ছে না যেখানে কল আছে সেখানে বলছেন এই সরকার পুঁজিপতিদের ধানের কল দিয়ে আপনাদের মুখের ভাত কেড়ে নিচ্ছে এই ভাবে সমালোচনা উচিত নয়। কোথাও দেখেছি আপনারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করছেন। আমি বগাফাতে দেখেছি সেখানে শ্রেণী ভাগ করা হয়েছে মানুষে মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে সেটি উচিত নয়। আপনারা বাংগালী অবাংগালী বা অন্য কোন রকম Community সৃষ্টি করে ত্রিপুরার মধ্যে অশান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। তাই আমি অনুরোধ করব আপনারা ত্রিপুরাকে এইভাবে ধ্বংস করবার চেষ্টা করবেন না। আপনারা আসুন আমাদের সংগে আমরা আপনাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করব। যদি এই সরকার ভাল কাজ করে তাঁকে সমর্থন করুন যদি সরকার খারাপ কাজ করে তাহলে আমাদের সংগে আলোচনায় বসুন আমরাও আপনাদের মতানুসারে বুঝাপড়া করতে রাজিও হতে পারি যদি আপনারা ঠিকমত কথা বলতে পারেন, বাস্তব আলোচনা করতে পারেন। কিন্তু শুধু সমালোচনা করে লাভ নেই। বাস্তবতা চাই। সি, আর, পি, এনেছে? সি, আর, পি, কে এনেছে তার অনুসন্ধান করুন। টাটা বিড়লার পোষণ কি আমরা করি না আপনারা করেন তা আপনারা ভেবে দেখুন যে যুক্তফ্রন্টের আমলে দেশে ভূমি বণ্টনের নামে যে স্বার্থচক্র চলেছিল সেগুলি কারা করেছিল। তাই আজ আমি আশা করব কমিউনিটির দিকে লক্ষ্য রেখে, কৃষকদের দিকে লক্ষ্য রেখে, বেকারদের দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রামের মানুষের স্বার্থে কাজ করুন। এইদিকে লক্ষ্য রেখে আপনারা আমাদের কর্ম্মপদ্ধতিকে সমর্থন করবেন এই আশা আমি করি এই কথা বলে এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটের জেনারেল ডিসকাশনে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে আমাকে প্রথমেই বলতে হচ্ছে সরকার পক্ষের কয়েকজন সদস্য...বক্তব্য রেখেছেন তাতে তাঁরা কতগুলি ঘটনার মধ্যে যে ইঙ্গিত দেখিয়ে গিয়েছেন তাতে বিরোধী পক্ষের ভূমিকা এবং সরকার পক্ষের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁরা ওয়াকিবহাল কিনা তাতে আমার সন্দেহ হচ্ছে। এই বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই আমাকে বলতে হচ্ছে যে ত্রিপুরা ভারতের একটা অংশ এই যে সমস্যাসংকুল ত্রিপুরা এর সমস্যা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে। এর প্রধান কারণ লোক সংখ্যা। এই লোক সংখ্যা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে। লোক সংখ্যা যে বেড়েছে সেটি ১৯৭১-৭২ সালের যে Census Report সেই report লক্ষ্য

করলে আমরা পরিস্কার দেখতে পাই সারা ভারতের যে গড় এবং রাজ্য ভিত্তিক গড় ধরলে ত্রিপুরার যে লোক সংখ্যা ভারতের অন্যান্য রাজ্যের লোকসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী বেড়েছে। সারা ভারতে লোকসংখ্যা ১৯৫১ সন থেকে ১৯৬১ সন পর্যন্ত এই দশ বছরে ২১,৬৪ আর ১৯৬১ সন থেকে ১৯৭১ সন পর্যন্ত এই দশ বছরে বেড়েছে ২৪,৭৫ আর আমাদের ত্রিপুরাতে ১৯৫১ইং হইতে ১৯৬১ইং পর্যন্ত বেড়েছে ৭৮,৭১ অর্থাৎ সারা ভারতে যা বেড়েছে তার চেয়ে প্রায় ৪ গুণ বেশী। আর ১৯৬১ইং হইতে ১৯৭১ইং পর্যন্ত এই দশ বছরে যা বেড়েছে সেটি হচ্ছে ত্রিপুরাতে ৩৬,৩২ এটা খুব ভয়াবহ সমস্যা। ত্রিপুরার মত দুর্বল রাজ্যের পক্ষে বিভিন্ন সমস্যার মোকাবিলা করার মত কোন রিসোর্স এখানে গড়ে উঠে নাই যা আছে তা অতি নগণ্য। সেইজন্য আজকে যে বাজেট, এই বাজেট ত্রিপুরার জনসাধারণের যে চাহিদা, সেটা মেটাবে না বলে আমি সেটাকে সমর্থন করছি না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী তপশীলি জাতি এবং তপশীলি উপজাতীদের কল্যাণের ব্যাপারে বলতে গিয়ে এক জায়গাতে বলেছেন যে তপশালি জাতি এবং উপজাতি অন্তর্ভুক্ত সমাজের দুর্বল শ্রেণীর উন্নয়নের জন্য ১৯১০ টাকা হারে মজুরী দিয়ে জুমিয়া ভূমিহীন আদিবাসী এবং তপশীলি জাতিকে পুনর্বাসন দেওয়ার সংশোধিত প্রকল্প চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এখানে যে 'মজুরী' শব্দটা ব্যবহৃত হয়েছে, সেটা কি স্লিপ অব পেন হয়েছে না ইচ্ছামূলক ভাবে হয়েছে. তিনি সেটা বুঝিয়ে বলবেন। যদি ইচ্ছামূলক ভাবে হয়ে থাকে, তাহলে আমি এটা বলতে চাই যে কংগ্রেস সরকার তাদের সমাজতন্ত্রের নমুনায় এই উপজাতি এবং তপশিলী জাতীদের আর্থিক উন্নয়ন, তাদের লেখাপড়ার উন্নয়ন সাধন, সর্ব্বোপরি তাদের সার্বাঙ্গীন কল্যাণের যে চেষ্টা করতে সরকার চাচ্ছেন সেখানে এই মজুরী শব্দটা প্রয়োগ করে কংগ্রেসের যে গতানুগতিকতা, বড় বড় জোতদারকে, ব্যবসায়ীকুলকে, পুঁজিপতিকে সাহায্য করে, ছোট এবং মাঝারী যারা আছে, তাদের শোষণের সুযোগ দিয়ে যেটা করে, উদ্দেশ্যমূলক ভাবে এই মজুরী শব্দটা এনে সেই নীতিটাকেই ইঙ্গিত করে বলে আমার মনে হচ্ছে। কারণ এখানে ১৯৭০ সনে ত্রিপুরায় ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বলে যে ডিপার্টমেন্ট, সেখানে ট্রাইবেল এ্যাডভাইসরী বলে একটা বোর্ড ছিল, তার মেম্বার আমিও ছিলাম, আমার পরিষ্কার স্মরণ আছে যে এই উপজাতিদের পুনর্বাসনের হার পুনর্বিবেচিত হয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে ৫০০ টাকার পরিবর্তে ১৯১০ টাকা করা হবে এবং এই ১৯১০ টাকা কি কি খাতে খরচ হবে, তার একটা ব্রেক আউটও সেখানে দেখান হয়েছে, আমার কাছে তার একটা কপি আছে আমি দেখাতে পারি সেটা, সেটা হচ্ছে রিক্লেমেশন কষ্ট ৪৯৫ টাকা, কষ্ট অব বিলডিং ৫০০ টাকা, এ্যাগ্রি পারপাসে ৬৬৫ টাকা, এইভাবে প্রতি পরিবারকে ১৯১০ টাকা দেওয়ার কথা ছিল, সেখানে মজুরীর কোন প্রশ্ন ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ে সরকারী পলিসী যদি চেঞ্জ করে থাকেন, সমগ্র উপজাতিকে এই জুমিয়া পুনর্বাসনে স্কীমে যদি মজুরী খাটিয়ে দৈনিক ভিত্তিতে মজুরী দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়ে থাকেন,তাহলে সমগ্র উপ-

জাতি জনতাকে মজুর শ্রেণীতে পরিণত করার উদ্দেশ্যমূলক পরিকল্পনা বলে আমি মনে করছি। তাই মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সমগ্র উপজাতি সমস্যা শুধু জুমিয়া পুনর্বাসন সমস্যাই নয়, তাদের শিক্ষা ক্ষেত্রে সমস্যা, আরও বড় সমস্যা এবং এই যে ১৯১০ টাকা যেটা আগে বলেছিলাম টেষ্ট কেস্ হিসাবে চালু করতে গিয়ে যেভাবে দেখিয়েছেন, সেটা বড় নৈরাশ্যজনক। ১৯৭১ সন থেকে ঐ ১৯১০ টাকার স্কীম চালু হয়েছে, এই স্কীমের টেষ্ট কেস হিসাবে আঠারমুড়া রেঞ্জে যেসব উপজাতি জনতা আছে, সেই উপজাতি পরিবারকে সার্ভে করা হয়েছে এবং তার সরকারী হিসাবে দেখিয়েছেন সেখানে ১০০ পরিবার আছে, সেই ১০০টি পরিবারকে নয়টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে এবং ঐ নয়টি গ্রুপের মধ্যে প্রথম ব্যাচ হিসাবে বেছে নিয়ে সরকার টেষ্ট করে দেখবেন, তারপর স্কীমকে রূপায়ণ করবেন, ভাল কথা। কিন্তু তার প্রথম দুই বছরের চিত্র আমরা যা পেয়েছি, সেটা মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক, সেটা হচ্ছে সরকার ঐ গ্রুপকে দুইটি গ্রামকে নিয়ে করেছেন, একটিতে আছে ১০টি পরিবার, সেই গ্রামের নাম মালুই রিয়াং চৌধুরী পাড়া, আরেকটি হচ্ছে......রিয়ান চৌধুরী পাড়া, সেখানে আছে ৮৮টি পরিবার। সরকার প্রথম কিস্তিতে তাদের দিয়েছেন মোট ৬০০ টাকা, এই ছয় শত টাকাকে দুই ভাগ করা হয়েছে, প্রথম ২৫০ টাকা, তারপর ৩৫০ টাকা এই প্রথম ২৫০ টাকা যে দেওয়া হয়েছে, সেটা বলা হয়েছে জঙ্গল পরিষ্কার করার জন্য আর বাকী ৩৫০ টাকা সেটা ফলের চারা কেনার জন্য। এর জন্য হেড চেঞ্জ করে এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টকে দেওয়া হয়েছে। ১৯৭১ সনে দিয়েছে, এখন ১৯৭২ সনের মাঝামাঝি। জুমিয়া স্কীমের রূপায়ণ আরম্ভ হল কিন্তু এ্যাগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে যে ৩৫০ টাকা করে দেওয়ার কথা, তার কোন পাত্তা নেই, শেষ পর্যন্ত সেই এ্যাগ্রিক্যালচার ডিপার্টমেন্ট এই টাকা, প্রায় এক লক্ষ টাকা সরবরাহ করতে পারে নাই। এর জন্য দোষী ডিপার্টমেন্ট নয়, তার জন্য সরকার দায়ী। তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার হরটি-কালচার স্কীম চালু করে, যদি প্রথমে ১০০ পরিবারকে পুনর্বাসন দিত তাহলে এই একশত পরিবারকে সমগ্র ভারতবর্ষ ফলের চাড়া যোগাতে পারবে কি আমার সন্দেহ আছে। তাই আমি এই স্কীমকে বিবেচনা করার জন্য সরকারকে অনুরোধ করছি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, তপশিলী জাতি এবং তপশীলি উপজাতি ছেলে মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে, ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে ভাল কথা। ভারত সরকারের যে ইনটিগ্রেসনের নীতি সেই ইনটিগ্রেসন নীতি ত্রিপুরাতে চালু করতে গিয়ে, যে উদ্দেশ্যে চেষ্টা করা হয়েছে, সেটা অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে দেখে আমি অত্যন্ত দুঃখিত স্যার। জিনিষটাকে আমি এখানে বুঝিয়ে বলছি। ১৯৫৮ সন থেকে ভারত সরকার, তথা ত্রিপুরা সরকার চিন্তা করলেন যে শিক্ষা ক্ষেত্রে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতীদের বোর্ডিং এক জায়গায় করা হবে একই রকম সুযোগ তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতীরা পাবে, এটা নেশান্যাল ইনটিগ্রেশনের ইস্যুতে সাহায্য করেছিল, ভাল কথা, কিন্তু একই সংগে রাখতে গিয়ে আমরা কি দেখি যে তপশিলী উপজাতিদের যে সুযোগ সুবিধা সেটা কমে যাচ্ছে, তপশিলী জাতিরা বেশী সুবিধা নিচ্ছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বোর্ডিংগুলি যদি দেখি—যেমন বিলোনিয়া বোর্ডিংএ আগে ছিল তপশিলী

উপজাতি ছাত্র ৩০ জনের মত, এখন সেখানে তিনজন মাত্র, এবং ২৭টি সীট তপশিলী জাতির জন্য হয়ে গেছে। সারা ত্রিপুরার ষ্টেটেষ্টিক যদি আমরা নেই, তবে আমি জানি এটা ঠিক যে হোষ্টেলে সুযোগ গ্রহণ করার সুযোগ উপজাতিদের অনেক কমে গেছে এবং তপশিলী জাতীরা বেশী সীট পাচ্ছে তপশিলী উপজাতির ছাত্ররা শহরে বন্দরে এসে মন্ত্রীকে তেল দিয়ে ভর্তির সুযোগ করে নিতে পারেনা, তারা চিন্তা চেতনায় তপশিলী জাতীদের চেয়ে অনেক পিছনে, তাছাড়া সেখানে অনেক নকল তপশিলী জাতী আছে বলে আমি মনে করি। কাজেই এই যে অনুন্নত শ্রেণীকে উন্নত করার পরিকল্পনা, সেটা রূপায়ণ করতে গিয়ে সমগ্র ভারতের অনগ্রসর জাতীকে তিন চার অংশে ভাগ করা হয়েছে—যেমন তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটি, এই ভাগ করার পিছনেও উদ্দেশ্য আছে। যারা তপশিলী উপজাতি তাদের টেনে তুলে নেওয়ার জন্য তাই উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যারা তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি তারা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশ। সেই দুর্বল অংশকে টেনে তুলবার জন্য সরকার পরিকল্পনা নিয়েছেন এবং কতগুলি ক্রাইটেরিয়া আছে কারা তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতি হবে। ত্রিপুরার কতগুলি জাতি আছে যারা এই তপশিলী জাতিতে পড়ে না, যেমন মাহিষ্য দাস, মজুমদার আছে, দত্ত আছে, রায় আছে। কিন্তু এখন ত্রিপুরাতে তারা সবাই তপশিলী জাতিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সরকারের চেষ্টা ছিল যারা দুর্বল তাদের টেনে তুলা। আর ত্রিপুরা সরকার সেটা করেছেন সবল অংশকে দুর্বল অংশের উপর ভাগ বসিয়ে ঐ দুর্বল অংশকে আরও দুর্বল করার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা অবিলম্বে সরকারের দৃষ্টিতে থাকা দরকার বলে আপনার মাধ্যমে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সারা ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় ত্রিপুরায় বেকার অনেক বেড়ে গেছে এবং ত্রিপুরায় যারা বেকার রয়েছে তাদের কর্মসংস্থানের সুযোগ ত্রিপুরার বাজেটে যা দেখানো হয়েছে সেটা বড় নৈরাশ্যজনক। অর্থমন্ত্রী বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন এবং পত্রপত্রিকায়ও দেখি যে মুখ্যমন্ত্রী বলে থাকেন যে এত বছর এতজনকে কর্মসংস্থান দেবেন। সেটা কিন্তু কোন্ খেতে এবং কিসের ভিত্তিতে দেবেন সেটা উল্লেখ নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে বেকারকে চাকরী দিবে এটা সরকারের পার্টিগত কোন উদ্দেশ্যমূলক কার্য্য সিদ্ধি হতে পারে বা বেকার যুবককে উত্যক্ত করে, তাদের লেলিয়ে দিয়ে হয়ত অফিসের চেয়ার দখল করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে সমাজের কোন কল্যাণ হবে বলে আমার মনে হয় না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইন্দিরা সরকার ভূমির উর্দ্ধসীমা কমিয়ে ভূমি সংস্কার আইনকে সংশোধন করে জমি ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করে দেবার যে আওয়াজ তুলেছেন সেই আওয়াজ ত্রিপুরা সরকারের মুখে শুনি না। তবে রেডিওতে, পত্রপত্রিকায় আমরা শুনেছি এবং দেখেছি যদি সেই আওয়াজ বাস্তবে রূপায়িত হয় তবে খুব ভাল কথা। তবে আইন সংশোধন করতে আমার মনে হয় ত্রিপুরা সরকার ১০ বছর কাটিয়ে দেবে অথবা তাদের বাকী জীবনটা কাটিয়ে দেবে। কারণ গত ২৫ বছরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে আমরা দেখি এই রকম অনেক বাজেটের টাকা নষ্ট হয়েছে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের বিধানসভার তখন ক্ষমতা ছিল না।

সেজন্য আইন পাশ করতে পারে নি। সেটা ভাল কথা। কিন্তু এখন ক্ষমতা হয়েছে। এখন আইন কর। এখন আমরা শুনেছি এই সরকার বলছে পূর্ণ রাজ্য পেয়েছে। ভাল কথা। এখন সব কাজ পূর্ণ রাজ্য করতে পারে। কিন্তু পূর্ণ রাজ্য পাওয়ার মধ্যেই তাদের সব কিছু শেষ মনে হয়। এইটুকু বলেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বন্ধু বাজুবন রিয়াং এর কথা আমি পরিস্কার করে দিচ্ছি। উনি যদি ইংরেজী বইটা দেখেন তা হলে দেখতে পাবেন যে এটাতে ঠিক জিনিষটা আছে। বাংলা অনুবাদ করতে গিয়ে এটা ভুল হয়ে গেছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কি শ্লিপ অব পেন? তাহলে আমার বক্তব্য আমি রাখতাম না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেট পেশ করা হয়েছে, টাকা পয়সা রাখাও আছে, এখন বাজেট পেশ করতে অ্যাভেলেবিলিটি অব ফাণ্ড বড় কথা। বাজেট যদি আজকে দুইশ কোটি টাকা রাখা যেত তাইলে টাকা তো পাওয়া যেতনা। সুতরাং অ্যাভেলিবিলিটি অব ফাণ্ডের উপর নির্ভর করে যে বাজেট তৈরী করেছেন তাও সব টাকা পাওয়া যাবে না—ঘাটতি আছে। একে আমি সমর্থন করি। বাজেটের ঘাটতি টাকা কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আনা হবে। বাজেটে যে টাকা ধরা হয় ত্রিপুরার উন্নতির জন্য তাতে ত্রিপুরা সরকার গত ২৫ বছরে কাজ কিছু করতে পারে নি তা নয়। তবে কেন এত অভিযোগ? কেন এত কথা? আমাদের মনে ও যে কথা উঠে সেটা হচ্ছে সরকারী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি এবং বা যাও হচ্ছে বা অর্দ্ধেক হলে পরে বাতিল করে রাখা হয় সেটা হচ্ছে ষ্ট্যাটিসটিকের কারচুপি। প্ল্যান যারা করে সেটা তাদের অনীচ্ছা বা অনভিজ্ঞতাও বলতে পারি। সুতরাং অনেক কিছু হওয়ার পরেও অনেক কিছু হয় নি। যে জিনিষ হয়নি তা যে আগে হওয়া উচিত ছিল সেই সব ক্ষেত্রের উল্লেখ আমাদের করতে হবে। সেটা যদি আমরা না করি তাহলে বাজেটকে যারা রূপায়ন করবেন, আজকে বাজেট আলোচনার পরে মন্ত্রীরা বা অফসাররা যা রূপায়ণ করবেন তাতে তাদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য আমাদের কিছু সাজেশান রাখা উচিত। তাতে তারা অনেক সময় হয়তো দুঃখিত হতে পারেন। কারণ সমালোচনা করতে গেলে এমন অনেক কথা বলতে হয় যা শুনতে হয়ত ভাল লাগে না। তাহলেও উপায় নাই, আমাদের বলতেই হয়।

কৃষির কথা বলতে গিয়ে আমি বলব যে সেচ ব্যবস্থা এত ত্রুটি পূর্ণ যে, যেখানে সেচ ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে সেগুলি ত্রুটপূর্ণ বলে কাজে আসেনি বলে আমি শুনেছি। আর যেখানে করা জেত কিছু সেখানে মোটেই করছেন না। বাজেট লিষ্টে ফালতু একটা সংখ্যা রাখেন। এই সারা বইটার মধ্যে মাইনর ইরিগেশন সাক্রম সাব-ডিভিশনের জন্য একটা বরাদ্দ আছে। সেটা হল সিডিউল অব ওয়ার্কস রিলেটিং টু পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট। পৃষ্ঠা ৩৬, আইটেম ১৩ বাবুগ্রাম রিক্লেমেশান স্কীম। এই একটা মাত্র স্কীমই আছে সাক্রম সাব ডিভিশনে। ৯,০০০ টাকা

তার এষ্টিমেট কষ্ট। কিন্তু এই বছরের জন্য একটা পয়সাও ধরা হয়নি। এবং দেখেছি এটা হচ্ছে থার্ড টাইম, তৃতীয়বার এই নামটাকে এইভাবে রাখা হয়েছে। তাহলে কি বুঝব আমি? তাহলে এটা কি বুঝব যে সাব্রুমের জন্য একটা নাম রাখতে হয়, তাই রাখা হল? এটাকে পর পর ৩ বছর ধরা হয়েছে, ৯০ হাজার টাকা, এষ্টিমেট কষ্ট হচ্ছে ৯০ হাজার টাকা। এ কি অদ্ভুত কথা? এখানে অনেক জিনিষ করা যায়, সাব্রুমের মধ্যে অনেক নদী ও অনেক ছড়া ইত্যাদি আছে, যেমন ফেনী নদী, মনু নদী। এখানে জলের ব্যবস্থা করলে বরো ফসল হয়, হাজার হাজার একর জমিতে এই বরো ধান হতে পারে। আমি এও শুনেছি যে কাপ্তাই থেকে পাওয়ার আনা হবে। আর ডম্বুরের কথা এখানে না বলাই ভাল, এটা হচ্ছে একটা সাদা হাতী, বছর বছর টাকা খরচ করা হচ্ছে কিন্তু কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা শুনেছি এই প্রজেক্টের যারা কন্ট্রাক্টর, তারা তাদের খেয়াল খুশী মত কাজ করে চলছে। আবার এমনও শুনেছি যে তিন ফুট দেওয়াল করার জন্য টাকা নিচ্ছে আবার সেই তিন ফুট দেওয়াল ভাঙ্গার জন্যও টাকা নিচ্ছে। এই সব অবস্থা সেখানে চলছে, তা সত্বেও আমাদের মন্ত্রী মশাইরা আশা করছেন যে এই প্রজেক্ট ১৯৭৩-৭৪ সালের মধ্যে হয়ে যাবে। তবে আমরা যতটা বুঝতে পারছি, তাতে মনে হয় এটা একটা ফাঁকা কথা ছাড়া আর কিছুই নয়। এতদিনেও যখন আমরা এর থেকে পাওয়ার পাইনি, ভবিষ্যতেও যে পাব এমন ভরসা করার কিছু আছে বলে আমি মনে করি না। তারপরে সেই প্রজেক্টের মধ্যে একটা ডাকাতি হয়েছে এবং তাতে করে কিছু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কাজেই আমাদের পাওয়ার আনতে হবে এবং সেই সংগে জলের ব্যবস্থা করতে হবে, আর তা যদি না করা যায়, তাহলে আমাদের কৃষকেরা কিছু করতে চাইলে, তারা সেটা করতে পারবে না। আজকে আমরা ত্রিপুরার কৃষকদের মধ্যে একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, সেটা হল তারা তাদের জমিতে ৩ ফসল করতে আগ্রহী। তারা বলছে যে আমাদের জন্য তোমরা এই সব ব্যবস্থা কর, তাহলে পর আমরা ত্রিপুরাকে খাদ্যের দিক দিয়ে স্বয়ং সম্পূর্ণ করে দেব। কিন্তু সরকার সেদিক দিয়ে এখন পর্য্যন্ত তেমন কিছু করতে পারছে না। কাজেই ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি যদি সত্যিই আমাদের কাম্য হয়ে থাকে, তাহলে আমাদের প্রথমেই কৃষকদের দিকে লক্ষ্য করতে হবে, কৃষকের উন্নতি মানে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি। আর যেখানে এক্ষুনি পাওয়ার না আনা যায়, সেখানে ২৫ H. P. মেসিন বসানো যায় কিনা, সেটা ভেবে দেখা উচিত। তাছাড়া ত্রিপুরাতে নদীর সংখ্যা তো কম নেই। আমার সাব-ডিভিশন সাব্রুমে মনু নদী আছে, তার উপর একটা ব্রীজ হওয়ার কথা আছে, গত ৩ বছর যাবত বাজেটে এটার কথা উল্লেখ করা আছে সিডিউল অব ওয়ার্কসে। গত বছরও এর জন্য ৭ লক্ষ টাকা ধরা ছিল, কিন্তু এই বছর সেটার জন্য এক পয়সাও ধরা নেই। কাজেই এই যে অবস্থাটা চলছে, এটা কি? স্যার, এই সাব্রুম থেকে মনু পর্য্যন্ত ৯ মাইল রাস্তা, সেদিন আমাকে এই রাস্তা হাটতে হয়েছিল। শুধুমাত্র এই মনু নদীর উপর একটা পুলের জন্য সেদিকে কোন গাড়ী যায় না। স্যার, এটা একটা অসহায় অবস্থা যদি অতি সত্বর দূর করা না হয়, তাহলে সেই অঞ্চলের মানুষের আর দুর্ভোগের সীমা থাকবে না। আমি আশা করি যে মন্ত্রী মশাইরা এটা সহজে উপলব্ধি করতে পারবেন। তাছাড়া গত বছরে একটা এস, পি, টি, ব্রীজের

কাজ আরম্ভ হয়েছিল, সেখানে প্রায় ৫০/৬০ হাজার টাকার কাজ হয়েছে, দুই দিকের এ্যাপ্রোচ তৈরী হয়ে গিয়েছে এবং কিছু খুঁটিও পোতা হয়েছে। স্যার, আগরতলা থেকে মনু পর্য্যন্ত ১২০ কিঃ মিঃ রাস্তার মাল পরিবহনে মণ প্রতি ভাড়া দিতে হয় মাত্র ১.৫০ টাকা আর বাকী ঐ ৯ মাইল রাস্তার জন্যও ভাড়া দিতে হয় ১.৫০ টাকা, গাড়ী সেখানে যাবে না এই পারে যে মাল যাবে সেগুলি নৌকাতে ওপারে নিয়ে ৪/৫ দিন পর গরুর গাড়ী করে ঐ পারে যায়, সেজন্য সেখানে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রেরও দাম বেশী পড়ে। সেজন্য আমি বলেছিলাম যে একটা এস, পি, টি, ব্রীজ যদি করে দেওয়া হয়, তাহলে মানুষের যাতায়াতের পক্ষে অনেকটা সুবিধা হয়। শান্তির বাজারে একটা ব্রীজ আছে, বিলোনীয়াতেও এই রকম আর একটা ব্রীজ হওয়ার কথা কিন্তু সেখানেও এটা হচ্ছে না, এর পিছনে যে কি আছে, সেটা আমি বুঝি না। তারপরে কৃষির কথা বলতে গিয়ে বলব, শ্রীনগর অঞ্চলে মেরু ছড়া বলে একটা ছড়া আছে, সেটাকে যদি খুড়িয়ে দেওয়া যায়, তাহলে সেই অঞ্চলের কয়েক হাজার একর জমিতে ফসল উৎপন্ন হতে পারে। মাননীয় কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ও এটার কথা জানেন এবং স্বচক্ষে তিনি সেটা দেখেছেন। কাজেই এদিকে যদি তৎপর হওয়া যায় তাহলে সেই অঞ্চলের কৃষকেরা বিশেষ ভাবে উপকৃত হতে পারে। তারপরে আমাদের সেখানকার সীমান্ত অঞ্চলের মানুষেরা গত পাক ভারত যুদ্ধের সময়ে বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যার ফলে পরবর্ত্তী সময়ে তারা সরকার থেকে কিছু সাহায্য পেয়েছে, কিন্তু যেটা পেয়েছে, সেটা তাদের ক্ষতির তুলনায় অনেক কম। কিছুই নয় বলা যেতে পারে। আমি শুনেছি ভারত সরকার এই টাকা দিবেন, কাজেই আমাদের সরকার যদি এদিকে সচেষ্ট হন তাহলে সীমান্ত অঞ্চলের মানুষেরা আর কিছু বেশী পরিমাণে টাকা পেতে পারেন। এটা শুধু সাব্রুম সীমান্তের কথা নয়, ত্রিপুরা রাজ্যের সব সীমান্তের কথাই আমি বলছি যেমন ধর্ম্মনগর, কৈলাশহর, কমলপুর, খোয়াই, সোনামুড়া এবং বিলোনিয়া, তাছাড়া আগরতলার কাছাকাছি জায়গার মানুষেরা এই যুদ্ধের ফলে কম বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আজকে যে কৃষকের গরু নেই, তার কিছু নেই বল্লেও অত্যুক্তি হবে না। গত বছর যুদ্ধের সময় কয়েক মাস ধরে সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসীরা কোন ফসল করতে পারে নি, এমন কি তাদের হাতে যে টাকা পয়সা ছিল, তাও যোদ্ধের সময়কার পরিস্থিতির জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য এদিক সেদিক ছুটা-ছুটি করে সেগুলিও নষ্ট হয়ে গেছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কাউকে কাউকে ২০০ টাকা সাহায্য দেওয়া হয়েছে, আবার কাউকে একেবারে দেওয়া হয়নি। আমাদের সীমান্ত অঞ্চলের মানুষেরা অত্যন্ত গরীব মানুষ, তাদেরকে যেন আরও আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয় সেজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে ডিফেন্স প্রিপারেশনের জন্য কোন জায়গায় সেনাবাহিনী কর্তৃক ট্রেঞ্চ, বাঙ্কার ইত্যাদি করা হয়েছে। এমনও কতকজায়গা আছে, যেখানে এত বাঙ্কার তৈরী করা হয়েছে যে সেগুলি ভর্ত্তি করতে হয়তো কয়েক হাজার টাকার প্রয়োজন হবে। তাছাড়া বাড়ীর ভিতর বাহিরেরবাগান প্রভৃতি কেটে মানুষের অনেক টাকার গাছ গাছড়া নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই সবের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সরকার থেকে কিছু কিছু বাড়ী গিয়ে একটা লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে এবং সেজন্য কিছু টাকা কিছু লোককে পেমেণ্টও দেওয়া হয়েছে। সেখানে এমনভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে যেখানে ৫০ জন লোক

ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, সেই জায়গাতে মাত্র ২৫/৩০ জন লোককে কিছু টাকা দেওয়া হয়েছে আর বাকী ২০/২৫ জন লোক কিছুই পায় নি। কাজেই আমি বলব যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা কৃষক মানুষ, গরীব মানুষ, ভারত সরকার তাদের টাকা দিচ্ছে এখন সেই টাকাটা যদি আমাদের রাজ্য সরকার ভারত সরকারের কাছ থেকে আদায় করে তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করেন, তাহলে এই সব মানুষ কিছুটা উপকৃত হতে পারে।

তারপরে চিকিৎসা দপ্তর সম্বন্ধে আমার একটা অভিযোগ আছে, অভিযোগটা হচ্ছে মহারাজার আমলে আমলীঘাটে একটা ডাক্তারখানা ছিল. কিন্তু এখন দেখছি সেটাকে বর্তমান সরকার উঠিয়ে দিয়েছে। পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দেওয়ার সময়ে জলেফাতে সরকার ডাক্তারখানা করল এবং স্বভাবতই আমাদের বুঝতে হবে যে ভারত সরকার রিলিফের যে ডাক্তারখানা করেছেন সেই ডাক্তারখানা দিল্লী থেকে করেন নি এখানকার স্বাস্থ্য বিভাগের অনুমোদন নিয়েই করেছেন তাঁরা যেখানে justify করে। কিন্তু পরবর্ত্তি সময়ে যখন এটা handover করা হল ডাক্তার. ডাক্তারখানা, ঘর furniture ঔষধ ইত্যাদি staff সহ regular department'এর কাছে তখন তারা দয়া করে, সেটি তুলে দিলেন। নূতন কিছু আমরা করতে পারছি না। নূতন ডাক্তারখানা করতে গেলে আমাদের শুনতে হয় ডাক্তার নেই ডাক্তার নেই ডাক্তার যেতে চায় না এইসব নানা কথা। ডাক্তাররা যেতে চান না তা আমি বুঝতে চাই না ডাক্তাররা যেতে চাইবেন ডাক্তাররা কেন যেতে চাইবেন না। ডাক্তারদের যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামাঞ্চলের একটা জায়গায় যদি ডাক্তারকে ফেলে রাখা হয় ৩/৪ বছর তাহলে সেখানে তাঁর কোন attraction তখন থাকে না। শহরাঞ্চলে যাদের যেসব সুযোগ সুবিধা দূরগ্রামে সেগুলি পান না ডাক্তারবাবুরা, তাঁকে যদি এক বছরের জন্য পাঠান গ্রামের কোন ডিস্‌পেন্‌সারিতে কেন যাবেন না ডাক্তারবাবু নিশ্চয়ই যাবেন। শহরের ডাক্তাররা বিশেষ করে আগরতলার ডাক্তাররা private practice করছেন ঠিকই কিন্তু তাঁরা non-practicing allowance পাচ্ছেন সরকার সেটি জানেন। আমি অবশ্য বলতে পারি না যে সরকার এক্ষণই সেটি বন্ধ করে দিতে পারবেন। ওরাও কেউ স্বীকার করেন না তাঁরা non-practicing allowance নিয়েও private practice করছেন। কিন্তু ঘটনা এটা আমরা যারা সাধারণ মানুষ আমরা দেখছি আমরা যারা আগরতলায় আছি আমরাও দেখছি যে ডাক্তাররা প্রাইভেট প্রেক্‌টিস করছেন। কিন্তু কেন তাঁদের non-practicing allowance দেওয়া হয় তাঁদের non-practicing allowance বন্ধ করে দিন। আগরতলায় যারা আছেন তারা সুযোগ পাচ্ছেন গ্রামাঞ্চলের ডাক্তারদের সে সব সুযোগ নাই সুতরাং এই সব অ্যালাউন্স বন্ধ করে দিন। এই জন্য গ্রামাঞ্চলের ডাক্তারদের কোন attraction থাকে না। একমাত্র মানবতা বোধ নিয়ে যদি কেউ জান তাহলে আলাদা কথা। সেই মানবতাবোধও সব সময় আসে না কারণ সব কিছুরই সংগে টাকা পয়সার প্রশ্ন জড়িত। তাই আমরা জোর করে বলতে পারছি না তাঁদের মানবতাবোধ নিয়ে তাঁরা পরিচালিত হবেন। কারণ তাঁরা ডাক্তার, এই noble profession যখন নেন তখন তাঁদের এই স্বীকৃতি দিতে হয় দুঃখী মানুষের সেবা করব। কিন্তু বাস্তব অবস্থা তো তা নয়। সুতরাং সেই ভাবে কিছু করা যায় কিনা গ্রামাঞ্চলে যেসব ডাক্তার থাকবেন তাঁদের জন্য special ব্যবস্থা কিছু থাকবে। তাঁদের বাড়ীগুলি ভাল ভাবে

তৈরী করা হবে। ওখানে তাঁদের এক বছরের বেশী রাখা হবে না। এইসব জিনিষ যদি দেওয়া হয় দীর্ঘকাল যদি গ্রামে থাকতে না হয় তাহলে আমার মনে হয় ডাক্তাররা গ্রামে যাবেন। কিছু department যেমন Education Deprtment 'এর প্রায় সমস্ত গ্রামের স্কুল দূরবর্ত্তী দুর্গম অঞ্চলের inaceessible areaর স্কুলগুলির জন্য বা অন্যান্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারীদের ইদানীং Difficult area Allowance কিছু কিছু দেওয়া হয় কিন্তু সেটি এমন ভাবে দেওয়া হয় সকলে সেই সব সুযোগ পান না। আমি শুনে অবাক হয়েছি ছামনু Block Headquarters যা ছামনু ছড়াকে base করে করা হয়েছে এবং এপাড়ে যারা আছে তারা পাবেন উপারে যারা আছেন তারা পাবেন না। এই ছামনু ছড়ার উপারে যে গ্রামটি সেখানে পাবেন না সেখানে যে ভি, এল, ডাব্লিউ বা শিক্ষক আছেন তিনি পাবেন না কিন্তু তিনিও এই ব্লক areaতে কাজ করছেন সুতরাং এটাকে পুনর্বিন্যাস করা দরকার। এসব সুবিধা ডিফিকাল্ট এরিয়ার জন্যও যারা এইসব স্থানে থাকেন ১০ টাকার মত তারা পান এবং সেই এরিয়াটা ঠিক করে নেওয়া উচিত। দূরবর্ত্তী অঞ্চলে যারা থাকেন গ্রামাঞ্চলে যারা থাকেন সেই এরিয়াটাকে ঠিক করে নেওয়া উচিত এবং ত্রিপুরার প্রায় সব জায়গাইতো গ্রাম তার মধ্যে কোনটা সব চাইতে খারাপ তা ঠিক করে নেওয়া দরকার এবং এইরূপ কোন দুর্গম জায়গায় ১ বছর দেড় বছরের বেশী তাদের রাখা হবে না এই policy যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে এই যে আমরা শুনি মাষ্টার মশাইরা গ্রামে যান না স্কুলে যান না এই অভিযোগ দূর হবে, অবশ্য আমি বলছি না সবাই এই রকম কিন্তু এটা একটা কমন ঘটনা। Supervision ও ঠিক মত হয় না। মাষ্টার মশাইরা স্কুলে যাবেন না বেতন পাবেন। বেতন কেন পাবেন? Supervision হয় না। Supervision কেন হয় না? এইগুলি ত্রুটি। এইসব প্রশাসনিক ত্রুটি। এইসব ত্রুটিগুলি দূর করতে হবে এবং তা যদি দূর করা যায় তাহলে অনেক বেশী কাজ ত্রিপুরাতে হবে। স্কুলে পড়ানোর জন্য স্কুলের মাষ্টার নিয়োগ করা হয় এবং কিছু কিছু সুযোগ সুবিধা দূরবর্ত্তী অঞ্চলে যারা থাকেন তাদের দেওয়া হয়, তখন কিছু কাজ উনারা নিশ্চয়ই করবেন। বর্ত্তমানে শিক্ষা ব্যবস্থার যে ত্রুটি সেই ত্রুটির ফলে এসব হচ্ছে উনারা গ্রাম ছেড়ে এসে বা নিজের গ্রামে এসে রাজনীতি করার সুযোগ পান এবং এই রাজনীতির শীকার তারা প্রথমেই হয়ে পরেন স্কুল কলেজে শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটির জন্য। শিক্ষা ব্যবস্থার সব চাইতে বড় ত্রুটি হচ্ছে স্কুলের পরীক্ষা ব্যবস্থায়। স্কুল ১১দশ শ্রেণী হবে না ১২শ শ্রেণী হবে না ১০ম শ্রেণী হবে আজ পর্যন্ত পণ্ডিতরা ঠিক করতে পারছেন না Degree Course সেটি ২ বছরের হবে কি ৪ বছরের হবে না ৩ বছরের হবে তাও ঠিক করতে'পারেন নি। পণ্ডিতেরা বলছেন যে এর ভিতরে কোনও না কোন একটা গোলমাল আছে সেটিকে বের করতে হবে। কিন্তু ফলে যা হচ্ছে আমরা তা দেখছি। এর ফলে ছাত্রদের পরীক্ষার প্রতি, পাশের প্রতি কোন attraction নাই। তার উপর পড়াশুনার পরে নাই চাকুরীর কোন guarantee ফলে উরাও হয়ে পরে রাজনীতির শীকার। তারপরে যখন তারা চাকুরী পায় তখন তারা আগের উশৃংখলতার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তার জন্য দায়ী তারা নয়, দায়ী পণ্ডিত ব্যক্তিরা, যারা এইসব গলদ গুলি আজও দূর করতে পারেন নাই। যেমন স্কুলের ক্লাসগুলি ১০ম শ্রেণী হবে না ১২শ শ্রেণী হবে না ১১দশ শ্রেণী হবে। আজও ত্রিপুরাতে কতগুলি স্কুল আছে ১১দশ শ্রেণীর কতগুলি আছে ১০ম শ্রেণীর। সাব্রুমে যে Girls' School গত বছর হয়েছে 10th Class হবে আর ছেলেদের Higher Secondary School সেটি হচ্ছে 11th Class. এখন

আর মেয়েরা এসে আমাকে বলছে কেন আমরা এই স্কুলে ছেলেদের সঙ্গে পড়তে যাব আমাদের আলাদা স্কুল করে দিন। যখন আলাদা স্কুল করার পর বলছে হয় এটাকে Higher Secondary School করে দিন অথবা আমাদের ঐ স্কুলে পাঠিয়ে দিন। এতদিন উরা বলছিল আমরা ঐ স্কুলে পড়ব না এই যে অবস্থা এটা একটা খুব ছোট্ট কথা এবং ওদের এই কথার কোন যুক্তিও নেই। কিন্তু এই অযৌক্তিক কথা উরা কি ভাবে বলতে সাহস পায়। এই কথাটা উল্লেখ করছি এইজন্য যে আজকাল উরা এই ধরণের সুযোগ বা সাহস এইজন্য পায় যে কর্তা ব্যক্তিদের ত্রুটিগুলি ওরা বুঝতে পারে। বনের কথা সম্পর্কে এর আগে নিশিবাবু যা বলেছেন তাঁর সংগে আমি একমত। যেসব অঞ্চল জনবসতি কম এবং উঁচু টিলা সেই সব জায়গাতেই যদি Reserve Forest গড়ে তুলা হয় তাহলে ঠিক হবে। এখন সব জায়গাই protected Forest area, Reserve forest area সুতরাং এইসব এরিয়াতে গেলে ফরেষ্ট থেকে ধরণে আর reserve forest area এমন করে রাখা হয়েছে যার ফলে জুমিয়ারা পুনর্বাসন পাচ্ছে না। আমার সাবডিভিশনে কোন কোন এলাকাতে জুমিয়াদের জমি দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়ার কথা ছিল এবং তার জন্য টাকাও মঞ্জুর করা হয়েছে। গত মার্চ মাসে টাকা draw করা হয়েছে। কিন্তু S. D. O. Payment করতে পারছেন না। Forest Department বলছে এই এলাকা আমার কিন্তু এখানে কোন plantation নাই উরা বলছে দক্ষিনে ফেনী নদী পর্যন্ত আমাদের সীমানা। ফেনী নদী পর্য্যন্ত যে খাস জায়গা আছে সবটাই আমাদের proposed plantation area অথচ Revenue Department থেকে ঠিক করল জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে সুতরাং এই যে অবস্থা এই যে গরীব মানুষগুলো যাদের পুনর্বাসন দেওয়ার জন্য যে পরিকল্পনা করা হল যাদের জন্য আমরা এত কথা বললাম তা হল না। কারণ Forest Department বলছে এই এলাকা আমার Revenue Department থেকে entire area তে আমরা forest করব বলে চেয়ে নিয়েছি। আমাদের 4th Plan ঠিক হয়ে আছে 5th Plan আমরা ঠিক করে ফেলেছি। 5th Plan এর শেষ দিকে ওরা এটা করবেন অথচ লোঙ্গা জমি, নাচু জমি, সেই জায়গাতে বস্তি আছে লোকেরা সেইসব জায়গা আবাদ করে বসে আছে শুধু টাকার জন্য অপেক্ষা করছে। সুতরাং এইযে অবস্থা এর প্রতিকার করা উচিত। এই রিজার্ভ ফরেষ্টের যে অঞ্চল—বনের প্রয়োজনের কথা আমি অস্বীকার করছি না আমি স্বীকার করি বনের দরকার আছে এবং যথেষ্ট পরিমাণ বন একটা ঞ্চলে থাকা দরকার নানা কারণে। বনজ সম্পদেরও প্রয়োজন আছে, বনজ সম্পদকে ভিত্তি করে শিল্প গড়ে উঠবে। এর প্রয়োজন আমি স্বীকার করি! কিন্তু এমন এলাকাতে বন হওয়া উচিত নয় যার ফলে জুমিয়াদের পুনর্বাসনের কাজ ব্যহত হয়। সাব্রুমে অন্তত ২৫০০ লোক বসানো যাবে প্রায় ৫০০ ফেমিলি যাদের জমি দেওয়ার কথা আছে। সরকারী proposal তৈরী হয়ে আছে এবং অনেক জমি ওরা দখল করে বসে আছেন। কিন্তু তারা ঠিক পুনর্বাসনও পাচ্ছেনা টাকাও পাচ্ছে না। জুমিয়াদের সমস্যার সমাধান করতে হবে। বন বাড়ানোর জন্য সাধারণ মানুষের দুঃখ কষ্ট যেন না বাড়ে। এইসব অঞ্চল ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্ট থেকে মুক্ত করে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া দরকার।

শ্রীমনসুর আলি :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ১৯৭২-৭৩ সালের যে বাজেট অর্থমন্ত্রী এখানে উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে ভবিষ্যতে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এবং সমস্ত ভারতবর্ষের সংগে মিলিয়ে এই বাজেট করা হয়েছে। সেই বাজেট সম্পর্কে আমাদের অনেক সদস্য তর্ক বিতর্ক করেছেন এবং অনেকে দুঃখ পোষণ করছেন, আমি আশা করি এই দুঃখ

পোষণ না করে এবং দুঃখ পোষণ ইচ্ছাকৃত না করে আমরা যে সমস্ত খাতে, যে উদ্দেশ্যে এই বিধানসভায় এসেছি,—জনসাধারণের সেবার নীতি নিয়ে যদি কাজ করি তাহলে সেটা আমি বিশ্বাস করি যে ত্রিপুরার জনসাধারণের উপকার করতে পারব। তা না করে আমরা তর্ক বিতর্কের ছলে বাজেটকে যদি বলতে চাই, এবং জনসাধারণের কাছে বুঝাতে চাই এবং ভুল পথে চালাতে চাই, তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। আমরা দেখছি আজকে অনেক সদস্য কৃষকদের দুঃখের কথা, কৃষকদের অশান্তির কথা বলেছেন, যেকথা বলেছেন, সেটা সত্যি কি না বলাটা চিন্তা করে দেখুন। আজকে এই কৃষি বিভাগের তৎপরতার মাধ্যমে দেশের জনগণ কৃষির উৎপাদন বাড়াতে চেষ্টা করছে এবং তাদের এই সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের জন্যই তারা আজকে দাবী করছেন, কাজেই কৃষি বিভাগ কিছুই করে নাই বা কিছু করতে পারেন নাই এটা মোটেই সত্য নয়। ত্রিপুরাবাসী যারা—যারা ত্রিপুরার মানুষ তারা জানেন যে ১৯৬৭ সনে আমাদের খাদ্যে ঘাটতি ছিল ৬৫ হাজার টন থেকে ৭০ হাজার টন, এই চাউল আমাদের ভারতের অন্যান্য প্রদেশ থেকে এবং বিদেশ থেকে এনে ত্রিপুরাবাসীকে খাওয়াতে হত। আজকে সেই জায়গায় মাত্র পনের হাজার টন আনতে হচ্ছে। আমরা আশা করি এই বাজেটে যে আমরা রেখেছি, এটা ঠিক ঠিকভাবে যদি রূপায়িত করতে পারি তাহলে আমরা অনেক এগিয়ে যাব এবং আমাদের অভাব কমে যাবে আমরা হয়তো আর মাত্র পাঁচ ছয় হাজার টন বাকী থাকবে এই বছর পরে যেটা বিদেশ থেকে আমাদের আনতে হবে। একথা আমরা বাজেটে পরিষ্কার করে বলেছি। আপনারা দেখেছেন যে শতকরা ৫০ ভাগ জমিতে আমরা যা গত পঁচিশ বছরে হাই ইলডিং ভেরাইটী করেছি, আরও ৫০ ভাগ জমিতে আমরা করব, তার জন্য সার দেব, ঔষধ দেব, তার সমস্ত ব্যবস্থা আমরা এখানে দেখিয়েছি, তারপরেও আপনারা যদি বলেন যে এবারকার বাজেট দুঃখজনক বাজেট, সেটা আমি স্বীকার করিনা। আমার কথা এমনিতেই একটু বড়, তার জন্য আমি রেগে কথা বলছি মনে করা ঠিক নয়। আমরা সর্বদিকে লক্ষ রেখেই এই এই বাজেট করেছি। কৃষি করার পক্ষে কৃষকের যাতে উপকার হয়, তার পরিপ্রেক্ষিতেই এই বাজেট করেছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার কোন কোন বন্ধু এখানে ওভার ফ্লোর কথা বলেছেন, আমি কৃষি বিভাগের সংগে আলাপ আলোচনা করে ওভার ফ্লোর ব্যবস্থা করেছি যার ফলে কৃষক দেখছে যে কিছু করা যায়, প্রায় তিন থেকে পাঁচ শত একর জমিতে জল দেওয়া যায়, সেই হিসাবেই সরকার ওভার ফ্লোর ব্যবস্থা করেছে—মোহনপুর, কল্যাণপুর, খোয়াই সর্বত্র আমরা ওভার ফ্লোর ব্যবস্থা করেছি এবং আরও দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা রেখেছি। আজকে কোন বন্ধুর যদি জানা থাকে কোথায় কোথায় ওভার ফ্লো হবে, যে কোন জায়গায় বললে পরে সেখানেও আমরা ওভার ফ্লোর ব্যবস্থা করতে রাজী আছি, আমি এখানে একথা স্বীকার করছি। যেসব ওভার ফ্লো করা যায়, সেইসব জায়গায় আমরা করেছি এবং যেসব জায়গায় সেই সিষ্টেমে হবে না সেইসব জায়গায় আমরা করি নাই। আমার বন্ধু শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা তিনি বলেছেন যে বাশ দিয়ে ওভার ফ্লো করা যায়, সেটা আমরা দেখেছি, লোহার পাইপ বা ভার বসিয়ে দিলে সহজে জল উঠে সরকার সেটা জানে। আজকে উনারা ওভার ফ্লোর কথা বলছেন, উনারা জায়গা দেখিয়ে দিন, যদি কোন জায়গার নাম বলতে পারেন যে

সেখানে ঠিক ঠিকভাবে সেই সিসটেম হতে পারে, তবে আমরা সেইভাবে কাজ করে যাব, এবং আশা করি উনারা আমাদের সেইভাবে সাহায্য করবেন। আমরা চাই, বিধানসভায় আমরা যারা এসেছি, প্রত্যেকে মানুষের দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছি, সেই দায়িত্ব ঠিক ঠিক ভাবে পালন করছি কিনা সেটা দেখা উচিত। কিভাবে দেশকে সুন্দর ভাবে, সুষ্ঠু ভাবে শক্তিশালী করা যায়, সেই উদ্দেশ্য থাকলে পরে অনেক উন্নত ধরণের কাজ আমরা করতে পারব এই বাজেটের মধ্য দিয়ে এটা আমি বিশ্বাস করি। শুধু এই হেডে নয়, এছাড়া এই বাজেটে অনেক টাকা আছে যেমন এ্যাগ্রীকালচার লোন, বেভিন্যু ডিপার্টমেন্ট থেকে ট্রাইবেল এবং সিডুল কাষ্টকে আমরা দেই সেই বীজ, সার আমরা দেই, সেটার পয়সা লাগেনা। আজকে এই সমস্ত খাতে, দেশের উন্নতির জন্য, কৃষকের উন্নতির জন্য, ফলের চাষ যারা করে, তাদের বনা পয়সায় ফলের চারা, কোথাও কোথাও সাবসিডি দিয়ে ট্রাইবেলস এবং সিডুল কাষ্টদের দেওয়া হয়। তাছাড়া উন্নত ধরণের বীজ, সার, পোকা নাশক ঔষধ যেগুলি আছে সেগুলির জন্য সরকার থেকে শতকরা ৫০ ভাগ সাবসিডি দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, এইসব আপনারা অনেকে জানেন, কিন্তু আপনারা জেনেও এইসব কথা বলেননি। কেন এইগুলি দেওয়া হচ্ছে কারণ আমাদের ত্রিপুরার কৃষক গরীব, সেই জন্যই আমরা ভারত সরকার থেকে দাবী করে সাবসিডি এনেছি এবং এনে ত্রিপুরার কৃষকদের জন্য সেটা দেই। শুধু তাই নয় স্প্রার এবং ক্র্যাস ফুড আমরা ফ্রি অব কষ্ট দিচ্ছি যেহেতু ত্রিপুরার মানুষ, ত্রিপুরার কৃষক গরীব,তাদের কিনে নেওয়ার ক্ষমতা নেই, সেই জন্য ভারত সরকার যন্ত্রের উপর পর্যন্ত তাদের সাবসিডি দিচ্ছে যা নাকি ভারতবর্ষের আর কোন রাজ্য পায়না, আপনারা খোঁজ করে দেখতে পারেন, অন্য কোন রাজ্য তা পায় না। সুতরাং কৃষকদের জন্য কিছু করা হয় নাই যারা বলছেন, তারা তা জানেন না। ত্রিপুরার কৃষকের জন্য ত্রিপুরার কৃষি বিভাগ অনেক চেষ্টা করছে। আমরা বসে নেই। স্মল ফারমারদের জন টাকা আছে, তার জন্য একটা ডিপার্টমেন্ট আছে তার মাধ্যমে সেটার কাজ চলছে। আপনারা জানেন যে এখানে একটা পাইলট প্রজেক্ট করা হয়েছে, কি করে গ্রামে গ্রামে কৃষকদের উন্নতি করা যায়, কি হলে তাদের সুবিধা হয়, সেই সমস্ত পাইলট প্রজেক্টের কাজ ডিরেক্টরেটের মাধ্যমে হচ্ছে। যদিও সম্পূর্ণরূপে সেটার রূপদান করতে আমরা পারি নাই, সেই সম্পর্কে আপনারা জানেন, কিন্তু জানা সত্বেও একথা বলছেন। যা করা হয়েছে, তা না বলে, কিছুই করা হয় নাই সেটা বলাই আপনাদের ধর্ম। ত্রিপুরার কৃষকের অনেক অভাব অভিযোগ আছে, যতটুকু করা দরকার, ততটুকু আমরা করতে পারি নাই, কিন্তু কিছু করি নাই সেটা বিভ্রান্তিকর কথা। আমরা সে কথা বিশ্বাস করি না। এই অ্যাসেম্বলীতে অনেক পুরানো বন্ধু আছেন, তারা পূর্ব এ্যাসেম্বলীতেও ছিলেন. টেরিটোরিয়েল কাউন্সিলেও অনেকে ছিলেন, তখন তারা যা করেছেন, এখনও তাই করছেন। উন্নতির দরকার আছে, সেকথা বলেন, কি সত্যি কথা বলেন। আমরা দেশকে সুষ্ঠুভাবে গড়তে চাই, আসুন আমরা সমবেত ভাবে কি করে দেশের মানুষের ভাল করা যায় তার চেষ্টা করি, তাদের বিভ্রান্ত না করে, বাজেটে যা টাকা আছে তা দিয়ে কি করে তাদের উন্নতি করতে পারি, ঠিক ঠিক মত যদিও সেটা খরচ করতে পারি তাহলে আমি

আশা করি ত্রিপুরার মানুষ ত্রিপুরার কৃষি সমাজ শক্তিশালী হবে, তাদের অর্থ-নৈতিক বুনিয়াদ শক্তিশালী হবে। শুধু তাই নয়, মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে কিছুই হয় নাই শুধু তাই নয় আজকে বলেছেন মাইনর ইরিগেশন কিছু করেনি। আমরা দেখেছি বড় বড় বাঁধ দিতে অনেক দেরী হয়, অনেক সময় লাগে। আমাদের আর্থিক অবস্থা অনেক খারাপ। সেজন্য আমরা সিজন্যাল বাঁধে সমস্ত ত্রিপুরা চষে ফেলেছি যাতে কৃষকের উন্নতি হয়। সেজন্য আমি বলব ত্রিপুরা রাজ্যে স্বাধীনতার আগে যেখানে পাঁচ হাজার একর বুরো জমিতে চাষ হত সেখানে এখন আমরা ৬০ হাজার একর জমিতে বুরো ধান করি। শুধু সিজন্যাল বাঁধের দ্বারাই এটা সম্ভব হয়েছে। এই কথা অস্বীকার করতে পারবে না। যে সীজন্যাল বাঁধের নাম আপনারা শোনেন নাই, এই কাজ আমরা করেছি ৫ হাজারের জায়গায় ৬০ হাজার একর জমি করে। অথচ এই সীজন্যাল বাঁধের জন্য ত্রিপুরার কৃষকের এক টাকাও লাগেনি। কারণ এই ব্যবস্থা আমরা এখনও পাকা করতে পারিনি। সেজন্য এই ব্যবস্থা করা হয়েছে সীজন্যাল বাঁধ এবং পাম্পিং মেশিন দেবার জন্য। সেটা ভুলে গেলে চলবে না। এটা ত্রিপুরার বাজেটেও আছে। যে সমস্ত জায়গা পাকা করা দরকার সেই সমস্ত জায়গা যে পর্যন্ত পাকা করতে পারব না সেই পর্যন্ত সীজন্যাল বাঁধ দিয়ে ত্রিপুরার কৃষকের উন্নতি করব। আমরা পরিকল্পনা করি নি সেটা ঠিক নয়। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে আমরা এগিয়ে চলছি। যে সমস্ত মেশিন, যন্ত্রপাতি আমরা কৃষকদের দেই সেই সমস্ত যন্ত্রপাতি মেরামতের কোন ব্যবস্থা করতে পারিনি। সেজন্য আমরা একটা ওয়ার্কশপ খুলছি যাতে সাধারণ ছোটখাট মেরামতের কাজ কৃষকদের সহায়তা করতে পারে। এইজন্য আমরা এই বাজেটে টাকা রেখেছি। আমরা রেখেছি কেন? এই কৃষকের উন্নতির জন্য। ছোট ছোট কল কব্জা খারাপ হলে আমাদের কৃষকেরা আগরতলা মার্কেটে কোন কোন সময় পায় না। বাইরে থেকে আনতেও সময় লাগে নানারকম চিন্তা করে আমরা দেখেছি যে এই সমস্ত জিনিষ আমরা যদি করতে পারি তাহলে কিছুটা বেকার সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে যদিও সেটা সামান্য। কৃষকদের কিছু জিনিষ হয়ত বাইরে থেকেও কিনতে হয় এবং অনেক সময় লাগে। সেজন্য আমরা ব্যবস্থা করেছি যাতে তারা সেই সমস্ত জিনিষ আমাদের কাছ থেকে পেতে পারে। সুতরাং আমরা কৃষকের জন্য চিন্তা করি না, এই কথা সত্যি নয়। আবার দেখেছি অনেকে সাবসিডি দিয়েও পাম্পিং মেশিন নিতে পারে না। যারা পাম্পিং মেশিন নিতে পারে সাবসিডি দিয়ে তারা নিজের জমিতে জল দেয়, অন্যকেও ভাড়া দেয়। সেজন্য আমরা প্রত্যেক ব্লকের প্রত্যেক সেন্টারে একটা করে পাম্পিং সেট দিয়েছি। গতবার এরকম ৬০টা সেন্টার খুলছি। এবারও ৬০টা খুলব। আমরা প্রত্যেক ব্লকে সে সমস্ত ভাড়া দেব। যে সমস্ত ছোট ছোট কৃষক গরু কেনার জন্য টাকার অভাবে চাষবাস বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় সেজন্য আমরা পাওয়ার টিলার রেখেছি। যদি পাওয়ার টিলার নেয় তবে তাদের সেটা দেওয়া হবে সাবসিডি দিয়ে। সুতরাং আমরা কৃষকের জন্য চিন্তা করি, বিশেষ করে আমি নিজেও একজন কৃষক। সেজন্য আমি বলছি যারা কৃষকের কথা বলে বক্তৃতা দেন তারা কতটুকু কৃষক সম্বন্ধে জানেন আমার জানা নাই। আমরা অর্থের সংগে সংগতি রেখে এগিয়ে যাচ্ছি এবং চিন্তা করছি আরও কিভাবে আমাদের কৃষক বন্ধুদের

সাহায্য করা যায়। শুধু তাই নয়, আজকে আমরা ফল চাষের ব্যবস্থা করেছি। আজকে ত্রিপুরার সমস্ত জমি আবাদ হয়ে গেছে। শুধু টিলা ছাড়া আর কোন জমি নাই অনাবাদী। আজকে যদি টিলাকে কাজে লাগাতে না পারি তাহলে আমাদের ভূমিহীন এবং আদিবাসী ভাইদের কাজে লাগানো কঠিন হবে। তার জন্য আমরা ফল চাষের চিন্তা করছি। সেজন্য আমরা লোন দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। যাদের ফল চাষের জমি আছে তাদের আমরা লোন দিচ্ছি। তারা যাতে ফল চাষ করে জীবিকা নির্ব্বাহ করতে পারে সেই ব্যবস্থা আমাদের আছে। তারা লোন কিভাবে ফেরত দিবে সেই ব্যবস্থাও করছি। তরা সাত বৎসর পরে লোন ফেরত দিবে। সেটা ২০ কিস্তিতে বা ১৫ কিস্তিতে দেবে যখন তাদের ফসল উঠবে। ফসল খেয়ে যা বাঁচে সেই টাকা থেকেই তারা লোন ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। শুধু তাই নয়, যারা জমি আবাদ করতে পারছে না তাদের জন্য আমরা ৮ কোটি থেকে ৯কোটি টাকা রেখেছি তাদের জমি আবাদ করে দেওয়ার জন্য। তাছাড়াও আমরা নিজেরা বোল্‌ডাস´ রেখেছি সেই বোল্‌ডাস´ দিয়ে আমি জমি চাষ করে ভূমিহীনকে দিব। আমরা সমস্ত দিক বিবেচনা করে এ কাজ করেছি। আরও যদি টাকায় প্রয়োজন হয় তাহলে এর পরের বাজেটে আমরা আরও কিছু টাকা ধরার ব্যবস্থা করব। সেজন্য আমি আবেদন রাখছি সবার কাছে, পক্ষের ও বিপক্ষের বন্ধুদের কাছে যাতে তারা সেই সমস্ত কাজে সহায়তা করেন। আরও যে দরকার তা আমি স্বীকার করি, আমাদের প্রচুর দরকার এবং সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি। কোন কোন বন্ধু বলেছেন যে ঔষধ, সার আমরা পাই নি। আপনারা জানেন যে গত বছর বাংলা দেশের যুদ্ধের জন্য আমরা অনেক কিছু আনতে পারি নাই। ঔষধ, সার যে পরিমান দরকার ছিল সেই পরিমান আমরা দিতে পারি নাই। সেটা অস্বীকার করব না। তবে কারণ বাংলা দেশের যুদ্ধ, সেটা আপনারা সবাই জানেন। জানার পরেও আপনারা বলছেন। কাজেই সব দিক চিন্তা করে দেখবেন কেন সেটা পারি নাই। সেজন্য কৃষকের প্রতি আমাদের দরদ নাই সেকথা সত্য নয়। আর একটা কথা অনেক সদস্য বলেছেন যে বাংলা দেশের যুদ্ধে অনেকে কৃষি করতে পারে নাই, অনেক বাড়ীতে বাংকার করে ক্ষতি করছে। তারা অনেকে ক্ষতিপূরণ পায় নাই। এটা সরকারের গাফিলতির কথা নয়। যদি কেউ এই রকম থাকে যে তারা ক্ষতিপূরণ পায় নাই তবে সেটা নিশ্চয় কায়দার এনকোয়ারী করে তাদের দেওয়া হবে। সেটা ভারত সরকারের দেওয়ার কথা। ভারত সরকার বলেছেন যে সেটা তারা দিবেন। যাদের উপযুক্ত মনে করেছেন নিশ্চয়ই তারা পেয়েছে। আর যারা পান নাই তারা হয় উপযুক্ত বিবেচিত হন নি অথবা দরখাস্ত ঠিকমত দিতে পারেন নি। তাদের দোষ আমি দিই না। কারণ তারা সাধারণ মানুষ। অনেকটা তারা বুঝতে পারে নি। সেজন্য তারা বাদ পড়ে গিয়েছেন। কিন্তু যারা দরখাস্ত দিয়ে বাদ পড়েছেন তারা উপযুক্ত নন বলেই তাদের দেওয়া হয় নি। আর যারা দরখাস্ত না দিয়ে বাদ পড়েছেন তারা আবার দরখাস্ত দিলেই তাদের ব্যাপারটা পুনর্বিবেচনা করা হবে। সেজন্য বলছি আপনাদের যে দরদ ত্রিপুরার কৃষকের জন্য তার চেয়ে আমাদের দরদ কোন অংশে কম নয়। দরদ থাকলেও অনেক কিছুই আমরা দিতে চেয়েও তাদের দিতে পারি নি, আপনারা নিজেরাও তা পারেন

নি। এমন কতগুলি বিশেষ অসুবিধা থাকে যে চেষ্টা করলেও সেটা সম্ভব হয় না। সেজন্য আমরা চেষ্টা করব যে যারা পায় নাই তারা যাতে পায়। কারণ তাদের পাওয়া উচিত। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আজকের যে প্রস্তাব, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাকে সমর্থন করে আর আজকের বিধান সভায় যারা সদস্য বৃন্দ সরকারী পক্ষ এবং বিপক্ষ তাদের সমস্তকে অনুরোধ করব যে এই বাজেট বড় হউক আর ছোট হউক তা যাতে যথাযতভাবে ত্রিপুরার মানুষের কাছে গিয়ে পৌছায় এবং ত্রিপুরার মানুষ যাতে এই বাজেটের সুফল ঠিকভাবে পায় তার জন্য চেষ্টা করতে অনুরোধ রেখে, আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। জয় হিন্দ।

Mr. Dy. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. of to-morrow, the Tuesday 27t June, 1972

ANNEXURE—'A'

STARRED QUESTION NO. 24

By Shri Nripendra Chakraborty M. L. A.

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগর, চোরাইবাড়ী ও অন্যান্য রেল কেন্দ্র থেকে গত এক বছরে (১৫ই মার্চ্চ, ১৯৭২ পর্যন্ত) মোঃ কত খাদ্য দ্রব্য আগরতলা ও অন্যান্য খাদ্য গুদামে পরিবহন করা হয়েছে ;

২। এই পরিবহনের মধ্যে ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়ন পরিচালকগণ কত পরিমাণ খাদ্য পরিবহন করেছেন ;

৩। পরিবহনকালে মোট কত খাদ্যের ঘাটতি (loss in transit) হয়েছে এবং তার মধ্যে ইউনিয়ন পরিচালকদের মাধ্যমে কত ঘাটতি হয়েছে ?

উত্তর

১।	চাউল	—	৫,৯১,০৩,৫৪৩ কেজি
	গম	—	১,৩৫,২৪,৭৩০ ,,
	লবন	—	১৬,৭৭,৫১৮ ,,
	চিনি	—	৩২,২৮,৬৮৯ ,,
	তৈল	—	১,০৩,৬৭৪ কিঃ লিঃ
	পালসেস (ডাল)		৩৫,৯১,০৮৭ কেজি
	বনস্পতি	—	৫,৬০৭ ,,
২।	চাউল	—	৫৮,৭১,৪২২ ,,
	গম	—	১০,৮১,৬৪৩ ,,
	পালসেস (ডাল)		৫৭,৫০০ ,,

	চাউল	গম
৩) (এ) বিভিন্ন রেল কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন গুদামে খাদ্য দ্রব্য পরিবহনের মোট ক্ষতির পরিমাণ	৭৬৪ কেজি	২০৪৬ কেজি
(বি) বিভিন্ন রেল কেন্দ্র হইতে বিভিন্ন গুদামে খাদ্য দ্রব্য পরিবহনের জন্য ত্রিপুরা মোটর ওয়ার্কাস ইউনিয়ন খাতে মোট ক্ষতির পরিমাণ	৫৮০ কেজি	১৪৯৩ কজি

STARRED QUESTION NO. 26

By Shri Nripendra Chakraborty M. L. A.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার গেজেটেড অফিসাররা কি তাদের Assets সম্পর্কে সরকারের নিকট তালিকা দাখিল করে থাকেন ;

২। যদি করে থাকেন, তবে প্রত্যেক অফিসার কি তা করেছেন ?

উত্তর

১। হঁ্যা।

২। তথ্যাদি সংগ্রহাধীন।

STARRED QUESTION NO. 29

By Shri Nripendra Chakraborty M.L.A.

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ এর মার্চ্চ মাসে কতজন শিক্ষককে নিয়োগ পত্র দেয়া হইয়াছে ;

২। এই সকল শিক্ষক নিয়োগের জন্য কোন নীতি নির্দ্ধারিত ছিল কি ?

৩। এই নিয়োগের জন্য কি কোন সিলেকশান বোর্ড গঠিত হয়েছিল ; যদি হয়ে থাকে তার সদস্যদের নাম ;

৪। সিলেকশন বোর্ডের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি কার্য্যকরী করা হইয়াছে কিনা ?

উত্তর

১। ৪০৯।

২। হাঁ।

৩। হ্যাঁ ডঃ জি, এন, চাটার্জী. শ্রীআই, কে, রায় শ্রীএস, কে, ভট্টাচার্য্য

৪। হ্যাঁ মাধ্যমিক স্কুল শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং 'আংশিক'—প্রাথমিক স্কুল শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে।

STARRED QUESTION NO, 48

By Shri Samar Choudhury. M. L. A.

প্রশ্ন

১। সোনামুড়া সাবডিভিশনের সিনিয়ার বেসিক স্কুলগুলিকে উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত করার জন্য সরকার কি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

২। যদি তাহা না করে থাকেন তার কারণ।

উত্তর

১। কোন ব্যবস্থা করার মত অবস্থা এখনও হয় নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 51

By Shri Samar Choudhury. M. L. A.

প্রশ্ন

১। নিদয়া উচ্চ বিদ্যালয়টি আগুনে পুড়ে যাওয়ার পর সরকারী সাহায্য দেওয়া হয়েছে কিনা ;

২। সাহায্য দেওয়া হইলে টাকার পরিমাণ ;

৩। যদি না দেওয়া হয়ে থাকে, তার কারণ ?

উত্তর

১। নিদয়া উচ্চ বিদ্যালয়টি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং এই স্কুল সংক্রান্ত যাবতীয় খরচ সরকারই বহন করেন ; কাজেই সাহায্য দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 54

By Shri Baju Ban Reang M. L. A.

প্রশ্ন

১। গত ছয় মাসে (১৫ই মার্চ্চ ১৯৭২ পর্যন্ত) মোটর চালক ও মালিকদের বিরুদ্ধে over-load carry করার কতটি মামলা আনা হয়েছে তার মাস ভিত্তিক হিসাব;

২। ঐ মামলায় মোট কতজনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। মোট ৩২৮৫টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। নিম্নে মাস ভিত্তিক হিসাব দেওয়া হইল।

সেপ্টেম্বর ১৯৭১	মোট	৩৭৮
অক্টোবর ,,	,,	৪৯৪
নভেম্বর ,,	,,	৫৫১
ডিসেম্বর ,,	,,	৭১০
জানুয়ারী ১৯৭২	মোট	৩৮০
ফেব্রুয়ারী ,,	,,	৩৭৫
মার্চ্চ (১৫ই পর্যন্ত)	,,	৩৯৭
		৩,২৮৫

ঐ মামলাগুলি সমস্তই মোটর চালকের বিরুদ্ধে।

২। মোট ২০১ জন চালকের শাস্তি দেওয়া হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO. 56

By—Bhri Baju Ban Reang, M. L. A.

প্রশ্ন

১। গত এক বছরে (১৫ই মার্চ্চ, ১৯৭২ পর্য্যন্ত) কোন কোন নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কত পরিমান buffer stock হিসেবে ক্রয় করা হয়েছে।

২। এই buffer stock এর বিলি বণ্টনের নিয়ম কি ?

৩। এই buffer stock এর দর নির্দ্ধারণের জন্য কি কোন কমিটি আছে, থাকিলে তার সদস্যের নাম।

উত্তর

১। সরিষার তৈল	২৬৭·৯০৪	মেট্রিক টন।
মুসুরী ডাল—	৭২১·৬৫৫	,,
লবণ—	১৪৭৯·০২৪	,,
চিনি—	৭৬১·০০০	,,
ভেজিটেবল ঘি—	২০২০	টিন।

২। বাজার ষ্টকের পণ্য সর্বসাধারণের নিকট ন্যায্য মূল্য দোকান হইতে রেশন কার্ড বা নিত্য প্রয়োজনীয় কার্ডের ভিত্তিতে বিক্রি করা হয়। ঐ পণ্য সরকারী প্রতিষ্ঠানে যথা C. R. P. ও B. S. F প্রভৃতিতে বিক্রি করা হয়।

৩। হঁা। কনট্রোলার অব ষ্টোরস এণ্ড ডিষ্ট্রিবিউশন, ত্রিপুরা, সিনিয়র ষ্টেটেস্টিকেল অফিসার, ত্রিপুরা ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব এগ্রিকালচার, (মার্কেটিং), ত্রিপুরা।

STARRED QUESTION NO.60
By—Shri Anil Sarkar, M.L.A.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় নূতন রাইস মিল খোলার জন্য লাইসেন্স দেয়ার উপর কি কোন বাধা নিষেধ আছে।

২। যদি না থাকে, তবে লাইসেন্সের জন্য ১৯৭০—৭২ সালে কতজন আবেদন করেছেন এবং কতজনের আবেদন মঞ্জুর হয় নাই তার হিসেব (১৫ই মার্চ, ১৯৭২ পর্য্যন্ত)।

৩। রাইস মিলের জন্য লাইসেন্স মঞ্জুরের কাজটি ত্বরান্বিত করা হবে কি ?

উত্তর

১। হঁা।

২। প্রশ্ন উঠেনা।

৩। নিয়ামুযায়ী Shaller Type রাইস মিল এর লাইসেন্স মঞ্জুরীর কাজ ত্বরান্বিত করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 128
By—Shri Amarendra Sarma, M. L. A.

প্রশ্ন

১। গত ২৬শে মার্চ্চ ধর্মনগরে শনিছড়ায় একজন সাব ইন্‌সপেক্টার কি আক্রান্ত হন এবং পরে কি তিনি মারা যান।

২। ইহা কি সত্য যে এই দুঃখ জনক ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিস সমগ্র এলাকায় সন্ত্রাসের সৃষ্টি করেছে ; এবং

৩। যদি সত্য হয় তবে এই পুলিসী সন্ত্রাস বন্ধ করা হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আক্রান্ত হওয়ার ফলে তিনি পরে মারা যান।

২। না, সত্য নয়।

৩। দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 129.
By—Shri Anil Sarker, M. L. A.

QUESTION

1. Whether Shri Kishori Deb Barma, Govt. Primary Teacher, posted at Tuikmbha, Belonia, was arrested and beaten up by Police in April, 1972.

2. If. so, whether the arrest took place in side the School ;

3. If so, whether the Police officers responsible for this were punished :

4. Charges against Shri Deb Barma and others arrested in this case ?

ANSWER

1. He was arrested but not beaten by police.

2. No. he was arrested from a place at least 1½ miles off from Nabadas Para Primary School (Taikumba village).

3. Does not arise.

4. Causing assault to polling staff of Panchayet election, preventing them from performing their duties and instigating the local people to cause assault and harass the polling staff.

STARRED QUESTION NO. 145
By—Shri Jatindra Kr. Majumder, M.L.A.

প্রশ্ন

১। ১৯৭২-৭৩ ইং এর শিক্ষা বৎসরে ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে ; এবং ১৯৭১ ইং কতটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ;

২। কিসের ভিত্তিতে ঐ সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে ;

৩।. ১৯৭২-৭৩ শিক্ষা বৎসরে পশ্চিম ত্রিপুরার আগরতলা সদর মহকুমায় ঐরূপ কতটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবে ?

উত্তর

১। ১৯৭৩ ইং শিক্ষা বৎসরে কয়টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হইবে তাহা যথাসময়ে ঠিক হইবে।

৪৩ টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

২। সরকারের নির্দ্ধারিত নীতির ভিত্তিতে।

৩। ১৯৭২ ইং শিক্ষা বৎসরে ৮টি এবং ১৯৭৩ ইং শিক্ষা বৎসরে কতটি তাহা যথাসময়ে ঠিক হইবে।

STARRED QUESTION NO. 152.

By—Shri Kalipada Banerjee, M.L.A.

প্রশ্ন

আগামী শিক্ষাবর্ষের শুরুতে সাক্রম মহকুমার ব্রজেন্দ্রনগর সিনিয়ার বেসিক স্কুলটিকে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় অথবা উচ্চ ইং বিদ্যালয়ে উন্নীত করা হইবে কি না ?

উত্তর

যথা সময়ে দেখা যাইবে।

STARRED QUESTION NO. 154.

By—Shri Kalipada Banerjee, M.L.A.

প্রশ্ন

সাক্রম মহকুমার হরিণা ও জলেফা সিনিয়র বেসিক স্কুল দুইটি নিয়া একটি নুতন হাই স্কুল খোলা হইবে কি না ?

উত্তর

এলাকাটি এখনও হাই স্কুল পাওয়ার নুন্যতম সর্ত্ত ও পূরণ করে না। যথা সময়ে বিবেচিত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 187

By—Shri Ajoy Biswas, M. L. A.

প্রশ্ন

১। পুলিশ কর্মিদের কি বিনা মূল্যে রেশন দেওয়া হয় ;

২। দেওয়া না হলে কারণ কি ;

৩। পুলিশ কর্মীদের বিনা মূল্যে রেশন দেওয়ার কোন প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ;

৪। পশ্চিম বঙ্গের থেকে ত্রিপুরায় আগত পুলিশ কর্মি ও অফিসারকে বিনামূল্যে রেশন অথবা তার পরিবর্ত্তে কোন ভাতা দেওয়া হয় কিনা ; হলে এই বৈষম্যের কারণ কি ?

উত্তর

১। না।

২। সরকার এরূপ কোন প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন না।

৩। দুই নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

৪। না।

STARRED QUESTION NO. 211
By—Shri Pakhi Tripura, M. L. A

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা বাংলাদেশ সীমান্তে চোরা চালানের অভিযোগে গত ৪ মাসে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ;

২। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কয়জন জেল হাজতে আছেন, কতজন জামিনে আছেন, কতজনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে ;

৩। তাদের কাছে কি কি মাল পাওয়া গেছে ?

উত্তর

১। ৫১ জনকে (১৯৭২ ইং জানুয়ারী হইতে এপ্রিল পর্য্যন্ত)

২। ৫ জন জেল হাজতে, ৩৯ জন জামিনে আছেন এবং অবশিষ্ট ৭ জনের মধ্যে ৫ জনকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে ; অবশিষ্ট ২ জন আদালতে শাস্তি পাইয়াছে।

৩। বিড়ি দেশলাই, সরিষার তৈল, হলুদ, চিনি তামা, সূতা, ঔষধ, পিতলের বাসন, মসল্লা, কেরাসিন তৈল ইত্যাদি।

STARRED QUESTION NO. 256.
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। খোয়াই বেহালাবাড়ী হাই স্কুলের কোন ছাত্রাবাস না থাকায় দূরবর্ত্তী এলাকার ছাত্ররা ঐ স্কুলে পড়ার সুযোগ পাইতেছে না ; সরকার ইহা অবগত আছেন কিনা ;

২। যদি অবগত থাকেন তবে বেহালাবাড়ী হাই স্কুলের জন্য ছাত্রাবাসের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

৩। থাকিলে কবে পর্য্যন্ত ঐ স্কুলে বোর্ডিং হাউস দেওয়া হইবে ?

উত্তর

১। না।

২। না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 258.
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই এ কলেজ না থাকার ফলে খোয়াই এর ছেলেমেয়েরা উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত হইতেছে ;

২। যদি সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে সরকার হইতে খোয়াই বিভাগে একটি কলেজ খোলার ব্যবস্থা ১৯৭২ সনে করিবেন কি ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 323.
By—Shri Sudhanwa Deb Barma.

প্রশ্ন

বোর্ডিং হাউসে ছাত্রছাত্রীদের Stipend এর মাথা পিছু টাকার পরিমাণ বাড়াইয়া দিবার জন্য ত্রিপুরা সরকার বিবেচনা করিতেছেন কিনা ?

উত্তর

না ।

STARRED QUESTION NO. 325.
By—Shri Sudhanwa Deb Barma.

প্রশ্ন

বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে জুনিয়র বেসিক স্কুলে কতজন নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করা হইবে ?

উত্তর

এখনই বলা সম্ভব নহে ।

STARRED QUESTION NO. 338.
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma. M.L.A.

প্রশ্ন

১ । ইহা কি সত্য যে গত ২০-৫-৭২ তারিখে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার সময় সদর গান্ধী-গ্রাম বাজারে জনতা ও মিলিটারীর মধ্যে কোন বিরোধের ফলে দুইখানা দোকানের ক্ষতি ও দুজন লোক আহত হয়েছিল ?

২ । যদি সত্য হয়ে থাকে ঐ সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

১ । হ্যাঁ ; দুজন সামান্য আঘাত পেয়েছিলেন কিন্তু কোন দোকানের ক্ষতি হয়নি ।

২ । ঘটনাটি যথাসময়ে পুলিশের গোচরে না নেওয়ার ফলে সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় নাই । বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি গোচর করা হইয়াছে ।

STARRED QUESTION NO, 358.
By—Shri Chandra Sekhar Dutta.

প্রশ্ন

১ । ত্রিপুরা সরকারের প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা আছে কি ?

২ । যদি থাকে তার জন্য কোন সরকারী বিল আনা হইতেছে কি ?

উত্তর

১ । না ।

২ । প্রশ্ন উঠে না ।

STARRED QUESTION NO. 378.
By—Shri Amarendra Sarma.

প্রশ্ন

১ । ছাত্র ভর্ত্তির সমস্যা নিরসনের জন্য আগামী শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরায় কয়টি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হবে ;

২। ধর্মনগরের, বাগনা চন্দ্রপুর, নয়াপাড়া, প্রত্যেকরায়, গঙ্গানগর এবং কৃষ্ণপুর উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ বা উচ্চতর মাধ্যমিক এবং বক্সাকান্দি, পশ্চিম চন্দ্রপুর ও সাকাইবাড়ী নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার কথা সরকারের বিবেচনাধীন আছে কি ?

উত্তর

১। আগামী শিক্ষাবর্ষে ত্রিপুরায় ১৫টি নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এবং ৩টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বিদ্যালয়ে উন্নীত করার বিষয় পরিকল্পনায় আছে।

২। বর্ণিত স্কুলগুলির মধ্যে যেগুলি উচ্চ বিদ্যালয় এবং উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় পাওয়ার শর্ত্ত পূরণ করে সেগুলি অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বিবেচিত হইবে।

STARRED QUESTION NO. 403.

By—Shri Subal Ch. Biswas.

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরা সরকারের অধীনে গেজেটেড পদ কতটি ;

খ) এর মধ্যে তপশিলী সম্প্রদায়ভুক্ত অফিসারদের জন্য কয়টি পদ সংরক্ষিত ;

গ) তপশিলী সংরক্ষিত পদে বর্ত্তমানে গেজেটেড অফিসার আছেন কি ?

ঘ) থাকলে কতজন আছেন ?

উত্তর

ক) মোট ১৩৬৬টি গেজেটেড পদ।

খ) ৬৭টি।

গ) সব পদে নাই।

ঘ) - ৬১ জন।

STARRED QUESTION NO. 462

By—Shri Tarit Mohan Das Gupta, M. L. A.

QUESTION

1. Whether the Government is aware of the statement made by the Union Railway Minister in the last Parliament to the fact that 173 wagons had been allotted for carrying cement in Tripura from 1. 4. 71 to 1. 4. 72 ;

2. If so, whether the Government has got information as to arrival and disposal of 173 wagons of Cement in Tripura ;

3. If so, details thereof ?

ANSWER

1. No. The Government did not receive the proceedings of the Parliament Session, neither has any communication in this respect been received from Government of India.

2. Does not arise.

3. Does not arise.

STARRED QUESTION NO. 475.

By—Shri Bulu Kuki, M. L. A.

প্রশ্ন

১। আগরতলায় পুলিশ অফিসার শ্রীরঙ্গ শীলের বিরুদ্ধে গত মে মাসে সরকার কি কোন অভিযোগ পাইয়াছেন ?

২। যদি পেয়ে থাকেন তার সারমর্ম কি ?

৩। ঐ অভিযোগ সম্পর্কে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। না।

২। }
৩। } ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 493.

By—Shri Kalidas Deb Barma

প্রশ্ন

১। সদর উত্তর বিভাগের বড়কাঠাল, মান্দাই বাজার এবং গামছা কোবরাপাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করার জন্য সরকারের নিকট কোন আবেদন করা হয়েছে কিনা ?

২। যদি করা হয়ে থাকে, তবে উক্ত স্কুলগুলি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে উন্নীত করার জন্য কি সরকারী প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে ?

উত্তর

১। হ্যাঁ ; মান্দাই বাজার ছাড়া।

২। স্কুলের এলাকাগুলি এখনও উচ্চ বিদ্যালয় পাওয়ার সর্ত্ত পূরণ করে না।

STARRED QUESTION NO. 508

By—Shri Madhusudhan Das, M. L. A.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সম্প্রতি সমগ্র ত্রিপুরায় কেরোসিন তেলের অভাব দেখা দিয়েছিল ?

২। যদি সত্যি হয়ে থাকে, তাহলে ঐ সময়ে ত্রিপুরার কেরোসিন Agentsদের কাছে কি পরিমাণ তেল মজুত ছিল ?

৩। হঠাৎ কেরোসিনের এ রকম অভাব সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি ছিল ?

উত্তর

১। হ্যাঁ। বিগত মে মাসের প্রথম পক্ষে কেরোসিন তেলের অভাব দেখা দিয়াছিল।

২। কেরোসিন তেলের এজেন্টদের নিকট বিগত ৩০।৪।৭২ ইং তারিখে ২৮৫ কিলো লিটার কেরোসিন তেল মজুত ছিল।

৩। উত্তর পূর্ব্ব রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ মাল বুকিং এর উপর নিষেধ আরোপ করায় ও যথেষ্ট পরিমাণ হোয়াইট অয়েল টেংক ওয়াগন সরবরাহ না করায় আসাম অয়েল কোম্পানী কর্ত্তৃক কেরোসিন তেল না পাঠান হেতু বিগত মে মাসের প্রথম পক্ষে কেরোসিনের অভাব দেখা দিয়েছিল।

STARRED QUESTION NO. 510.

By—Shri Madhushudan Das, M. L. A.

প্রশ্ন

ক) বিগত বৎসরে নয়া দিল্লীতে ত্রিপুরার শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে ক্রেফ্‌টের যে প্রদর্শণী দেখানো হইয়াছিল তাহাতে মাল পরিবহনের খরচ কত হাজার টাকা হইয়াছিল ?

খ) সেই মাল পরিবহনের খরচ কোন্ খাতের টাকা হইতে খরচ হইয়াছিল ?

গ) ঐ সময় ক্রেক্‌ট ইন্‌ষ্টিটিউশন প্রকৃত পক্ষে চালু ছিল, না বন্ধ হইয়া গিয়াছিল ?

ঘ) দিল্লী হইতে মালামালগুলি আগরতলা ফেরৎ আসিয়াছে কিনা ?

ঘ) যদি না আসিয়া থাকে, তবে এগুলি ফেরৎ আসার কোন সম্ভাবনা আছে কিনা ?

চ) যদি না আসে, তবে এগুলি কাহার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে ?

ছ) দিল্লীতে এই প্রদর্শনীর সরকারী সিদ্ধান্ত ছিল কি ?

উত্তর

ক) টাঃ ৪,৮৩২·০০ ।

খ) শিক্ষা খাতের বরাদ্দ হইতে।

গ) চালু ছিল।

ঘ) না।

ঙ) না।

চ) কিছু অবিক্রীত মাল নয়া দিল্লীস্থিত 'কেন্দ্রীয় কুটীর শিল্প বিক্রয় কেন্দ্রে' এবং বাকীগুলি ত্রিপুরা সরকারের কলকাতাস্থিত বিক্রয় কেন্দ্রে রাখা হইয়াছে।

ছ) হাঁ।

ANNEXURE—'B'

UNSTARRED QUESTION NO. 4.

By—Shri Amarendra Sarma,

প্রশ্ন

১। ধর্মনগর বি বি, ইন্‌ষ্টিটিউশনের গৃহের একটি অংশ কি দীর্ঘদিন ধরে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পড়ে আছে ?

২। যদি তা হয়ে থাকে, ঐ গৃহ পুনঃ নির্মাণ করা হচ্ছে না কেন ?

উত্তর

১। বিগত ২৫-৩-৭১ তারিখে স্কুল গৃহের পশ্চিম ও উত্তর অংশ অগ্নিকাণ্ডে বিধ্বস্ত হইয়াছে।

২। পি, ডাব্লিউ, ডি, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 112

By—Sri Anil Sarkar, M. L. A.

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া সাব্‌ডিভিশনের "ক্ষীরোদ নায়েক পাড়া প্রাইমারী স্কুল" ১৯৭১ সনে কতদিন বন্ধ ছিল ?

২। উক্ত স্কুলে কোন শরণার্থী শিবির ছিল কি ?

৩। তা না হলে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কেন ১৯৭১ সনে প্রায় সারা বছর 'জয় বাংলার' নামে স্কুল বন্ধ রাখলেন ?

৪। এই ব্যাপারে কোন তদন্ত হবে কি ?

উত্তর

১। সরকারী ছুটির দিন ছাড়া অন্য কোনও দিন এই বিদ্যালয় বন্ধ ছিল না।

২। না।

৩। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

৪। সংশ্লিষ্ট সাব-ইন্‌স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ এই ব্যাপারে ইতি মধ্যেই প্রয়োজনীয় তদন্ত করিয়াছেন।

UNSTARRED QUESTION No. 113.

By—Shri Anil Sarkar.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন গেজেটেড পদ সমূহে নিয়োগের ব্যাপারে UPSC এর সুপারিশ সাপেক্ষে রাজ্য সরকার গত পাঁচ বছরে কতজন লোককে Ad-hoc নিয়োগ পত্র দিয়েছেন ;

২) UPSC কর্তৃক নির্বাচিত না হওয়া সত্বেও বর্তমানে বিভিন্ন বিভাগে কতজন কর্মচারী তাদের পদে বহাল আছেন ;

৩) UPSC কর্তৃক একবার প্রত্যাখ্যাত অফিসারদের পুনরায় কমিশনের সামনে উপস্থিত হবার সুযোগ দেয়া হয় কি , এবং

৪) এই সম্পর্কে সরকারী নীতি কি ?

উত্তর

১) গত পাঁচ বৎসরে ৩৩১ জনকে Ad-hoc নিয়োগ পত্র দেওয়া হইয়াছে।

২) ১০৭ জন কর্মচারী বর্তমানে তাদের পদে বহাল আছেন।

৩) UPSC কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত অফিসার পুনরায় কমিশনের সামনে উপস্থিত হইতে পারে যদি UPSC উক্ত officerকে interview-র জন্য ডাকে।

৪) এই বিষয়ে ত্রিপুরা সরকারের কোন আইন নাই। আমরা UPSC-এর আইন দ্বারা পরিচালিত হই।

UNSTARRED QUESTION NO. 144

By Shri Jatindra Kr. Mazumdar, M. L. A.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা রাজ্যের জুনিয়ার বেসিক, সিনিয়র বেসিক, ও জুনিয়ার হাই স্কুলগুলির জন্য ১৯৭০—৭১ইং সনে furniture এর জন্য কত টাকার টেণ্ডার call করা হয়েছে। এবং

২) যারা টেণ্ডার পেয়েছেন তারা ঐ সনে কত টাকার furniture (বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ ও ব্লেকবোর্ড ইত্যাদি) সরকারকে supply দিয়েছেন? (Inspectorate-wise হিসাবে)

উত্তর

১) ১নং প্রশ্নের উত্তর :—প্রফরমা A, B দেওয়া হইল।

২) ২নং প্রশ্নের উত্তর :—প্রফরমা A, B দেওয়া হইল।

"Proforma—A"

ক্রমিক নং	স্কুল পরিদর্শকের অফিসের নাম।	ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী জুনিয়র বেসিক, সিনিয়র বেসিক ও জুনিয়র হাই স্কুলগুলির জন্য ১৯৭০—৭১ইং সনে, furniture এর জন্য কত টাকা টেণ্ডার call করা হইয়াছে।	মন্তব্য
১।	সদর—"এ"	টাঃ ১০,০০০	
২।	সদর—"বি"	" ৪০,০০০	
৩।	সাব্রুম	" ৫,৮০০	
৪।	কৈলাশহর	" ১৫,০০০	
৫।	কমলপুর	" ১৫,০০০	
৬।	উদয়পুর	" ১৫,৮০০	
৭।	খোয়াই	" ২০,০০০	
৮।	ধর্ম্মনগর	" ২৫,০০০	
৯।	অমরপুর	" ১০,০০০	
১০।	সোনামুড়া	" ১৫,০০০	
১১।	বিলোনীয়া	" ৫,৮০০	বিলোনীয়া স্কুল পরিদর্শকের কার্যালয়ে

১৯৭১ সনে আগুনে ভস্মীভূত হওয়ায় প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের অভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব হইল না। তবে শিক্ষা অধিকর্তা অফিসের কাগজ পত্র অনুযায়ী দেখা যায় যে ১৯৭১সনে ৫,৮০০ টাকার মত আসবাব পত্রের টেণ্ডার গৃহীত হইয়াছিল।

Proforma—"B"

ক্রমিক নং	স্কুল পরিদর্শকের অফিসের নাম	যারা টেণ্ডার পেয়েছেন তারা ঐ সনে (১৯৭০—৭১) কত টাকার furniture (বেঞ্চ, হাইবেঞ্চ, ব্লেক বোর্ড) ইত্যাদি সরকারকে supply দিয়েছেন (Inspectorate wise হিসাবে)	মন্তব্য
১।	সদর—"এ"	টাঃ ৪৫,০০০	
২।	সদর—"বি"	টাঃ ৫৩,৯৮৫,৬৪	
৩।	সাব্রুম	,, ৬০,৮৬৭,১০	
৪।	কৈলাসহর	,, ২১,৯২৭,০৯	
৫।	কমলপুর	,, ১৬,৩৫৬,০০	
৬।	উদয়পুর	,, ১৫,৭৮৬,৩৩	
৭।	খোয়াই	,, ১৩,৬৯৩,০০	
৮।	ধর্ম্মনগর	,, ৭৬,৪১১,৬৫	
৯।	অমরপুর	,, ১৫,০০১,৩২	
১০।	সোনামুড়া	,, ১৪,৫২৭,৬৯	
১১।	বিলোনিয়া	এই অফিসে ১৯৭১ সনের ২রা এপ্রিল আগুণ লাগিয়া ভস্মীভূত হওয়ায় প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রের অভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব হইল না।	

UNSTARRED QUESTION NO. 188.

By Shri Ajoy Biswas, M. L. A.

প্রশ্ন

১। গত ৫ বছরে কতজন সরকারী কর্মচারীকে চাকুরীতে Extension দেওয়া হয়েছে।

২। এর মধ্যে কতজন গেজেটেড ও কতজন নন্‌-গেজেটেড।

৩। তার মধ্যে কতজন ৫৮ বছরের পরে, কতজন ৫৯ বছরের পরে এবং কতজনকে ৬০ বছরের পড়েও Extension দেওয়া হয়েছে এবং Extension প্রাপ্ত গেজেটেড অফিসারদের নাম ;

৪। কি নীতিতে চাকুরীতে Extension দেওয়া হয় ?

উত্তর

১)
২)
৩)
৪) } তথ্যাদি এতৎসঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল।

ANNEXURE

Total No. of Govt. employes granted extension during last 5(five) years.			Number of Govt. employees granted extension after attaining age of			Name of the Gazetted Officers granted extension.	Policy of Govt. relating grant of extension.
Gazetted	Non Gazetted	Total	58 years	59 years	60 years		
1	2	3	4	5	6	7	8
15	69	84	54	29	1	1) Shri N. G. Kar Bhowik Retd. Superintendent, Central Jail. 2) Shri Anil Kr. Sen, Retd. Principal Engineer. 3) Shri Ramesh Banerjee, Retd. Executive Engineer. 4) Shri Heramba Dutta, Asstt. Engineer. 5) Shri H. S. Deb Barma, Retd. Director of Panchayat. 6) Shri S. N. Dutta, Retd. Sub-Deputy Controller of Procurement. 7) Dr. Sudhir Dey, Doctor (Retd.) 8) Dr. G. N. Chatterjee, Retd. Director of Education. 9) Shri S. K. Choudhury, Retd. Principal, M. B. B. College. 10) Shri J. N. Roy, Retd. Dist. Inspector of Schools. 11) Shri S. K. Bhattacharjee, Retd. Vice-Principal, M. B. B. College. 12) Shri S. K. Chakraborty,Retd. Deputy Collector. 13) Shri D. P. Sen Gupta, B. D. O. 14) Shri S. Bhowmik, TCS, Now Area Organiser, S. S. B. 15) Shri A. T. Chakraborty. Addl. S. P.	Extension are normally not granted unless inescapable in public service interest In some exceptioal cases due to dearth of suitable and technical personnel extension are given. Cases of freedomfighters are considered for grant of extension who fulfills certain condition.

UNSTARRED QUESTION NO. 190

By Shri Ajoy Biswas, M. L. A.

প্রশ্ন

১) কতগুলি Post ত্রিপুরা সরকারের অধিনে বিভিন্ন দপ্তরে আছে, তার Class I, Class II, Class III, Class IV ও ওয়ার্কচার্জ' ভিত্তিক হিসাব ;

২) Category wise ও বিভাগ ভিত্তিক কতকগুলি পদ কতদিন যাবৎ খালি আছে

৩) কেন খালি পদগুলি পূরণ করা হয়নি ?

উত্তর

১, ২ ও ৩) তথ্যাদি এতদসঙ্গীয় তালিকায় দেওয়া হইল

ANNEXURE TO ASSEMBLY QUESTION NO. 190

Sl. No.	Name of Department/ Organisation.	No. of posts ia each Deptt./Organisation from Class I to c'ass IV including work charged.					No. of posts lying vacant (category wise) indicating period of vacancy.		Reasons of not filling up the posts.
		Class I	Class II	Class III	Class IV	Work Charged.	Category-wise	Period of vacancy.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Director of Manpower Planning & Employment.	1	1	7	3	—	Class-III—1 Class—IV—1	1 year 1 year	Vacancies are occurred due to retirement, promotions to higher posts, creation of posts & deputation to other Government/ Departments. There are some administrative reasons for which some posts are lying vacant e. g. (i) pending finalisation of recruitment rules. (2) due to non-availability of technical and suitable persons, (3) due to non-finalisation of seniority list etc. for want of which promotion posts can not be considered to be filled up.
2.	Evaluation Organisation—	—	1	16	3	—	Class—III—2	11 months	
3.	Cooperative Department—	1	12	167	25	—	Class—II 2 Class—III 12 Class—IV—5	Jan'72 to March'72 from 71 to 72.	
4.	Department of Labour	—	6	26	13	—	Class—II—1 Class—III-3 Class—IV-1	1 month 1 month 2 months.	
5.	D. S. S & A Board.	—	—	3	1	—	— Nil —		
6.	Directorate of Food & Civil Supplies.	1	19	232	298	—	Class—II —3 Class—III—4 Class—IV—3	Varies from 1968 to 1971	
7.	Office of the District & Sessions Judge.	2	15	79	71	—	Class—II —1 Class—III—2 Class—IV —1	April '71 August '71 Feb '72	
8.	Tripura Legislative Assembly.	1	2	27	22	—	Class—III—4 Class—IV—1	1 from 1968 1 from 1970 2 from 1971 Feb '72.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9.	Prison Directorate	—	2	45	108	—	—	—	
10.	Labour Department	—	4	51	23	—	— Nil —		
11.	Statistical Deptt.	1	4	142	13	—	Class—II — 2 Class—III—12 Class—IV— 1	6 months above.	
12.	Office of the Collector of Excise, West Tripura.	—	1	5	19	—	—	—	do-
13.	Directorate of Fire Services.	—	—	110	2	—	Class—III— 3	2 from 1969 1 from March & 1972	
14.	Directorate of Settlement & Land Records.	1	7	277	58	—	Class—II— 2	March '71	
15.	Directorate of Tribal Research.	1	—	2	1	—	—	—	
16.	Directorate of Panchayatraj	1	5	468	12	—	Class—III—5	2 from 1969 1 from 1962 1 from Sept'72 1 from May '72	
17.	Local Self Govt. Department.	—	1	12	2	10	—	—	
18.	Secretariat Administration Deptt.	—	—	210	66	—	—	—	
19.	Public Works Deptt.	42	100	2953	754	2313	Class—I — 6 Class—II — 11 Class—III—111 Class—IV—26		

Sl. No.	Name of the Department/ Organisation.	No. of posts in each Deptt./ Organisation from Class I to Class IV including work charged.					No. of posts lying vacant (category-wise) including period of vacancy.		Reasons of not filling of the posts.
		Class I	Class II	Class III	Class IV	Work charged.	Category-wise	period of vacancy.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	Urban Community Development Project	—	1	10	2	—	—	—	
21.	Office of the District Registrar.	—	1	14	4	—	Class—III—3	2 more than 1 year. 1 about 2 months.	
22.	Executive Engineer, Electrical Division.	2	6	140	86	442	Class—III—12 Class—IV—29		-do-
23.	D. M. & Collector, North Tripura District	—	—	79	43	—	Class—III—17 Class—IV— 8		
24.	Printing & Stationery Department.	—	2	108.	47	21	Class—II—1 April '72 Class—III—16 Class—IV—3	 2 from, 1971 5 from 1970, 7 from 1969, 2 from 1972. 1 from 1971, 2 from 1972.	
25.	Directorate of Pilot Project.	1	1	5	2	1	Class—III—1	Recent vacancy.	
26.	Directorate of Industries.	2	22	479	199	—	Class—II—6 Class—III—74	1 from, 1962 1 from. 1966 3 from, 1971 1 from, 1972 varies from 1962 to 1972.	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							Class—IV—17	varies from 1962 to 1972.	
27.	Directorate of Agriculture.	2	42	1037	431	—	Class—1—1 Class—II—8 Class—III—57 Class—IV—60	2 yrs. 4 months. 13 days to 2 yrs. 13 days to 2 years. 3 months to 2 yrs.	
28.	Executive Engineer, Agartala Divn. No. III.	1	5	163	45	28	Class—I—1 Class—III—7	1 year. 1 year.	
29.	Directorate of Welfare for Sch. Castes & Sch. Tribes.	1	6	110	111	11	Class—II—3 Class—III—3	1 year. 4 months to 1 year.	
30.	Directorate of Public Relations & Tourism.	1	4	158	39	—	Class—II—3 Class—III—25	more than 1 year. 7 months to 1 years.	
31.	D. M. & Collector, South Tripura District.	—	—	303	172	—	—	—	
32.	Rehabilitation Deptt.	2	43	303	27	—	—	—	
33.	Directorate of Health Services.	71	172	943	1130	—	Class—I—15 Class—II—25 Class—III—270 Class—IV—61	6 months above.	
34.	Office of the Conservatar of Forests.	4	13	460	737	—	Class—II—3 Class—III—27 Class—IV—149	1966-71 1969-72 1963-72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35.	Office of the Inspector General of Police.	2	19	116	—	—	Class—I 12	below 1 year other near-about 1 1 year.	
36.	Office of the Chief Electoral Officer.	—	1	28	14	2	Class—II —1	January, 1972	
37.	D. M. & Collector, West Tripura District.	—	—	505	307	—	Class—III—10	2 to 3 months.	
38.	Director of Animal Husbandry.	1	21	422	188	—	Class—I — 1 Class—II — 4 Class—III—109 Class—IV— 65	— All the posts have been lying vacant for about 1 year.	—Do—
39.	Office of the Agri. Income Tax Officer.	—	—	2	1	—	—	—	
40.	Education Department	30	468	9758	—	—	Class—I — 9 (Nine) Class—II —96 Class—III—362	1968-1972 1965-1972 1963-1972	

UNSTARRED QUESTION NO. 197.
By Shri Samar Choudhury, M. L. A.

প্রশ্ন

১। ১৯৫৭ সন থেকে ১৯৭২ এর মার্চ পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় রুল ফাইভে কতজন সরকারী কর্মচারী চাকুরী, থেকে বরখাস্ত হয়েছে। ডিপার্টমেণ্ট ও মহকুমা ভিত্তিক তাহাদের নাম ;

২। এই বরখাস্ত কর্মচারীদের মধ্যে কতজন পুনরায় সরকারী চাকুরী পেয়েছেন। ডিপার্টমেণ্ট ও মহকুমা ভিত্তিক তাদের নাম ;

৩। এই রুল ফাইভ বাতিল করা সম্পর্কে সরকার কি ভাবছেন ?

উত্তর

১। ৩৩৭ জন। বিভাগ ও মহকুমা ভিত্তিক তাদের নাম সংগীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

২। ৩৬ জন। বিভাগ ও মহকুমা ভিত্তিক তাদের নাম সংগীয় তালিকায় দেওয়া গেল।

৩। না।

STATEMENT
ASSEMBLY UNSTARRED QUESTION NO. 197.

Name of Department	Name of Sub-Division	Name of employee terminated under Rule 5.	Name of employees re-employed.
1	2	3	4
Forest Department.	Sadar.	1. Shri Gouranga Ch. Dass	1. Shri Narayan Ch. Bhattacharjee.
		2. ,, Biswanath Deb	2. ,, Ajit Ranjan Choudhury.
		3. ,, Bhupesh Ch. Deb.	3. ,, Radha Mohon Majumder.
		4. ,, Dhirendra Chatia.	4. ,, Arunjit Deb.
	Belonia.	1. ,, Dilip Ranjan Das	1. ,, Dhirendra Chatia.
		2. ,, Bhudar Rn. Dutta Gupta	
		3. ,, Brajendra Kr. Baidya.	
		4. ,, Pankaj Kanti Roy Choudhury.	
		5. ,, Suren Jamatia.	
		6. ,, Sunil Ch. Sen.	
	Kailasahar.	1. ,, Gopal Karmakar	1. ,, Dhirendra Ch. Das.
		2. ,, Soumendra Deb Barma.	
		3. ,, Upendra Sabdakar.	
		4. ,, Ranjit Kishore Taran.	

1	2	3	4
	Sonamura.	1, Shri Suresh Ch. Chakraborty.	
		2. „ Gostha Behari Deb Barma.	
		3. „ Radha Mohan Majumder.	
		4. „ Haradhan Acharjee.	
	Khowai.	1. „ Narayan Bhatta-charjee.	1. Shri Bhupesh Ch. Deb
		2. „ Jagadish Ch. Dutta.	2. „ Premananda Banik.
		3. „ Jagadish Ch. Deb Nath.	3. „ Hemendra Kr. Deb Nath.
		4. „ Dhirendra Ch. Das.	4. „ Brajagopal Deb.
		5. „ Narayan Ch. Bhatta-charjee.	
		6. „ Kshitish Ch. Sarkar.	
		7. „ Brajagopal Deb.	
	Sabroom.	1. „ Ajit Rn. Choudhury.	
	Udaipur.	1. „ Arunjit Deb.	1. „ Jagadish Ch. Debnath.
		2. „ Gobinda Kr. Deb-nath.	2. „ Bhudar Ranjan Dutta Gupta.
			3. „ Gobinda Kr. Debnath.
	Amarpur.	1. „ Rabindra Addya.	
		2. „ Parendra Ch. Deb Barma	
		3. „ Aghore Deb Bnrma.	
	Kamalpur.	1. „ Premananda Banik.	1. „ Pankaj Kanti Roy Choudhury.
		2. „ Nikhil Rn. Das.	
	Dharmanagar.	1. „ Hemendra Kr. Deb-nath.	1. „ Narayan Chandra Bhattacharjee.
		2. „ Kandarpa Bikash Choudhury.	
Jail Department.	Sadar.	1. „ Nripesh Dhar.	1. „ Nripendra Deb.
		2. „ Madhu Deb Barma.	2. „ Rakhal Deb.
		3. „ Kanu Malakar.	3. „ Ashit Kar.
		4. „ Prome Bhattacharjee.	
		5. „ Bankim Deb Barma.	
		6. „ Manoranjan Deb Barma.	
		7. „ Nilkamal Deb Barma.	
		8. „ Sitanath Bhattacharjee.	
		9. „ Birendra Kar.	
		10. „ Khirode Deb Barma.	
		11. „ Rakhal Deb.	
		12. „ Ashit Kar.	
		13. „ Nripendra Deb.	

1	2	3	4
P. W. Deptt.	Sadar.	1. Shri Sunil Bose. 2. „ Jagadish Basak. 3. „ Satya Chakraborty.	1. Shri Jagadish Basak.
	Khowai.	1. „ Ashit Ranjan Majumder.	—
	Dharmanagar.	1. „ Rasamaoy Acharjee.	
Office of the Registrar of Coop. Societies.	Sadar.	1. „ Ratan Misra. 2. „ Sachindra Singh. 3. „ Abdul Khalek. 4. „ Hiralal Satanami. 5. „ Santi Bh. Bardhan. 6. „ Promode Rn. Das. 7. „ Durga Bahadur Chetri. 8. „ Makhan Ch. Bhattacharjee. 9. „ Sushil Kr. Sur Choudury. 10. „ Haridas Chatterjee.	1. „ Sushil Kr. Sur Choudhury. 2. „ Haridas Chatterjee.
	Dharmanagar.	1. „ Umesh Chandra Roy.	
	Belonia.	1. „ Sibdulal Sarkar.	
Printing & Stationery Department.	Sadar.	1, „ Jagadish Nath. 2. „ Gouranga Ch. Debnath. 3. „ Jatindra Ch. Das.	1. „ Gouranga Ch. Debnath. 2. „ Jatindra Ch. Das.
Directorate of Public Relations & Tourism.	Sadar.	1. „ Sujit Choudhury. 2. „ Amalendu Dutta.	1. „ Amalendu Dutta.
Agriculture Department.	Sadar.	1. „ Anil Chandra Dey. 2. „ Haripada Sarkar. 3. „ Phanindra Singh. 4. „ Brajendra Ch. Chatterjee.	
Statistical Department.	Sadar.	1. „ Monomohan Deb Barma. 2. „ Sunil Kumar Gupta.	
Labour Department.	Sadar.	1. „ Abani Mohan Debnath.	1, „ Abani Mohon Debnath in the Industries Department.

Name of Department.	Name of Sub-Division.	Name of employees terminated under Rule 5	Name of employees re-employed.
1	2	3	4
Industries Department.	Sadar.	1. Shri B. K. Paul	
		2. „ Keshab Ch. Rakshit.	
		3. „ Samarbandhu Bhattacharjee.	
		4. „ Bhabatosh Sen.	
		5. „ Gourmohan Dey.	
		6. „ Hiranmoy Das.	
		7. „ Monoranjan Paul.	
		8. „ Chandra Bahadur Chetri.	
		9. „ Sankarnarayan Chakraborty.	
		10. „ Kanti Bikas Chakraborty.	
	Udaipur.	1. „ Sudhir Rn. Nath.	
	Sabroom.	1. „ Chitta Ranjan Bhattacharjee.	
	Belonia.	1. „ Jagat Bandhu Das.	
	Dharmanagar.	1. „ Saktibrata Chakraborty.	
Medical & Public Health Deptt.	Sadar.	1. „ Ranjit Das.	
		2. „ Sachindra Ch. Malakar.	
		3. „ Bimal Ch. Roy.	
		4. Smti. Banibala Das.	
		5. Shri Santi Ranjan Acharjee.	
	Dharmanagar.	1. „ Balaram Bhowmik.	
		2. „ Bhanulal Sarkar.	
		3. Smti. Indubala Das.	
		4. „ Nivarani Acharjee.	
	Kamalpur.	1. Smti. Promila Saha.	
		2. „ Kukilal Namasudra.	
		3.	
	Kailasahar.	1. „ Surabala Shil.	
		2. Shri Nityagopal Bhattacharjee.	
	Sonamura.	1. Smti. Ujjyalabala Dhar.	
		2.	
	Amarpur.	1. „ Latabati Acharjee.	
	Sabroom.	1. Shri Chandra Bhusan Roy.	
	Udaipur.	1. „ Haripada Acharjee.	
Settlement Organisation.	Sadar.	1. „ Chittaranjan Banik.	
		2. „ Sampati Kumar Pandey.	
		3. „ Nirmal Kanti Sen.	
		4. „ Kirshna Kr. Debnath.	
		5. „ Hirendra Kr. Bhowmik.	
		6. „ Sital Ch. Sarkar.	
		7. „ Mahendra Kr. Nath.	

1	2	3	4
Rehabilitation Deptt.	Sadar.	1. Shri Bidhan Chandra Roy.	
		2. ,, Ratan Kumar Deb.	
		3. ,, Bhabatosh Chakraborty.	
	Kailasahar.	1. ,, Sujit Kanti Saha.	
Tribal Welfare Department.	Dharmanagar.	1. ,, Sadhan Lal Choudhury.	
		2. ,, Prangopal Saha.	
	Khowai.	1. ,, Rathindra Das Gupta.	
	Kamalpur.	1. ,, Sachindra Chakraborty.	
	Amarpur.	1. ,, Surendra Deb Barma.	
		2. ,, Sunil Chandra Dey.	
Food & Civil Supplies Department.	Sadar	1. ,, Madhusudan Bhattacharjee.	
		2. ,, Kshudiram Bhattacharjee.	
		3. ,, Anil Ch. Banik.	
		4. ,, Arun Kumar Deb.	
		5. ,, Jaharlal Ghosh Dastidar.	
		6. ,, Kajal Das Gupta.	
		7. ,, Pravaranjan Roy Choudhury.	
		8. ,, Debajyoti Das.	
		9. ,, Ratish Das.	
		10. ,, Pranabesh Nath.	
		11. ,, Pijush Kanti Majumder.	
		12. ,, Sanjoy Kumar Paul.	
		13. ,, Abdul Alim.	
	Sonamura.	1. ,, Gopal Chandra Dey.	
	Khowai.	1. ,, Phanibhusan Roy.	
	Kailasahar.	1. ,, Kalipada Bhattacharjee.	
		2. ,, Nitailal Roy.	
		3. ,, Sekandar Miah.	
		4. ,, Abdul Alim.	
		5. ,, Surjya Kanta Shil.	
		6. ,, Biswanath Das.	

Name of Department.	Name of Sub-Division.	Name of employees terminated under Rule 5.	Name of employees re-employed.
	Dharmanagar.	1. Shri Kamalesh Bhattacharjee.	
		2. ,, Sen Ch. Deb Barma.	
		3. ,, Sashadar Deb Barma.	
		4. ,, Sadhan Chandra Das.	
		5. ,, Rakhal Ch. Majumder.	
		6. ,, Rathindra Kr. Gupta.	
		7. ,, Rakhal Ch. Choudhury.	
		8. ,, Ranjit Kr. Bhuiya.	
		9. ,, Parthasarathi Ghosal.	
		10. ,, Biraj Mohan Nath.	
	Amarpur.	1. ,, Jahar Ali.	1. Shri Nitailal Roy.
		2. ,, Sudhakar Bhattacharjee.	
	Sabroom.	1. ,, Nagendra Ch. Das.	1. ,, Phanibhusan Belonia.
		2. ,, Abdul Halim.	
	Udaipur.	1. ,, Rabindra Kr. Das.	1. Shri Kalipada Bhattacharjee.
			2. ,, Provaranjan Roy Choudhury.
Education Department.	Udaipur.	1. ,, Naresh Chakraborty.	
		2. Smti Indira Ghosh.	
		3. Shri Abdul Gafur.	
		4. ,, Noor Mohammed.	
		5. ,, Majeffar Ahmed Khadim.	
		6. ,, Paramananda Sarma,	
Education Department (Contd).	Sadar.	1. ,, Gobinda Lal Das	1. Shri K. P. Dutta.
		2. ,, Hemendra Ch. Bhattacharjee.	2. Shri G. C. Roy.
		3. ,, Sudhindra Chakraborty.	3. Shri H. Sur.
		4. ,, Matilal Deb.	
		5. ,, Jaladhar Rishi.	
		6. ,, Bijoy Krishna Sarma.	
		7. ,, Chittaranjan Sarkar.	
		8. ,, Anil Ch. Chakrabor y.	
		9. ,, Bibhuti Bh. Dhar.	
		10. ,, Dilip Naha Biswas.	
		11. ,, K. P. Dutta.	
		12. ,, G. C. Roy.	
		13. ,, H, Sur.	
		14. Smti. Binita Roy.	
		15. ,, P. B. Dutta.	

1.	2.	3.	4.
	Belonia.	1. Shri Kshirode Adhikari.	
	Sabroom.	1. „ Sitanath Mandal.	
	Sonamura.	1. „ Muktal Husain. 2. „ Ali Azam Mia. 3. „ Ranjit Acharjee.	1. Shri Ranjit Accarjee.
	Khowai.	1. „ Usharanjan Choudhury. 2. „ Bidhubhusan Dey. 3. „ Bimal Ranjan Dhar Choudhury. 4. Smti. Sovarani Deb Roy.	1. " Usharan jan Choudhury.
	Kamalpur.	1. Shri Nikhil Ch. Chakraborty. 2. „ Gopal Ch. Chakraborty.	
	Kailasahar.	1. „ Prafulla Kr. Majumder.	
	Dharmanagar.	1. „ Fazlur Rahaman Khadim	
Police Organisation.	Sadar.	1. „ Niranjan Chakraborty. 2. „ Lal Miah. 3. „ Surendra Marak. 4. „ Badal Das. 5. „ Sadesh Dutta. 6. „ Umesh Deb Barma. 7. „ Bijoy Deb Barma. 8. „ Rabindra Deb Barma. 9. „ Surendra Deb Barma. 10. „ Harkumar Deb Barma. 11. „ Sukhumani Deb Barma. 12. „ Harkumar Deb Barma. 13. „ Sashi Deb Barma. 14. „ Ranjan Deb Barma. 15. „ Shashi Deb Barma. 16. „ Prafulla Deb Barma. 17. „ Lal Mohan Deb Barma. 18. „ Kunjakishore Singh. 19. „ Prasendra Marak. 20. „ Nitai Majumder. 21. „ Ramendra Das. 22. „ Payadhir Deb. 23. Smti. Sunajoy Rani Das. 24. Shri Upendra Nath Hazarika. 25. „ Sahid Mia. 26. „ Bhagirath Deb Barma. 27. „ Sadhan Sur. 28. „ Gopikanta Das. 29. „ Sukumar Choudhury. 30. „ Monoranjan Das.	1. M,Shirrtunjoy Choudhuri 2. Bishu Deb Barma

Name of Department.	Name of Sub-Division.	Name of employees terminated under Rule 5	Name of employees re-employed
1	2	3	4
		31. Shri Samarendra Das.	
		32. „ Sadhan Deb	
		33. „ Khalilur Rahaman.	
		34. „ Jatindra Ghosh.	
		35. „ Hiralal Debnath,	
		36. „ Sadananda Biswas.	
		37. „ Gouranga Sarkar.	
		38. „ Thakurdhan Roy.	
		39. „ Amal Sen.	
		40. „ Narayan Debnath.	
		41. „ Ilabanta Deb Barma..	
		42 „ Sukhara Deb Barma.	
		43. „ Bidhubhusan Deb Barma.	
		44 „ Birendra Deb Barma.	
		45. „ Gurucharan Deb Barma.	
		46. „ Binode Deb Barma.	
		47. „ Jayanta Deb Barma.	
		48. „ Swapan Deb Barma.	
		49. „ Harimohan Deb Barma.	
		50 „ Rabichandra Deb Barma.	
		51. „ Bishurai Deb Barma.	
		52. „ Promode Deb Barma.	
		53. „ Basuram Deb Barma.	
		54. „ Dipak Deb Barma.	
		55. „ Samparai Deb Barma.	
		56. „ Bhanulal Deb Barma.	
		57. „ Rebati Deb Barma.	
		58. „ Sukram Deb Barma.	
		59. „ Manindra Deb Barma.	
		60. „ Joychandra Deb Barma.	
		61. „ Subal Deb Barma	
		62. „ Sudhir Deb Barma.	
		63. „ Sukramani Deb Barma.	
		64. „ Nagendra Deb Barma.	
		65. „ Braja Kr. Deb Barma.	
		66. „ Suva Deb Barma.	
		67. „ Promode Deb Barma.	
		68. „ Madhusudhan Deb Barma.	
		69. „ Chandra Mohan Deb Barma.	
		70. „ Ramani Deb Barma.	
		71. „ Rajmohan Deb Barma.	
		72. „ Jamini Deb Barma.	
		73. , Gopal Dutta.	
		74. „ Bimalrai Uchai.	
		75. „ Sarada Marak.	
		76. „ Swapan Chatri.	

1	2	3	4
		77. Shri Promode Marak.	
		78. „ Narayan Chakraborty.	
		79. „ Priyaranjan Choudhury.	
		80. „ Sunita Sangma.	
		81. „ Ashish Kumar Roy.	
		82. „ Arun Das Gupta.	
		83. „ Tarasankar Sen.	
		84. „ Mritunjoy Choudhury.	
		85. „ Bishu Deb Barma.	
	Udaipur.	1. Shri Sultan Ahmed.	
		2. „ Rabindra Sen.	
		3. „ Arun Chakraborty.	
		4. „ Sukumar Sarkar.	
		5. „ Kalipada Chakraborty.	
		6. „ Paresh Deb Barma.	
		7. „ Bhakta Saha.	
		8. „ Birendra Jamatia.	
		9. „ Prabhat Sarkar	
		10. „ Rathiranjan Jamatia.	
		11. „ Kajal Saha.	
		12. „ Paresh Chandra Biswas,	
		13. „ Amarendra Deb Barma.	
		14. „ Mohan Lal Deb Barma.	
		15. „ Arun Kr. Deb Barma.	
		16. „ Bindhu Kr. Deb Barma.	
		17. „ Mangal Kr. Deb Barma.	
		18. „ Binode Deb Barma.	
		19. „ Manindra Singh.	
		20. „ Gobinda Singh.	
		21. „ Bisweshar Bhattacharjee,	
		22. „ Ajit Kumar Ray.	
	Belonia.	1. Shri Duragarai Reang.	
		2. „ Anil Bhowmik.	
		3. „ Ananda Das.	
		4. „ Narayan Dey.	
	Khowai.	1. Shri Birendra Chakraborty.	
		2. „ Rusan Ali.	
		3. „ Shilhari Jamatia.	
		4. „ Bhulamani Deb Barma.	
		5. „ Rabindra Jamatia.	
		6. „ Sachindra Deb	
	Dharmanagar.	1. Shri Paritosh Chakraborty.	
		2. „ Birendra Goswami.	

1	2	3	4
	Sonamura.	1. Shri Birendra Deb Barma.	
	Sabroom.	1. „ Phanibhusan Shil.	
	Kailasahar.	1. „ Abdul Rafiq.	
		2. „ Bhanulal Mandarlong.	
		3. „ Anish Deb Barma.	
		4. „ Monohar Sinha.	
		5. , Bhimchandra Deb Barma.	
		6. „ Bimalendu Deb.	
		7. „ Jagabandu Nag.	
		8. „ Niranjan Malakar.	
		9. „ Shambhu Deb Barma.	
		10. „ Santosh Deb.	
		11. „ Bidhu Deb Barma.	
		12. „ Rakhal Lodh.	
		13. „ Sudhir Deb Barma.	
		14. „ Manmohan Deb Barma.	
		15. „ Promode Deb Barma.	
		16. „ Tribeni Sundar Das.	
		17. „ Adhir Deb Nath.	
		18. „ Nirmal Chandra Ghosh.	
	Sadar	1. „ P. S. Raman Pillai.	
		2. „ T. K. Ibrahim.	
		3. „ K. Gopalamnayar.	

UNSTARRED QUESTION NO. 210.
By Shri Pakhi Tripura, M. L. A.

প্রশ্ন

১। গত এক বছরে ত্রিপুরায় কোন মহকুমায় কতটি পুলিস গ্রাহ্য অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছে তার হিসাব।

২। এই ধরণের অপরাধের সংখ্যা কি বাড়ছে ;

উত্তর

১। ১৯৭১-৭২ সালে পুলিস গ্রাহ্য অপরাধের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১।	সদর—	১৪২৮
২।	খোয়াই—	২৯২
৩।	সোনামুড়া—	১২০
৪।	উদয়পুর—	১৫৯
৫।	অমরপুর—	১৪৯
৬।	সাব্রুম—	৫৪
৭।	বিলোনীয়া	২০৬
৮।	কৈলাসহর—	২০৬
৯।	ধর্ম্মনগর—	২৮৫
১০।	কমলপুর—	১৯০
		৩০৯৯

২। অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় নাই বাস্তবিক পক্ষে সাধারণ ভাবে সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION No. 243
By Shri Nishi Kanta Sarkar, M. L. A.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা ষ্টেট টিনের আমদানী কারকদের পারমিট প্রথা আছে কি না ;

২। থাকিলে ১৯৭০/৭২ ইং আমদানী কারক পারমিট হোল্ডারের নাম এবং কোন কোন পারমিট হোল্ডারকে কত বাণ্ডেল টীনের পারমিট দেওয়া হইয়াছে ; প্রতি বাণ্ডেল টীনের দর কত ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION No. 250.
By Shri Abhiram Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১। ১৯৭২ সালে যে সকল স্থানে নূতন হাই স্কুল বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল মঞ্জুর করা হয়েছে অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে upgrade করা হয়েছে তার নাম ;

২। ১৯৭২এ আরও কোন নূতন হাই বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল খোলা বা up-grade করার প্রস্তাব থাকলে সে সকল স্থানের নাম।

উত্তর

১। ১৯৭২এর শিক্ষা বৎসরে নিম্নলিখিত উচ্চ বুনিয়াদি বিদ্যালয়গুলিকে উন্নীত করিয়া হাই স্কুলে পরিণত করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে :—১) সালেমা, ২) সাব্রুম বালিকা বিদ্যালয়, ৩) বেহালাবাড়ী, ৪) বাইখোরা, ৫) কুতারমুড়া, ৬) সিপাইজলা এবং ৭) সেকেরকোট।

২। আপাততঃ ১৯৭২ এর শিক্ষা বৎসরে এরকম আর কোন পরিকল্পনা নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 270
By Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১। খোয়াই ফাল্গুনা চৌধুরী বাড়ীর সিনিয়র বেসিক স্কুলটিকে হাইস্কুলে পরিণত করার জন্য ঐ স্কুলের সেক্রেটারী খোয়াই বিভাগের স্কুল সমূহের ইন্সপেক্টরের নিকট কোন দরখাস্ত দিয়াছে কিনা ?

২। যদি দিয়া থাকে তবে ঐ স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ;

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বিদ্যালয়টির এলাকা এখনও উচ্চ বিদ্যালয় পাওয়ার সর্ত্ত পূরণ করে না। যথাসময়ে বিবেচিত হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 273
By Shri Bidya Ch. Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১। খোয়াই রতনপুর সিনিয়ার বেসিক স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করার জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না :

২। যদি থাকিয়া থাকে, তবে এই বৎসর স্কুলটিকে হাইস্কুলে পরিণত করা হইবে কিনা ?

উত্তর

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION No. 295
By Shri Bulu Kuki, M. L. A.

প্রশ্ন

১। অম্পিনগর বাজারের প্রাইমারী স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকের সংখ্যা কত ;

২। ইহা কি সত্য যে, উক্ত স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকের সংখ্যা কম ;

৩। ইহা কি সত্য যে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুপাতে স্কুলের বেঞ্চ, টুল খুব কম হওয়ায় ছাত্রছাত্রীদের মাটিতে বসে পড়াশুনা করতে হয়, এবং

৪। সত্য হইয়া থাকিলে সরকার ইহার প্রতিকারের কি ব্যবস্থা করিয়াছেন ?

উত্তর

১। যথাক্রমে ২৫৫ এবং ৫। ছাত্র সংখ্যা ২৫৫ হইলেও দৈনিক উপস্থিতি ২১৪ এর বেশী নয়

২। হ্যাঁ দৈনিক উপস্থিতির হিসাবে একজন কম। ইদানীং ঐ স্কুলে ২ জন শিক্ষককে বদলী করা হইয়াছে।

৩। না, বেঞ্চ টুলের সংখ্যা সামান্য কম ছিল। তৎসত্বেও কাহাকেও মাটিতে বসিতে হয় নাই।

৪। ১০টি জোড়া বেঞ্চ স্কুলে পাঠানো হইয়াছে। প্রয়োজন মত আরও আসবাব পত্র দেওয়া হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 312.
By Shri Gunapada Jamatia, M. L. A.

প্রশ্ন

১। উদয়পুরের পিত্রা এ, বি, স্কুলকে হাইস্কুলে পরিণত করে তাহার সংগে উপজাতি ছাত্রদের জন্য একটি ছাত্রাবাস দেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। এলাকাটি এখনও হাইস্কুল পাওয়ার ন্যূনতম সর্ত্তও পূরণ করে না। যথাসময়ে বিবেচিত হইবে।

UNSTARRED QUESTION NO. 313.

By Shri Gunapada Jamatia, M. L. A.

প্রশ্ন	উত্তর
ক) ইহা কি সত্য যে গত ১৯৬৫-৬৬ সালে উদয়পুর নোয়াবাড়ী উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের জন্য ৩২,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।	হঁ্যা।
খ) যদি সত্য হয় তবে এই টাকা ঐ উদ্দেশ্যে খরচ করা হইয়াছিল ?	খরচ করা হয় নাই।
গ) যদি ঐ টাকা ঐ বিদ্যালয়ের কাজে খরচ করা না হইয়া থাকে তাহার কারণ কি ?	দুর্গম এলাকা বলিয়া ঐ বিদ্যালয়ের কাজের জন্য এ পর্য্যন্ত টেণ্ডার পাওয়া যায় নাই।

UNSTARRED QUESTION NO.420.

By Shri Niranjan Deb. M. L. A.

প্রশ্ন

১। সেকেরকোট থেকে জম্পইজলা পর্য্যন্ত মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ এলাকায় নুতন সিনিয়র বেসিক স্কুল স্থাপন এবং জম্পইজলা সিনিয়র বেসিক স্কুলকে upgrade করা সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার বিবেচনা করছেন কি না ;

২। যদি না করে থাকেন, তবে এই বিষয়ে বিবেচনা করবেন কি এবং কবে করা হবে ?

উত্তর

১। চাম্পামুড়া এবং জম্পইজলায় ২টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় থাকা সত্বেও ১৯৭১ এর শিক্ষা বৎসরে আরও ২টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করার আদেশ দেওয়া হয় তন্মধ্যে শ্রীনগর গাবর্দিতে একটি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, কিন্তু উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে উন্নীত করিবার নির্দ্ধারিত সর্ত পূরণ না হওয়ায় টাকারজলায় অপরটি এখনও খোলা সম্ভব হয় নাই। জম্পইজলা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়কে উন্নীত করার বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Tuesday, June, 27, 1972.

The Assembly met in the Assemb'y House, Agartala, on Tuesday, the 27th June, 1972 at 11 A. M.

PRESENT

Mr. Speaker (Shri Manindra Lal Bhowmick) in the Chair, Chief Minister, 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 45 Members.

Mr. Speaker :— Today in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned,

STARRED QUESTIONS

Mr. Speaker :— Shri Purna Mohan Tripura.
Shri Purna Mohan Tripura :— Starred Question No. 17.
Shri Debendra Kishore Choudhury :— Starred Quest'on No. 17, Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
১) সরকারী মোটর ভিহিক্যালস রিপেয়ার করার জন্য ত্রিপুরা সরকার গত ৬ মাসে (১৫ই মার্চ পর্যন্ত) মোট কত টাকা খরচ করেছেন ?	৪,১১,৭১২'০৯ টাকা।
২) এই ৬ মাসে মোট কতটি মোটর ভিহিক্যালস রিপেয়ার করা হয়েছে ?	৪১১টি।
৩) এই সকল মোটর ভিহিক্যালস এর মধ্যে কতটি সরকারী কারখানায় ও কতটী বে-সরকারী কারখানায় রিপেয়ার করা হয়েছে ?	সরকারী কারখানায়—৩১১টি বেসরকারী কারখানায়—৯২টী।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি সরকারী ওয়ার্কশপ থাকা সত্বেও বেসরকারী কারখানায় রিপেয়ার করতে দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— অনেক সময় যদি সরকারী গাড়ী পথে ঘাটে খারাপ বা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে সেগুলি সেই সব জায়গা থেকে আনা সম্ভব হয় না। তাছাড়া আমাদের সরকারের যে ওয়ার্কসপটী আছে সেটাও পরিপূর্ণ নয়, আর এই সব কারণেই মধ্যে মধ্যে বেসরকারী কারখানাতেও সরকারী গাড়ী মেরামত করতে দেওয়া হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানেন কি যে বেসরকারী কারখানায় সরকারী গাড়ী রিপেয়ার করতে দেওয়ার পিছনে কোন কোন অফিসারের স্বার্থ জড়িত আছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এই রকম কোন কিছু আমার জানা নেই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— এই সব মোটর ভিহিক্যালস রিপেয়ার করার জন্য কোন কোন ডিপার্টমেণ্ট থেকে কত টাকা খরচ করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এই রকম প্রশ্নের নোটিশ দিলে উত্তর দেব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একটু আগে উত্তর দিতে গিয়ে বললেন যে সরকারী কারখানায় গাড়ী রিপেয়ার করার পিছনে কোন কিছু আছে বলে তার জানা নেই, তাই আমার প্রশ্ন হল এই ব্যাপারে একটা তদন্ত করে দেখবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— যদি ডেফিনিট কমপ্লেইন আসে, তাহলে তদন্ত করে দেখব।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— স্যার, আমার প্রশ্ন হল সরকার বে-সরকারী কারখানাতে গাড়ীগুলি রিপেয়ার করাচ্ছেন, কাজেই সরকার এই ব্যাপারে তদন্ত করবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ডেফিনিট কেস দিলে, তদন্ত করে দেখব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, যে ৯২টী গাড়ী বেসরকারী কারখানায় রিপেয়ার করা হয়েছে বলে বললেন, সেগুলি রিপেয়ার করার ব্যাপারে কত টাকা খরচ হয়েছে বলতে পারেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— নোটিশ দিলে উত্তর দেব।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, গত ৬ মাসে এতবড় একটা বিরাট সংখ্যক মোটর ভিহিকালস রিপেয়ারস করার বাবতে খরচ করার কারণ কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ত্রিপুরা তো একটা রাজ্য, তার গাড়ী তো আর কম নয়, কাজেই দরকার হলে সেগুলি রিপেয়ার করতে হবে এবং সেজন্য খরচও হবে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি : এই কথা কি সত্য বেশীর ভাগ গাড়ী পুরানো হয়ে গেছে বলে রিপেয়ার বাবতে এতবেশী খরচ হচ্ছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— আপনি আগে নোটীশ দিন, তাহলে উত্তর পাবেন যে কোনটা পুরানো হয়ে গেছে আর কোনটা পুরোনো হয়নি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সরকারের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে মোট কতগুলি গাড়ী আছে ?

মি: স্পীকার :— দীস ইজ নট রিলিভেন্ট।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— এই গত কয়েক মাসে যে বিরাট সংখ্যক গাড়ী সারানো হয়েছে তাতে আমরা কি এটা ধরতে পারি না যে সরকারের যে সব গাড়ী আছে, তার অধিকাংশ খারাপ।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— এটা ঠিক নয়। তবে গাড়ীতে কত খরচ হচ্ছে, সেটা জেনে আমাকে বলতে হবে।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৮।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৮, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) সদর টাকারজলা এলাকা টি, ডি, ব্লকের আওতায় আনার সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?	হাঁ, সদর টাকারজলা তহশীল এলাকাকে টি, ডি, ব্লকের আওতায় আনার জন্য একটি প্রস্তাব ছিল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে সদর টাকারজলা এলাকাকে টি, ডি, ব্লকের আওতায় আনার জন্য সরকার কবে এই প্রস্তাব করেছিলেন ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— আমাদের প্রস্তাব ছিল, কিন্তু গভঃ অব ইণ্ডিয়া সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— স্যার, আমার প্রশ্নটা হল কবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— এখন আমার সেই সব তথ্যাদি নেই, পরে দেব।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— স্যার, উনি উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে একটা প্রস্তাব ছিল। তাহলে আমরা কি বুঝব যে ঐ প্রস্তাবটা এখনও আছে না নেই।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— এখন নেই, আগে ছিল।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা : - গত ২৪শে এপ্রিল টি, ডি, ব্লক কমিটির তরফ থেকে মিটিং করে যে প্রস্তাব গ্রহণ করে পাঠান হয়েছিল সেটি ঠিক কিনা এবং সেটি পৌছানো হয়েছিল কিনা এবং ঐ তারিখে যদি পাঠানা হয়ে থাকে তাহলে এটা ছিল হয়ে গেল কি করে ? এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— ২৪শে এপ্রিল কোন বছর ?

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা : - ১৯৭২ইং।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :— জানা নেই।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅজয় বিশ্বাস।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— প্রশ্ন নং ৩৯।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : – প্রশ্ন নং ৩৯।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা সরকার Life Insurence Corporation (L. I. C.) এর নিকট. কোন অর্থ ঋণ হিসাবে চেয়েছেন কি ?	না।
২) যদি না চেয়ে থাকেন, তার কারণ ?	প্রয়োজন এখনও উপজাত হয় নাই।
৩) আগরতলা সহর উন্নয়নের জন্য L. I. C. র নিকট থেকে এক কোটি টাকা ঋণের জনা সরকার আবেদন করিবেন কি ?	এরূপ কোন প্রস্তাব এ সরকারের বিবেচনাধীন নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননায় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি L. I. C. র General Manager গত March মাসের মাঝামাঝি Chief Secretaryর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং সরকারকে টাকা দেওয়ার প্রস্তাব করেছিলেন।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী : প্রস্তাব করা হইয়াছিল কি না আমার জানা নাই। তবে আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি যে, আমরা L. I. C. থেকে কোন টাকা নেওয়ার কথা বিবেচনা করি নি। কারণ তার interest বেশী।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন প্রস্তাব করেছেন কিনা জানা নাই। তাহলে Chief Secretaryর সঙ্গে তিনি যে আলোচনা করেছিলেন মাননায় মন্ত্রী মহাশয়কে, মন্ত্রীসভাকে কিংবা সরকারকে চীফ সেক্রেটারী মহাশয় এ বিষয় জ্ঞাত করাইয়া ছিলেন কিনা।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—Discussion হতে পারে। Discussion হলেও সমস্ত ব্যাপার যদি প্রয়োজন না থাকে তাহলে জানানো হয় না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—L. I. C. প্রতি বছর ৪০ লক্ষ টাকা প্রিমিয়াম হিসাবে ত্রিপুরা থেকে নিয়ে যায় অথচ কোন টাকা ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরার মানুষ L. I. C. থেকে পাচ্ছে না। এর জন্য ত্রিপুরা সরকারই দায়ী নন ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—দায়ী হওয়ার কোন প্রশ্নই আসে না এর মধ্যে. ত্রিপুরার উন্নতির জন্য যে টাকার প্রয়োজন সেই প্রয়োজনের জন্য তো এখনও আমাদের অভাব হয় নাই। অভাব হলে L. I. C. থেকে নেব।

শ্রী অজয় বিশ্বাস –এটা কি ঠিক যে পৌর সভার কাছে অধিবাসীরা যায় বিভিন্ন কাজের জন্য তখন পৌরসভা বলে যে টাকার অভাবে আমরা কিছু করতে পারছি না (গণ্ডগোল)।

মিঃ স্পীকার—This should be separate question.

Shri Abhiram Debbarma—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য সরকারের যথেষ্ট টাকা আছে ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—এখন যা আমরা করতে চাই সেই টাকা আমাদের কাছে আছে। যখন আরও প্রয়োজন হবে তখন আমরা অন্য খাত থেকে আনতে চেস্টা করব।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য সরকারের টাকার প্রয়োজন হবে।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য দিন দিন আরও প্রয়োজন হবে কিন্তু তার জন্য plan programme থাকে আজকে আমরা কতদূর কাজ করব তারপর আমরা কতদূর কাজ করব সেই অনুসারে আমাদের টাকার sanction আসে এবং টাকা আমরা জোগার করি।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন যে টাকার অভাবে আগরতলা শহরের নর্দমাগুলি এবং পুকুরগুলি কচুরী পানায় ভর্ত্তি।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য টাকার অভাব হয়েছিল সেটি আপনি জানলেন কি করে ? আমার তো মনে হয় এটা কাজের কোন অসুবিধার জন্য হতে পারে টাকার অভাবের জন্য নয়।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি আগরতলা শহর উন্নয়নের জন্য সরকারের কোন দৃষ্টি নাই।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—একথা আমার মনে হয় প্রশ্ন কর্তা বাদে কেউই স্বীকার করবে না।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন টাকার অভাব হয় না তাহলে তিনি কি বলতে পারেন পৌরসভা যদি টাকা চায় উন্নতির জন্য তাহলে যথেস্ট পরিমাণ টাকা উন্নয়নের জন্য সরকার তরফ থেকে দেওয়া হবে।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আজ পর্যন্ত যা প্রয়োজন পরেছে সবই দেওয়া হয়েছে।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী—L.I.C. র সুদের হার বেশী বলছেন, সেই সুদের হারটা কত ?

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী আর একটা প্রশ্ন করুন আমি বলে দেব।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জী—আপনি এখনই বলেছেন সুদের হার বেশী সেজন্য L. I. C, থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে না (গণ্ডগোল) সুদের হার বেশী সুদের হারটা কত।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—Separate প্রশ্ন করুণ (গণ্ডগোল)

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জি—বিভিন্ন source থেকে লোন নেওয়া হয় আপনি বলেছেন L. I. C. থেকে নিচ্ছেন না হার বেশী বলে। Right. আমরাও বলব না (গণ্ডগোল) সুদের হার বেশী কিন্তু আপনি voulenteer করেছেন সুদের হার বেশী বলেছেন অথচ দয়া করে বলতে পারছেন না সুদের হার কত।

শ্রী দেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—প্রয়োজনে আমরা নানা জায়গা থেকে লোন নিতে পারি। একেক জায়গায় একেক রকম সুদ (গণ্ডগোল) interest হবে। সব কিছুই যদি বলতে হয় তাহলে আপনাদের আলাদা প্রশ্ন করা উচিত।

শ্রী কালীপদ ব্যানার্জি—এটা কোন কথা হল।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন সরকারের কোন টাকার অভাব নাই অথচ তাঁর বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছেন ভারত সরকারের কাছ থেকে আমরা যাহা পাই তাহা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে আমরা শংকিত এই কথার মানে কি ?

মিঃ স্পীকার—শ্রী পাখী ত্রিপুরা।

শ্রী পাখী ত্রিপুরা—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬ স্যার।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১৯৬৭ ইং সনে মাননীয় চীফ কমিশনার শ্রী এস, পি, মুখার্জী জগবন্ধু পাড়ার জন্য একটি প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র মঞ্জুর করিয়াছিলেন ও ঐ চিকিৎসা কেন্দ্রর একটি এম্বুলেন্স দিয়াছিলেন।

২। যদি সত্য হয় তবে আজ পর্য্যন্ত ঐ চিকিৎসা কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১। গণ্ডাছড়া (জগবন্ধু পাড়া) ডিসপেনসারীকে ১০ শয্যা বিশিষ্ট একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র করার কাজ সরকার ১৯৬৪ ইং সনে হাতে নিয়াছেন। ঐ ডিসপেনসারীতে একটি জিপ (T. R. A. ২৩৩) দেওয়া হইয়াছিল সাময়িক ব্যবস্থা হিসাবে।

২। ইতিমধ্যে নির্ম্মাণ কার্য্য অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছে। মূল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গৃহ নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে। শুধু স্টাফ কোয়ার্টারের কার্য্য বাকী আছে।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, তিনি যে উপরে বলেছেন যে ১৯৬৬ সনে জগবন্ধু পাড়ার স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ আরম্ভ হয়েছিল, এখনও সেই কাজ শেষ হয়েছে কি না ?

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় সদস্য তার উত্তর যদি শুনে থাকেন তাহলে নিশ্চয়ই পেয়েছেন।

শ্রী অভিরাম দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, আট বৎসরের মধ্যে সেই কাজ শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ শেষ হয়েছে।

শ্রী বাজুবন রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ঐ স্বাস্থ্য কেন্দ্র শেষ হওয়ার পর সেখানে ঔষধ পত্র দেওয়া হচ্ছে কি না এবং চিকিৎসা চলছে কি না ?

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মেইন কোয়েশ্চানটা ছিল প্রাইমারী হেলথ সেন্টারের বিল্‌ডিং কনস্ট্রাক্‌শান হয়েছে কি না, আমি বলেছি হয়েছে। এখন যা বলা হচ্ছে, আমি মনে করি ইট স্যাড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

মিঃ স্পীকার—হি হ্যাজ ডিম্যাণ্ডেড ফর সেপারেট কোয়েশ্চান।

(শ্রী নিশিকান্ত সরকার এণ্ড পাখী ত্রিপুরা ব্রাকেটেড।

শ্রী নিশিকান্ত সরকার—কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০ স্যার।

শ্রী মনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ৭০।

প্রশ্ন

১। বিগত বিধানসভায় ত্রিপুরা রাজ্যে সরকারী অফিস যত শীঘ্র সম্ভব বাংলা-ভাষা চালু করার প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছিল তাহা কার্যকরী করা হইয়াছে কিনা :

২। হইয়া থাকিলে, কবে পর্য্যন্ত বাংলা ভাষা চালু হওয়ার আশা করা যায় ?

উত্তর

১। কার্যকরী করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই সম্পর্কে একটি পরিভাষা কমিটি গঠন করা হইয়াছে এবং কমিটির রিপোর্টের অপেক্ষা করা হইতেছে।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৪৬ এবং ৩৪৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার সাথে সাথে বাংলা ভাষাকে ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে প্রবর্ত্তন করা হইবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি কাদের কাদের নিয়ে এই পরিভাষা কমিটি গঠন করা হয়েছে ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— ১৪ জন সদস্য নিয়ে এই পরিভাষা কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের নাম আমার কাছে নেই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— নামগুলি পরে জানিয়ে দেওয়া হবে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কোয়েশ্চান করলে জানিয়ে দেওয়া হবে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— প্রশ্নতো করলাম।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় সদস্য পরিভাষা কমিটির জন্য কোন প্রশ্ন করেন নাই।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— যে পরিভাষা কমিটি গঠিত হয়েছে সেই পরিভাষা কমিটির কয়টি সিটিং হয়েছে এবং কবে পর্যন্ত তারা রিপোর্ট সাবমিট করবেন, তার জন্য কোন নির্দিষ্ট দিন স্থির করে দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই পরিভাষা কমিটি ২০।৭।৬৭ তারিখে গঠিত হয়েছে ১৪ জন সদস্য নিয়ে।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :— কয়টি সিটিং সেই কমিটির হয়েছে এবং কোন ডেট লাইন তাদের ছিল কি না ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় সদস্য যে নাম দেবার প্রশ্ন করেছিলেন তার নাম বলছি।

১। শ্রী জে, কে, চৌধুরী, এম, পি, ... চেয়ারম্যান।
২। ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট এণ্ড কালেক্টার। ... মেম্বার।
৩। ডিরেক্টার অব এডুকেশন... ,,
৪। পাবলিক রিলেশন অফিসার... ,,
৫। সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, প্রিন্টিং এণ্ড ষ্টেশনারী ডিপার্টমেন্ট... ,,
৬। শ্রীজিতেন্দ্র মোহন দেববর্মা, এডভাইসর... ,,
৭। হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট অব সংস্কৃত, এম, বি, বি, কলেজ... ,,
৮। হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট অব বেংগলী, এম, বি. বি, কলেজ, ,,
৯। শ্রীশারদাচরণ সরকার, রেভিন্যু অফিসার, রিটায়ারড, ,,
১০। শ্রীসত্যরঞ্জন বসু, ,,
১১। শ্রী বি, কে, সেন, এ্যাসিষ্টেন্ট সেক্রেটারী, রিটায়ারড, ,,
১২। শ্রী বি, চৌধুরী, রেজিষ্টার, জে, সি, কোর্ট, রিটায়ারড, ,,
১৩। শ্রীবিপিন চন্দ্র দাশ, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, রিটায়ারড. ,,
১৪। শ্রী কে, পি, দত্ত, ডিপুটি ডিরেক্টার অব এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট, সেক্রেটারী।

শ্রীঅনিল সরকার : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন্ কোন্ বিশেষ গুণাবলির জন্য তারা পরিভাষা কমিটির মেম্বার হয়েছেন ?

মিঃ স্পীকার :— দিজ ইজ নট এ কোয়েশ্চান।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, জে. কে. চৌধুরী, এম, পি, যিনি এই কমিটির চেয়ারম্যান হয়েছেন. তিনি বেঁচে আছেন কিনা এবং সর্বশেষ কবে এই কমিটির মিটিং তিনি করলেন, দয়া করে জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— নূতন করে প্রশ্ন করলে বলতে পারব।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী : — কোন ডি, এম এই কমিটির মেম্বার মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— ১৯৬৭ সালে ত্রিপুরাতে একটি ডিষ্ট্রিক্টই ছিল এবং সেখানে একজন ডি, এম, এণ্ড কালেক্টারই ছিলেন। কমিটিকে রি-কনষ্টিউট করার কথা বিবেচনা করা হচ্ছে।

শ্রীঅনিল সরকার :—এই পরিভাষা কমিটি যে কাজ করেছেন তার পারসেন্টেজ কতটুকু ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— এখনও তার রিপোর্ট আসেনি, অতএব বলতে পারছিনা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— ১৯৬৭ সন থেকে ১৯৭২ সন, আর কবছরের মধ্যে আমরা এটা আশা করতে পারি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেটা করা হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এই কমিটিটাকে রি-কনষ্টিটিউট করে তাড়া তাড়ি কাজ যাতে করা হয়, নূতন কমিটিকে নির্দিষ্ট সময় দিয়ে, গভর্ণমেন্ট সেটা করবেন কিনা ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— কমিটি রিকনষ্টিটিউট করার কথাই আমি পূর্বে বলেছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১ স্যার।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৮১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
বাংলা দেশে কত শরণার্থীর জন্য দক্ষিণ ত্রিপুরার কোন মহকুমায় কতটা ঘর প্রস্তুত হইয়াছিল এবং ঐ বাবত কোন মহকুমায় কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?	দক্ষিণ ত্রিপুরায় মহকুমাভিত্তিক কতটি ঘর স্থাপন করা হয় এবং তৎসম্পর্কে ব্যয়ের পরিমাণ সহ বিষদ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। উদয়পুর মহকুমা

১৮,০৫৯টি ঘর (রান্না ঘর ও পায়খানা সহ)।
মোট খরচ হইয়াছে ৬৪,০২,৪৭৬-০০

২। বিলোনীয়া মহকুমা

৯,২০১টি ঘর (রান্নাঘর ও পায়খানা সহ)
মোট খরচ হইয়াছে ৩১,৬২,৪১৮-০০

৩। সাব্রুম মহকুমা

৪,৬৮১টি ঘর (রান্নাঘর ও পায়খানা সহ)।
মোট খরচ হইয়াছে ১৮,১৬০২৫-০০

৪। অমরপুর মহকুমা

১,৯১৮টি ঘর (রান্নাঘর ও পায়খানা সহ)।
মোট খরচ হইয়াছে ৪,০২,২৪৬-০০.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—উদয়পুর মহকুমার যে ঘরের সংখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাতে রান্নাঘর কতটি আর থাকার ঘর কতটি এবং মাপ কি, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—নূতন করে প্রশ্ন করলে জানিয়ে দেব।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— একটা মেইন ঘরে কয়জন শরণার্থী থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি শরণার্থী যাবার পর কতগুলি ঘর তৈরী হয়েছিল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—শরণার্থী যাওয়ার পর তার আর প্রয়োজন হয় নি।

শ্রীসুধন্ব দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে শরণার্থী চলে যাবার পরেও ঘর তৈরী হয়েছিল কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সেটা আমার জানা নাই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমবাসার নিকটবর্তী কুলুবাতে শরণার্থী-দের জন্য যে ঘর তৈরী হয়েছিল ঐ ঘরগুলিতে শরণার্থী ছিল কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা একটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীসুবলচন্দ্র সাহা :—অমরপুরে যে সমস্ত ঘর তৈরী হয়েছিল শরণার্থীদের জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি সেগুলির কতটি ঘর ব্যবহৃত হয়েছিল এবং কতগুলি অব্যবহৃত ছিল ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—এটা একটা স্পেসিফিক কোয়েশ্চান করতে হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পার্টিকুলার নাম দিচ্ছি এবং জায়গার লোকেশান দিচ্ছি। সেখানে শরণার্থী যাওয়ার পর ঘর তৈরী হয়েছে। সেটা তদন্ত করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দেখবেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমরা ঘর তৈরী করেছি শরণার্থীদের জন্য। যদি শরণার্থী না থাকে তাহলে তার জন্য দোষের কি ?

শ্রীজিতেন্দ্র লাল দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি শরণার্থীরা চলে যাওয়ার পর সেই সমস্ত ঘরের কি অবস্থা হয়েছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কতগুলি ঘর আছে সরকারী লোকেরা কাজ করছে কতগুলি ঘর নিলামে বিক্রি হয়ে গিয়েছে, কতগুলি ঘর রিফিউজীরা যাবার সময়ে নিয়ে গিয়েছে, আর কতগুলি ঘর নষ্ট হয়ে গিয়েছে, চুরিও হয়েছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—উদয়পুর মহকুমাতে কোন্ কোন্ কলোনীতে কতগুলি ঘর নিলাম হয়েছে এবং বাকীগুলি কি অবস্থায় আছে ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কিছু সংখ্যক শরণার্থীদের সংগে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেটা যদি আপনারা বিশ্বাস না করেন তাহলে চলুন আপনারা আমার সংগে আমি দেখিয়ে দিতে পারি।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে নাম্বার দিয়েছেন সেটা বোধ হয় ঠিক নয়। এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কনফার্ম করে বলবেন কি ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তুই নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন 'না'। সেই 'না'র কারণটা কি বলতে পারেন দয়া করে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আবেদন করলেই একটা হেলথ সেন্টার করা যায় না। এটা এনকোয়ারী করা হবে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা যাবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে তাহলে পরীক্ষা নিরীক্ষা হবে এই ব্যাপারে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— একজামিনেশন করা হবে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাশ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে এবং যে দরখাস্ত করা হয়েছে সেই ভিত্তিতে একটা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করা যাবে কিনা?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— এটা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই দেখা যাবে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— যে আবেদন করা হয়েছে সেই জনসাধারণকে কোন কিছু জানানো হয়েছে কিনা সরকার থেকে?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— তাহলে কি সরকার প্রয়োজন মনে করেন না জনসাধারণকে জানানোর ব্যাপারে?

মিঃ স্পীকার :— শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৯৫।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৩৯৫, স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
ক) সাবরুম মহকুমার শ্রীনগর ও মনু বংকুল চিকিৎসালয়ের প্রত্যেকটির সাথে পূর্ব্বে রোগীদের জন্য কয়েকটি শয্যা ও নার্সের ব্যবস্থা ছিল কিনা?	সাময়িকভাবে বন্দোবস্ত করা হয়েছিল।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— এখন সেগুলি তুলে দেওয়ার কারণ কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— পরিকল্পনা খাতে এমন কোন বরাদ্দ ধরা হয়নি এটা সাময়িক কারণে করা হয়েছিল মাত্র।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— আচ্ছা, এটা যদি সাময়িক ভাবে বা জরুরী প্রয়োজনে হয়ে থাকে, তাহলে সেটা কখন হয়েছিল বলতে পারেন কি?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমার কাছে এখন সেই তথ্য নেই।

কালিপদ ব্যানার্জী :— স্যার, উনার কাছে যদি তথ্যই না থাকে, তাহলে তিনি কি করে এইসব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— আমি বলেছি, এই ব্যাপারে কোন তথ্য আমার কাছে নেই।

ডাঃ বিনোদ বিহারী দাস :— যে প্রয়োজনটা ছিল, সেটা শেষ হয়ে গেছে বলে কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় মনে করেন।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— পরিকল্পনা মত এটা হয়নি, এটা হয়েছিল সাময়িক ভাবে মাত্র।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :-- সেণ্ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স কি করবেন এটা কন্‌ফিডেন-সিয়াল। এ সম্বন্ধে আমরা কিছুই বলতে পারব না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে কিছু একটা হচ্ছে।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সেটা সেণ্ট্রাল ইন্‌টেলিজেন্স কি করছেন আমার জানা নেই।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—তারা ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য চেয়েছেন কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—প্রয়োজন মত তারা আমাদের সাহায্য চান।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—শরণার্থীদের ঘর তৈরীর ব্যাপারে কোন কারচুপির খবর মাননীয় মন্ত্রীদের কাছে আছে কিনা?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—কারচুপির খবর এলে বা মেম্বাররা এইরকম প্রশ্ন করলে আমরা খোঁজ খবর নাই।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— এটা কি বেসরকারী লোক মন্ত্রীদের কাছে জানাবে না সরকারী লোক জানাবে?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—সরকারী বেসরকারী কোন প্রশ্ন নয়। যে কোন লোক জানাতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—রিফিউজীদের ঘরগুলি লুটেপুটে নিয়ে গেছে এইরকম কোন খবর সরকার জানেন কি?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— একটু আগে বলেছি যে লুটেপুটে নিয়ে গেছে অনেক ঘর। রিফিউজীদের সাথেও কিছু গেছে। নিলামও হয়েছে কিছু।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে চান যে লুটে পুটে নেওয়ার ব্যাপারে সরকার নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিলেন?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—আমরা পুলিশে খবর দিয়েছি এবং সেইভাবে পুলিশ সেটা এনকোয়ারী করছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) জিরানিয়া ব্লকের অন্তর্গত মোহনপুর অঞ্চলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং দরিদ্র এলাকা বিবেচনায় একটি প্রাইমারী সাব-হেলথ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করার জন্য ঐ এলাকার জনসাধারণ সরকারের নিকট আবেদন করিয়াছেন কি?	১) হ্যাঁ।
২) যদি করিয়া থাকেন, তবে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে উহা প্রতিষ্ঠা করা হইবে কি?	২) না।

কাজেই সামরিক প্রয়োজন যখন শেষ হয়ে গেছে, তখন সেটাকে তুলে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সেখানে যেসব করা হয়েছিল, সেগুলি কবে তুলে নেওয়া হয়েছিল বলতে পারেন কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— না, সেই তথ্য আমার কাছে নেই।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ভবিষ্যতে এগুলি যাতে সেখানে হয়, সেজন্য বিবেচনা করা হবে কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— প্রয়োজন হলে বিবেচনা করা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮৩।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—১৮৩, স্যার।

প্রশ্ন

ক) চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে ত্রিপুরা সরকার কি হারে মহার্ঘ্য ভাতা দেন ;

খ) তৃতীয় শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীদের এই ভাতার হার কত ; এবং

গ) প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সরকারী অফিসারদের মহার্ঘ্য ভাতার হার কত ?

উত্তর

ক) কেহ কেহ মাসিক ৭১ টাকা হারে ও কেহ কেহ ৯৮ টাকা হারে।

খ) এবং গ) ৩য়, ২য় ও ১ম শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন হারের উপর নিম্নোক্ত হারে মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়।

Categories of employees.	Pay per month	Rate of dearness allowance admissible.
Class IV	Below Rs. 110/-	Rs. 71/-
	Rs. 110 and above but below Rs. 150/-	Rs. 98/-
Class III	Below Rs. 110/–	Rs. 71/-
Class II	Rs. 110 and above but below Rs. 150/-	Rs. 98/-
Class I	Rs. 150 and above but below Rs. 210/-	Rs. 122/-
	Rs. 210 and above but below Rs. 400/-	Rs. 146/-
	Rs. 400 and above but below Rs. 450/-	Rs. 160/-
	Rs. 450 and above but upto Rs. 499/-	Rs. 164/-
	Above Rs. 499 but below Rs. 543	Amount by which pay falls short of Rs. 663/-
	Rs. 543 upto Rs. 999/-	Rs. 120/-
	Rs. 1000 upto Rs. 1018/-	Amount by which pay falls short of Rs. 1119/-
	Rs. 1019 upto Rs. 2250/-	Rs. 100/-
	Above Rs. 2250/-	Amount by which pay falls short of Rs. 2350/-

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের সংগে তৃতীয়, দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের মহার্ঘ ভাতার তারতম্য হওয়ার কারণটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— পে-স্কেলের উপর এই মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— আমি জানতে চাইছি এই যে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের মহার্ঘ ভাতা দেওয়া হচ্ছে, তার মধ্যে তারতম্য আছে কিনা এবং এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করেন কিনা ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের চাইতে অনেক বেশী মাইনে পান বলে তারা মহার্ঘ ভাতাও বেশী পান। এই মহার্ঘ ভাতা পে-স্কেলের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মহার্ঘ ভাতা কেন দেওয়া হয়, দেওয়া হয় এই জন্য যে আজকাল এ্যাসেন্সিয়েল কমডিটিজের দাম দিনের পর দিন বেড়ে চলছে। তাহলে আমরা কি মনে করতে পারি যে চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা যে হারে মহার্ঘ ভাতা পান, তার চেয়ে অনেক বেশী হারে দ্বিতীয় ও প্রথম শ্রেণীর কর্ম্মচারীরা মহার্ঘ ভাতা পেয়ে বাজার থেকে অনেক বেশী দামে এ্যাসেন্সিমেল কমডিটিজগুলি কিনে থাকেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :— সেজন্যই তো বলা হয়েছে যে একটা পার্সেন্টেজে আসলে পরে আর বেশী দেওয়া হবে না।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— তাহলে ক্লাশ ওয়ান, ক্লাশ ফোর কর্ম্মচারীদের এক সমান মহার্ঘ ভাতা হবে না কেন ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—আমি তো বলেছি যে এটা স্কেল অনুসারে করা হয়েছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা বিবেচনা করে দেখবেন কি না ?

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—ভবিষ্যতে যখন আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট করব তখন ত্রিপুরা রাজ্যের আর্থিক দায় দায়িত্বের কথা চিন্তা করে এবং মাননীয় সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা হবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—আমার প্রশ্ন হল মহার্ঘ ভাতা নীতিগতভাবে এক হারে সবাই পাবেন সেখানে কোন প্রকার তারতম্য থাকা উচিত নয়।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—গভ: অব ইণ্ডিয়া যেটা নাকি ঠিক করে দিয়েছে, এখন সেই অনুসারেই চলছে। আমরা যখন নতুন পে-কমিশন করব, তখন আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করে সেটা করবার চেষ্টা করা হবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত—পে-কমিশন যদি গঠিত হয়, তাহলে সেই কমিশন আমাদের সঙ্গে আলোচনা করে করবে, না পে-কমিশনের সিদ্ধান্ত মতই দেওয়া হবে ?

(উত্তর নাই)

শ্রীবাজুবন রিয়াং—কোশ্চান নাম্বার ২৮১।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—ষ্টার্ড কোশ্চান নাম্বার ২৮১, স্যার।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, জলাইয়াতে ৫৬ পরিবার জুমিয়া এলটি:দের জমি বহিরাগত চাকমা কর্ত্তৃক বেদখল করা হয়েছে।

২। ঐ ৫৬ পরিবারের মধ্যে, ১) শশী কুমার ত্রিপুরা ২) গোভারণ ত্রিপুরা ৩) রতন কুমার ত্রিপুরা ৪) তুনিয়া রাম ত্রিপুরা ৫) শ্যামা চরণ ত্রিপুরা ৬) পবন কুমার ত্রিপুরা ৭) নন্দ কুমার চাকমা ৮) জগত চাকমা ও ৯) সম্পদ দেওয়ান গত ১, ২, ৭২ইং তারিখে D. M.(s) মহোদয়ের নিকট ঐ জমির, বিষয়ে দরখাস্ত পেশ করিয়াছেন।

৩। ঐ দরখাস্ত পাইয়া থাকিলে সরকার এই ব্যাপারে কি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

উত্তর

১ ইহা সত্য নহে।

২। যে ৯ জন আদিবাসীর কথা এই প্রশ্নে বলা হয়েছে, তাহারা ঐ ৫৬ পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নহে। ঐ ৯ পরিবার কলোনী বাসিন্দা যাহাদের জমি বিতর্কিত ভূমির অন্তর্গত নহে এবং তাদের নামে তৌজি স্থাপন হইয়াছে।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, প্রথমে প্রশ্নেয় উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে এটা সত্য নয়, কিন্তু আমি আবার উনাকে অনুরোধ করছি যে আবার তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—যেটা সত্য নয়, সেটা আবার কি করে তদন্ত করা হবে ?

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যখন spot visit করেছেন সেই সময় এলাকার লোকেরা নিজেদের নাম দিয়ে দরখাস্ত করেছিলেম সেজন্য আবার তদন্ত করা প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—আমি সেটি তদন্ত করে দেখেছিলাম আমার কাছে এমন কোন দরখাস্ত নাই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন উনি যখন জলাইয়া গেছেন (গণ্ডগোল)

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—আমি যখন জলাইয়া গিয়াছিলাম তখন এমন ঘটনা হয় নাই। এবং এই রকম কাগজ পত্র আমার কাছে নাই।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ৫৬ পরিবার জুমিয়াদের ভূমি বর্ত্তমানে কি অবস্থায় আছে।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—সেটিতো আলাদা প্রশ্ন।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—৫৬ পরিবারের আবেদনের তদন্ত করা হয়েছে কি না যদি আবেদন করে থাকে উনি নিশ্চয় (গণ্ডগোল)...

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—পরে যদি প্রশ্ন করেন তখন জানিয়া দেওয়া হবে। (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি প্রশ্ন করেছি ৫৬ পরিবার (গণ্ডগোল)

শ্রী যতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় স্পীকার স্যার, এতো বেশী লোক এক সঙ্গে প্রশ্ন করলে উত্তর দেবে কি করে। (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্যগণ এ বিষয়ে conscious না হলে কি করব (গণ্ডগোল)

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার প্রশ্নটা (গণ্ডগোল) এই যে ৫৬ পরিবার তাদের কল্যাণের উদ্দেশ্যেই আমি এই প্রশ্ন করছি। আমি চাই যে তারা তাদের জমিতে সুখে চাষ বাস করুক (গণ্ডগোল)।

Mr. Speaer—Please take your seat (interruption).

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার আর একটা সাপ্লিমেণ্টারী।

মিঃ স্পীকার—উত্তর দিয়েছেন উনি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ৫৬ পরিবার তারা মরে যাক কি বাচুক (গণ্ডগোল) আমি কি এটা বুঝব যে সরকার এদের কোন খবর রাখতে চান না। (গণ্ডগোল)

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী :—ইহা সত্য নহে (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার—শ্রীসুধন্না দেববর্মা।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—প্রশ্ন নং ৩২১।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—প্রশ্ন ৩২১।

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে সুতারমুড়া এলাকায় (চড়িলাম তহশীল) জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য সরকার থেকে টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে, অথচ তাহা এখনো জুমিয়াদের মধ্যে বিলি বন্টন করা হয় নাই ?	ইহা সত্য নহে।
২। তাহা যদি সত্য হইয়া থাকে তবে কি কারণে জুমিয়াদের জন্য জমি এলট ও পুনর্ব্বাসনের টাকা বিলি বন্টন করা হইল না ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা—এখানকার স্থানীয় লোকেরা এই জুমিয়া পুনর্ব্বাসন পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে। এটা কি সত্য নয়।

শ্রীহরিচরণ চৌধুরী—ইহা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার—শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ

Shri Samir Rn. Barman—Question No. 400.

Shri Debendra Kishore Choudhury—Question No, 400.

QUESTION	ANSWER
1. The average monthly expenditure on account of overtime allowances all over Tripura during the year 1971-72.	মাননীয় সদস্য আমি চেষ্টা করেছি আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে কিন্তু ত্রিপুরাতে এত অফিস যে সবগুলি অফিস থেকে আমি সব report collection করে আনতে পারি নি আমি আপনাকে বলছি আগামী সেশানে এটা দিতে পারব।
2. Will the Government consider appointment of staff against the expenditure incurred on account of overtime allowances to solve unemployment problems ?	

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেব।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—প্রশ্ন নং ৪১২।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—প্রশ্ন নং ৪১২।

প্রশ্ন	উত্তর
১) চড়িলাম ও বিশ্রামগঞ্জের Government Dispensary দুইটি Primary Health Centreএ উন্নীত করিবার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?	বর্তমানে এমন কোন পরিকল্পনা নাই।
২) যদি থাকে তবে তা কবে করা হইবে ?	প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না থাকার কারণ কি ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—না থাকার কারণ কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীনিরঞ্জন দেব :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি জানেন চড়িলাম ও বিশ্রামগঞ্জ এলাকায় হাসপাতাল না থাকাতে জনসাধারণ অসুবিধা ভোগ করছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—এমন অনেক জায়গাই আছে অসুবিধা ভোগ করছেন।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—প্রশ্ন নং ৪৪৩।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—প্রশ্ন নং ৪৪৩

প্রশ্ন	উত্তর
১) আগরতলার V. M. এবং G. B. হাসপাতালে Compoundership Training এর ব্যবস্থা আছে কি ?	না।
২) যদি না থাকে তাহলে সত্বর কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা এ সম্পর্কে সরকার কিছু ভাবছেন কি ?	হঁ্যা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা : —সরকার যদি ভেবে থাকেন তাহলে কবে পর্যন্ত এই ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—শীঘ্রই করা হবে।

Mr. Speaker :—The question hour is over. There are thirteen number of Unstarred questions. The Ministers may lay on the Table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to Starred questions which were not answered orraly.

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মিঃ স্পীকার স্যার, একটা ব্যাপারে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আমরা দেখছি যে পুলিশের লোক হাউসের আশেপাশে এবং হাউসের বাইরে ঘোরা-ফেরা করছে। আমি এইমাত্র দেখলাম শ্রীমনোরঞ্জন ভট্টাচার্য হাউসের বাইরে এখনও হয়তো আছেন বারান্দায় দাঁড়িয়ে। কাজেই পুলিশের লোক হাউসের আশেপাশে থাকতে পারেন কি না? এই সম্পর্কে আমার প্রতিবাদ থাকল।

মিঃ স্পীকার—আচ্ছা।

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—I have received Calling Attention Notice from Shri Tarit Mohan Das Gupta on the subject—

'১৮।১৯শে জুন ১৯৭২ইং তারিখে জি, বি, সেনট্রাল মেডিক্যাল ষ্টোর হইতে ১২ হাজার টাকার ঔষধ পত্র চুরি যাওয়া এবং ২৩শে জুন ঔষধ উদ্ধার গ্রেপ্তার ও জামিন দেওয়া সম্পর্কে।'

I have given consent to the Motion of Shri T. M. Das Gupta today. I would request the Hon'ble Minister in-Charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. **Sen Gupta** :—এই সম্পর্কে ৩০শে জুন ষ্টেটমেন্ট করা হবে।

Mr. Speaker ;—Hon'ble Minister will make a statement on 30th June.

GOVERNMENT BUSINESS

(Financial)

General Discussion on Budget Estimates for 1972-73.

Mr. Spcaker :—Now General Discussion on Budget Estimates for 1972-73. I would now call on Shri Abhiram Deb Barma to start the discussion on the Budget Estimates for 1972-73.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৩শে জুন তারিখে ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটে অর্থমন্ত্রী শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী মহাশয় হাউসের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর বাজেটের ভাষণের ভিতর দিয়ে তিনি যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রেখেছেন, অন্যান্য বৎসরের তুলনায় দেখতে গেলে এই টাকার পরিমাণ অনেক বেশী। আমরা গতবারে দেখেছি প্রাক্তন অর্থ মন্ত্রী সাড়ে বার মাসের যে বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করেছিলেন এবং এবার পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের অর্থমন্ত্রী মহাশয় সোয়া আট মাসের যে বাজেট বরাদ্দ উপস্থিত করেছেন, তুলনা মুলকভাবে অর্থের পরিমাণ অনেক বেশী এবং তাঁর ভাষণের ভিতর দিয়ে একথা তিনি বলতে চেয়েছেন যে যেহেতু গতবারের চেয়ে বেশী অর্থের বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেইহেতু ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি, অগ্রগতি দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবেন, এটাই তিনি তাঁর বক্তৃতার ভিতর দিয়ে দেখাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরার বর্ত্তমান বাস্তব যে অবস্থা সেই অবস্থা সম্পর্কে কোন দৃষ্টি দেননি এবং দেবার চেষ্টাও করেন নি। আমরা বর্ত্তমানে ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থায় কি দেখব, দেখব ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারদের মিছিল, ক্ষুধার্ত্তদের মৃত্যুর মিছিল এবং জুমিয়া ভূমিহীনদের বাঁচার তাগিদে, গরীব মানুষের বাঁচার তাগিদে বিক্ষোভ, আর আমরা দেখব ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে ছোট ছোট জমির মালিক, গরীব কৃষক, ধনীদের শোষণে, মহাজনদের শোষণে নিস্পেষিত হয়ে তাদের জমি জমা সমস্ত মহাজনদের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় বাজেট বক্তৃতার মাধ্যমে এই গরীব মানুষের বাঁচার ইঙ্গীত করতে পারেনি এবং এই অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের বাজেট বক্তৃতাকে জোরদার করার জন্য কৃষি মন্ত্রী মহাশয় যে কৃষি সম্পর্কে ফিরিস্তি উপস্থিত করেছেন, তার মধ্যে তিনিও উল্লেখ করেন নি যে ধর্ম্মনগরের বরকান্দিতে আজও যে অনাহারে মানুষ মরছে, মানুষের বাঁচার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করেছিল, সেকথা তিনিও উল্লেখ করেন নি। এই প্রসঙ্গে আমার একটা কথা মনে হয়, ১৯৪৩ সনে এবং ১৯৪৪ সনে যখন বাংলাদেশে দূর্ভিক্ষ দেখা দেব, সেই দূর্ভিক্ষের সময় বড় বড় মজুতদারেরা সমস্ত জিনিষ গুদামজাত করেছিল, এবং তাদের সামনে হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে মরেছিল, সেদিন তাদের বাঁচার জন্য তাদের রক্ষা করার জন্য তৎকালীন বৃটিশ সরকার কোন চেষ্টা করেননি এবং আজকে ১৯৭২ সনে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের শেষ হওয়ার পরও আজ পঁচিশ বছর স্বাধীনতা পেয়েছে যে ভারত, তারই একটা অংশ ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ১৯৭২—৭৩ সনের যে বাজেট পেশ করেছেন, তার ভিতর দিয়ে দেখছি যে ১৯৪৩—৪৪ সনে যেভাবে মানুষ মরেছে, আজ ১৯৭২ সনেও সেইভাবে মানুষ মরছে, কিন্তু সেই বাজেটে তাদের সম্পর্কে কোন কিছু নেই। আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে বড় বড় মহাজনদের, জোতদারদের শাসক গোষ্ঠি রক্ষা করে চলেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ, গরীব মানুষ তারা আজকে অনাহারে মরছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে একদিকে আমরা দেখছি যে মুষ্টিমেয় পুঁজিবাদির দল, দূর্নীতিপরায়ণ মজুতদারদের দল সমস্ত জিনিষ গুদামজাত করে রাখবে, আর অপর দিকে মানুষ খাদ্যের অভাবে মরে যাবে। আজকে গ্রাম অঞ্চলে যদি তাকান তাহলে দেখবেন গ্রামে গ্রামে মানুষ অনাহারে মরছে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা মন্ত্রীত্বের গদীতে বসার পর গাড়ী হাঁকতে আরম্ভ করেছেন, সমগ্র

ত্রিপুরা রাজ্য গাড়ীতে চষে ফেলেছেন, কিন্তু আজকে সেই বিভিন্ন বিভাগে যে মানুষ অনাহারে মরছে, গ্রামের ভিতরের চেহারা কি তা তাদের চোখে পরেনি, তাদের নিজের বিলাস বহুল বাড়ীতে ফিরে আসার পর সেইসব চেহারা মনে থাকেনা, উনারা বিলাসের ভিতর ডুবে যায়, তাদের কি মনে পরেনা কিভাবে দুর্নীতি চলছে, কিভাবে পুঁজিপতি গড়ে উঠছে ? আমি একটা হিসাবের ভিতর দিয়ে দেখাতে চাই যে স্বাধীনতার সময় যেখানে বিড়লা, টাটা তাদের পুঁজির পরিমাণ ছিল ৬০ কোটি টাকা, সেখানে স্বাধীনতা পাওয়ার পর আজ পঁচিশ বছরে তা দাঁড়িয়েছে ১১ শত কোটি টাকায়, এইভাবে গরীব মানুষের পকেট কেটে দেশের পুঁজিপতি গড়ে উঠছে এবং তাদেরে গড়ার জন্য সরকার সুযোগ দিয়েছে। এইভাবে আজকে গরীব মানুষের পকেট কেটে শাসক গোষ্ঠির দ্বারাই দেশের পুঁজিবাদ গড়ে উঠে এবং তাদের গড়ার জন্য এইভাবে সুযোগ দিয়েছে। আমরা দেখেছি কিভাবে দুর্নীতি গঠন করে উঠে এবং পুঁজিবাদ গঠন করে উঠে। তাই ১৯৬৭ সালে মিঃ ডঃ এন, ভি গ্যাডগিল তার 'গভর্ণমেন্ট ফর্মড ইন সাইট' পুস্তকে সরকারের দুর্নীতি সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে বলেছেন। উনি ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী ছিলেন এবং ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তার পুস্তকে, 'গভর্ণমেন্ট ফর্মড ইন সাইট' পুস্তকে এর বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য আমি বার বার চেষ্টা করেছি কিন্তু কোন ফল হয়নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একদিকে চলেছে মানুষের মৃত্যুর মিছিল, ক্ষুধিত, বঞ্চিত মানুষের উপর শোষণের খড়্গা এবং আর একদিকে চলেছে পুঁজিবাদের খাড়া। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তৃতার মধ্যে মাঝে মাঝে এমন আত্মহারা হয়ে উঠছেন যে মানুষের ক্ষুধাও যেন তাতে দূর হয়ে যায়। কিন্তু ভুলেও তিনি ক্ষুধিত মানুষের জন্য কিছু করবেন বলে বলেন নি। তিনি ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপন করতে পারবেন বলেও বলেন নি। গত ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেট বক্তৃতায় প্রাক্তণ অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয় উল্লেখ করেছিলেন যে ত্রিপুরায় রেললাইন আনার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন, কিন্তু বর্তমান বাজেটের বক্তৃতায় বর্তমান অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার কোন ইঙ্গিত দিতে পারেন নি। তিনি শুধু বলেছেন ত্রিপুরার বর্তমান আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল এবং ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কোন ব্যবস্থা নাই যাতে ত্রিপুরায় শিল্প গড়ে উঠে। আমি বড় শিল্পের কথা বলতে যাব না। ত্রিপুরার যে ছোট ছোট শিল্প, যেমন রেশম শিল্প আমার বাড়ীর সামনে রয়েছে, আরও রয়েছে বিশ্রামগঞ্জে তার অবস্থাটা কি ? সেখানে কর্মীরা ১২ বছর যাবত কাজ করছে। কিন্তু তাদেরকে রেগুলার করার জন্য কোন নিয়োগ পত্র দেওয়া হয়নি আজ পর্যন্ত। যারা দেশের শিল্প গড়ে তুলবে সেই শ্রমিক শ্রেণীকে যদি সুবিধা সুযোগ কিছুই না দেওয়া হয় তাহলে শিল্প গড়ে উঠতে পারেন। ১৯৬৯ সালে কাগজ কল গড়ে তুলবার জন্য কুমারঘাটে সমীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু আজও সেই কাগজের কল হয়নি। তারা একটা চটকল হবে বলে ধারণা দিয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরার গত অভিজ্ঞতায় আমরা বলব যে এই সরকারের দ্বারা সেটা সম্ভব নয়। এই সরকার শুধু ফাঁকা বুলি আওড়াতেই ওস্তাদ। আজকে ডুম্বুর হাইডেল প্রজেক্টের কথাই ধরুন। সেটা ১৯৭০ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। এবার অর্থমন্ত্রী বলেছেন ১৯৭৪ সালে শেষ হবে বলে আশা করা যায়। শেষ হয়ে যাবে এই কথা

জোর দিয়ে বলতে পারেন নি। কংগ্রেস পার্টির মাননীয় সদস্য শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী বলেছেন এই সম্বন্ধে এবং তিনি ভূতুর প্রকল্পের দুঃখজনক অবস্থা তুলে ধরে হতাশ হয়েছেন। নিজের পার্টির পক্ষ থেকে যদি এমন কথা বলা হয় তাহলে সেই সরকারের উচিত পদত্যাগ করা। সাধারণ মানুষকে বাঁচাবার ক্ষমতা যাদের নাই, গরীব মানুষকে—

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, হাউসের ডিবেট সম্পর্কে কোন কথা বলতে পারে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— কেন বলতে পারব না রেফারেন্স হিসাবে?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস : তাহলে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাঁরাও বলতে পারবেন না যে বিরোধী পক্ষ এই কথা বলেছে, এই কথা বলতে পারবেন না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সব পক্ষ বলতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কিছু বলতে পারেন না।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :— এই হাউসে আমরা দেখছি যে বিরোধী পক্ষের তিন জন সদস্যের নাম সরকার পক্ষের লোক বলেছেন। কিন্তু তখন কোন আপত্তি করা হয় নি।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :— কালকে আমি একটা চিত্র তুলে ধরেছিলাম ঠিকই। কিন্তু তার সঙ্গে পদত্যাগের কোন কথা উঠে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— সেটা আমার বক্তব্য।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— অতীতের প্রসিডিংস উল্লেখ করার নিয়ম নাই।

Mr. Deputy Speaker :— This is not Parliamentary etiquette for a member to reproduce speeches in another place.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— আ্যানাদার প্লেস নয়। এখানেই বলেছি কথাগুলি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে এই যে বাস্তব চিত্র, এই বাস্তব চিত্রকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় তুলে ধরতে পারেন নি। সেজন্য আজকে এই যে বাজেট তিনি উপস্থিত করেছেন এই বাজেটের উপরে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ গরীব মানুষ আশা করতে পারে নি। আজকে জিনিষ পত্রের দর অসম্ভবভাবে গরীব মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করা, এমনকি স্থিতির মধ্যে রাখার কোন পরিকল্পনা তারা তুলে ধরতে পারেন নাই এবং এই অবস্থাগুলিকে মোকাবিলা করার কোন নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর জন্য করতে পারেন নাই। কাজেই তার আনন্দের ফোয়ারার ভিতর দিয়ে বলতে গিয়ে বাজেট বক্তৃতায় তিনি বলেছেন ভারত সরকারের কাছ থেকে আমরা যা পাই তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। অথচ ত্রিপুরা রাজ্যে কত সেসনে মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় বলেছেন তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে— "আমি জানি যে অতীতে সরকারের কখনও অর্থের অভাব হয় নি এবং ভারত সরকার সর্বদাই অর্থ মঞ্জুর করেছেন যা যথাযথ ও লাভজনকভাবে সদ্ব্যয় করা হয়েছে।" এই যে পরস্পর বিরোধী বক্তব্য এই বক্তব্যের ভিতর দিয়ে আমরা কি আশা

করতে পারি ? মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে আশংকা প্রকাশ করেছেন ভারত সরকার প্রয়োজন অনুপাতে ত্রিপুরা রাজ্যকে দিচ্ছেন না, ত্রিপুরাকে ফাঁকি দিচ্ছেন, ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান যাতে হয়, ত্রিপুরার কৃষকের যাতে স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ হয় সেইসব ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতার মনোভাব সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী আশংকা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয় বলেছেন টাকার কোন অভাব নাই। হবে না। এই যে পরস্পর বিরোধী চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি তাতে প্রমাণ হয়ে যায় এই সরকারের কিছু করবার নাই। তার কোন আগ্রহ নাই কিছু করার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাজন্য ভাতা বিলোপ করার কথা সারা ভারতে ঘুরে বক্তব্য রেখেছিলেন।

সেই বক্তব্য কতটুকু যে অসত্য তার প্রমাণ আছে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর বাজেট ভাষণে। তিনি রাজন্যবর্গদের অন্তর্বর্তী সাহায্য দেওয়ার জন্য এই বাজেটে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা বরাদ্দ রেখেছেন। আর এই টাকা বাজেটে রেখে তিনি প্রমাণ করেছেন যে দেশের রাজন্যবর্গদের যদি বাঁচানো না যায় তাহলে ভারতবর্ষে কংগ্রেস রাজত্ব টিকে থাকতে পারে না। তাই এই রাজন্যদের বাঁচাবার জন্য এই প্রস্তাব বাজেটের মধ্যে রাখা হয়েছে। কাজেই ভারতবর্ষের এই যে চিত্র, যেখানে নাকি গরীব মরছে আর ধনী আরও ধনী হচ্ছে অর্থাৎ ধনী এবং গরীবের মধ্যে পার্থক্যটা দিনের পর দিন বেড়েই চলছে। এই পার্থক্য কোন ঘুচবে না, যতদিন পুজিপতিদের পৃষ্ঠপোষক এই কংগ্রেস সরকার, ভারতের গদীতে বসে থাকবে এবং ত্রিপুরা রাজ্যের গদীতে বসে থাকবে ততদিন মানুষ তাদের বাঁচার পথ দেখতে পাবে না। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের এই যে অবস্থা, ত্রিপুরা রাজ্যের যে বাস্তব চিত্র, এই চিত্র থেকে আমরা কি দেখব ? অবশ্য আজকে কংগ্রেস পক্ষ থেকে অনেক বড় বড় বুলি আওড়ানি হচ্ছে, গরীবী হঠানোর শ্লোগান দেওয়া হচ্ছে, যে শ্লোগানের ফলে গরীব দূর হয়ে যাচ্ছে, এই কথা আজকে বাস্তব সত্যে পরিণত হচ্ছে, এখন কি গরীবি হঠানো হচ্ছে, সেটা আমাদের দেখতে হবে, আমরা দেখছি যারা গরীব, যারা কিছু খেতে পায় না এবং না খেয়ে অনশনে থেকে দিনের পর দিন মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, অর্থাৎ তাদেরকে ভারতবর্ষের বুক থেকে হটিয়ে দেওয়া হচ্ছে আর এটাই হচ্ছে তাদের গরীবি হঠাও'র নমুনা। তাই আজকে অনাহারে জর্জ্জরিত মানুষ, বুভুক্ষ মানুষ মিছিল করে মৃত্যুর যাত্রাপথের সামিল হচ্ছে। আর দেশের ধনিক গোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য এই শাসক গোষ্ঠী আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে, এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— স্যার, অন পয়েন্ট অব ইনফরমেশান। স্যার, আপনি আজকে যে রুলিং দিয়েছেন, মাননীয় সদস্য তাঁর বক্তব্য রাখার সময়ে যে বিধান সভায় আগে যে আলোচনা হয়ে গেছে, তার বিষয়ে কেউ কিছু উল্লেখ করতে পারবে না। আমি জানতে চাই, এই রুলিং কি শুধু আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্যদের জন্যই কার্য্যকরী হবে, না এই হাউসের সমস্ত সদস্যদের জনাই কার্য্যকরী হবে ?

মিঃ ডেঃ স্পীকার :— সমস্ত হাউসের জন্য এটা কার্য্যকরী হবে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— আচ্ছা, এটা যদি সমস্ত হাউসের জন্য কার্য্যকরী হয়, তাহলে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এই বাজেটের মধ্যে যেসব কথার উল্লেখ করেছেন, সেগুলি কি আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারব না ?

মিঃডেঃ স্পীকার :— তা পারবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— তা যদি পারি তাহলে এটা কেন আমরা উল্লেখ করতে পারব না এবং আমরা কি এটা বুঝব যে আপনি আপনার আগের রুলিং উইথড্র করে নিচ্ছেন।

কয়েকজন সদস্য— এইরকম কোন রুলিং তো তিনি দেন নি।

মিঃ ডেঃ স্পীকার — শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে বাজেটের সাধারণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ দেওয়ায়, আমি আপনাকে প্রথমে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদায় পৌছার পর, আমাদের এখানে এই যে বাজেট তৈরী হয়েছে এবং সেদিক দিয়ে যে অর্থ ত্রিপুরার জন্য পাওয়া গিয়েছে, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যেটা পেয়েছেন, তার উপর ভিত্তি করে তিনি এটা করেছেন এবং এই বছরের বাজেটে কোন নুতন কর আরোপ করা হয় নি, এটা সত্যি খুবই আনন্দের কথা যে ত্রিপুরা-বাসী এটাকে স্বাভাবিক ভাবে নিবেন। তাহলেও এই যে বাজেট টা হয়েছে, তাকে আমি কয়েকটা দিক থেকে দেখবার চেষ্টা করছি। অবশ্য আমি এটা বুঝি যে যেহেতু এই বাজেট ত্রিপুরা ষ্টেট হুড হওয়ার পর বা রাজ্য পর্য্যায়ে উন্নত হওয়ার পর করা হয়েছে। সেজন্য বিগত বছরের যে খরচ তার ৩ মাসের অংশটা এখানে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আগে যে বাজেট টা থাকতো তাতে পূর্ববর্তী বছরের এ্যাকচুয়েল এাকসপেণ্ডিচার, রিভাইজড বাজেট এবং তারপরে নুতন বছরের বাজেট থাকতো। তাতে করে আমরা সমস্ত জিনিষটা বুঝতে পারতাম, কিন্তু এবারে যে বাজেট হয়েছে, তাতে ঐসব কিছু নেই। যদিও এটা আইনের দিক থেকে যুক্তি যুক্ত হয়েছে কিন্তু এর মধ্যেও কিছুটা অসুবিধা হয়। তাই ঐসব যদি থাকতো, কারণ যা কিছু আমরা পেয়েছি, তাহল উত্তরাধিকার সুত্রে আমরা পেয়েছি। কিন্তু এইসব অংশগুলি যদি থাকতো, তাহলে কি যে অসুবিধা হত, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। আমরা যার বুঝতে চেষ্টা করছি, তাদের পক্ষে অনেক খানি সাহায্য হত। যা হউক, এতে আমার যেটা মনে হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই বাজেটের মধ্যে একটা মিস-লিঙ্ক রয়ে গেছে। যার ফলে বাজেট টা খুললে অন্ততঃ আগের বছরে কি চিত্র ছিল, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। এখানে হয়তো ট্যাকনিক্যালী যে ষ্টেপটা নেওয়া হয়েছে, সেটা কারেক্ট কিন্তু বাস্তবের দিক দিয়ে এটা খুব ভাল হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। সেজন্য আমি এই বিষয়টা উল্লেখ করছি। তাছাড়া বাজেট এষ্টিমেট যদি কিছু থাকতো, তাহলে আমি এভাবে

সাধারণ ডিসকাশনে বলতাম না। তারপরে যে সামারী ষ্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে সেটাও আমি দেখেছি। কাজেই এইসব বিষয়ে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যদি একটু আলোকপাত করেন, যেখানে ল্যাণ্ড রেভিনিউ আছে তাতে গত বছরে আয় ধরা হয়েছিল ৫৪ লক্ষ ৩০হাজার টাকা, আর এই বছরে সেটা কমিয়ে ধরা হয়েছে মাত্র ৪৭ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। এর কারণ কি? হঠাৎ করে ল্যাণ্ড রেভিনিউ কেন কমানো হল, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যখন উত্তর দিবেন, তখন যদি এটা পরিস্কার করে বুঝিয়ে দেন, তাহলে আমরা সেটা বুঝতে পারব। তারপরে আর একটা হচ্ছে ডিমাণ্ড সেভেন—মেজর হেড—১৬ ইন্টারেষ্ট অন ডেবট এণ্ড আদার অব্লিগেশান, এখানে আগের বছরে ছিল ৮০ লক্ষ টাকা, এটাকে বাড়িয়ে এবার করা হয়েছে ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। হঠাৎ এত বেশী ইন্টারেষ্ট অন লোন কেন হল, আমাদের যদি জানানো হয়, তাহলে আমাদের বুঝার পক্ষে সুবিধা হবে। তারপরে পুলিশ বাজেটও বেশ কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এত বেশী হওয়ার কারণটা কি? তারপরে আছে এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রী—গত বছর ছিল ৬২লক্ষ টাকা কিন্তু এবার সেটাকে কমিয়ে ফেলা হয়েছে প্রায় ৩লক্ষ টাকার মত। এই যে কমিয়ে দেওয়া হল, এটার কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না। তারপরে আর একটা হচ্ছে প্রিভিপার্স। এই প্রিভিপার্স'টা পার্লামেণ্টে আইন করে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আগের বছরে যা ছিল এখনও দেখছি সেটাই আছে। এর পরিমাণ কিছুতেই কমানো হল না। এখানে কোন দাবীদার থাকে তাহলে সেজন্য হয়তো একটা টুকেন এ্যামাউন্ট রাখা দরকার ছিল, যেটা দেখতে পাচ্ছি, সেটা আগের বছরে ছিল ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা, এবারও রয়েছে ২ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। এতে মনে হচ্ছে যে এটা রেগুলার ডিমাণ্ড হয়ে আছে। আগে 3 ষ্টেট বাজেটে ছিল এ ঠিক কথা নয়। এটাকে grant হিসাবে Central Government রেখেছেন কিন্তু আমার বক্তব্য সেখানে নয় আমার বক্তব্য হচ্ছে সরকার জানেন amount টা পুরোপুরি থাকার কথা নয়। কাজেই যদি তাঁদের কোন residuary claim থাকে তাহলেও amount টা কম হতে পারত। কাজেই সেই জায়গা থেকে টাকাটা আমরা অন্য জায়গায় show করতে পারতাম তাহলে বাজেটের চেহারাটা ভাল হত সেইজন্য আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখলাম। আর একটি দিকে দেখা যাচ্ছে Printing and Stationeryতেও খরচ বেড়েছে সেটি ভালই হয়েছে। বেশ কিছু পরিমান টাকা বেড়েছে ভালই হয়েছে এই মোটামোটি পথে আমাদের বাজেটের ceilling feature যা আছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে রেখেছেন কাজেই তার দ্বিরুক্তি আমি করতে চাই না। তাঁর বক্তব্য দেখতে গিয়ে যেখানে যেখানে আমার খটকা লেগেছে সেগুলির প্রতি আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে চাই যাতে ভবিষ্যতে এইগুলি না থাকে অন্তত আমার কাছে যা মনে হয়েছে। দ্বিতীয় কথা বলেছেন মাননীয় সদস্যগণ জানেন যে ত্রিপুরা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য যার প্রায় ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ লুংগা বা উপত্যকা জমি যা ভূমি রাজস্বের আওতায় আনা হয়েছে আর বাকি জঙ্গল বন আর টিলাভূমি। আজকে একটা বাজেট speech হচ্ছে সেখানে ত্রিপুরার বাজেটে দেখান হল ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ তাহলে অন্তত: গভর্ণমেন্টের কাজ হবে defenitely সেটি কি হবে তা বলা উচিত এখানে বলেছেন ২৫ থেকে ৩০ শতাংশ প্রায় লুংগা। কিন্তু পরবর্তী

আর এক জায়গায় সেটি হচ্ছে ১২ পৃষ্ঠায় সেখানে উনি বলেছেন মাত্র ২৪৯২৯'১৫ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ ১৬০০'৮০ বর্গ মাইল এলাকা মোট রাজস্ব এলাকা হিসেবে জরিপের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যদি নির্দিষ্ট রাজস্ব এলাকা থাকে, তাহলে সন্দেহের অবকাশ রাখার প্রয়োজনীয়তা কি। কাজেই এই ধরনের discripency যদি না থাকতো তাহলে আমার মনে হয় সেটা ভাল হতো। মাননীয় Finance Minister মহোদয় তাঁর বাজেটে বিশ্ব বিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও একটি মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ সংস্থাপনের জন্য সরকার বিশেষ ভাবে আগ্রহী, সেটি উল্লেখ করেছেন। আমরাও বিশেষ ভাবে আগ্রহী সেই সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। তাহলেও শিক্ষা বাজেট যখন আমরা পড়ব তার আগে তিনি বলেছেন ত্রিপুরার প্রাথমিক বিভালয়ে শতকরা ৮২ জন ছেলে মেয়ে স্কুলে যায় আর শতকরা ১৮ জন ছেলে মেয়ের স্কুলে যাওয়ার ব্যবস্থা নাই। তাই আগে আমাদের কাছে কোনটা করণীয় হবে সেটি আগেই ভেবে দেখা উচিত। আমাদের এই যে শতকরা ১৮ জন ছেলে মেয়ের শিক্ষার সুযোগ হয়নি যেখানে আমরা free compulsory Primary education এর কথা ভাবছি এদুটোর মধ্যে কোনটায় priority থাকা উচিত। আগে সারা ত্রিপুরার ছেলে মেয়েদের free primary educationএর সুবিধা করে দেওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত না আগে বিশ্ব বিভালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে সেটা ভাবা উচিত। সেটি এখন ভাববার আমাদের সময় এসেছে এবং শুধু উচ্ছাস দিয়েই সমস্ত জিনষটাকে দেখলে চলবে না। আমরাও এটা কামনা করি, আমরাও আগ্রহী, আমাদের আগে ভাবতে হবে এই দুটোর মধ্যে কোনটার উপর গুরুত্ব দেব। আসল জিনিষ হচ্ছে কিসের উপর আমরা গুরুত্ব দেব। Free compulsory Primary educationর উপর গুরুত্ব আগে দেব, না আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের বিশ্ব বিভালয়ের কথা আগে ভাবব। কারণ আজকে ত্রিপুরাকে রচনা করতে হবে তারজন্য আমাদের plan থাকতে হবে কোথা থেকে আমরা start করব, কোথায় আমাদের অভাব। আজকে যদি বলা হয় বেকারত্ব থেকে বা ত্রিপুরার আপামর জনসাধারণ যেখানে তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ঠিকভাবে শিক্ষা দিতে পারছে না, সেখানে আমাদের দেখতে হবে আসল problemটা কোথায়। কোনটার উপর আগে stress দিতে হবে। আজকে আমরা যে ভাবে gear up করতে চাই administration কে কিন্তু হাতটা যদি সব সময় gear এর উপর না থেকে, সব সময় steering এর উপর থাকে তাহলে গীয়ার আর কাজ করবে না সেটি যেভাবে চলার সেই ভাবেই চলবে। কাজেই সব জিনিষের উপর সম পরিমান দৃষ্টি দিয়ে যাতে কাজগুলি আমরা করতে পারি সেদিকে দেখা উচিত। বাজেটে বলেছেন ডেপুটেশানে কর্মচারী আনা হবে না আমরা তাঁর সংগে একমত। যাতে ত্রিপুরায় ডেপুটেশানের সংখ্যা কমিয়ে আনা যায় সেদিকে সরকার নিশ্চয়ই দৃষ্টি রাখবেন। বক্তব্যের আর এক জায়গায় ১০ম পৃষ্ঠায় —বলেছেন কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস রুট জাতীয় করণ করে অদূর ভবিষ্যতে সেগুলিতে স্বল্প ভাড়ায় নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক পরিবহনের সুবিধা দানের জন্য সরকার প্রস্তাব করেছেন। আমি এই জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি—যে স্বল্প ভাড়ায় ব্যবস্থা হচ্ছে এবং দ্রুত যেন সেটি কার্যকরী করা হয়। জানিনা সেটি কবে আসবে। একটা জিনিষ এটাও যদি হয় তাহলে যদিও

ত্রিপুরার সব রাস্তাতে হবে না কিন্তু ত্রিপুরার পরিবহন ব্যাবস্থার যে অবস্থা তার কিছুটা পরিবর্তন যাতে হয় সেই আশা আমরা করছি। ত্রিপুরার আভ্যন্তরীন পরিবহনের চিত্রটি কি? আমার বাসা Motor Stand এর কাছে। Motor Stand পার হয়ে গেলে লোককে ট্রাকে করে যেতে হয়। একটা জীপের মধ্যে ২০।২৫ জনের কমে যায় না। একটা ট্যাক্সিতে ৯জনের কম নয় হালে শুনছি ৭ হয়েছে। কিন্তু আমি যখন আসা যাওয়া করতাম তখন দেখতাম একটা ট্যাক্সীতে ১জন অনবরত যাচ্ছে। কিন্তু তাদের জন্য আমরা কি করছি? আমরা বাজেটে এ দিকে অর্থ বরাদ্দ করব অথচ চোখের সামনে যে জিনিষটা লাগছে এই যে যাত্রীরা পয়সা দিচ্ছে—তারপরও ভাড়ার rate টা দেখতে হবে কত হারে ভাড়া দিচ্ছে। এই চিত্রটি যখন দেখা যায় তখন সত্যি ভয় হয়। এদের দেখবার জন্য কেউ আছে কি না কোন authority যে আছে তাঁরা সেটি দেখেন কি না—দেখার প্রয়োজন অনুভব করেন কি না; আমি সেটি বুঝতে পারি না। তাতে সাধারণ লোকের যে একটা ব্যার্থী যে জন্য কম পয়সায় ভবিষ্যতে আনার কথা আমরা বলছি কিন্তু আসলে যেটি চলছে সেখানে তাদের গলাকাটা করে পয়সা নেওয়া হচ্ছে। সরকার থেকে বলা হয়েছিল যে ভাড়ার হার নির্ধারণ করা হবে। এখন পর্যন্ত সেই নির্ধারনের কাজ কিছুই হয়নি। কিন্তু যারা ভাড়া নেওয়ার তারা ঠিকই নিচ্ছে। এখন একমাত্র আগরতলা টাউন বাস ছাড়া সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যার যা খুশীমত ভাড়া নিচ্ছে। বৃষ্টি হলে এক রকম ভাড়া ও রৌদ্র হলে আর এক রকম ভাড়া যখন যার কাছ থেকে যে রকম ভাড়া যতখুশী ভাড়া নিচ্ছে। কাজেই আমরা আশা করতে পারি যে ভ বষ্যতে স্বল্প ভাড়ায় যাত্রী পরিবহনের যে পরিকল্পনাটি সরকার নিয়েছেন সেটি সারা ত্রিপুরাতে অতি শীঘ্রই চালু হবে এবং সেগুলি চালু করতে গিয়ে আরও যদি জীপ বা ট্যাকসী লাগে তাহলে বেকার ছেলেদের সেই ব্যাপারে ঋণ দেওয়া হউক যাতে তারা যাত্রীদের কিছুটা সুবিধা দিতে পারে এবং সংগে সংগে নিজেদের বেকারত্ব দূর করতে পারে। সরকার থেকে একটি কমিটি করা হল যে ভাড়া নির্দ্ধারণ করা হবে। কাজেই আমরা আশা করব যে টি, টি, আই'র যে সমস্ত আইন কানুন আছে, সেগুলি যাতে ঠিক ঠিক ভাবে মানা হয়, এবং তার জন্য আরও যদি ট্যাক্সী লাগে, ট্যাক্সি বাড়াতে হবে। আমাদের বেকার যে সমস্ত যুবক আছে, তাদেরকে ঋণ দেওয়া হউক, ঋণ নিয়ে যাতে তারা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব জীপ ইত্যাদি কিনতে পারে, চলাচলের ব্যবস্থা দ্রুত হয়, সস্তায় হয়, তার যদি সুবিধা করা যায়, তাহলে পরে বেকার যুবকদেরও সুবিধা হবে, এবং অতিরিক্ত মুনাফা কেউ করতে পারবে না। ত্রিপুরা রাজ্যে মুনাফার কথা যদি বলেন, ভারতবর্ষের কোন জায়গায়, জীপ এবং ট্যাক্সীর ভাড়া এত নেই। কলিকাতায় যে এত দাম আমরা বলি সেখানেও মেক্সিমাম বার আনার উপর যায় না। কিন্তু আগরতলা ট্যাক্সী ভাড়া মাইল প্রতি পাঁচ শিকার কম কোথাও যাওয়া যায় না। পুলিশের বাজেট বৃদ্ধি হয়েছে, নূতনভাবে আমাদের এই জিনিষটা চিন্তা করতে হবে। পুরানো যে সমস্ত দোষ ত্রুটি ছিল, সেগুলি ভুলে আমরা যদি সে কাজগুলি আগু করার চেষ্টা করি, যে টাকা আছে, তার মধ্য দিয়ে কিভাবে আমাদের

দেশের ইম্প্রুভমেন্ট করতে পারি, ভাল করতে পারি সেটার দিকে যথেষ্ট দৃষ্টি নিয়ে দেখা উচিত। ভবিষ্যতে যাতে স্বল্প ভাড়া হয়, ত্রিপুরা রাজ্যে একটা নির্দিষ্ট ভাড়া হউক, জীপ বা ট্যাক্সীতে অতিরিক্ত একজন লোকও যাতে না যায়, সেদিকে পুলিশের সক্রিয় থাকা উচিত, সেটাকে দেখার জন্য একটা ব্যবস্থা করা হউক। আমাদের দেশের গরীব সাধারণ যাদের থেকে এসব অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করা হচ্ছে, তাদেরকে আমরা এইভাবে সাহায্য করতে পারব।

ভূমিহীন কৃষকদের কথা বলতে যেয়ে আমি বলব যে যারা ১৯৬৯ সন থেকে বে-আইনি ভাবে জায়গা দখল করে আছে, তাদের জমি দেওয়ার কথা যদিও এই হাউসে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু বাজেটে এই ব্যাপারে আমরা কিছু দেখতে পারছিনা তবে সেটা করা হয়েছে আমি জানি। তাই আমি অভিনন্দন জানাই। আমি আশা করব যে এই ঘোষণাটা যাতে এক বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত করা যায় তার ব্যবস্থা সরকার করবেন। আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজেটে যে ঋণ দেওয়ার জন্য অর্থের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সেই অর্থ দিয়ে সকলকে দেওয়া যাবেনা, সকলকে সেই অর্থ দ্বারা পুনর্বাসন দেওয়া যাবেনা, কাজেই তারা যদি জমির মালিক হয়, তাহলে তারা কো-অপারেটিভ ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারবে, যেহেতু তারা জমির মালিক হয়নি, সেইজন্য তারা সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কাজেই এই ডিফিকাল-টিজটা দূর করার জন্য, যাতে অবিলম্বে এই বছরের মধ্যে তারা জায়গার বন্দোবস্ত পায় এবং পাট্টা পায়, তার বন্দোবস্ত করা হউক। আমাদের একটা আত্ম বিশ্বাস থাকা উচিত, ডিটার মিনেশন থাকা উচিত যে আমরা এটা এক বৎসরের মধ্যে করব। কারণ আমরা দেখেছি যে সেটেলমেন্ট অপারেশন আরম্ভ হয়েছিল ১৯৬৪ সনে, আর এখন ১৯৭২ সন, জমির মালিক থেকে বিস্তারিত বিবরণ নেওয়া হয়েছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তাদের জমি তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি, তাদের নামে জমি রেজিষ্ট্রি করা হয়নি, তাদের পাট্টা দেওয়া হয়নি। কিন্তু টেষ্ট সেটেলমেন্টের পর ফাইন্যাল সেটেলমেন্টের টাইমও পার হয়ে গেছে, এর মধ্যে এটা কমপ্লিট হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। ভাল কথা আমরা এদিকে দৃষ্টি, দিয়েছি আমরা প্রস্তাব নিয়েছি এই ব্যাপারে কিন্তু তার সংগে সংগে বলুন যে আমরা এক বৎসরের মধ্যে পাট্টা পৌঁছে দেব, তার ফলে মানুষের যে অন্যান্য সুযোগ সুবিধা আছে সেইদিক দিয়ে সুবিধা আরও তার বেশী পাবেন।

আমরা পত্রিকায় দেখলাম যে দুই হাজার বেকারের চাকুরী দেওয়া হবে, এটা যদি এই বাজেটে আমরা দেখতে পেতাম তাহলে খুশি হতাম এবং এই কর্মসংস্থানের জন্য নুতনভাবে যে বাজেট হয়েছে, এই নুতন বাজেট হওয়ার জন্য নুতন কর্মসংস্থানের কি কি ব্যবস্থা হয়েছে, কি পরিমাণ কর্মসংস্থান হল, সেটা যদি এই বাজেটের মধ্যে আমি দেখতে পেতাম, তাহলে খুশি হতাম। যাই হউক বাজেটের বাইরে হলেও, এই যে দুই হাজার বেকারের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে, সেটা আনন্দের কথা। তবে এই সম্পর্কে আমি একটা কথাই বলব যে এই যে কর্মগুলি, সেগুলি যেন প্রডাকটিভ মুখী হয়, শুধু চাকুরীর জন্য না দিয়ে, কিছু উৎপাদনের যদি সহায়ক হয় তাহলে অর্থনীতির ক্ষেত্রে লাভবান হব। কারণ এটা যদি উৎপাদন ভিত্তিক না হয়, তাহলে হয়তো আবার ক্রাইসীস দেখা দিতে পারে। আমাদের কর্মসংস্থানগুলি যাতে

উৎপাদন ভিত্তিক হয়, সেইদিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা যাতে দৃষ্টি রাখেন তার জন্য অনুরোধ রাখব। আরেকটি বিষয়ের প্রতি আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে আমরা দেখছি যে ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করার চিন্তা করা হচ্ছে তার সংগে যদি পঞ্চায়েত আইন সংশোধনের বিষয়টি উল্লেখ থাকত, তাহলে আমি খুশি হতাম। যেখানেই যাওয়া যায়, আমরা দেখছি যে তাদের কাছে কোন ক্ষমতা নাই, নির্বাচনের যে পদ্ধতি সেটা অত্যন্ত পুরানো পদ্ধতি, বর্ত্তমানে যে যোগ-সন্ধিক্ষণ চলছে, সেই অবস্থায় ডিরেক্ট ভোট দিয়ে পঞ্চায়েত প্রধান এবং সদস্য নির্বাচন করা প্রহশনে পরিণত হচ্ছে অনেক ইন্টিমিডেশন হয়, যারা ভোটার নয়, তাদের পুলিং বুথে ঢুকিয়ে দেয়, তার জন্য অসুবিধা হয়। কাজেই আমি অনুরোধ রাখব যে এই বাজেটেই পঞ্চায়েত আইন সংশোধনী বিল যাতে আনা হয়। গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার ষ্ট্যাণ্ডার্ড বিল করা আছে, বিভিন্ন সেটের গাইড লাইন দেওয়া আছে, পঞ্চায়েত সমিতি, ডিষ্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত, প্রভৃতির জন্য প্রভিশন আছে. কাজেই আজকে পঞ্চায়েতকে যদি ফুল ফ্লেজেড করতে হয়, তাহলে ডিষ্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত কমিটি বা সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত ইত্যাদি করা উচিত। প্রধান যেই বিষয়টির উপর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যে আজকের দিনে ডিরেক্ট ভোট হওয়া উচিত নয়, অন্যান্য এ্যাসেম্বলীর নির্বাচন যেমন সীক্রেট ভোটে হয়, ঠিক সেইভাবে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনও সাক্রেট হওয়া উচিত, তার উল্লেখ যদি এই বাজেটে থাকত, তাহলে আমি খুশি হতাম।

শিক্ষা ক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বক্তব্য রেখেছেন, তাতে দেখা যায় অনেক ভাল কাজ করছেন, তাতে প্রশংসা পাওয়া উচিত। কিন্তু দুইটি ডাকারী যে করা হচ্ছে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের কি ভাল অবস্থা হবে আমি জানিনা। দুইটি বিদ্যালয়ে ডাকারী থাকবে তারসংগে পিগারী আছে কি না এবং রাত্রিবেলায় কি হবে আমরা এ থেকে কিছুই বুঝতে পারছি না। কাজেই পরিকল্পনা করলে সেটা অবাস্তব করে লাভ নেই, বাস্তবানুগ হওয়া বাঞ্ছনীয়। কৃষি স্কুল বা কলেজ যদি হত, ডাকারী এবং পোলট্রী তাতে থাকত, তাহলে আনন্দের কথা ছিল। আমাদের স্কুলগুলি যেভাবে চলছে, তাকে টেনে নিয়ে বেসিকে কতখান ফেলতে পারব এবং সেটা কতখানি সাকসেসফুল হবে আমি জানিনা, হঠাৎ একটা দুইটি স্কুল না করে, বিস্তারিত ভাবে না করে, যদি এক্সপেরিমেন্টাল বেসীসে প্রাইমারী ষ্টেজে করা হত তাহলে আমার মনে হয় ভাল হত। তা না করে মিডল ষ্টেজে ডাকারী এবং পোলট্রী যদি করতে হয়, তাহলে সেটাকে রেসিডেনসিয়াল করার যদি পরিকল্পনা থাকত, তাহলে বাস্তব দিক থেকে ভাল এবং আনন্দের কথা ছিল। আরও একটা জিনিষ আমার লেগেছে সেটা হচ্ছে মাতৃভাষায় যে শিক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন সেটা কি ত্রিপুরা সরকার দুই একটি বই ছাপিয়ে দিয়েছেন না শিক্ষক রেখেছেন এবং রাখলে কোন্ কোন্ স্কুলে তা হয়েছে,সেটা বিশেষ করে উল্লেখ থাকলে ভাল হত কিন্তু তার কোন উল্লেখ নাই। সরকার নুতন ষ্টেটহুড পেয়েছেন. কাজেই আমাদের যেসব অঞ্চলে ট্রাইবেল অধ্যুষিত অনচল আছে সেখানে ট্রাইবেল ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে তার যদি উল্লেখ এখানে থাকত, তাহলে আরও খুশি হতাম। কিন্তু কোন কোন স্কুলে হয়ত হচ্ছে। কিন্তু তার যদি বিশেষ উল্লেখ থাকত যে আমাদের

এই সরকার, নূতন ভাবে যে সমস্ত অঞ্চলে ট্রাইবেল স্কুল রয়েছে, সেই সমস্ত স্কুলে ট্রাইবেল ল্যাংগুয়েজের মাধ্যমে যাতে ট্রাইবেল শিক্ষা হয়, সেইরকম যদি উল্লেখ থাকত তাহলে আমি আরও খুশী হতাম এটা সত্যি কথা কনস্টিটিউশনে তাদের যে অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং ত্রিপুরায় এই ব্যাপারে যে অ্যাডভান্স হয়েছে সেটা গর্ব করার মত নয়। বলতে গেলে কিছুই হয় নি। কিন্তু তাদের যে কনষ্টিটিউশন্যাল রাইট আছে সেটাকে কিভাবে সরকার আরও বাস্তবে পরিণত করতে পারেন তার জন্য আমি এইখানে এই কথা বললাম, যদি ও এখানে বাজেটে এটার উল্লেখ নাই। কিন্তু নূতন এনার্জী নিয়ে এবং একটা পরিকল্পনা করে ট্রাইবেলদের বা অ্যাসেম্বলীর মেম্বারদের নিয়েও যদি আলাপ আলোচনার মাধ্যমে একটা পরিকল্পনা করেন। তাহলে কাজ ভাল হবে বলে আমার ধারণা। সময় আমার হাতে কম, আমি দেখতে পাচ্ছি সময় আমি অনেক নিয়ে নিয়েছি। তাহলেও উপজাতি কল্যাণের মধ্যে খুব নূতন সুর আমি খুঁজে পাচ্ছি না। এই সম্পর্কে বিস্তৃত বলতে চাই না। যখন টাইম আসবে আমি বলব। তাহলেও আমার মনে হয় উপজাতি কল্যাণের বিষয়টা একটা হাইপয়ার কমিটিতে যাওয়া দরকার। সেখানে অ্যাসেম্বলীর মেম্বাররাই থাকুন, তাছাড়া স্পেশ্যালি বাইরের কয়েকজন লোক যারা এই অঞ্চলে বাইরে কাজ করেছেন তাদের নিয়ে হোল জিনিষটাকে রিভিউ করে ত্রিপুরায় কিভাবে এটা ভালভাবে করা যায় সেটা দেখা উচিত। ভালভাবে আমার মনে আছে যে, আমাদের পুরানো যে অ্যাসেম্বলী ছিল সেখানে অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট নিয়ে কিছু কথা হয়ে ছিল। সেখানে দেখলাম যে অমরপুর পাইলট প্রজেক্টের অধীনে প্রায় ১২০টি পরিবার স্থায়ী পুনর্বাসন পাবে। সেটারই আবার পুনরোল্লেখ আছে যদি ও অমরপুর পাইলট প্রজেক্টের কাজ প্রায় হয় নি বলেই অনেকের ধারণা। আমি জানি না কিছু কাজ হয়েছে কিনা। যদি হয়ে থাকে তাহলে ভাল কথা। যদি না হয়ে থাকে তাহলে সেই পুনর্বাসন নিয়ে গর্ব করার কিছু নেই। সমস্ত পুনর্বাসন স্কীমকে নিয়ে নূতন করে আমাদের ভেবে দেখা উচিত যে সেটা কিভাবে করা যায় এবং তার জন্য আমি নিজে কোন বক্তব্য রাখছি না। একটা হাই পাওয়ার কমিটি করে সমস্ত আদিবাসী জিনিষগুলিকে আবার (এ ভয়েস আঞ্চলিক কমিটি করতে হবে)—আমি হোল জিনিষটা রিভিউ করার জন্য বলছি যে পুনর্বাসনের ধারাটা কি হবে, গতানুগতিকভাবে চলবে, না অন্য কোন ধারা তারা আনবেন। যাই হোক যখন সময় আসে তখন এই সম্পর্কে বলব।

পূর্ত্ত বিভাগের আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় যে আমাদের অ্যাসেম্বলীর জন্য বাড়ী ইত্যাদি করার উল্লেখ করা হয়েছে। সেটা অত্যন্ত দরকার এবং আজকে একটা কোয়েশ্চান এসে ছল ত্রিপুরায় গৃহ সমস্যা অনেক আছে এবং অন্যান্য জায়গায় সুদ বেশী হলেও কেউ কেউ বলেছেন এল, আই, সি, এর সুদ বেশী। কিন্তু সুদ বেশী হলেও শহর অঞ্চলে বাড়ী যারা কিনতে চান তাদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে এবং কম বেশী ভারতবর্ষের প্রত্যেকটা ষ্টেটে এইরকম পরিকল্পনা আছে। যেহেতু ত্রিপুরা এর আগে ষ্টেট ছিল না বলে সেটা হয় নি। কিন্তু ত্রিপুরায় অনেক কর্মচারীদের বাড়ী নাই। যদিও সুদ কম থাকবে তবু সবটাই যে ষ্টেট বাজেট থেকে পাওয়া যাবে তার সম্ভাবনা কম। কারণ তার একটা সীমিত অবস্থা আছে।

কাজেই অন্যান্য সোর্সে যেমন আমরা অ্যাসেম্বলীর স্থায়ী ভবন ইত্যাদি করছি, এর সংগে হাউসিং স্কীমটাকে কিভাবে করা যায়, দরকার যদি হয় কো-অপারেটিভ সেক্টারে করেন, ক্ষতি নাই। কিন্তু ত্রিপুরার একটা অঞ্চলে সরকার থেকে বা কো-অপারেটিভের মাধ্যমে একটা হাউসিং স্কীম করে একটা কলোনী করুক যেখানে ২০০ | ৩০০ বাড়ী নিয়ে একটা অঞ্চল হয় এবং যদি দেখা যায় যে পাবলিক কিনতে চায় না তাহলে গভর্ণমেন্ট বাড়ী ভাড়া নিতে সেটা দিতে পারেন অথবা গভর্ণমেন্ট তার কর্মচারীদের জন্য সেটা করতে পারেন এবং ষ্টেট বাজেট থেকে সেটা কুলোবে না। যে কোন জায়গা থেকেই হোক, ষ্টেট ফিনান্স কর্পোরেশন হোক বা হাউসিং আদার যদি কোন হেড থাকে সেটা সরকার যদি দেখেন তাহলে ভাল হয় কারণ এই পরিকল্পনাটাকে আমি অত্যন্ত জরুরী মনে করি এবং যার জন্য টাকা পাওয়ার কোন অসুবিধা হবে না। (এ ভয়েস—আগে তো মাষ্টার প্ল্যান ছিল) ভাল মাষ্টার যদি বাইরে থেকে পাওয়া যায় তাহলে এখানে আমরা রিলেক্সেসান দিতে রাজী আছি।

মৎস্য চাষের বিষয়ে বলেছেন। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে— 'আমি গর্বের সংগে ঘোষণা করছি ত্রিপুরায় কৃত্রিম ডিম ফোটানো পদ্ধতি প্রয়োগ করে উন্নত মৎস্যবীজ উৎপাদনের ব্যাপারটা ইতিমধ্যেই খ্যাতি লাভ করেছে এবং এই উন্নত ধরণের মৎস্যবীজ সরবরাহ করার জন্য বিভিন্ন রাজ্য থেকে অনুরোধ আসছে।" উনার গর্বের সংগে আমরাও গর্ব অনুভব করছি। তবে মাছের চাষটা যাতে আরও একটু ভাল হয় যাতে আমরা মাছটা পাই, সেই দিকে যেন তিনি লক্ষ্য রাখেন। আর টেকনিক্যাল যে অফিসারগণ কাজ করেছেন সেটা আমাদের গর্বের কথা। তাদের কাজের জন্যই আজকে আমরা গর্ব করতে পারছি এবং বাইরে থেকেও আমাদের ফিংগারলিংসের জন্য দাবী আসছে। তবে এইরকম কর্মচারীদের পুরস্কৃত করা হয়েছে কিনা সেটা আমি জানি না, তবে এইরকম কর্মচারীরা পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গর্বিত এবং সেই সংগে আমরাও গর্বিত। আমাদের গর্বের ভাগী হিসাবে তারা যদি কিছুটা পুরস্কার পায় তাহলে তারা মনে করবে আমরা সার্থক হয়েছি এবং ভবিষ্যতে যারা এই ধরণের কাজ করবে তারা একটা ইনসেনটিভ পাবে। সেটার জন্য তারা একটা ইনসেনটিভ প্রাইজ পেতে পারে কিনা অথবা চাকুরীর ব্যাপারে কিছু উন্নতি করা যায় কিনা সেটা নিশ্চয়ই সরকার দেখবেন। পোলট্রির ব্যাপারে নিবিড় কার্মের জন্য দুটি ক্ষেত্রে পোলট্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। তার আমি প্রশংসা করি এবং যাতে সেটা আরও ভালভাবে কাজ হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আমরা সব সময়েই ইণ্ডাষ্ট্রি ইণ্ডাষ্ট্রি বলি। কিন্তু আমরা ইণ্ডাষ্ট্রি বলতে বুঝি যে পার্টি না থাকলে বোধ হয় ইণ্ডাষ্ট্রি হয় না। কিন্তু পোলট্রি করতে ত্রিপুরা রাজ্যে যে ধরণের মূলধন লাগে সরকার যদি এর পেছনে থাকেন তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে এই পোলট্রি উন্নত হত এবং তাকে যদি তা করতে হয় তাহলে ফডার খাদ্য এইগুলি সরবরাহ করার জন্য সরকারের স্কীম করতে হবে এবং সেইগুলি যাতে সস্তা দামে পায় তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেই রকম যদি করে তাহলে আমার মনে হয় যে এর দ্বারা অনেক কৃষক পরিবার লাভবান হবে এবং এখানে যেটা উল্লেখ করেছেন সেটা যাতে ভাল হয় তার জন্য আমি দাবী রাখব।

আর একটি বলেছেন ফেমিন রিলিফ। গত বৎসরে এই আইটেমে ৫ লক্ষ টাকা ছিল। এবার ফেমিন রিলিফে মাননীয় মন্ত্রীরা টাকা রাখেন নি। যে টাকা রেখেছেন সেটা গ্র্যাটুইসাস্ রিলিফ। আমার বক্তব্য হচ্ছে ফেমিন রিলিফ হেডটা তুলে দেওয়া উচিত। কারণ এটা যদি রাখা হয় তাহলে অনেকে বলবেন যে বহু আগে থেকে এটা চলে আসছে সেজন্য এটা রাখা হয়েছে। আজ আমরা সমাজবাদের দিকে এগিয়ে চলছি, এই কথা বলি এবং সংগে স গে একটা পার্মানেন্ট হেড 'ফেমিন রিলিফ' যদি রেখে দিই তাহলে সেটা খুব মানান সই হয় না এবং এইজন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এই নামটা, যেটা আমরা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে উত্তরাধিকার সুত্রে পেয়েছি, এই নামটা বদলে হেড নাম্বারটা রেখে অন্য নামে যেন এটাতে টাকা রাখা হয়। আমি সময় অনেকটা নিয়েছি, আর বেশী নিতে চাই না। তবে মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন পঞ্চায়েতের মধ্যে গ্র্যাণ্ট ইন এড এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু সেই গ্র্যাণ্ট ইন এডের ব্যবস্থা সামান্য। একটা পঞ্চায়েতের জন্য এক হাজার, দুই হাজার টাকা টোকেন রাখা হয়েছে। যে গ্র্যাণ্ট ইন এড এর ব্যবস্থা করা হয়েছে সেটা শুধু কন্টিনজেন্টের ফাণ্ডের জন্য। পঞ্চায়েতের নিজস্ব খাতে কাজ করার জন্য এইরকম গ্র্যাণ্ট ইন এড এর প্রভিশান আমার চোখে পড়ে নি। যদি থাকে তাহলে ভাল কথা। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে পঞ্চায়েত যখন হয়েছে তখন সরাসরি যদি আমরা পঞ্চায়েতের হাতে দিয়ে কাজটা করাই, তাকে টাকা দিয়ে, তাহলে বলতে পারি যে পঞ্চায়েত কাজটা করেছে। কিন্তু যদি সরকারের টাকা দিয়ে সরকারের কাজটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করানো হয় তাহলে বলতে হবে যে সরকার এই কাজটা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করিয়েছেন। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে যে সরকারের কাজই পঞ্চায়েতের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাকে টাকা দিয়ে দেওয়া হোক কাজ করার জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি এবং বাজেটের যে ভাল দিকটা আছে তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি।

Mr. Speaker :— The meeting stands adjourned till 2. P. M

Mr. Speaker— Now, I would request hon'ble member. Jitendra Lal Das to speak. You will please speak only for 20 minutes.

শ্রী জীতেন্দ্র লাল দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটের উপর আলোচনায় অংশ গ্রহণ করছি। এই বাজেটে ২৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাক আয় এবং ৩৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা ব্যায় এর থেকে ১ কোটি ৪ লক্ষ টাকা আগের বৎসরের আয় বাদ দিয়ে মাট ঘাটতির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। এই বাজেটে বলা যায় গতানুগতিকতার দিক দিয়ে কিছুটা পরিমাণে অগ্রগতি ঘটানোর চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এই পশ্চাদপদ ত্রিপুরার বাস্তব ও জরুরী চাহিদার, আশা আকাংখা পরিপূরণের দিক দিয়ে এই বাজেট উল্লেখযোগ্য প্রতিশ্রুতি রাখতে সমর্থ হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি কেন এই কথা বলছি? বলছি বাজেট বা যে কোন ঘটনাকে তৎকালীন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা উচিত। আমরা আমাদের দেশের ইতিহাসে নীলকর বিদ্রোহকে অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করি এবং

সেই সংগে তে-ভাগা আন্দোলনকে উনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক ঘটনা বলে গণ্য করে থাকি। সেদিক দিয়ে বর্তমানে ১৯৭২ ইংরেজী সাল, এই সালে আমরা আমাদের দেশের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করতে যাচ্ছি এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মেচুরেটির দিক দিয়ে বর্তমান বাজেটে সেই মেচুরিটির প্রতিফলন থাকা উচিত ছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা বাজেটকে তার দুই দিক থেকে আলোচনা বা সমালোচনা করা যায়। তার একটা দিক হল কোয়ানটিটি বা সংখ্যার দিক থেকে তার আবর্তন বিবর্তন, আর একটা দিক হল বাজেটের কোয়ালিটি বা গুণগত দিক থেকে তার আবর্তন বিবর্তনের দিক। এই সমস্ত দিক থেকে বিচার করে আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, আমাদের ভারতবর্ষের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী উৎসবের বছরে এবং আমাদের দেশের বয়স এবং মেচুরিটি বিচার করে, সেই মেচুরিটির প্রতিফলন শুধু ত্রিপুরা রাজ্যে নয়, যে কোন রাজ্যে সে প্রাদেশিক বা কেন্দ্রীয় বাজেট যাই হউক, সেই বাজেটে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মেচুরিটির প্রতিফলন থাকতে হবে এবং সেই ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতের মধ্য দিয়ে আমাদের এই বাজেটকে বিচার করতে হবে। কোয়ানটিটিভ বা পরিসংখ্যানের দিক দিয়ে নয়, কোয়ালিটিটিভ বা গুণগত দিক দিয়ে এই বাজেটকে বিচার করতে হবে, আর সেদিক থেকেই আমি এই বাজেটকে বিচার করতে চেষ্টা করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের দেশে গত কয়েক বছরের মধ্যে অনেকগুলি যুগান্তকার ঘটনা ঘটেছে, সেই সমস্ত ঘটনা হল ১৯৬৭ সালের নির্বাচন এবং সেই ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে আমাদের দেশে দেখা যায় তৎপূর্ব্বকালীন অর্থ নৈতিক বিবর্ত্তনের ক্ষেত্রে সরকার যে সমস্ত কার্যাক্রম গ্রহণ করছেন, তাতে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের মধ্যে ভারতবর্ষের জনসাধারণ এর বিচার বিবেচনার বিষয়কে ক্ষতিয়ে দেখলে দেখা যায় যে এই সময়ের বিবর্ত্তনকে জনসাধারণ অগ্রগতির দিক থেকে, গুণগত বিবর্ত্তনের দিক থেকে খুব উল্লেখযোগ্য মনে করে নাই। ঐ সময়ের পূর্ব্ব সময়কার বিবর্ত্তনকে জনসাধারণ অগ্রগতির দিক থেকে গুণগত দিক থেকে খুব ল্লেখযোগ্য মনে করে নাই। সেই কারণেই সেই সময়ের পূর্ব্ববর্তীকালীন যে কংগ্রেস, তৎকালীন যে কংগ্রেস পরবর্তী সময়ের দেশের শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করে ছিলেন, সেই কংগ্রেস তাঁর ১৬টি বৃহৎ রাজ্যের মধ্যে ৯টি রাজ্যে পরাজয় বরণ করেন। তারপর আসে রাষ্ট্রপতির নির্ব্বাচন। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনকে উপলক্ষ করে ভারতের জনসাধারণের মধ্যে, ভারতের রাজনৈতিক দল, রাজনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে পুর্ণমূল্যায়ন ঘটতে থাকে নূতন ভাবে তার বিকাশ এবং বিন্যাশ ঘটতে থাকে। রাষ্ট্রপতির নির্বাচনে আমরা দেখেছি ভারতের প্রগতিশীল শক্তিগুলি এক দিকে চলে যায় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আর একদিকে অংশ গ্রহণ করে এবং যার মধ্য দিয়ে ভারতের বর্তমান মহামান্য রাষ্টপতি নির্বাচিত হন। তাঁর নির্বাচনে যে সমস্ত দল যে সমস্ত প্রগতিশীল দল অংশ গ্রহণ করে এবং সমর্থন করে সেই সমস্ত রাজনৈতিক শক্তিগুলিই ভারতের নূতন মুল্যায়নের ক্ষেত্রে একটা গ্যারান্টি হিসাবে উপস্থিত করে এবং আমাদের পার্টি

বর্ত্তমান ঘটনাগুলি বিচার করেন। তারপর আসে ১৯৭১ ইং সালের নির্ব্বাচন মধ্যাবর্ত্তী পার্লামেন্টারী নির্বাচন এবং তারপরে আসে ১৯৭২ ইং সালের পঞ্চম বিধানসভার নির্বাচন। সেই নির্ব্বাচনের মধ্যে বর্ত্তমান শাসক পার্টি নব কংগ্রেস, যারা কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং সমস্ত রাজ্যে তাদের পক্ষ থেকে কতগুলি প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যার মধ্যে আমাদের দেশের মৌলিক পরিবর্ত্তনের অপরিহার্য্য হয়ে পরে সেই রকম কতগুলি মৌলিক পরিবর্ত্তন এবং প্রতিশ্রুতি আমার দেশের জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা হয় এবং সেই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে ভারতের ব্যাপক অংশের জনসাধারণ নব কংগ্রেসের সেই প্রতিশ্রুতির উপর আস্থা রাখে এবং বিভিন্ন রাজ্যে এবং কেন্দ্রে এই প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতে যে প্রতিশ্রুতির মধ্যে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী গরীবি হটাও শ্লোগান উপস্থিত করেন। সেই প্রতিশ্রুতি এবং কতগুলি মৌলিক পরিবর্ত্তনের প্রতিশ্রুতি—ভূমি সংস্কার সুষ্ঠুভাবে করা, ভারতের কৃষি সমস্যার সমাধান করা এবং ভূমিহীন কৃষকদের মধ্য জমি দেওয়া এবং ভারতের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে খতম করা। দুই নম্বর কথা হচ্ছে রাজন্য ভাতার বিলোপ। তিন নম্বর কথা হচ্ছে সংবিধানের ২৫ এবং ২৬ ধারার সংশোধন যে সংশোধন, ভারতের একচেটিয়া পুঁজি বাজেয়াপ্ত করার পক্ষে একটা নূতন রাস্তা খোলে দেয় এবং এর সংশোধন করার আগে ভারতে পার্লামেন্টের পক্ষে ভারতের একচেটিয়া পুঁজির বিলোপসাধন করার, রাষ্ট্রায়ত্ব করার পক্ষে একটা প্রচণ্ড বাধা ছিল সেই বাধাকে মুক্ত করে দেওয়ার জন্যই সংবিধানের ২৫ এবং ২৬ ধারার সংশোধন। এই সমস্ত ঘটনাবলির মধ্য থেকে নতুন একটা যুগের উত্তোরনের একটা নতুন প্রতিশ্রুতি বা সম্ভাবনার রাস্তা খোলে। আমাদের পার্টি (ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি) এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিকে সম্পূর্ণ ফাঁকা একথা মনে করে না। আমাদের পার্টি মনে করে এই নব কংগ্রেসের মধ্যে এমন কতগুলি শক্তি মাথা তুলছে, এমন কতগুলি শক্তি বিকাশ লাভ করছে যারা এইসব প্রতিশ্রুতিকে কার্যকর করার পক্ষে এবং দেশের অগ্রগতির দিক থেকে উপযুক্ত। আমাদের পার্টি, সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য যদি Sincere প্রচেষ্টা হয়, তাহলে সেই প্রতিশ্রুতিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলিকে কার্যকর করা পক্ষে যে সমস্ত শক্তি বাধা সৃষ্টি করে, সেই সমস্ত শক্তির বাধা অপসারণ করার জন্য ভারতের সমস্ত প্রগতিশীল শক্তি, বিভিন্ন বামপন্থী প্রগতিশীল শক্তি, গণতান্ত্রিক শক্তি, বর্তমান শাসক কংগ্রেসের পক্ষে আছে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস সেই সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তি ঐক্যের ভিত্তিতে এই সমস্ত প্রতিশ্রুতি ১৯৭২ ইং সালের নির্ব্বাচনে বিভিন্ন বিধানসভার নির্ব্বাচনে যে সমস্ত মৌলিক প্রতিশ্রুতিগুলি এসেছিল সেই সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকর করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুত। কেন সেই প্রতিশ্রুতি ঐ কারণ আমাদের পার্টি এবং ভারতের বিভিন্ন প্রগতিশীল শক্তি এই সমস্ত ঘটনাবলিকে গত ২৫ বছর যাবৎ আমার দেশের সামনে আনার জন্য আন্দোলন করছে এবং সেই সমস্ত জিনিষগুলিকে কার্যকর করার জন্য আমাদের পার্টি চেষ্টা করছে। কাজেই এই সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলিকে কার্যকর করার জন্য আমরা সমস্ত দিক থেকে ঐক্য বদ্ধ হওয়ার এবং সমস্ত

প্রগতিশীল শক্তিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি হিসাবে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি আজকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এবং ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পরিষ্কারভাবে বিশ্বাস করে এই সমস্ত গণতান্ত্রিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে, ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রে, এই সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সাফল্যমণ্ডিত হলে তবেই ভারতে সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রগতির দিক থেকে নতুন একটা অবস্থা সৃষ্টী হবে। এবং গণতন্ত্রের পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই সেই উপযুক্ত অবস্থা আসবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত গণতান্ত্রিক অগ্রগতি সৃষ্টী করার পক্ষে যে সমস্ত বাধা আছে তার মধ্যে প্রথম নম্বর বাধা হল সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী পুঁজি যা ভারতে এখনও আছে। দুই নম্বর বাধা হচ্ছে ৭৫টি একচেটিয়া পুঁজিবাদী, বিরলা, টাটা ইত্যাদি যারা ভারতবর্ষের শিল্প পুঁজির প্রায় ৬০ ভাগ নিজেদের একতিয়ার ভূক্ত রাখতে পারে, এবং কৃষি অর্থনীতিতে যে সমস্ত সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার জের রয়ে গেছে, কৃষি অর্থনীতিতে বিকাশ ঘটানোর পক্ষে সেই সমস্ত হচ্ছে তিন নম্বর বাধা, চার নম্বর বাধা এই যে ভারতবর্ষে এবং ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে যে প্রচণ্ড আমলাতান্ত্রিক শক্তি রয়ে গেছে, এই আমলাতান্ত্রিক শক্তি ভারতের প্রগতিশীল শাসনতন্ত্রের ভিতর থেকে বাধার সৃষ্টি করছে. সেইগুলিকে পরাস্ত করা। এই সমস্ত বাধা হল ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটানোর পক্ষে একটা প্রচণ্ড বাধা। মাননীয় স্পীকার স্যার, একথা কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য হিসাবে শুধু আমি যে বলছি তা নয়, আমার যতটুকু মনে পড়ে কিছুদিন আগে চেকোস্লাভাকিয়া ভ্রমণকালে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ঠিক ঠিক কোটেশন হিসাবে আমি পত্রিকার কথা বলতে পারছিনা, তবে তিনি একথা বলেছেন যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বিপ্লব এখনও শেষ হয়নি, অর্থাৎ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার পরও যে প্রয়োজন সেটা হচ্ছে অর্থ-নৈতিক বিবর্ত্তন, অর্থ-নৈতিক বিকাশ, স্বাধীনতার ক্ষেত্রের বিকাশ, গণতান্ত্রিক ক্ষেত্রের বিকাশ, ঘটানোর প্রয়োজন তা এখনও ঘটে নাই, এটা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য। কাজেই এই সমস্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে একচেটিয়া পুঁজি, বিদেশী পুঁজি, ভারতের কৃষি অর্থনীতিতে সামন্ততান্ত্রিকের জের, এবং ভারতের শিল্প অর্থনীতিতে ৭৫ জন একচেটিয়া পুঁজিপতির অর্থ-নৈতিক কবজা, ভারতের শাসনতন্ত্রের মধ্যে, রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে প্রচণ্ড আমলাতান্ত্রিকতা, সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করতে না পারলে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের যে কাঠামো, তার পরিবর্ত্তন করতে না পারলে, দেশের গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটানোর পক্ষে যে সমস্ত অর্থ-নৈতিক বিবর্ত্তনের প্রয়োজন, সেইগুলি ঘটানো অসম্ভব। কাজেই একথা আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ধনতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মধ্যে, অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে রেডিকেল চেঞ্জ আনা সম্ভবপর নয়, সেইদিক থেকে আমি এই বাজেটকে বিচার করতে চাই। এই সমস্ত অর্থ-নৈতিক পরিবর্ত্তনের জন্য ভারতবর্ষে যে সমস্ত বাধা আছে, সেই সমস্ত বাধা প্রতিহত করার জন্য, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রগতিশীল পার্টিগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরে, প্রচণ্ডভাবে চেষ্টা করব, এটাই আমাদের পার্টির বক্তব্য মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকের

ভারতবর্ষের মানুষ, ১৯৭১ সনের পরের মানুষ, ১৯৭২ সনের নির্ব্বাচনের পরের মানুষ, তারা কোন সংখ্যাগত পরিবর্ত্তন চায়না, তারা কোয়ানটিটিভ পরিবর্ত্তন চায় না, তারা গুণগত, কোয়ালিটিটিভ পরিবর্ত্তন চাইছে. এই গুণগত পরিবর্তন আজকে প্রগতিশীল পার্টির প্রয়োজন। কাজেই পরিসংখ্যানের দিক থেকে এই বাজেটকে আমি দেখছিনা এবং আজকে ২৫ বৎসর স্বাধীনতার পর আমরা যেখানে রজত জয়ন্তী পালন করতে যাচ্ছি সেখানে আমাদের স্বাধীনতা অনেক মেচিউরড হয়েছে, সেই বিষয়ে আমাদের সন্দেহ নাই।

মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার সমস্যা সম্পর্কে যদি আমি বলতে চাই, ত্রিপুরার প্রধান সমস্যা হচ্ছে বেকার সমস্যা, সহর এবং গ্রামে। দুই নম্বর সমস্যা হচ্ছে ভূমিহীন কৃষকের পুনর্বাসন সমস্যা, তিন নম্বর কৃষি সমস্যা, সেচ, বাঁধ ইত্যাদি নিয়ে কৃষির মধ্যে বিকাশ ঘটানো, পশ্চাদপদ তপশীলি উপজাতি ইত্যাদি যে রয়েছে, তাদের পুনর্বাসন সমস্যা, চার নম্বর সমস্যা হয়েছে সমাজ সেবামূলক কার্য্যাবলী, চিকিৎসা, সমষ্টি উন্নয়ন, গৃহ নির্ম্মাণ যানবাহন ইত্যাদি সমস্যা। কাজেই প্রধান সমস্যা যে বেকার সমস্যা, সেই বেকার সমস্যা যে শুধু মাত্র সহরে বেকার তা নয়. গ্রামাঞ্চলে যে বেকার, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমি সংস্কার আইন সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, সম্পূর্ণভাবে সাফল্যমণ্ডিত হলেও, ভূমিহীনরে হাতে জমি দেওয়ার মত প্রয়োজনীয় জমি ত্রিপুরা রাজ্যে আছে কিনা সন্দেহ আছে। আজকে ভূমিহীন এবং শিক্ষিত বেকারদের যদি কোনরকম কাজের ব্যবস্থা করে দিতে হয়, তাহলে সেটা দিতে হবে শিল্পোদ্যোগের মাধ্যমে। কিন্তু শিল্প এবং কর্ম্মসংস্থানের মধ্যে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, সেটা একটা হল ১৭ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা, আরেকটি হল ১২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। এই টাকার মধ্যদিয়ে শিল্পে বিকাশ ঘটানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। এই টাকা দ্বারা এই যে ভারত তথা ত্রিপুরা রাজ্যের গুণগত পরিবর্ত্তন করা বা বেকারদের কর্ম্মসংস্থান করে দেওয়া সেটা সম্ভবপর নয়। এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে তার বক্তব্যে ত্রিপুরা রাজ্যে কাগজের কল স্থাপন, পাটের কল স্থাপন ইত্যাদির কথা রেখেছেন, তাকে আমি অভিনন্দিত করি, কিন্তু এই সঙ্গে আমি পরিষ্কারভাবে একথাও বলতে চাই যে এইগুলি যদি কোন রকম প্রাইভেট কোম্পানীর কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়, ব্যক্তিগত পুঁজিপতির কাছে ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে পাটের কল বা কাগজের কল হবেনা কারণ মেক্সিমাম প্রফিট শিল্পের ক্ষেত্রে পুঁজি নিয়োগ করে করা, ত্রিপুরা রাজ্যে সম্ভবপর নয়. কারণ এখানে রেল যোগাযোগ নাই, বিভিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থাও অত্যন্ত দুর্ব্বল, কাজেই যেখানে মেক্সিমাম প্রফিট পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, বা কোন রকম গ্যারান্টি নাই. সেখানে কম প্রফিটের জন্য কোন প্রাইভেট পার্টি ত্রিপুরা রাজ্যে আসবেনা। তার প্রমাণ আমরা দেখেছি বিলোনীয়া বিভাগের শান্তির বাজারে সেখানে একটা টিলার নাম বিরলা টিলা আছে, সেখানে বিরলা কোম্পানী একটা প্লাই উড কারখানা করার জন্য এসেছিল এবং জায়গা মাপজোপ দিয়েছিল, তারপর এখান থেকে চলে গেছে। এইভাবে আমি পরিষ্কারভাবে বলতে চাই যে বেকার সমস্যা অত্যন্ত জরুরী সমস্যা, এই সমস্যাকে সমাধান করতে না পারলে, এই সমস্যাকে আটকাতে না পারলে ত্রিপুরা রাজ্যকে ঠিকভাবে অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হবেনা। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কাগজের কল

স্থাপন, পাটের কল স্থাপনের জন্য, কেরোসিন তেলের যে সম্ভাবনা রয়েছে, তার অনুসন্ধানের জন্য, বিদ্যুত সরবরাহের যে প্রচেষ্টা সেগুলি কার্যকরী করার জন্য বাংলাদেশের সাথে ত্রিপুরা রাজ্যের রেল যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা—অত্যন্ত সিনসিয়ার কায়দায়, অত্যন্ত দ্রুত কার্যকরী করার জন্য প্রচেষ্টা যদি না করা হয়, তাহলে বেকার সমস্যা সমাধান করা যাবে না। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বিরাট সংখ্যক ভূমিহীন কৃষক আছে, যারা অনেক দিন থেকে খাস জমিতে বসে আছে, তাদের জন্য বাজেটে টাকা আছে, কিন্তু সেই টাকা প্রকৃত ভূমিহীনদের কাছে যাচ্ছে কিনা, সেটা আমাদের জানা নাই। কারণ এর পেছনে রয়েছে আমলাতন্ত্রের প্রচণ্ড বাধা। যতটুকু ছোট কাজই হোক না কেন, সেটা যদি সুষ্ঠুভাবে করতে হয়, গণতন্ত্রকে সাফল্যমণ্ডিত করতে হয়, তাহলে আমি বলব যে প্রতি গ্রামে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে, সর্ব্বদলীয় ভূমিহীন কমিটির মারফত এই ভূমিহীন সমস্যাটিকে বিচার বিবেচনা করা দরকার, তা না করা হলে, যে টাকা আসছে, তা প্রকৃত ভূমিহীনদের কাছে যাবে কিনা সন্দেহ আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এটা আমি এই বিধানসভার সামনে উপস্থিত করতে চাই।

কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে, কৃষির উন্নয়ন করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ত্রিপুরার মত এই রকম সারা বৎসর জল বাহী ....

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে আসছে, আপনি দশ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীজিতেন্দ্রলাল দাশ :— ত্রিপুরা রাজ্যে ছোট, মাঝারী বাঁধ দিয়ে সেচ ব্যবস্থা করার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে, সেইগুলি অবিলম্বে কার্যকরী করতে না পারলে, কৃষির উন্নতি করা সম্ভব নয়। মুহুরীপুর এলাকায়, শান্তির বাজার এলাকায় যদি বাঁধ দেওয়া যায়, তাহলে হাজার একর জমিতে সেচ ব্যবস্থা করা যায়। আজকে বেকারদের কৃষি ক্ষেত্রে কৃষি ব্যাংকগুলি থেকে যাতে ঋণ দেওয়া যায়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে, ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে চেষ্টা চালানো দরকার। ব্যাংক থেকে বেকারীরা যদি ঋণ না পায়, আমি ২৬ তারিখের দৈনিক সংবাদের একটা খবর তুলে দিচ্ছি। অটো রিক্সার জন্য কয়েকজন বেকার ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ চায়। ব্যাঙ্ক তাদের কাছ থেকে সিকিউরিটির ব্যাপারে জমি বাঁধা বা একটা সিকিউরিটি চেয়েছে। কিন্তু সম্পত্তিবিহীন একজন বেকারের পক্ষে কোন সিকিউরিটি দেওয়া সম্ভব নয়। কাজেই সিকিউরিটি দিয়ে কোন ভূমিহীন বেকার কোন ঋণ পাবে না। কাজেই যে সমস্ত জিনিষ অটো রিকসার জন্য পার্টস ইত্যাদি আছে সেই সমস্ত জিনিষগুলিকেই গ্যারান্টি হিসাবে রেখে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা দরকার। পশ্চাদপদ তপশীলি উপজাতির শিক্ষার ক্ষেত্রে ককবরক ভাষায় বা ত্রিপুরী ভাষাকে চালু করার জন্য আমি অনুরোধ করব। ত্রিপুরার উপজাতি জুমিয়ারা পুনর্বাসনের আশায় বসে রয়েছেন এখনও। গতবার যে পুনর্ব্বাসন হয়েছে সেগুলিও সুষ্ঠভাবে পুনর্ব্বাসন সব ক্ষেত্রে হয় নি। সেজন্য আমি সেগুলিকে সুষ্ঠুভাবে করার জন্য বলছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে আরও কলেজ দরকার। বিলোনীয়ার মত কলেজ গভর্ণমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ হিসাবে দরকার। চিকিৎসার ক্ষেত্রে

আমাদের হাসপাতালগুলিতে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র খুব কম। কাজেই হাসপাতালের বাইরে থেকেও যাতে প্রয়োজনীয় ঔষধপত্র মানুষ কিনতে পারে সেই ব্যবস্থা করা দরকার। আর একটা জিনিষ হল পানীয় জল। গত খরায় আমাদের দেশে পানীয় জলের খুব অভাব হয়েছে। এক একটা ব্লক ডেভেলাপমেন্ট অফিসে যে সমস্ত রিংওয়েল আছে তা যথেষ্ট নয়। কাজেই পানীয় জলের জন্য চিৎকার করেও সময়মত পানীয় জল পাচ্ছে না। আমার অনুরোধ সরকার যেন এইগুলি রূপায়িত করেন। ত্রিপুরায় যানবাহনেরও উন্নতি করা দরকার। এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজগুলি করতে হলে এবং ভারতবর্ষের এবং ত্রিপুরা রাজ্যের অর্থনীতিকে পুনর্গঠন করতে হলে আজকে একটা ব্যাপক পরিকল্পনার প্রয়োজন এবং সেই পরিকল্পনাকে লক্ষ্য করেই যেন ত্রিপুরা সরকার তার বাজেট এবং সমস্ত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করেন। আমি এই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান বাজেটকে আলোচনা করে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১৯৭২-৭৩ সালের যে বাজেট মাননীয় অর্থ মন্ত্রী রেখেছেন সেটাকে আমি সমর্থন জানাই। তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটা কথা উল্লেখ করতে চাই। আমাদের এখানে দেখা যায় প্লেনে ৯ কোটি ১৩ লক্ষ টাকার সামান্য কিছু বেশী আর নন-প্লেনে দেখছি ২৬·৫০ লক্ষ টাকার কিছু বেশী। এর মধ্যে ঘাটতি রয়েছে, নেট ঘাটতি হয়েছে ৫ কোটির মত। কাজেই এই যে অর্থ সেটা সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে ঋণ হিসাবে, অনুদান হিসাবে আমরা আনব। এই অর্থ যাতে ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয় সেইদিকে সরকার পক্ষের সদস্যরা এবং অপোজিশনের সদস্যরা তথা মন্ত্রীদের দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ আমরা ২৫ বছর যাবত দেখেছি, টাকা রেখেছি, বিধান-সভায় পাশ হয়েছে, টাকাও খরচ হয়েছে। উন্নতি হয় নাই সেই হিসাবে এটা অস্বীকার করি না। কিন্তু সেই অর্থ প্রপারলী ইউটিলাইজড হয় কিনা তার দিকে যদি মেশিনারী লক্ষ্য না রাখেন তাহলে সেই অর্থ জনসাধারণের যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেই জনসাধারণের কাছে তার ফল গিয়ে পৌঁছায় না। কাজেই সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি রাখতে হবে।

মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় তাঁর ভাষণে সবকিছুই বলেছেন। একটা জায়গায় আমার মনে হচ্ছে এটা কনট্রাডিক্টরী, যেমন ভারত সরকারের কাছ থেকে আমরা যা পাই তা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে বলা হয়েছে। আবার ঠিক পাশেই রয়েছে এটা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ভার, তার জন্য বাজেটে যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। যে অর্থ রাখা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বলে তিনি শঙ্কিত হয়েছেন। কিন্তু তার পাশেই লেখা হয়েছে যে যা অর্থ বরাদ্দ হয়েছে তা যথেষ্ট। এটা একটা আশঙ্কা বলে মনে হয়। কারণ যারা এটা তৈরী করে দিয়েছেন বা যারা প্রুফ দেখেছেন তাদের চোখে হয়ত এটা ঠেকে নি। তার জন্য এটা অসামঞ্জস্য দেখা যাচ্ছে।

আর একটা কথা হচ্ছে এই বাজেট ভাষণের মধ্যে যেটা সব সময়েই আমরা বলে আসছি সেটা খাওয়ার জল। এই বাজেট ভাষণে পানীয় জলের একটা শব্দও উল্লেখ নাই যে পানীয়

জলের জন্য আমরা এই ব্যবস্থা করব। আমরা এম, এল, এ, রা যেখানেই যাই সেখানেই দেখি পানীয় জলের জন্য হাহাকার। এমনও জায়গা দেখা যায় যে মুখে দেওয়ার জন্য জল নাই। আমি আমার একটা কনষ্টিটিউয়েন্সীর উল্লেখ করতে চাই। তুলাকোনার একটা গাঁওসভা আছে। সেখানে আমি নিজে গিয়ে দেখেছি যে সকাল বেলা মুখে দেওয়ার জন্য এক ফোঁটা জল লাইন ধরে তিন মাইল দূর থেকে আনতে হয়। কাজেই সেখানে পানীয় জলের সুব্যবস্থার জন্য সরকার কতদূর কি করেছেন, কি পরিকল্পনা নিয়েছেন, কতদিনের মধ্যে সেই সমস্ত জায়গাতে আমরা পানীয় জলের অভাব দূর করতে পারব এই সম্পর্কে একটি কথারও উল্লেখ নাই। কাজেই আমি এই ব্যাপারে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর দৃষ্টী আকর্ষণ করছি, আবার সঙ্গে সঙ্গে ডেপুটি মিনিষ্টারেরও দৃষ্টী আকর্ষণ করছি যে বাজেটে এর উল্লেখ না থাকলেও অন্ততঃ পক্ষে আমরা ত্রিপুরাকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করতে পারব না, কিন্তু অন্ততঃ পানীয় জল যেটা বাচার বস্তু, এক বেলা না খেয়েও থাকতে পারা যায় কিন্তু জলবিহীন মানুষ বাঁচতে পারে না। কাজেই সেই ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টী রাখতে হবে। অন্ততঃ এই বিষয়টা তাড়াতাড়ি করতে হবে। এর জন্য অপেক্ষা করার কোন সুবিধা নাই।

আর একটা কথা হচ্ছে পঞ্চায়েত সম্পর্কে বলা হয়েছে লাস্টে যেটা দেখতে পেলাম; বর্তমান সময় পর্যন্ত ৪৪৯টি গাঁও পঞ্চায়েৎ এবং ১৩৪টি ন্যায় পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে। এইগুলি গঠন করা হয়েছে আমি জানি। কিন্তু পঞ্চায়েতের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়ার কোন প্রতিশ্রুতি এই বাজেট ভাষণে পেলাম না। যেটা নাকি আমরা আশা করেছিলাম যে উত্তর প্রদেশ থেকে যে পঞ্চায়েৎ আইনটা আনা হয়েছে সেই পুরনো আইনটা এখন উত্তর প্রদেশেও নাই, সেই ক্ষেত্রে নতুনভাবে একটা আইন আসবে। কিন্তু আইন আসার সম্ভাবনা মনে হয় কম। যদি আসত তাহলে এই বজেট ভাষণে তার সুস্পষ্ট উল্লেখ আমরা দেখতে পেতাম। সেজন্ত আমি মাননীয় সরকারে দৃষ্টী আকর্ষণ করছি এই আইনটা যাতে সংশোধন হয়। এইখানে একসপ্লেনেটারী নোটে দেখলাম যে লোনস টু পঞ্চায়েত মাত্র দশ হাজার টাকা। পঞ্চায়েত দিয়ে এই করব সেই করব বলা হয়, কিন্তু তার জন্য বাজেটে রাখা হয়েছে মাত্র ১০,০০০ টাকা। গ্রামের মানুষ তাদের প্রয়োজনে আমাদের বিধানসভায় পাঠান। কাজেই সেই মানুষকে অবহেলা করা হয়েছে পঞ্চায়েত ফাণ্ডে বেশী টাকা বরাদ্দ না রেখে। কাজেই আমি বলব যে পঞ্চায়েতের কথা শুধু মুখে মুখে বললে চলবে না, তার জন্য ফাণ্ড করতে হবে যাতে তারা এটা দিয়ে জনসাধারণের কাছে এগিয়ে যেতে পারেন। ঠুটো জগন্নাথ বলে পঞ্চায়েতকে বসিয়ে রাখলে চলবে না; আমি এই সঙ্গে আর একটা জিনিষ উল্লেখ করতে চাই যে অনেক কিছুই দেখা যায়, যেমন সমবায়। সমবায় সম্পর্কে অর্থমন্ত্রী অনেক কথার উল্লেখ করেছেন সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। বুঝা গেল যে সমবায়ের প্রতি অর্থ মন্ত্রী এবং সরকারের দৃষ্টী আছে। সমবায়কে আরও উন্নতি করতে চান তারা। এই বাজেট ভাষণের মধ্যে অ্যাপেক্স্ সোসাইটির কথা লেখা হয়েছে। তাকে টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করা হবে যাতে সে উন্নতি করতে পারে।

কিন্তু ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক সম্পর্কে একটি কথাও এই বাজেটে বলা হয় নি, যে ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক থেকে আদিবাসী এবং বাঙ্গালী সমস্ত কৃষকেরাই জমি বন্ধক দিয়ে টাকা নিতে চায়। কাজেই আমরা আশ্চর্য্য হয়ে চাই যে আমরা যেভাবে দেশকে গড়ে তুলতে চাই, সেটা শুধু মুখে বললেই হবে না বাস্তবে কাজ করে মানুষকে দেখাতে হবে। তারজন্যই বলছি যে আমাদের এই ল্যাণ্ড মর্টগেজ ব্যাংক সম্বন্ধে চিন্তা করা উচিত, সমবায়ের মতই এটার সম্পর্কেও আমাদের চিন্তা করা দরকার। তারপর উইভাস কো-অপারেটিভ সোসাইটি আছে, এই সম্পর্কেও কোন কথাই বাজেটের মধ্যে উল্লেখ করা হয় নি। অথচ এই উইভাস কো-অপারেটীভ সোসাইটি কাপড় তৈরী করে ছাণ্ডলুম ইত্যাদি তৈরী করে প্রতি বছরই আমাদের এই রাজ্যের জন্য কিছু না কিছু ফরেন এ্যাক্চেঞ্জ যোগাড় করে, তাদের জন্য কোন বলা হয়নি এই বাজেটের মধ্যে এটা ভাবতেই আমার আশ্চর্য্য মনে হয়। আজকে তারা কি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এই আগরতলা শহরের উপর যে স্থালস্ এম্পোরিয়ামটি আছে, যেখানে নাকি এই তাঁতীরা তাদের পরিশ্রম দিয়ে কাপড় হাণ্ডলুম ইত্যাদি তৈরী করে এখানে রাখে, যাতে করে তাদের ভবিষ্যৎ উন্নতি হতে পারে, সেটা দুই দুইবার লুটতরাজ এবং অগ্নিসংযোগ করার ফলে সেগুলি নষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু এর জন্য তাদের কোন ক্ষতিপূরণ আজ পর্যান্ত দেওয়া হয় নি। আমি বলি এটা কি তাদের দোষে হয়েছে? তাতো হয়নি—তারা তাদের সৃষ্ট সম্পদ সরকারের হেফাজতে রেখেছে এবং সরকারের হেফাজতে থাকাকালীন অবস্থায় সেগুলি চুরি হয়েছে, অথবা অগ্নি সংযোগ করে পুড়ে ফেলা হয়েছে। কাজেই সরকার কেন তাদের সেইসব সম্পদের বিনিময়ে কমপেনসেশন দিবেন না, এটা আমি বুঝতে পারছি না। তারা তো সেগুলি সেখানে রেখেছে বিক্রি করার জন্য। আজকে যদি কেউ আমার হেফাজতে ২ হাজার টাকা রাখে এবং সেই টাকা আমার হেফাজত থেকে চুরি হয়ে যায়, তাহলে সে কি আমাকে ছেড়ে দেবে? সে তো ছেড়ে দেবে না যেহেতু আমার হেফাজতে সে যে টাকা রেখেছে, সেহেতু আমাকে তার সেটা পুরণ করে দিতে হবে। কাজেই এই যে গরীব তাঁতীদের সম্পদ খোয়া গেল সরকারী হেফাজত থেকে, তারা কেন তাদের সেই সম্পদের বিনিময়ে সরকার থেকে কমপেনসেশান পাবে না? তাদের সেই কমপেন-সেশান দেওয়া উচিত।

তারপরে কৃষি সম্পর্কে অনেক কথা বলা হয়েছে। আমারা কৃষির দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গিয়েছি। আমাদের মাননীয় কৃষি উপমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে ত্রিপুরা আগামী কিছু দিনের মধ্যেই কৃষিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হয়ে যাবে এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের জন্য ভবিষ্যতে বাইর থেকে খানা আনা হবে না। এটা সত্যি কথা যে ত্রিপুরা রাজ্যের কৃষকেরা আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষবাস করার দিক দিয়ে অনেকটা এগিয়ে গেছে। তবুও আজকে তাদের প্রকৃত অবস্থাটা কি? আমরা তাদেরকে সার, বীজ, ঔষধ ইত্যাদি অনেক কিছু দিচ্ছি, এই দেওয়ার মধ্যে কিছুটা ফাক রয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে কৃষকের ধান ক্ষেতে যখন পোকায় ধরে তখন সেই পোকা মারার জন্য যে ঔষধ সে বি, এল, ডবলিউর কাছ নেয়, সেটাতে পোকা মরে না। স্যার, এই ঔষধটার নাম হচ্ছে ইগাটক, আগে ছিল এলডিন, সেটায় কিছু কিছু পোকা মড়তো, কিন্তু এখন যে ইগাটক দেওয়া হচ্ছে তাতে ধানের পোকা মড়ছে না। অথচ এভাবে সরকারের

অনেক টাকা ব্যয় হচ্ছে কিন্তু ফল হচ্ছে না কিছু। কাজেই আমি মনে করি সরকার যার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেছে, সেটা যাতে ঠিকঠিকভাবে ইমপ্লিমেন্টেশান হয় সেদিকেও বিশেষ-ভাবে নজর দেওয়া দরকার। আর তা যদি না হয়, তাহলে এটা নিয়ে এই দেশের জন্য একটা ইতিহাসের সৃষ্টি হতে পারে।

তারপরে আর একটা জিনিষ সম্পর্কে আমি পশুপালন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলাম, অবশ্য তিনি এখানে এখন নেই। সেটা হচ্ছে আমাদের গ্রামে গ্রামে ষ্টকম্যান সেণ্টার করা হয়েছে। ষ্টকম্যান যিনি আছেন, তিনি গরু বাছুরের রোগের জন্য নানাবিধ ঔষধ দেন। সেই সব ষ্টকম্যানদের সম্পর্কে আমি যেটুকু জানি, সেটা হল তাদের কারও সার্জারী সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা নেই এবং তাদেরকে কোন প্রয়োজনীয় ট্রেনিং দেওয়া হয় না। কাজেই ঐ যে ষ্টকম্যান আছে, তাকে অনেকটা গ্রামদেশের হাতুড়ে ডাক্তারের মতই গরু বাছুরের কাটা ছেড়া করতে হয় এবং ঔষধাদি দিতে হয়। অথচ আমাদের এট ভাল দেখা দরকার যে আমাদের গ্রামের লোকদের গরুই হল আসল জিনিষ, যেটা দিয়ে তাকে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় ফসলাদি সংগ্রহ করতে হয়, আর এখানে নাকি তাদের সেটা নিয়ে টানাটানি করা হয়, কাজেই আমি এই সম্পর্কে মাননীয় পশুপালন মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তিনি এখন পর্য্যন্ত এখানে উপস্থিত নেই।

(এট দিস ষ্টেজ দি রেড লাইট ওয়াজ লিট)

স্যার, আমাকে আর একটু সময় দিন। স্যার, আমার হাতে যে বইটা রয়েছে এটা হচ্ছে বাজেটের মধ্যে সিডিউল অব ওয়ার্কস ফর পি, ডবলিউ, ডি, ফর নাইনটিন সেভেনটি টু এ্যাণ্ড থ্রী। স্যার, এর মধ্যে পি, ডবলিউ, ডি ত্রিপুরা রাজ্যের কোথায় কি কি কাজ করবেন তার একটা ফিরিস্তি রয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়...

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—বোধহয়, আপনার জিরানিয়ার জন্য কিছু নেই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— হ্যাঁ, ঠিক। এত বৈষম্যের কারণ কি? আমার মজলিসপুর কনষ্টিটিউনসীতে একটা পি, ডবলিউ, ডির রাস্তার কথা নেই, একটা রিক্লেমেশান স্কীমের কথা নেই, লিফট ইরিগেশনের নেই, নেই নেই কিছু নেই। সেজন্য আমি মন্ত্রী মহোদয়-গণের বিশেষ করে অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি বলব এই ধরণের কোন রকম অবহেলা করবেন না। আমি রুলিং পার্টির মেম্বার বলে কিছু বলব না, একথা ঠিক নয়। সব কনষ্টীটিউনসীর মানুষেরা সরকারের কাছ থেকে কিছু আশা করে, সরকার এক কন্‌ষ্টীটিউনসীর মানুষকে খুসী করবেন, আর এক কন্‌ষ্টীটিউনসীর মানুষকে অসন্তোষ্ট রাখবেন এটা হতে পারে না। কাজেই সমানভাবে প্রত্যেকে যাতে কিছু কিছু পেতে পারে সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আর তা নাহলে মানুষ আপনাদের মোটেই ছাড়বে না। এই যে কথাগুলি বললাম, এগুলি সম্পর্কে একটু দৃষ্টী রাখবেন। স্যার, আপনি যেভাবে লালবাতি জ্বালাচ্ছেন, তাতে আমার অনেক কিছু বলার থাকলেও বলতে পারছি না। কাজেই সময়ের অভাবে আমি এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনীন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য একটা কৃষি প্রধান রাজ্য এবং সেই হিসাবে বাজেটের মধ্যে কৃষি খাতে যে টাকা বরাদ্ধ ধরা হয়েছে, তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম বলে আমি মনে করছি। এই ত্রিপুরা রাজ্যের এমন কতগুলি এলাকা আছে যেখানে নাকি সামান্য একটা ছড়াতে বাঁধ দিলেও জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা যেতে পারে যার ফলে সেইসব জমিতে অনায়াসে তিন ফসল ফলানো যায়। কিন্তু ঐ সমস্ত এলাকায় সরকার আজ পর্য্যন্ত কিছু করতে পারেন নি। কাজেই কৃষিতে যদি আমাদের সত্যিকারের উন্নতি করতে হয়, বর্ত্তমানে আমাদের যেটা দরকার, সেটা হল জল সেচের ব্যবস্থা, কৃষকদের বীজধান, সার প্রভৃতি সরবরাহ করা এবং অল্প সুদে ঋণের সুযোগ সুবিধা দেওয়া। কিন্তু কৃষিক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা দিয়ে এই সব করা সম্ভব নয়। তাই আমি মনে করি কৃষি খাতে আরও বেশী করে অর্থ বরাদ্দ করা উচিত। অবশ্য গতকল্য মাননীয় কৃষি উপমন্ত্রী তার ভাষণে বলেছেন যে কৃষকেরা যাতে কৃষিতে উন্নতি করতে পারে, সেজন্য অনেক বেশী পরিমাণে সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে এবং তারা সেইসব সুযোগ সুবিধা পাবে। কিন্তু আমরা এই রকম তাদের অনেক সুকুনা চিৎকার বহুদিন ধরে শুনে আসছি, কাজেই তাঁর এই কথার উপর নির্ভর করে কৃষকদের ভবিষ্যত উন্নতির কোন আশা আমরা করতে পারিনা। আজকে শুধু এই কৃষি ক্ষেত্রেই নয়, যোগাযোগের ক্ষেত্রেও আমরা দেখতে পাই যে গত ২৫ বছরের কংগ্রেসী শাসনে এই রাজধানী আগরতলার সংগে বিভিন্ন মহকুমা শহরের যোগাযোগের জন্য তেমন কোন রাস্তা তৈরী হয় নি। যদি যৎসামান্য কিছু হয়েছে, সেগুলির মধ্যে আবার অনেক জায়গাতে পুলের অভাবে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। যেমন এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে খোয়াই শহরের কথা। আজকে যদি সেখানে খোয়াই নদীর উপর একটা পুল না হয়, তাহলে সেটা আগরতলার সংগে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে যাবে। আজকে খোয়াই নদীর উপর পুল না হওয়ায় খোয়াই টাউন সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। মুহুরী নদীর উপর পুল না থাকায় বিলোনীয়া বিচ্ছিন্ন। কাজেই এই ২৫ বছরেও সদরে যে রাস্তা যেগুলি আমাদের করা দরকার সেগুলি হয় নাই। এক একটি নদীর পুল ঠিক নদীর মাঝামাঝি ঝুলিয়া আছে। শুধু এই কথাই নয় আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমিহীন এবং জুমিয়া সমস্যা অত্যন্ত জরুরী সমস্যা কিন্তু অর্থমন্ত্রীর বাজেট পড়লে মনে হয় যে ইহা অত্যন্ত মামুলী সমস্যা যার ফলে তিনি মাত্র ১৬০টি পরিবারের কথা চিন্তা করেই বাজেটে উল্লেখ করেছেন। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ভূমিহীন এবং জুমিয়াদের সমস্যা রাজ্য ভিত্তিক যদি চিন্তা করে সমস্যার সমাধান করতে চান তাহলে আমরা দেখি বিভিন্ন বিভাগে হাজার হাজার ভূমিহীন এবং কৃষকদের দরখাস্ত পরে আছে। কেউ জমি দখলের জন্য প্রার্থী কেউ জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য প্রার্থী কাজেই জুমিয়া ভূমিহীন সমস্যা অত্যন্ত জরুরী সমস্যা। শুধু এই সমস্যাই নয় আমাদের রাজ্যে বেকার সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা। বেকার সমস্যা শুধু মাত্র প্রাইমারী স্কুল মাষ্টার এবং V. L. W. এর চাকুরী দিয়েই এই সমস্যার সমাধান হবে না। তার জন্য দেশে শিল্প গড়ে উঠতে হবে এবং আজ যে কাগজের কলের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা দেখছি সেই পরিকল্পনা বছরের পর বছর পরিকল্পনার

মধ্যেই আছে। আমাদের রাজ্যে পানীয় জলের সমস্যা একটি বিরাট সমস্যা। এই ব্যাপারে মাননীয় সদস্যদের মাধ্যমে বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু রকমের চীৎকার এসেছে। সুতরাং লক্ষ্য করলে দেখা যায় শহর এলাকা থেকে গ্রাম বা পাহাড় এলাকাতে সবচেয়ে জলের অভাব হয় বেশী। আমাদের পাহাড় এলাকাতে অনেকগুলি কলোনী আছে জুমিয়া কলোনী এবং ভূমিহীন কলোনী। পাহাড় এলাকায় যেসব জায়গায় কলোনী করা হয়েছে সেই সব জায়গায় আগে থেকেই খালি পড়ে ছিল মানুষ ঘর বাড়ী করে থাকার সুবিধা ছিল না বলেই। কিন্তু সেই সব জায়গায় কলোনী করা হয়েছে কিন্তু তার আগে যেসব অসুবিধা ছিল সেগুলি দূর করা হয় নাই। কিন্তু জুমিয়াদের সেই সব কলোনীতে থাকতে হচ্ছে। এই সব কলোনী-গুলিতে পানীয় জলের খুবই অসুবিধা সেজন্য পানীয় জলের অসুবিধা দূর করা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই এইসব জায়গায় ব্যাপক ভাবে টিউব ওয়েল এবং রিং ওয়েল দেওয়া দরকার। এবং যেগুলি দেওয়া আছে সেগুলিও অকেজো, শতকরা প্রায় ৯৫টি অকেজো সেগুলিও মেরামত করা সত্বর প্রয়োজন। সমবায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে ১৫৮টি সমবায় সমিতি ত্রিপুরাতে আছে। সেই ১৫৮টি সমবায় সমিতির মধ্যে কয়টি সমবায় সমিতি জীবিত আছে আমি বলতে পারি না। তবে ৩ বছর বা ২ বছর পরেই সমবায় সমিতিগুলি সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। তার মূল কারণ সরকার লক্ষ্য করেছেন কিনা আমার জানা নাই। আমার এলাকাগুলিতে বা বিভিন্ন এলাকা থেকে খবর পেয়েছি যে ২/৩ বছর পর্যন্ত সমবায়গুলি ভাল চলে এবং তারপর সমবায়গুলি ভেঙ্গে যায়। তাহলে সমবায়ের জন্য হাজার হাজার টাকা বাজেট করে সমবায়ের জন্য টাকা খরচ করার সার্থকতা কোথায়। এবং এই জন্য সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সেই সমস্ত ব্যাপারে সরকার যদি গভীরে না যান তাহলে ফল হবে অত্যন্ত বিপজ্জনক। এই ব্যাপারে ঠিক ঠিক ভাবে আরও সচেতন হওয়া দরকার ঠিক ভাবে পরিচালিত যাতে হয় সেই জন্য চেষ্টা করা দরকার। পঞ্চায়েতের সম্পর্কে আমি এই কথা বলতে চাই যে পঞ্চায়েতকে কি ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে সেটিতো সরকার নিশ্চয়ই জানেন। পঞ্চায়েত প্রায় অনেক বছর হল হয়েছে কিন্তু পঞ্চায়েতের কাছে কোন ক্ষমতা নেই। সব পঞ্চায়েত গঠন করা হয়েছে কিন্তু কোন ক্ষমতা নেই যার ফলে প্রত্যেকটি পঞ্চায়েত সদস্যরা এবং প্রধানরা ভূমি-দারের মত কাজ করছে। কয়জন মরেছে কয়জন জন্মগ্রহণ করল এইগুলি পঞ্চায়েত মেম্বারদের করতে হচ্ছে। পঞ্চায়েত অফিসগুলি যদি আমরা লক্ষ করি তাহলে কি দেখতে পাই যে ঘরগুলির বেড়া নাই তার ছাউনির ছন নাই তার কপাট নাই গরু ঘরে পরিণত হয়েছে। কাজেই পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে কিছু কিছু কৃষির উন্নতির ব্যাপারে কৃষকদের ঋণ দানের ব্যাপারে কিছু ক্ষমতা দেওয়া না হয় তাহলে পঞ্চায়েত করার কি প্রয়োজন থাকতে পারে। কাজেই পঞ্চায়েতগুলির হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন, সব পঞ্চায়েতের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন। পঞ্চায়েতের হাতে গ্রামের সমস্ত উন্নতি এবং অবনতির সমস্ত দায় দায়িত্ব, এলাকার খবরাখবর থেকে সুরু করে অভাব অভিযোগ থেকে সুরু করে গ্রামের প্রত্যেকটি মানুষের সুবিধা অসুবিধা থেকে সুরু করে পঞ্চায়েতের কাছে অর্পণ করা দরকার এবং পঞ্চ-য়েতের মাধ্যমে সেগুলি সুরাহা করা দরকার।

কাজেই পঞ্চায়েতগুলির হাতে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন এবং পঞ্চায়েতের হাতে তাদের পূর্ণ ক্ষমতা পাওয়া প্রয়োজন। পঞ্চায়েতের হাতে গ্রাম উন্নয়নের দায়িত্ব দিলে পরে, গ্রামের মানুষের যে সমস্ত অভাব অভিযোগ আছে, সেই সমস্তের দায়িত্ব তাছাড়া তাদের সুযোগ সুবিধার ভার সমস্ত কিছুর পঞ্চায়েতের হাতে দেওয়া উচিত, যদি তাদের কাছে সেই সমস্ত ক্ষমতা থাকে বা বিশেষ অধিকার পায়, তাহলে গ্রামের প্রতিটি মানুষের, দেশের জনসাধারণের সুবিধা পঞ্চায়েতের মাধ্যমে হবে। মাননীয় স্পীকার সাহেব, আজকে কিন্তু সেইভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে না, পঞ্চায়েতের হাতে কোন ক্ষমতা নাই, যার ফলে নির্ব্বাচনের পর তাদের কোন কাজ থাকে না, সমস্ত শেষ হয়ে যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সামান্য একটু দরকারেও পঞ্চায়েত প্রধানকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন হয় না এবং কোন সরকারী কাজে প্রধানের কাছ হইতে কোন রকম রিপোর্ট না নিয়ে এলাকার কাজকর্ম্ম করানো হয়। যেমন প্রগ্রাম'এর কাজ ষ্টেট রিলিফের কাজ ইত্যাদি তাতে যে সমস্ত এলাকায় এই সমস্ত টাকাগুলি ব্যয় করা হবে বা হইতেছে, সেই সমস্ত কাজের জন্য গাঁও প্রধানের পরামর্শ প্রয়োজন মনে করেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

মাননীয় সদস্য শ্রীমংচাবাই মগ।

শ্রীমংচাবাই মগ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বাজেট সম্বন্ধে কতটুকু বলতে জানিনা, আমি কোন দিন বলার সুযোগ পাই নাই। বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমার প্রশ্ন হল, কৃষি সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে ত্রিপুরা রাজ্যের শতকরা ৮০ জন লোক কৃষক, এই কৃষকের এবং কৃষি কাজের উন্নতি সাধন করতে হবে। কিন্তু এই বাজেট দ্বারা আমরা কৃষকের কতটুকু উন্নতি করতে পারব, সেই সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। উদাহরণ স্বরূপ আমি বলব যে আমার এলাকায় কৃষি জমি বন্যায় ভেসে যায়, সেখানে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে কুলাই বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, আজকে সেই বাধের অবস্থা কি ? আজকে লক্ষ টাকা খরচ করে যে ধলাই নদীর উপর বাধ দেওয়া হয়েছিল তার অবস্থা কি। এই সমস্ত বিষয়গুলি লক্ষ্য করলে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি অনুগ্রহ করে পাঁচ মিনিট বলবেন.

শ্রীমংচাবাই মগ :—বর্ত্তমান সরকার কতটুকু উপকার কৃষি ক্ষেত্রে করতে পারবে সেই বিষয়ে সন্দেহ আছে। কৃষি ক্ষেত্রে যাতে উন্নতি করতে পারে সেই দিকে বর্ত্তমান সরকারকে বিশেষ জোর দিতে হবে বলে আমি মনে করি, কিন্তু এই বাজেটে তার আভাস পাচ্ছি না। উপজাতিদের কথা বলতে গিয়ে আমি বলব যে আমাদের যে উপজাতি কৃষক ছিল, তারা আজকে কোথায় আছে, তাদের হাজার হাজার পরিবারকে পুনর্ব্বাসন যে দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্য কত পরিবার বর্ত্তমানে কৃষি জমিতে আছে তার কোন তদন্ত এই সরকার করেন না। আগামী বছর কত পরিবারকে জুমিয়া পুনর্বাসন দিবেন, গত বছর কত পরিবারকে পুনর্বাসন দিয়েছেন, তাদের মধ্যে কত পরিবার কৃষক ছিলেন, তারা এখন জমিতে আছে কিনা, কোথায় তারা আছে, তাদের জমি কোথায় আছে সেই সম্পর্কে আমাদের জানা উচিত। আমি এখানে এই

সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করতে চাই না, কারণ আমার সময় খুব কম, আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব যে কত পরিবার, কি অবস্থায় আছে, কত পরিবারকে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা এখানে জানতে পারব আশা করি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে অতীতে উপজাতিরা অশিক্ষিত ছিল, কংগ্রেস সরকারের সময়ে তারা কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করছে। কিন্তু আজকে আমাকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে তাদের মধ্যে একজনও ইঞ্জিনীয়ার নাই, ডাক্তার নাই। আরও দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে এখানে আমাদের হাজার হাজার মগ উপজাতি আছে, তাদের মধ্যে একজন গ্রেজুয়েট আছে। আজকে স্বাধীনতার ২৫ বছর পরেও উপজাতিরা শিক্ষায় তেমন অগ্রসর হতে পারে নি।

আর চিকিৎসার কথা বলতে গিয়ে আমি বলব যে এখানে বাজেটে লেখা রয়েছে যে সকলেরই চিকিৎসা করা হবে। কুলাই এলাকায় একটি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে, সেখানে ডাক্তার দুই জন, অথচ একটি মাত্র কোয়ার্টার। বিশেষ করে চিকিৎসার জন্য যে কথা সেখানে লেখা হয়েছে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি জায়গার কথা বলা হয়েছে, এই জায়গার কথা কোন উল্লেখ নাই। আরেকটি এই সম্পর্কে বলতে হয় যে উপজাতিরা চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনুন্নত উপজাতিরা পাহাড়ে জঙ্গলের মধ্যে আছে, তারা চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পায় না, তারা রোগ শোকে মরা যায়। এই উপজাতিদের চিকিৎসার জন্য সরকার থেকে ঐ সমস্ত এলাকায় ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এবং ঐ সব এলাকার সংগে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলির সংগে যোগাযোগ এর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন আছে। যে সমস্ত লোক কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয় তাদের অন্যান্য লোককে কি ভাবে বাঁচানো যায়, সেই পরিকল্পনা এই বাজেটে রাখা উচিত ছিল। আমি বলব আমাদের এলাকায় কুষ্ঠ রোগী আছে, তাদের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন আছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমি অবশ্য এদিক চিন্তা করে—সেই গ্রামের বিরোধি পক্ষের সদস্য যে সমালোচনা করেছেন, সরকার বিরোধি সমালোচনা, এই সম্পর্কে আমি দুই একটি কথা না বলে পারিনা। আমাদের এখানে একজন কৃষকের নামে গত সেটেলমেন্টের সময় ১০ একর জমি রেকর্ড করা হয়েছিল, কুলাই এলাকায় একজন বিশিষ্ট কমরেড, তার কাছ থেকে সেই জমি কিনে নেয়, যার ফলে তার মাত্র তিন কানি জমি আছে। সেই কমরেডের নামে এক দ্রোণ জমি রেকর্ড করা হয়েছে, আর এখানে এসে উনারা কৃষক দরদী সাজছেন, অথচ কৃষককে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়ে, সেই সমস্ত পাহাড়ীকে অনাহারে অর্দ্ধাহারে রাখবেন। যে বছর এই জমি নিয়েছিলেন, সেই বছর কৃষকদের কোন কিছু ফসল হয় নাই, তার কাছে যে ঋণ ছিল, তা সেই কৃষক পরিশোধ করতে পারে নাই, যার ফলে সেই কমরেড সেই কৃষককে উচ্ছেদ করে, সেই ৮০ বছরের লোক, তার কোন কাজ করার ক্ষমতা নাই, তাকে সেখান থেকে উচ্ছেদ করে দেওয়া হল, সেই লোক সরকারের কাছে গিয়েছিলেন, বাঁচার জন্য, যে একজন লোক আমাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করছে, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ পক্ষপাতিত্ব মুলক ভাবে সেই বিচার হয়, এবং সেই বৃদ্ধ জমি পায় নাই। কাজেই আজকে এই যে বৃদ্ধ—জমির মালীক, তাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়ে সরকার পক্ষ বিবাদীর পক্ষ

সমর্থন করে. প্রতি ক্ষেত্রে বলে আমার মনে হয়। তারা যে শ্রমিক দরদী বলে এখানে বলতে চাইছেন, আমার শিক্ষা গুরু নৃপেন দা অবশ্য এখানে নাই, উনি থাকলে আমি উনার পায়ে ধরে বলতাম যে ঐ গরীব কৃষকের প্রতি একটু সংব্যবহার করুন। আমি শিক্ষা ব্যপারে আ রেকটা কথা বলতে চাই যে আমি অনেক দিন তাদের সংগে কাজ করেছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় অমরপুর এলাকায় আমি দেখেছি যে আমাদের উপজাতিদের মধ্যে, যারা মধ্যে দেববর্ম্মা মেজরিটি, এই দেববর্ম্মার মধ্যে একজন গ্রেজুয়েট হতে পারেনি। সেটা কাকে দোষ দেব জানিনা. কেউ হয়তো সরকারকে দোষ দেবে, কেউ হয়তো অদৃষ্টকে দোষ দেবে, কিন্তু আমি এখানে বলব যেহেতু আমাদের কমরেডরা ঐ সমস্ত ছেলেরা ক্লাস টু, থ্রি পড়ার পর তাদেরকে দিয়ে শান্তি সেনা তৈরী করতে উদ্যোগী হন, তাদের সেখানে ভর্তি করেন তার জন্য সেই সমস্ত ছেলেরা লেখাপড়া শিখার থেকে বঞ্চিত হন। গ্রামে গ্রামে আজকে কমরেডরা মিছিল করেন, তাদের দিয়ে মিছিল করান, তাদেরকি একজনেরও জমি জমা নাই, একজন সাধারণ ছেলে, যে লেখাপড়া করতে উদ্যোগী তাদের লেখাপড়া শেখার জন্য সাহায্য করার জন্য একজন কমরেড ও এগিয়ে আসেন নি। আমি জানি নাগিছড়া গ্রামে ১৩৩টি পরিবারকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দিয়েছিল তিন ফসল করার জমিতে, কিন্তু সেইসব কমরেডরা যেয়ে তাকে বলেছিল যে তোমরা জমি বিক্রি কর। কিন্তু একথা বলেননি যে নাগিছড়াতে জল আছে. না থাকলে তোমাদের জলের ব্যবস্থা করে দেব, ফসল কর, বাঁধ না থাকলে বাঁধের ব্যবস্থা করে দেব, সেইভাবে উনারা সাহায্য করেননি। একজন ভদ্রমনি দেববর্ম্মা নামে লোক—কমরেড, তার নামে সমস্ত জমি কিনে সংগ্রামীর কাছে সেইসব জমি বিক্রী করা হয়, মাননীয় স্পীকার স্যার, নাম বলা উচিত কি না জানিনা, যদি অন্যায় হয়ে থাকে আমি সেটা চেয়ে নিচ্ছি। পথ ঘাটের জন্য বিধান সভায় এসে সরকারের বিরোধিতা করব, নিজেদের আত্ম সমালোচনা করার কোন দৃষ্টি ভংগী যদি না থাকে, তাহলে সমাজ বাদ, সাম্যবাদের যে কথা, সকল শ্রেণীর মানুষকে সুখ ও শান্তির পথে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে দাবী করেন, সেটা ফলপ্রসূ হবে কি না আমি জানিনা। আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি কারণ আমার সময় নাই, লালবাতি জ্বলেছে।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেমবার শ্রী অমরেন্দ্র শর্ম্মা।

শ্রী অমরেন্দ্র শর্ম্মা—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী পেশ করা ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেটের কপি সুন্দর ঝকঝকে ছাপা হয়ে আমাদের কাছে এসেছে। ধনতান্ত্রিক এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির কথা বহু আলোচিত। আমাদের দেখতে হবে এ বাজেটে কোন নীতি প্রতিফলিত হয়েছে। কংগ্রেস তার লক্ষ্যের ক্ষেত্রে বলেছেন গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কথা। অত্যন্ত সুন্দর জিনিষ এটা। অথচ বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে আমরা দেখছি সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য আর্থিক বৈষম্য বিলোপের যে চেষ্টা, সে চেষ্টার ফলে দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সুবিচার করা হয়, তার অনুপস্থিতি এই বাজেটে আমরা লক্ষ্য

করছি। আসলে আমরা দেখি ভারতে ধন বৈষম্যের নীতি স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত অপ্রতিহত গতিতে চলছে। ভারত সরকার নিযুক্ত মহলানবীশ কমিটির রিপোর্ট এই সাক্ষ্যই দেয়। সুতরাং যতই বলা হউক ট্যাক্স বাড়ানো হয় নি, বিভিন্ন খাতে প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে তবু এটাতে সমাজের নিম্নতম স্তরের সাধারণ মানুষের দুর্দশা ঘোচানের যে ইংগিত বা সম্ভাবনা সেইটুকু এই বাজেটে অনুপস্থিত। ঢাকঢোল পিটিয়ে কর্ম্ম সংস্থানের কথা- বহুবার বলা হয়েছে। কিন্তু, আমরা দেখেছি এই কর্ম্ম সংস্থানের ব্যাপারটা এই বাজেটে গৌণ হয়ে রয়েছে। এ কথা তো সরকার পক্ষের কোন কোন সদস্যের মুখ থেকেও শুনেছি। ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। বেকার সমস্যার সমাধান যদি না করা যায় তা হলে একটা রাজ্যের সম্পূর্ণ উন্নতি সম্ভবপর নয়। আমরা দেখছি কোথায় কি দেওয়া হল, এই জিনিষটাই এখানে অ লোচিত হয়েছে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন অঞ্চলকে কত অবহেলা করা হয়েছে। দেখেছি যে ধর্ম্মনগর চরমভাবে অবহেলিত হয়ে এই বাজেটে উপস্থিত হয়েছে। এই জিনিষটাও আমরা দেখেছি। তবু যে কথাটা বলতে হয়, যে নীতিতে ভিত্তি করে এই বাজেট রচিত হয়েছে তার কাঠামো ঠিক সমাজতান্ত্রিক নয়। বৃহত্তর দরিদ্র জনসমাজের যে উন্নতির প্রচেষ্টা সেটুকু আমরা এই বাজেটে দেখতে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে বৃহত্তর জনসমাজকে বাদ দিয়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন নিয়ে এই বাজেট তৈরী হয়েছে। ফলত: আমরা দেখছি যে অন্যান্য আণ্ড ডেভেলাপড কান্ট্রি যেগুলি আছে সেগুলির মতই ভারতে কৃষিক্ষেত্র লেবার ফোসের সৃষ্টি করা হয়েছে জমির ফ্র্যাগমেন্টেশান বাড়ছে। যার ফলে এই যে লেবার ফোস যেটা বাড়ছে সেই লেবার ফোস সামাজিক এবং অর্থ নৈতিক সিঁড়ি দিয়ে ক্রমেই নীচে নামছে, ক্রমাবতরণ ঘটছে তার এবং বৃদ্ধি হচ্ছে ভূমিহীন সমাজের। এই বর্ত্তমান কাঠামোর মধ্যে যে লেবার ফোস আমরা দেখছি সেটা আনঃউটিলাইজড দেখছি। আর তার অসহায়ত্বের কথা ভুলাতে গিয়ে পরিবর্ত্তনের কথা বার বার মানুষকে বলতে হয়, ঘন ঘন প্রতিশ্রুতি দিতে হয় এবং সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবে রূপায়ন সম্ভব হয় না। এই প্রসঙ্গে একটা লাইন আমার মনে আসছে। সেই লাইনটা ডক্টর মেরডের। Director of Swedish Institute for International Economics Study and Professor of International Economics at the University of Stockholm এর বই চ্যালেঞ্জ অব ওয়াল্ড পভার্টি। এর থেকে আমি উদ্ধৃতিটা করছি। "The annual conference of the Congress Party and some times the Party alliance have been persuaded to adopt resulation for in advance of the actual policy persued. A trend to this general idological activities was in Nehru's time as well as today towards more explicit, redical commitment where as practical policies move in a pragmative and generally conservative direction." মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বাজেটে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে যে অসহায়ত্বের ছবি ফুটে উঠেছে সেই সম্পর্কে আমি দুয়েকটা কথা বলছি। সারা ভারতের ৫৫ কোটি মানুষের মধ্যে ৩৯ কোটি নিরক্ষর। ত্রিপুরাতেও

আমরা দেখছি যে সাড়ে পনর লক্ষ লোকের মধ্যে সাক্ষর বা অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন লোকের পারসেন্ট ৩০.৭৬। মেয়েদের যে সংখ্যা আমরা দেখছি সেটা ৩০.৫৫ পারসেন্ট। এর মানে মেয়েরা ব্যাপকভাবে পড়তে আসছে না স্কুলে। আর ছেলেদের যে সংখ্যা আমরা দেখছি সেটাও খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক নয়। এ অবস্থাটা কেন? সুষ্ঠু নীতি রূপায়নে যদি সরকারের ব্যর্থতা থাকে তাহলে এই অবস্থা ঘটে। তাই কম্পলসরী প্রাইমারী এডুকেশনে যেমন প্রয়োজনীয়তা আছে তেমনি প্রয়োজন আছে আজকে বিভিন্ন স্তরের বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার। একদিকে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে স্থানাভাব অন্যদিকে অভিভাবকদের অর্থাভাব, এছাড়া আরও নানাবিধ কারণে ভর্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সেই হতভাগ্য ছাত্রছাত্রীরা। ভর্তির সুযোগ না পেয়ে সেই হতভাগ্য ছাত্র উপায়হীন হয়ে রয়ে বসছে। যার ভর্তি হয়ে পাশ করে আসছে, পাশ করার পর জীবনধারণের কোন নিশ্চিত উপায় তারা পাইতেছে না। এ অনিশ্চিতের অন্ধকার ছাত্র সমাজকে ধীরে ধীরে উশৃঙ্খলতার পথে নিয়ে যাচ্ছে এটা সত্যি। শিক্ষাজগতে স্বাধীনতার পর থেকে আমরা দেখছি যে একটা পরীক্ষা নিরীক্ষার বেররটরী করে রাখা হয়েছে। এই বেরেটরীর রি-এজেন্ট হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। আজ পর্যন্ত আমরা দেখলাম না যে সরকার একটা সুষ্ঠু নীতিকে অনুসরন করে দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছেন, এমন লক্ষন আমরা পাচ্ছি না। কেবল মাত্র বাজেট ভাষণ যথেষ্ট নয়। বাজেট ভাষণের পেছনে যদি সঠিক নীতি কার্যকরী-ভাবে উপস্থিত না থাকে তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রের এই অবস্থা সমাজ দেহকে পঙ্গু করে দেয়। দুর্বল শিক্ষানীতি ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেটা প্রচণ্ড ভাবে সমাজদেহকে নাড়া দেয় এবং সমাজের উন্নতিকে পদে পদে বাধা দেয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই যে অসহায়ত্বের ছাপ দেখছি সেটা কেবল শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও সেটা আমরা লক্ষ্য করছি। শিক্ষা নীতির সম্পর্কে দুয়েকটা কথা আমি না বলে পারছি না। যেমন অর্থমন্ত্রী বাজেট ভাষণে বলেছেন আমরা দেখছি যে "The Government is giving serious consideration to the establishment of a University Campus and a Board of Secondary Education" অত্যন্ত সুন্দর কথা। তারা আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, এটা সুখের কথা। কিন্তু সেই আগ্রহের প্রতিফলন বাজেটে কোথায়? বাজেটে ঐ ধরণের কোন প্রতিফলন বাজেটে কোথায়? বাজেটে ঐ ধরণের কোন প্রভিশন অন্তত সেকেণ্ডারী এডুকেশনের ক্ষেত্রে বা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি নি। তবু ভাল আগ্রহ তাঁদের প্রকাশ পেয়েছে। ঐ সঙ্গে সঙ্গে যদি কয়েকটা মহকুমা শহরেও কলেজ প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ পেত তাহলে সুখী হতাম। ধর্মনগরে একটা কলেজের দাবী আজকের নয়, বহু প্রাচীন দাবী। সে দাবীর যৌক্তিকতাও তারা স্বীকার করেছেন। যেসব মন্ত্রী মহোদয়রা ধর্মনগর গিয়েছেন তারা স্বীকার করেছেন এর যৌক্তিকতা। কিন্তু স্বীকার করেও আগ্রহ কিন্তু প্রকাশ করছেন না। কিছুদিন আগেও ধর্মনগরবাসী একটা স্মারকলিপি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দিয়েছেন; জানি না মন্ত্রী মহোদয় আগ্রহ নিয়ে ধর্মনগর কলেজের কথা ভাববেন কিনা। কেবল ধর্মনগর কেন, ত্রিপুরার আরও কলেজের প্রয়োজন আছে। উদয়পুরের কথা;

খোয়াইয়ের কথা, বার বার আলোচিত হয়েছে। সেগুলি স্থাপনের প্রয়োজনের কথা যদি স্বীকার করেন এবং এগিয়ে আসেন তাহলে অন্ততঃ মহাবিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে কিছুটা কাজ তারা করবেন বলেই মনে হয়। আমি বলছি কেবল শিক্ষা ক্ষেত্রে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও অসহায়ত্বের ছবি ফুটে উঠেছে। আমরা কালকে কৃষিমন্ত্রীর ভাষণে শুনেছি যে পাইলট প্রজেক্টের রূপায়নে যথেষ্ট অর্থ তারা ব্যয় করবেন এবং এর মধ্যে দিয়ে গ্রামীন কর্মসংস্থানের একটা সুন্দর ব্যবস্থা হবে। যে পাইট প্রজেক্ট রূপায়নে যথেষ্ট অর্থ তারা ব্যয় করবেন এবং এর মধ্য দিয়ে গ্রামীন কর্মসংস্থানের একটা সুন্দর ব্যবস্থা হবে। জিনিষটা খুবই ভাল, কিন্তু একটা কথা এই সম্পর্কে যে পাইলট প্রজেক্ট নর্থ ত্রিপুরা ডিসট্রিক্টে যে কথা আমরা বাজেটে দেখছি ৩২৪ পৃষ্ঠায়, সেখানে ১৯৭১-৭২ ছিল ২০ হাজার টাকা কিন্তু ১৯৭২-৭৩ এর এষ্টিমেটের ঘরে শুধুমাত্র দুইটি ডট। আমরা আরও দেখলাম কয়েকজন সরকার পক্ষের সদস্য বাজেটের বিভিন্ন ব্যাপারে যে সমর্থন করেছেন তাতে কোথায় কি নেই, কোথায় কি প্রয়োজন ছিল এই সব বিবেচনা করার কথা উল্লেখ করেছেন, সেজন্য আমি তাদেরকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তার সঙ্গে সঙ্গে আমি এই কথাও বলতে চাই বাজেট রূপায়নের ব্যাপারে যে একটা সুষ্ঠ নীতি দরকার, যেটা হলে বাজেট সার্বিক, সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠে এবং আমাদের এই ত্রিপুরাকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা যায়, আর তা না হলে নয়। তাই যে বাজেট আজকে আমাদের কাছে পেশ করা হয়েছে তা নতুন বটে কিন্তু পুরানো। বোতল নতুন কিন্তু সুরা পুরানো। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, চলতি বছরের জন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন, সেই বাজেটকে সমর্থন করতে গিয়ে আমি বলতে চাই যে বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেটা ত্রিপুরার সীমিত ক্ষমতা এবং কেন্দ্রের থেকে অনুদান বা সাহায্য নিয়ে। এখানে এই বাজেটের উপর যে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছেন, তার মধ্যে আমি প্রথমে বলতে যেটা বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্যের তপশীলি সম্প্রদায়ের সমস্যা সম্পর্কে। আজকের ত্রিপুরাতে উত্তর থেকে দক্ষিন পর্যন্ত আরম্ভ করলে দেখা যাবে যে প্রায় ৪ লক্ষ ১৬ হাজার তপশিলী জাতি বাস করে। এখানে একটা কথা বলতে চাই, সেটা হল বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য বাজুবন মহাশয় এক জায়গায় একটা মর্মান্তিক ঘটনার অবতারনা করেছেন, তিনি তাঁর বাজেট বক্তৃতা রাখতে গিয়ে সমস্ত তপশীল জাতির উপর একটা বিরাট আক্রমণ করেছেন। তিনি বলতে চেয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের উপেক্ষা করে তপশীলি জাতিদের জন্য এই বাজেটে সবচেয়ে বেশী বরাদ্দ রাখা হয়েছে। আমি বুঝতে পারছিনা, তিনি এই কথাটা কি করে বললেন। তবে একটা জিনিষ এই বাজেটের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন সেটা হচ্ছে প্রকল্পের অধীনে আদিবাসী জুমিয়া ভূমিহীনদের ৯৬০টি পরিবার এবং ৯৬০টি তপশিলী পরিবার পুনর্বাসন পাবে, যদিও তারা উপজাতিদের সংখ্যায় অনেক কম।

একথা আমিও স্বীকার করি যে আদিবাসী জুমিয়ারা তপশীলি জাতিদের সংখ্যানুপাতে কিছু কম, ৫ লক্ষের কাছাকাছি কিন্তু একটা জিনিষ মাননীয় সদস্য হয়তো লক্ষ্য রাখেন নি। সেটা হচ্ছে বিগত ২৩ বছরে কত তপশিলী পরিবার ভূমিতে পুনর্বাসন পেয়েছে আর কত উপজাতি পরিবার বা জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছে। তিনি এটা যদি মিলিয়ে দেখতেন তাহলে দেখা যেত যে তপশিলী জাতি যে পরিমাণ পেয়েছে, সেটা অতি নগন্য কাজেই তিনি যে ভাবে সরকারকে আক্রমণ করতে গিয়ে বলেছেন যে ৯৬০টি পরিবারের জন্য অধিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে, যেখানে নাকি তার সব চাইতে বেশী গলদ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল তিনি যদি এ্যাকসপ্লেনেটরী নোট দেখতেন তাহলে দেখতে পেতেন যে ৯৬০টি জুমিয়া পরিবারের জনা বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে মাত্র ২ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা। কিন্তু এই ৯৬০টি পরিবারের জন্য যদি পরিবার পিছু ১৯১০ টাকা করে দিতে হয়, তাহলে সেখানে যে অঙ্ক দাঁড়াবে সেটা হবে ১৯ লক্ষ টাকার মত। আমি জানি না মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এটা কি করে রাখলেন? আর এর সঙ্গে সঙ্গে আমি বিরোধী দলের সদস্যদের বলতে চাই যে শুধু বক্তৃতা করার খাতিরে, শুধু সরকারকে সমালোচনা করার খাতিরে একটা বিরাট সমাজ সম্পর্কে তিনি বলেছেন যে তপশীলি জাতির মধ্যে চক্রবর্তী ছাড়া আর সবাই নাকি পড়ে। কিন্তু আমি তাঁকে বলব যে উপাধি দিয়ে তপশীলি জাতি হয় না। তপশিলী জাতি হয় সাধারণতঃ পেশা দিয়ে এবং এই সমাজের মধ্যে বিভিন্ন উপাধির লোক আছে। যেমন মৎস্যজিবী আছে, সুতার আছে, মুচি আছে, ঢুলি আছে এবং ভূমিহীন কৃষকও আছে অর্থাৎ বিভিন্ন রকমের পেশার বিভিন্ন লোক এই সমাজের মধ্যে আছে। বাদাকর আর ঢুলি একই ক্যাটাগরীতে পড়ে। এখানে যে বক্তব্য আসছে, সেটা হল সরকার তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে যে বরাদ্দ রেখেছে, তপশীলি সমাজের উন্নতি বিধানের জন্য বিভিন্ন রকমের স্কীমের মাধ্যমে সেটা তাদের প্রকৃত প্রয়োজনের তুলনায় একেবারে নগন্য, বিশেষ করে বিভিন্ন পেশাধারী লোক মুষ্টিমেয় কয়েকটি স্কীম ছাড়া আর বেশী কিছু রাখা হয় নি, এই তপশিলী সমাজের জন্য যেটা রাখা হয়েছে, সেটা হচ্ছে প্লেনে ৭ লক্ষ ৪১ হাজার ৫ শত টাকা, এই টাকাতে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ তপশালি লোকের সমস্যার সমাধান হবে কি না, সেটা আমি জানি না। সেজন্য আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই কথা বলতে চাই যে তপশিলী সমাজ গত ২৩ বছর ধরে সরকারের কাছে বিভিন্ন সময়ে তাদের বিভিন্ন দাবী রেখেছিল, যেগুলি নাকি ন্যায্য দাবী, বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে তারা যাতে আরও বেশী করে সুযোগ সুবিধা পায় সেজন্য সরকার সচেষ্ট হবেন।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, তপশীল সমাজের মধ্যে আরও একটি জিনিষ আছে সেটি হচ্ছে শিক্ষাসংক্রান্ত ব্যাপার। আপনারা দেখেছেন তপশীল সমাজের কথায় আছে যারা বোর্ডিংয়ে থাকবে তাঁদের জন্য স্টাইপেণ্ডের ব্যবস্থা আছে। এখন আমার বক্তব্য যদি বোর্ডিং না থাকে তাহলে ষ্টাইপেণ্ড কিভাবে পাবে। ত্রিপুরাতে তপশীল এলাকায় কোন বোর্ডিং এখনও তৈরী হয় নাই। যদি বোর্ডিং না থাকে তাহলে ছেলেরা এই ষ্টাইপেণ্ড কি করে পাবে। এইজন্য অনুরোধ করব অন্ততঃ পক্ষে তপশীল ছেলেদের জন্য যাতে প্রত্যেক

স্কুলে যেন বোর্ডিং করা হয়। আর একটি জিনিষ সেটি হচ্ছে এই ত্রিপুরার তপশীল সমাজের একটি বিরাট অংশ মৎস্যজীবি। ত্রিপুরাতে বিগত দিনে শ্লোগান উঠেছিল যে লাংগল যার জমি তার কিন্তু আমি বলতে চাই তাই যদি হয় তবে জাল যার জল তার কেন হবে না। মাননীয় মন্ত্রীর কাছে তাই আমার অনুরোধ থাকবে আজকে মৎস্যজীবির দিকে দেখলে কি দেখছি দেখতে পাচ্ছি বিরাট বিরাট জলাশয় যেগুলি আছে সরকার সেগুলি নিলাম করে নেয় নিলাম ডাকেন কারা যারা মৎস্যজীবি নয় যাদের টাকা আছে big merchat তারা। ফলে যারা প্রকৃত মাছ মারে মাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহ করতে হয় যাদের তারা সেখানে দিন মজুর day labourer এমনই করে চলেছে মৎস্যজীবিদের উপর অবিচার। এখানে আমি অনুরোধ রাখব বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত জলাশয় আছে সেই জলাশয়গুলি প্রকৃত মৎস্যজীবি যারা তাদের মধ্যে এই জলাগুলি যাতে ভাগ করে দেওয়া যায়। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার আমার আর বেশী সময় নাই কারণ লাল বাতি জ্বলছে। কিন্তু মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আমাকে আর অল্প সময়ের মধ্যেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, দীর্ঘদিন যাবত আমরা যে দাবি করে আসছি সেই দাবী সম্পর্কে মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব। ত্রিপুরার তপশীল ভূমিহীন এবং তপশীল মৎস্যজীবিদের ব্যাপারে আরও অনুদান এবং আরও বিবেচনা করার জন্য অনুরোধ রাখব। এবারের বাজেট শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। একটি জিনিষ আমি লক্ষ করেছি স্কুল এবং কলেজ অনেক কিছুই ত্রিপুরাতে হয়েছে অনেক কিছুই হতে চলেছে এটা ঠিক। ত্রিপুরার শিক্ষার যে হার একেবারে কম নয় অনেক ষ্টেট থেকেই বেশী। তবু এই বক্তব্য আমি রাখছি বিশেষ করে তপশীল মানুষের উপজাতি সমাজের মানুষের সংপর্কে কারন তাদের মধ্যে শিক্ষার হার নগন্য। এই যে deprived class যারা আছে তাদের মধ্যে শিক্ষার হার আরও বেশী প্রসার ঘটে সেজন্য প্রতিটি স্কুলে তাদের জন্য বোর্ডিং থাকে এবং আরও ব্যপক হারে তাদের ষ্টাইপেণ্ড ইত্যাদি দেওয়া হয় সেজন্য মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখছি। বিশেষ করে আমি আমার constituency র কথা বলব। বড় পরিতাপের বিষয় যে বিলাসপুর constituency একটা deprived area পূর্বতন সাউথ ধর্মনগরের একটা অংশ সেখানে কোন কাজ হয় নাই আর একটি পূর্বতন কৈলাসহর টাউনের একটা অংশ সেখানে কোন দিন কোনও কাজ হয় নি। এই deprived area নিয়েই Bilashpur Constituency. এখানে একমাত্র কৈলাসহর থেকে ধর্মনগর যাওয়ার পাকা রাস্তা ছাড়া আর এক ইঞ্চিও রাস্তা নেই। সম্পূর্ণ এরিয়াটা পায়ে হাটতে হয় কোন পাকা রাস্তা নেই গাড়ী চলে না রিকসা চলাচলেরও কোন ব্যবস্থা নাই। আর এখানে যে agricultural মাঠগুলি আছে কৃষির যে মাঠগুলি আছে—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন কৃষির জন্য অনেক কিছুই করেছেন কিন্তু বিলাশপুর নিয়ে কৈলাসহর সাবডিভিসনের কথা উল্লেখ করে আমি বলতে পারি এখানে অনেক কিছু থাকা সত্বেও ভাল মাঠ থাকা সত্বেও বিদ্যুতের কিছু কিছু সুবিধা থাকা সত্বেও জলের সুবিধা থাকা সত্বেও আজ পর্যন্ত এক একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হয়নি। মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন তিনি জলসেচের সমস্ত রকম ব্যবস্থা

করেছেন কিন্তু কৈলাসহর সাবডিভিসনে এখনও হয় নি। কাজেই বিলাসপুর তথা কৈলাসহর সাবডিভিসনের মধ্যে জলসেচের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা এইগুলি থাকা সত্বেও সরকারের মেশিনারীর অভাবে, মেশিনারির গণ্ডগোলের জন্য সেগুলি সম্ভব হচ্ছে না। আমি জানি এখানে যে সমস্ত জমিগুলি আছে, কুমারঘাট থেকে আরম্ভ করে কৈলাসহর পর্য্যন্ত যে মাঠগুলি আছে মনু নদীর পারে flood protection ব্যবস্থা করে প্রয়োজনীয় জলসেচের ব্যবস্থা করা হলে পরে কৈলাসহর বিভাগের মধ্যে খাদ্যের সমস্যা থাকবে না বলেই মনে করি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহাশয়, আর একটি কথা বলতে চাইছি। পি ডব্লিউ, ডি, র ব্যাপারে। পি, ডব্লিউ, ডি, থেকে রাস্তা ঘাট সব কিছুই হয়। কিন্তু কৈলাসহরে আমি দেখছি, ভগবাননগর থেকে মুড়াইবাড়ী পর্যন্ত ধলাই নদীর দুই পাড়ে শত শত পাহাড়ী পরিবার বাস করে। সেখানে বছরের পর বছর কোন রাস্তাঘাট মিলেনা। কিন্তু একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার তার নিজের বাড়ীতে যাওয়ার জন্য কালভার্টের রাস্তা করে বাড়ীতে যান। যেখানে আমি জানি যে শ্মশান আছে, সেই সমস্ত রাস্তা ঘাটও করা হয় না। এই হচ্ছে সরকারী কাঠামোর কাজের তৎপরতা অর্থচ একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারের বাড়ীতে হেজাক লাইট জালিয়ে রাস্তাঘাট তৈরী করা হয়, জলের কল যায় আর গ্রামের মানুষ বাজারে যাওয়ার জন্য কোন রাস্তাঘাট তৈরী হয় না, এই হচ্ছে সরকারী কর্ম্মচারীদের কর্ম্ম তৎপরতার নমুনা।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনার সময় ফুরিয়ে গেছে।

শ্রীসুবল চন্দ্র বিশ্বাস :—আমাকে এক মিনিট সময় দিন। আরেকটি জিনিষ আমি লক্ষ্য করছি, যদিও এটা অত্যন্ত ভাইটাল প্রশ্ন আমি জানি, গত ৩০শে মার্চ্চ রাজ্যপালের ভাষণে যে ছিল, তাতে আমরা আশা করেছিলাম এই সেশনে কিছু বিল আসবে। কিন্তু যে দুইটি বিল এসেছে সেটা হচ্ছে সরকার এবং এম, এল, এ'দের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে। আমরা আশা করছিলাম সরকার জনসাধারণের জন্য কিছু বিল আনবে. দীর্ঘ দুইমাস সময় ব্যয় হল, কিন্তু তার মধ্যেও কোন বিল তৈরী করতে পারেনা, কেন হয়নি আমরা বলতে পারিনা. নিশ্চয়ই বাজেট যারা প্রনয়ণ করেছেন, তারা অন্য রাজ্য থেকে এসে তা করেছেন বলেই তাদের কর্ম্মতৎপরতার অভাব ঘটেছে বলে আমি মনে করি। এর থেকে আমলাতান্ত্রিকতা পরিস্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। কাজেই এই বিল তৈরী এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে হয়ে উঠেনি কাজেই এখানে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, আমি আগেও বলেছি যে শীর্ণ ক্ষমতা নিয়ে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে এই বাজেটে যে টাকা রাখা হয়েছে তুলনা-মূলক ভাবে অন্যান্য বছরের চেয়ে অনেক বেশী, এটা অস্বীকার করার কিছু নাই কিন্তু যা ধরা হয়েছে, সেটা যাতে অন্ততঃ পক্ষে ১৯৭২-৭৩ সনের মধ্যে খরচ হয়, সেটা মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মৌলানা আবদুল লতিফ।

মৌলানা আবদুল লতিফ :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭২-৭৩ সালের যে বাজেট এখানে উপস্থিত করিয়াছেন,সেই বাজেটকে সমর্থন করিয়া আমার

বক্তব্য রাখিতেছি। আমাদের একটা ছোট রাজ্য, সীমিত আয়, এই আয়ের মধ্যে আমরা বাজেট করতে পারিনা। আমি জানি ত্রিপুরার মানুষ, আমরা বহু আশা করেছিলাম, কিন্তু সেই আশা একদিনে পূরণ করা যায় না। এই বাজেটে ২৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা মোট আয় দেখানো হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান ১৩ লক্ষ টাকা চাওয়া হয়েছে, তাছাড়া বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে ৩৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা, এই বাজেটে আয় হইতেছে ২৯ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা, ব্যয়ের তুলনায় ৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা বেশী কিন্তু আমি অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দেব যে এই ৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকার জন্য নূতন কর আমার ভাই বোনের উপর ধরেন নি। ভাইগণ আমাদের দেখতে হবে, চিন্তা করতে হবে, আমাদের আয় কি। আমরা সমালোচনা করিতে পারি, কিন্তু সমালোচনার সময় দেখতে হবে যে আমাদের মত একটা ছোট রাজ্যের পক্ষে যেখানে তার আয় সীমিত, সেখানে এর চেয়ে ভাল বাজেট আমরা করতে পারি কি না? আমি আমার বিরোধী পক্ষের বন্ধুদের বলছি যে আপনারা যদি ট্রেজারী বেঞ্চে থাকতেন, এর চেয়ে ভাল বাজেট আপনারা করতে পারতেন না। আমরা দেখিয়াছি যে ১৯৬৭ সনে পশ্চিম বঙ্গে উনারা যখন ক্ষমতায় ছিলেন, তখন কি বাজেট করিয়াছিলেন। সেইজন্যই আজকে তাদের পাত্তা নাই। বন্ধুগণ এই বাজেটের মধ্যে যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হইয়াছে চলুন আমরা সকলে মিলিয়ে যাতে, সুষ্ঠুভাবে যথাযথভাবে এই টাকাটা ইমপ্লীমেন্টেশন হয়, তার চেষ্টা করি, যদি সবাই মিলিয়া চেষ্টা করি, তাহলে আমি নিশ্চয়ই বলব আমাদের এই রাজ্যের ভাই বোনদের মুখে হাসি ফুটাইতে পারব। আপনারা আসুন, আপনারা আমাদের সঙ্গে মিলিয়া চলুন গঠনমূলক যেই যেই খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হইয়াছে, সেটা সুষ্ঠুভাবে ব্যয় হয় আমরা সেইটুকু করি যে অফিসার গ্রামে আছেন, আমরা তাদের সংগে সহযোগিতা করি, তাতে যেন আমাদের কোন গাফিলতি না থাকে। কিন্তু আপনারা এখানে বাজেট ঠিক নয়, এটা বলেছেন, কিন্তু কোন গঠনমূলক সাজেশন রাখতে পারেন নাই। এ্যাগ্রীকালচার সম্বন্ধে বলেছেন. এডুকেশন সম্পর্কে বলেছেন, কিন্তু কি সাজেশন তার উপর রেখেছেন? ইণ্ডাষ্ট্রীর ব্যাপারে সমালোচনা করেছেন, তার উপর কি সাজেশন রেখেছেন? আপনারা যে বলেছেন এই বাজেটে কিছু নাই, সেটা সত্যি নয়, এতে অনেক কিছু আছে, আরও অনেক কিছু দরকার এটা সত্য। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ আছে, আমি আমার সব বন্ধুদের অনুরোধ করব যে চলুন আমরা এই বাজেটের টাকাগুলি যথাযথভাবে, ঠিকমত, তাড়াতাড়ি যাতে সব টাকাগুলি খরচ করতে পারি এর জন্য চেষ্টা করি। তার সংগে সংগে অর্থমন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে আমরা যে বাজেটে টাকা রেখেছি সেটা যেন খরচ হয়। আমাদের রাজ্য কৃষিভিত্তিক রাজ্য এবং কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তুলতে হবে। কৃষির উন্নয়নের জন্য যে যে জিনিষের দরকার যেমন জলের দরকার, ফার্টিলাইজারের দরকার, ভাল বীজের দরকার, এছাড়া এই সমস্ত কৃষি রক্ষার জন্য যে সমস্ত জিনিষের দরকার, তার ব্যবস্থা করতে হবে। আমরা মনছুর আলী সাহেবের কাছ থেকে শুনেছি যে অনেক কিছু করেছেন তিনি বলেছেন আমি বলব আরও অনেক কিছু করার বাকী আছে। ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে মেক্সিমাম ফ্লাড হয়, কৈলাসহর মহকুমায়, কিন্তু এই বাজেটে ফ্লাড প্রটেকশানের জন্য এক পয়সা ও রাখা হয়নাই। তাই আমি

অনুরোধ রাখব যে এই যে নদীতে ফ্লাড হয়, সেই নদীর উপর বাঁধগুলি যদি হয়, তাহলে বাইশটি গ্রাম বাঁচবে। সমালোচনা আমরাও করব, কিন্তু সেই সমস্ত সমালোচনা গঠনমূলক হওয়া চাই। আমি গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করছি যে আপনারা ফ্লাড প্রটেকশনের জন্য ভাল টাকা রাখুন, ইরিগেশনের জন্য ভাল টাকা রাখুন। এই ফ্লাড প্রটেকশান এবং ইরিগেশনের জন্য আরও আমাদের করার আছে। এই যে ভাদ্র মাস আসছে, এখন যে আউস এবং আমন যে উঠছে, তার যাতে কৃষক ভাল দাম পায় তার ব্যবস্থা করার জন্য আমি সরকারকে অনুরোধ করব। কারণ আমি জানি যে কৃষক তার উৎপাদিত শস্যের ভাল বাজার পাচ্ছে না। সুতরাং আমি অনুরোধ করব যে আমার কৃষক ভাইয়েরা যাতে উপযুক্ত বাজার পায় তার ব্যবস্থা নিশ্চয় করা হবে। পাট আমাদের যথেষ্ট হচ্ছে, পাটের বাজার যদি না পায়, তাহলে পাটের উৎপাদন আমাদের বাড়বে না। আমি মাননীয় মন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব যে আমাদের যে প্রতিশ্রুতি তা যেন বাস্তবে রূপায়িত হয়। এখানে পাটের কল করার জন্যও আমি অনুরোধ রাখব। তারপর আরেকটা কথা আমি এখানে বলব যে ত্রিপুরায় অনেক পাট হয়, যদি এই পাটগুলি কলিকাতা ও বাইরে পাঠান যায়, তাহলে অনেক শিক্ষিত বেকারেরও কর্মসংস্থান হতে পারে। আমাদের এখানে একটা ছাতার বাটের কারখানা আছে, এই ছাতার বাট তৈরী একটা ভাল ব্যবসা হতে পরে। কালকে আমার এক বন্ধু আলাপ করেছেন এই সম্পর্কে। ছাতার বাটের ইণ্ডাষ্ট্রি যাতে করা হয়। ত্রিপুরায় একটা শিল্প আছে যেটা ভারতবর্ষের কোথাও নাই। সেটা হল ছাতির বাঁটের ব্যবসা। এই ছাতির বাটের ভাল ব্যবসা হতে পারে। কালকেও এই বিষয়ে আমি আলোচনা করেছি যে ছাতির বাঁটের ইণ্ডাষ্ট্রি যদি হয় তাহলে এক হাজার ছেলের কাজ হবে। উনি বললেন যে তারা দৈনিক মজুরী কি রকম পায়। ওরা বলল যে আমাদের দৈনিক মজুরী ৬ টাকা থেকে ১২ টাকার পর্যন্ত হয় যদি কাজ করি। সুতরাং আমি সাজেশান রাখব আমার অর্থমন্ত্রীর নিকট যে আপনারা ছাতার বাঁটের একটা শিল্প গড়ে তুলুন। যদি এখানে ছাতার বাটের শিল্প গড়ে উঠে তাহলে অন্ততঃ এক হাজার ছেলের কাজ হবে। (এ ভয়েস—যেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলোর কি হবে ?) যেগুলি বন্ধ হবে বন্ধ হোক (হাস্য) একটা পাটের কল খুলবার আহ্বান জানিয়ে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীগুণপদ জমাতিয়া :—(The speech of Shri Jamatia was given in Kakbarak language.)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—তার ট্র্যানস্‌লেশানটা দিয়ে দিবেন (শ্রীসুধন্ব দেববর্ম্মার প্রতি)

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, গত সেসনে ককবরক ভাষায় বক্তৃতা ছিল। কিন্তু প্রসিডিংসে আমরা দেখেছি শুধু বাংলা অনুবাদটা উঠানো হয়েছে। কিন্তু আসলে যে ককবরকে বক্তৃতা ছিল সেটা উঠানো হয়নি। কাজেই আপনাকে অনুরোধ করছি যে আসলে যে ককবরকের বক্তব্য সেটাও যেন সংগে সংগে থাকে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান।

শ্রীহংসধ্বজ দেওয়ান :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, ১৯৭২-৭৩ সনের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন সেই বাজেটের সমর্থন জানিয়ে আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। আমাদের ত্রিপুরা একটা অনুন্নত দেশ। যদিও আজকে একটা পূর্ণ রাজ্য এবং এর মর্যাদা রয়েছে তথাপি এটা অনুন্নত দেশ। সেই দিক দিয়ে আমরা যদি চিন্তা করি, প্রথমে আমাদের চিন্তা হয় বেকার সমস্যার কথা। এই সমস্যা ভীষণ আকার ধারণ করেছে এবং এ সমস্যা ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে সমাধান করা সম্ভব হবে কিনা সেটা সম্বন্ধে আমরা বুঝতে পারি নি। কারণ দিনের পর দিন শহর এবং গ্রামের বেকার বেড়ে যাচ্ছে। তাই আমি মনে করি এই বেকার সমস্যার সমাধানকল্পে আমরা যদি সেই দিক দিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করি তাহলে ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা নিতান্ত দরকার এবং সেই শিল্পের জন্য সরকারী তরফ থেকে যাতে সহজ ভাবে সাহায্য দেওয়া যায় সেই দিক দিয়ে চিন্তা করা দরকার। শুধু চাকরীর দিক থেকে চিন্তা করলে কিছুতেই এটা সম্ভব হবে না, এই সমস্যার সমাধান করা। গ্রামেরও বেকার আছে এবং শিক্ষিত বেকারও গ্রামের বেকারের মধ্যে পার্থক্য আছে। সরকার থেকে বেকার সমস্যার, বেকারদের কাজ দেওয়ার জন্য টেষ্ট রিলিফ এর কাজ, ক্রাশ প্রোগ্রামের কাজ দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন জায়গাতে, সেজন্য আমি সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু সেই ক্রাশ প্রগ্রামের দ্বারা আমাদের গ্রামীন যে বেকার তার কতটুকু উপকৃত হচ্ছে, সেদিকে আমাদের বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে অনুরোধ করব, যে ঠিক ঠিক ভাবে ক্রাশ প্রগ্রামের কাজ যাতে ত্রিপুরার গ্রামের বেকারেরা পান, সেদিকে যেন সরকার দৃষ্টি দেন। আর একটা কথা আমি বলব, সেটা হল জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে। ১৯৬০ সালে ত্রিপুরাতে সার্ভে সেটেলমেন্ট হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও বহু জায়গা আছে, যেখানে কৃষকেরা খাস জমি দখল করে আছে এবং সেই সব দখলীকৃত জমিতে চাষাবাস করে জীবিকা নির্ব্বাহ করছে, অথচ তাদের সেই সব জমি সরকার থেকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয় নি। এর ফলে সরকার এবং কৃষক উভয়েরই ক্ষতি হচ্ছে। সেজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যে এগুলি যাতে তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয়। তাছাড়া এই ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমি বন্দোবস্তের ব্যাপারে ফরেষ্ট রিজার্ভ অনেক ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ত্রিপুরা ভূমি সংস্কার আইনের নবম ধারায় আছে যে প্রত্যেকটি গাঁও সভার অধীনে একটা গোচারণ ভূমি থাকতে হবে, কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে এই ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের আইনের দ্বারা সেই গো চারণ ভূমি রাখা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া কৃষি ক্ষেত্রে অনেক জায়গা আছে, অনেক অঞ্চল আছে যেখানে বাঁধ দিলে, সেই বাঁধের দ্বারা অনেক পরিমাণ জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়, কিন্তু সেখানেও এই ফরেষ্ট রিজার্ভ আইনের দ্বারা সেটা সম্ভব হয় না। আর সেজন্য নানা রকমের অসুবিধা হচ্ছে। আমি এখন বিশেষ করে আমার কনষ্টিটিউন্সীর লালছড়া এলাকার কথা বলব, সেখানে বহুদিন ধরে যে জনবসতি এলাকা রয়েছে, যেখানে নাকি ৫০-৬০টি পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করছে সরকারের খাস জমিতে তারা বাগান বাড়ী করেছেন। কিন্তু এই ফরেষ্ট রিজার্ভের জন্য সেখানেও নানা রকমের অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে। কাজেই এই জমি বন্দোবস্ত এর ব্যাপারে ফরেষ্ট রিজার্ভ এর মধ্যে যে অসুবিধা আছে, সেগুলি

যদি সরকার বিশেষভাবে বিবেচনা এবং সেগুলির তদন্ত করে, তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন, তাহলে সেই সব জনসাধারণ উপকৃত হবে। তারপরে শিক্ষার ব্যাপারে আমি দেখছি যে সরকার শিক্ষার প্রসার করবার জন্য অনেক স্কুল করে দিয়েছে ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রাম এলাকায়, কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে যে সমস্ত স্কুল রয়েছে, সেগুলির তত্বাবধানের দিকে সরকার এর বিশেষ দৃষ্টি নেই। এই কথা কেন আমি বলছি, বলছি এই জন্য যে আমার কনষ্টিটিউন্সীর মধ্যে যে একটা ধানচড়া এলাকায় পাইবাড়ী গ্রাম আছে, সেখানে একটা স্কুল আছে, সেটা নাকি সরকার গত বছর টাকা দিয়ে একটা ঘর তৈরী করে দিয়েছে। কিন্তু সেই স্কুল ঘরটি করতে গিয়ে এমন সব খুঁটি দিয়ে করা হয়েছে, সেটা আমি নিজে চোখেও দেখে এসেছি, যে এক বছর না যেতেই সেটা পড়ে গিয়েছে।

(এট দীস ষ্টেজ দি রেড লাইট লিট)

স্যার, আমাকে আর কয়েক মিনিট সময় দিন, যাতে করে আমি আমার বক্তব্য ভাল ভাবে রাখতে পারি। আমি অবাক হয়ে গেলাম ঐ স্কুলটি এখন পর্য্যন্ত ঠিক করানো হয়নি, এখন অবশ্য স্কুল বন্ধ, কিন্তু স্কুল খুললে পরে ছাত্ররা কোথায় গিয়ে পড়বে, সেটাও আমি বুঝতে পারছি না। কাজেই আমি আশা করব যে শিক্ষা বিভাগ এর দিকে একটু দৃষ্টি দিবেন। তারপরে পাহাড় অঞ্চলে আদিবাসী অঞ্চলে যে সমস্ত স্কুল আছে, সেগুলিতে শিক্ষকেরা ঠিক মত যান কিনা বা ছেলেদের ঠিক মত পড়াশুনা করান কিনা, এটা তদারকি করবার কোন ব্যবস্থা আছে কিনা, আমার জানা নেই। কাজেই শিক্ষা বিভাগ যদি এদিকেও একটু দৃষ্টি দেন, তাহলে একটা ভাল ব্যবস্থা হতে পারে তাছাড়া এই যে আদিবাসী এর যে সমস্ত জমিতে পুনর্বাসন পায় সেই জমিতে আদিবাসীগণ ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করতে পারে না তারা চিরদিন সৃষ্টির আদিম কাল থেকে জুম চাষে অভ্যস্ত। কিন্তু আজ তাদের জীবনধারা সম্পূর্ণ পালটে গেছে। আজকে যুগের পরিবর্ত্তনে তারা সেই জুমপ্রথা ত্যাগ করে আজকে জমিতে নামতে বাধ্য হয়েছে নতুবা তারা বাঁচতে পারছে না। সেই জমি করতে গিয়ে কৃষি কার্যে অনভিজ্ঞ তারা তার জন্য আমি মাননীয় সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব আদিবাসী-দিগকে আদিবাসী যুবকদিগকে সরকারী খরচে সরকার থেকে grant দিয়ে তাদের কৃষি কার্য শেখানো যায় এবং ট্রেনিং দেওয়া যায় সেদিকে যদি একটি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমি আশা করি আদিবাসীগণ কৃষি কার্যে তাদের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারবে। এবং এই যে জুমিয়া পুনর্বাসন ব্যাপারে সরকারের যে পরিকল্পনা সেটি সফলতা লাভ করবে। আর তাছাড়া আমি আর একটি দিক লক্ষ করছি কৃষি কার্যের জন্য কৃষক যারা তাদের সরকার থেকে অনেক টাকা সাহায্য করা হয় কৃষি ঋণ দেয়া হয় হালের গরু কিনার জন্য বীজধান কিনার জন্য অনেক ক্ষেত্রে আদিবাসী কৃষক যারা আছেন তাদের দেওয়া হয়। কিন্তু জুমিয়াদের দেওয়া হয় কি না আমার জানা নাই। জুম এটাও কৃষি। যেহেতু সরকার থেকে জুমিয়াদের এখনও সম্পূর্ণ জমি দিতে পারেন নাই সেজন্য আমি এই কথা বলতে চাই জুম সেটাও একটা চাষ; সেই চাষের দ্বারা আমরা তুলা পাই। যে চাষের দ্বারা আমরা মরিচ পাই আমাদের ধান ফলে পাট ফলে কার্পাস ফলে নানা রকম ফসল ফলে যেগুলি আমরা বিদেশেও রপ্তানী দিতে পারি।

সেই যে কৃষি সেই যে কৃষক তাদের আমার মনে হয় অবহেলিত ভাবে রাখা হয়েছে। তার জন্য আমি হাউসের মধ্যে দাবি করছি তাদেরও কৃষকদের যে রকম সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় যেরকম facility দেওয়া হয় সাহায্য দেওয়া হয় ঋণ দেওয়া হয় সেই রকম জুমিয়াদেরও যেন এই সব সাহায্য দেওয়া হয় তার জন্য অনুরোধ রাখব। অবশ্য এটা আজকে আমি বলতে বাধ্য যে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় শত শত কৃষকদের দুই বছরের খাজনা মকুব করেছেন তার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু সেই অর্ডারে দেখতে পাই শুধু ল্যাণ্ড রেভিনিউ উল্লেখ আছে যার ফলে জুমিয়াদের যে বকেয়া খাজনা সেটি মকুব হয় নাই। সেদিকে যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী একটু সদয়ভাবে বিবেচনা করেন যাতে তারাও মুখ্যমন্ত্রীর এই দয়া থেকে বঞ্চিত হবেন না সেই আশা রাখি। আমি আমার বক্তব্য আর লম্বা করতে চাই না এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীরাধারমণ নাথ।

শ্রীরাধারমণ নাথ :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর বর্তমান বিধান সভায় মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেট অত্যন্ত সুন্দর ও তথ্যপূর্ণ। এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমি আমার কয়েকটি কথা এখানে রাখছি। আমি আশা করব আমার এই কথাগুলি বর্তমান বিধান সভা তথা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় স্পীকার মহোদয় এইগুলি সুবিবেচনা করবেন। আমাদের ত্রিপুরা একটি কৃষি ভিত্তিক রাজ্য এখানে শতকরা প্রায় ৮০-৮৫ জন কৃষিজীবি। কৃষকদের জন্য যদিও প্রচুর টাকা পয়সা রাখা হয়েছে কিন্তু আমি দেখছি আমরা যারা গ্রামের কৃষক এই টাকার উপকারিতা আমরা অনেক ক্ষেত্রেই কম পেয়ে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ বলছি ১৯৬৪ইং সালে আমাদের ধর্মনগর টাউন থেকে—ব্রজেন্দ্র নগর, ধর্মনগর—কদমতলা কয়েকটি রাস্তা কিছুদূর গিয়ে দুই দিকে চলে গিয়েছে। সেই রাস্তার কিছু জায়গা পি. ডব লিও. ডি. থেকে acquire করেছিল কিন্তু সেই acquire করা জায়গার টাকা আজ পর্য্যন্ত দরিদ্র কৃষকদের দেওয়া হয় নাই। তারপর সেটেলমেন্ট সেই জায়গাটা পর্চার অন্তর্ভুক্ত করেছে। আমরা এই জন্য অনেক চেষ্টা করেছি আন্দোলন করেছি আবেদন নিবেদন করেছি কিন্তু সরকারের অধিকৃত জায়গা তাদের পর্চা থেকে বাদ দেওয়া হয়নি। যার ফলে সেই দরিদ্র কৃষকদের আজ পর্য্যন্ত সেই জায়গার খাজনা দিয়ে আসতে হচ্ছে। এবং যে সময় জায়গাটা acquire করা হয় তখন কিছু সংখ্যক কৃষককে মনে হয় শতকরা ৫ জন কৃষককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছে তখনকার বাজার দর ছিল সেই বাজার দরের চাইতেও অনেক কম টাকা দেওয়া হয়েছিল। এবং সেই টাকা দেওয়ার সময় তারা আপত্তি করে দরখাস্ত করে সেই টাকা নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনকার উপযুক্ত দরে সেই দরিদ্র কৃষকরা যদি টাকা পেত তাহলে নিশ্চয়ই সেই টাকা দিয়ে অন্যত্র কোথায়ও নিজেদের জায়গার ব্যবস্থা করতে পারতো। আজ চিন্তা করলে দেখা যায় তাদের বছরে দুইটি করে ফসল নষ্ট হয়েছে। এত বছর সরকার তাদের জায়গাটা দখল করে আছেন এবং তাদের থেকে খাজনাও নিচ্ছেন। সব দিক বিবেচনা করলে এবং বর্তমান জায়গার যে বাজার দর যা সর্ব্বোচ্চ সীমায় পৌঁচেছে সেইগুলি হিসাব করে যদি দেখা যায় তাহলে সেই

কৃষকদের প্রতি যদি উপযুক্ত বিচার করা হয় তাহলে সেই ক্ষতিপূরণের টাকাটা শীঘ্র যাতে পায় সেই উপায় করা উচিত। তার উপর খাজনা দেওয়ার অসুবিধা থেকেও যাতে তারা যেন রেহাই পায়। কাজেই মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ করব এই ব্যাপারে তিনি যেন একটু বিশেষ চিন্তা রাখেন। আমার দুই নম্বর কথা হচ্ছে চিকিৎসা ব্যাপারে যথেষ্ট টাকা খরচ বেড়েছে এটা ঠিক কিন্তু আমরা যারা দরিদ্র কৃষক আমরা সেই চিকিৎসা থেকে আমরা বঞ্চিত বলতে হবে। যেসব জায়গায় ডাক্তার খানা আছে আমরা গ্রামের কৃষকরা ঔষধ পত্রের অভাবে সেখানে তেমন সুযোগ সুবিধা পাই না। ঔষধের অভাবে ডাক্তারবাবুরা বলেন বাজার থেকে ঔষধ কিনে দেওয়ার জন্য। ঔষধের শ্লিপের গড়পড়তা দাম যা উঠে এবং স্লিপ দিয়ে বাজারে ঘোরাঘোরি করেও অনেক সময় ঔষধ পাওয়া যায় না। যেখানে বড় বড় হাসপাতাল যেমন 20 bed Hospital সেখানে আমরা গ্রামের কৃষকরা গেলে সেখানে যদিও বিছানা বেডের ব্যবস্থা আছে অনেক সময়ই আমাদের মাটিতে থাকতে হয় তার মধ্যে আমাদের ভাগ্যে হয়ত চেষ্টা করলে ২।১ টা পাওয়া যায়। সেখানে আমরা গ্রামের কৃষক মাটির কৃষক আমাদের মাটিতেই পরে থাকতে হয়। কাজেই চিকিৎসা ব্যবস্থা যেন আরও একটু সুষ্ঠু হয় আমি সেই দাবি রাখছি। রাস্তা ঘাট সম্পর্কে :- রাস্তাঘাট যথেষ্ট হয়েছে আরও রাস্তা ঘাট চাই বিশেষ করে আমার constituency Sanicherra constituencyতে। আমার সেই constituencyর মধ্যে গত ২৩ বছরের মধ্যে কোন রাস্তা ঘাট হয় নাই। সেখানে মোটর দূরের কথা এই বিংশ শতাব্দির সভ্যতার যুগেও রিক্সা চলাচলের মত কোন রাস্তা ঘাট নাই। এবং বর্ত্তমান বাজেটেও সেখানকার রাস্তা ধরা হয় নাই। কাজেই আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখব তিনি বিবেচনা করে যেন এই বঞ্চিত এলাকাতে অন্ততঃ একটা বা দুইটা রাস্তা করার ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা সম্পর্কে আমি বলব :—শিক্ষা সম্পর্কে ত্রিপুরায় প্রচুর টাকা অন্যান্য রাজ্যে সঙ্গে তুলনায় খরচ হয়। কিন্তু গ্রামের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য কত টাকা খরচ হয় সেটি যেন আমি বিশ্বাস করতে পারছিনা। কারণ গ্রামের যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি আছে সেগুলির দিকে তাকালে দেখা যায় সেগুলির কোনটা হেলে আছে কোনটার চালে ছন নাই টিনের চালের অর্ধেক টিন উড়ে গেছে। স্কুল ঘরের দরজা নাই জিনিষ পত্র রাখার কোন উপায় নাই এবং তার মধ্যে একটা মজার ব্যাপার হচ্ছে স্কুলের furniture। প্রচুর furniture শিক্ষা বিভাগ কিনেন। কিন্তু সেগুলি রৌদ্রে শুকায় বৃষ্টিতে ভিজে। এইভাবে স্কুলের ভিতর পরে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকার জিনিষ পত্র মাঠে ঘাটে পড়ে নষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের ছেলেদের নামে যদিও সেই টাকাটা খরচ হচ্ছে বেঞ্চ আসছে টেবিল আসছে কিন্তু সেগুলিতে বসার ভাগ্য আর জুটে না। যেহেতু এখানে স্কুল ঘর নাম মাত্র আছে কিন্তু সেখানে মানুষের ছেলে মেয়েরা বসে পড়াশুনা করা সম্ভব নয়। আমার মনে হয় গরু ঘরের চাইতেও আজ কালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অবস্থা আরও শোচনীয়। সেখানে আমরা দেখছি শিক্ষকেরা বেতন বাড়াবার জন্য কিছু দিন পর পর strike করছেন। বেতন বাড়ছে। রাজনীতি করছেন কিন্তু আসলে শিক্ষার কিভাবে প্রসার লাভ করবে এই দুস্থ ছেলে মেয়েদের কিভাবে লেখা পড়া শিক্ষা হবে সেদিক দিয়ে ওরা সম্পূর্ণ উদাসীন।

কাজেই আমি অনুরোধ রাখব শিক্ষাবিভাগ যাতে এইসব ব্যাপারের দিকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেন তার জন্য। তারপর আমাদের গ্রামে আরেকটা ব্যাপার আমরা দেখেছি যে গ্রামলক্ষ্মী যারা আছেন, তারা মাসে মাত্র ২০ টাকা বেতন পান। আজকে বিংশ শতাব্দীতেও যে ২০ টাকা বেতনে একজন কর্মচারী রাখা হয়, সেটা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং কল্পনাতীত বলে আমার মনে হয়। একজন গ্রামলক্ষ্মীর ডিউটির কথা যদি সরকার ভালভাবে চিন্তা করে দেখেন—একজন গ্রেজুয়েট টিচার স্কুলে যেয়ে যে পরিশ্রম করেন এবং যা পারিশ্রমিক পান ঐ ২০ টাকা বেতনের গ্রামলক্ষ্মীকে আরও বেশী পরিশ্রম করতে হয়। কাজেই উনাদের ব্যাপারে সুবিবেচনা করা দরকার, তাই আমি অনুরোধ রাখছি। (রেড লাইট)··· তারপর পানীয় জলের সম্বন্ধে আমি দেখেছি যে বাজেটে বরাদ্দ আছে। কিন্তু বাজেটে বরাদ্দ থাকলেও আমর এলাকার মধ্যে দুই এক বছরের মধ্যে কোন পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হয় নাই—যেখান থেকে গ্রামবাসী পানীয় জল পেতে পারেন। বাজেটে ডীপ টিউবওয়েল করার জন্য অর্থ ধরা হয়েছে কিন্তু গত বছর'এর আগের বছরে আমরা দেখেছি যে একটা টীম সেখানে ডিপ টিউব ওয়েল করতে এসেছিল এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু বছর দেড়েক পরে তারা বললেন যে সেখানে ডিপ টিউবওয়েল হবে না এবং সেখান থেকে তারা চলে গেছে। এই ব্যাপারে সেখানে লক্ষাধিক টাকা খরচ হয়েছিল। কাজেই এই সমস্ত বড় বড় প্ল্যান করতে গেলে সময় এবং টাকার দরকার। আমার কনষ্টিটিউয়েনসীতে যেখানে আমি বলব অতি অল্প টাকাতে সীজন্যাল বাঁধ যদি দেওয়া যায়, তাহলে সেখানকার জমিতে তিন ফসল করা যায়···

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :—এইসব জিনিষের প্রতি যাতে মন্ত্রী মহোদয়রা সুনজর দেন সেই আশা রেখে বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীরাধারমন দেবনাথ।

শ্রীরাধারমন দেবনাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৩শে জুন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই বাজেট অনেক ত্রুটিপূর্ণ। আমরা আশা করেছিলাম এই বাজেট দ্বারা জনকল্যান হবে, এবং ত্রিপুরার আশা আকাংখার অনেকটার পূর্ণ হবে। কিন্তু ত্রিপুরার সেই আশা আকাংখ ধুলিসাৎ হল। কারণ ত্রিপুরার বিরাট বেকার বাহিনী ত্রিপুরার প্রায় ত্রিশ হাজার বেকার সরকারী হিসাব মতে, এই বেকারদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা এই বাজেটে উল্লেখ নেই। আজকে ত্রিপুরার যে তাঁতশিল্প, আজ এই ত্রিপুরার বিরাট অংশের মানুষ তাঁত শ্রমিক, এই তাঁত শ্রমিকদের কি ব্যবস্থা করা হবে তারও কোন উল্লেখ এই বাজেটে নেই। ত্রিপুরার যারা তাঁত শ্রমিক, যারা হস্তচালিত তাঁত চালায়, তাদের জন্য ক্যালেণ্ডার মেশিন যদি থাকত, তাহলে ত্রিপুরায় ভাল কাপড় প্রস্তুত করতে পারতেন এবং ত্রিপুরার কাপড়ের সমস্যা মটাতে পারত কিন্তু যারা তাঁতের কাপড় বিক্রী করেন বাজারে এসে তাদের বিক্রী করার

মত ঘরের ব্যবস্থা নাই, রাস্তায় দাড়িয়ে, বৃষ্টীতে ভিজে, ঘুরে ঘুরে ফেরী করে তাদের কাপড় বিক্রী করতে হয়, সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। আজকে আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন গরীবী হটাও কিন্তু যারা গরীব তাদের কর্মসংস্থানের কোন ব্যবস্থা নেই। এইসব তাঁতীকে বেশী দাম দিয়ে সূতা ক্রয় করতে হয় এবং কম দামে তাঁতের কাপড় বিক্রী করতে হয়, সরকার থেকে কম দামে ক্রয় করে নেবার কোন ব্যবস্থা নাই। আজকে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরার তৈল অনুসন্ধানের জন্য অনেক কোটি টাকা খরচ করতে হচ্ছে কিন্তু ত্রিপুরার বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সুবিধার জন্য সরকারের কোন ব্যবস্থা নেই। যেখানে ত্রিপুরায় ৩০ হাজার বেকার এই ৩০ হাজার বেকারের সমস্যা সমাধান কোন কঠিন ব্যাপার নয়, এখানে জুট মিল, পেপার মিল হতে পারত এবং ত্রিপুরায় অনেক শিল্প গড়ে উঠতে পারত। তাহলে এই ৩০ হাজার কেন, ৫০ হাজার বেকার এখানে কাজ করতে পারত। যখনই চা বাগানের শ্রমিকরা মালিকদের অত্যাচারে আন্দোলনে নামে, তখনই আমরা দেখি যে চা বাগান বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজকে মনতলা চা বাগান, হরেন্দ্রনগর চা বাগান, বিনোদিনী চা বাগান প্রভৃতি চা বাগান লক আপ হয়ে আছে এবং সেখানকার শ্রমিকদের অনাহারে অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে অথচ এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এক প্রশ্নোত্তরে জানিয়েছেন যে অনাহারে কাটাতে হয় না। সরকারী পরিচালনায় যদি এই সমস্ত চা বাগান নিতেন, তাহলে একটা বিরাট অংশের চা শ্রমিক সেখানে বাচাতে পারতেন। এই চা শ্রমিকদের বেতন ছিল ১.৬০ পয়সা, গত মার্চ মাসে আমরা যে আন্দোলন করেছিলাম তারপর সেটা ১.৯০ পয়সা হয়েছে। যে দেশের একজন মন্ত্রীর ডি, এ, হচ্ছে ২৫ টাকা, সেই দেশের একজন শ্রমিক সারাদিন কাজ করে পাচ্ছে ১.৯০ পয়সা এই হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্রের নমুনা। আজকে দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় যে এই স্বাধীন ভারতের একজন সরকারী কর্মচারী গ্রামরক্ষী তার বেতন হচ্ছে মাসিক ২০ টাকা, এটা কত বড় লজ্জার কথা, একজন গ্রাম রক্ষী এক মাসে ২০ টাকা পেয়ে কি ভাবে বাঁচতে পারে সেটা লক্ষ্য করার বিষয়। আজকে ত্রিপুরাতে রেল লাইন নাই, যদি রেল লাইন থাকত, তাহলে সেখানে কিছু সংখ্যক বেকার কাজ পেত কিন্তু আজকে এই ব্যাপারে বাজেটে কোন উল্লেখ নাই। ত্রিপুরাতে পূর্বে বিরাট একটা হাতীর দাঁতের কারখানা ছিল, মালীকের অনমনীয় মনোভাবের জন্য সেটা বন্ধ হয়ে গেছে; মালীকরা তার জন্য প্রচুর অর্থ পেয়েছে, অথচ এখন পর্যন্ত সেই কারখানার উন্নতি সাধন করছেন না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ভাল কঞ্চি বাঁশ হয়, ত্রিপুরা থেকে বাইরে প্রায় চার লক্ষ টাকার বাঁশ চালান করা হয়, এই কঞ্চি বাঁশের যদি ভালভাবে ফলন বাড়াবার ব্যবস্থা করা হত, তাহলে বিদেশ থেকে প্রচুর পয়সা রোজগার করা যেত, এবং সরকারের রাজস্বও বৃদ্ধি পেত। দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যে ত্রিপুরা রাজ্যের বেকার আজকে ৩০ হাজার, এই ৩০ হাজার বেকারের যদি বিকল্প ব্যবস্থা করা না হয়, তাহলে আগামী দিনে যারা স্কুল কলেজ থেকে বের হবে, তারা কি করবে? কিন্তু এই বেকারদের সমস্যা সমাধান করা কঠিন ব্যাপার নয়, যদি একজন মন্ত্রী ৫১ টাকা দৈনিক পেতে পারেন, এবং বেকার যারা তাদের কর্মসংস্থানের

ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাদের যদি মাসহারা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা, কর্ম্মসংস্থানের উল্লেখ রাখা এই বাজেটে উচিত ছিল। গতকাল কৃষি মন্ত্রী বলেছেন কৃষির অনেক উন্নতি করেছেন। দুঃখের সংগে বলতে হয়, মোহনপুর এর তৈলাছড়া বাঁধ এখনও সম্পন্ন করা হয়নি। এটা যদি করা যেত প্রায় ৫০০ দ্রোণ জমির ফসল যে নষ্ট হয়, সেটা বন্ধ করা যেত। এই বাঁধের ব্যবস্থা যদি করা না হয়, তাহলে সেখানে কৃষি কাজ বন্ধ থাকবে। কিন্তু আমরা জানি যে যেখানে বাঁধের প্রয়োজন, সেখানে বাঁধ দেওয়া হয় না, অনেক জায়গায় ছোট ছোট বাঁধ দিলে ত্রিপুরায় খাদ্যের অনেক উন্নতি সাধন করতে পারেন। কিন্তু মোহনপুর এলাকায় অনেক জলের অভাব, বাঁধের অভাব। অনেক জমিতে ফসল করতে পারছেন না। টিউব ওয়েল সম্বন্ধে বলেছেন যে তাঁরা অনেক টিউবওয়েল রিংওয়েল দিয়েছেন এবং বলছেন যে অভার ফ্লোর ব্যবস্থা করেছেন। আমি জানি অভার ফ্লোর জন্য এখানকার একজন কৃষক রমণী মোহন সরকার ৬ মাস পর্যন্ত ধর্ণা দিয়ে বাড়ীতে চলে গেছে। এখন পর্যন্ত অভার ফ্লোর ব্যবস্থা হয়নি এবং আমি জানি যে সমস্ত টিউবওয়েল হচ্ছে সেগুলি অধিকাংশ বড়জলা বিধানসভা কেন্দ্রে হচ্ছে। অন্যান্য এলাকায় কম হচ্ছে। কুটীর শিল্পের কথা বলতে গিয়ে আমাকে বলতে হয় যে তারা যদি কুটীর শিল্পের দিকে একটু নজর দিত তাহলে এই কুটির শিল্পের কাজ করে বিরাট অংশের জনগণ বাঁচতে পারতেন। আগরতলায় যে ট্রাইবেল বোর্ডিং আছে তার ঘর দরজা ভাংগা অবস্থায় আছে। সেখানে ছাত্র থাকার কোন ব্যবস্থা নাই। সেখানে যদি বোর্ডিং ভাল ব্যবস্থা হত তাহলে বিরাট একটা ছাত্রের অংশ সেখানে থাকতে পারত। কিন্তু ঘরের দরজা জানালা ভাংগা অবস্থায় থাকায় ছাত্ররা বোর্ডিং ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

আর ত্রিপুরার যে পঞ্চায়েত, সেটা শুধু মরার হিসাব আর জন্মের হিসাব রাখার মধ্যে তার ক্ষমতা কিছুদিন আগে থেকে পেয়েছেন। আমরা চাই পঞ্চায়েতের নির্বাচন ব্যালটের মাধ্যমে হোক। পঞ্চায়েতের ক্ষমতা না আসলে গ্রামের উন্নতি হবেনা। পঞ্চায়েতের সেক্রেটারীরাও যেন একজন পিওনের মত। কিন্তু তারা যেখানে সমাজবাদের বুলি আওড়ান সেখানে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দিতে এতদিন লাগছে। আর একদিক দিয়ে ইন্দিরাগান্ধী বলছেন ভারত থেকে গরীবি হটাবেন। কিন্তু গরীবি হটানো তো দূরের কথা টাটা বিরলা তারাই শুধু দিনের পর দিন লাভবান হচ্ছে আর গরীব যারা তারা দিনের পর দিন আরো গরীব হচ্ছে। এটাকে কোন ধরণের সমাজতন্ত্র বলব বা কোন ধরণের গরীবি হটানো নীতি বলব বুঝতে পারছি না। আমার আর সময় নেই। সুতরাং এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

Mr. Speaker :— I would now call on the Hon'ble Labour Minister Shri Kshitish Ch. Das.

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, বিগত ২০শে জুন আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বিধান সভায় বাজেট উপস্থাপিত করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি

এবং এই সমর্থনের পেছনে আমার কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। আজকে বিরোধী পক্ষ থেকে গতানুগতিকভাবে একই কথা শোনা যায় যে বাজেট তাঁদের পছন্দ হয়নি। এই বাজেট তাদের মনে কোন রেখাপাত করতে পারে নাই। সেটা এমন কোন নূতন কথা নয়। তাদের বিরোধীতা করতে হবে, কাজেই বিরোধীতা করছেন। এর মধ্যে ভাল কিছু থাকলেও সেটাকে চেপে গিয়ে শুধু দোষারোপ করছেন। এই তাদের নিয়ম। এই বাজেটের মধ্যে লক্ষ্য করলে বাস্তবিকই অনেক জিনিষ দেখতে পাই অর্থমন্ত্রী উপস্থিত করেছেন যাতে ত্রিপুরায় সর্বাঙ্গীন উন্নতি হতে পারে। আর ১৯৭২—৭৩ সালে যতটুকু কাজ করা যাবে ঠিক তার কথাই এই বাজেটে বলা হয়েছে। একবারে সব কিছুই উন্নতি করা সম্ভব নয়। উন্নতি হয়নি, এটা ঠিক কথা নয়। ত্রিপুরাতে রাজার আমলে এত রাস্তাঘাট ছিলনা, এখন অনেক হয়েছে। হয়নি তা ঠিক নয়। আরও হওয়া উচিত ছিল সেটা আমরা হয়ত করতে পারিনি। ত্রিপুরাতে হাই স্কুল বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল কয়টা ছিল রাজার আমলে আর এখন আগরতলা শহরে কয়টা হাই এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হয়েছে। সারা ত্রিপুরাতে দশটা সাবডিভিশনে দশটা হাই স্কুল ছিল। আর এখন কয়টা হয়েছে কাজেই হয় নাই তা ঠিক নয়। কিছু হয়েছে। কাজেই তারা যেটা বলেছেন সেটা গতানুগতিক কথা বলেছেন। তাদের একটা কথা এই যে, হয়নি, হয়নি, এটা প্রসিডিংসে দেখলেই বুঝা যায় যে তাদের অনেক সদস্যরাই এটা বলেছেন। হয়েছে, এটা স্বীকার করতে তারা লজ্জা বোধ করেন। অনেক ফরেষ্টের রিজার্ভ করা জায়গা সেটেলমেণ্টের পরে সেটা কোন্ কোন্ জায়গা রিজার্ভ থাকবে সেটা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। থার্ড প্ল্যান থেকে আরম্ভ করে এই পর্যন্ত ৪৩,০০০ একর জায়গা ছেড়েছে এবং যখনি দরকার হয় তখনি ছেড়েছে। এককালে আগরতলা সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংটাও ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে ছিল। প্রয়োজন হয়েছে, ছাড়া হয়েছে। রাধাকিশোরপুরও ফরেষ্ট রিজার্ভের মধ্যে ছিল। যখন প্রয়োজন হয়েছে তখন ছাড়া হয়েছে। সেজন্য কমিটি আছে। দুই একটা জায়গায় আমি গিয়েছি। তারা বলেছে এর বেশী আমরা চাই না। আবার কিছুদিন পরে দেখা গেল এর পরেও তারা আরও চায়। কাজেই এই যে লেণ্ডলেস একটা কমপ্যাক্ট অ্যারিয়া সেটা কোন্ জায়গায় কতটুকু ছাড়তে হবে, যেমন ৫০০ একর রাস্তাঘাট বা স্কুলের জন্য ছাড়তে হবে সেইরকম একটা প্ল্যান ওয়েতে আমরা কাজ করছি।

তাহলে সেখানে সেটা তেমন করে দেওয়ার পক্ষে সুবিধা হয়, রাস্তাঘাট, স্কুল প্রভৃতি প্লেন ওয়েতে করার আমরা চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু তা নয়, কারণ এখানে হয়ে যায় যে আমরা তাদেরকে জায়গাতে বসিয়েছে, আবার সরকারও বলছেন যে আমরা তাদেরকে জায়গা দিয়েছি। আপনারা দাবী করলে, আমাদের শুনতে হয়, শুনি না এমন নয়। কাজেই এই যে অন্যায় ভাবে এনকারেজ করা হচ্ছে, এটা বিচার বিবেচনা করতে হবে। সেজন্য আমি অনুরোধ করব, ল্যাণ্ডলেসদের জন্য একটা কমপ্লেক্স এরিয়া আপনারা দাবী করুন, তাতে তাদেরও অনেক সুবিধা হবে আর তা না হলে ফরেষ্ট ডিপার্টমেণ্টের সংগে অনেক ঝগড়াঝাটির সৃষ্টি হবে এবং এই ধরনের কমপ্লেক্স এরিয়া দাবী করে যদি আপনারা সরকারের কাছে প্রস্তাব দেন, তাহলে আমরা সেটা বিচার বিবেচনার মধ্যে আনতে পারি।

কাজেই এই রকম যদি কিছু না করেন তাহলে আপনাদের কমিউনিষ্ট পার্টির দুই অংশের মধ্যেও একটা বিরোধ দেখা দেবে। তার পরে আমাদের সিনিয়র সদস্য তড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত মহাশয় বলেছেন, বিশ্ববিদ্যালয় আগে দরকার, না প্রাইমারী স্কুল আগে দরকার কথাটা উনি হয়তো ঠিকই বলেছেন, কেন না উনি নিজেই একজন অভিজ্ঞ লোক। তবে আমি উনার এই কথা থেকে বুঝতে পারছিনা যে উনি কি বিশ্ববিদ্যালয় চান, না প্রাইমারী স্কুল চান? উনার বক্তব্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করলে আমরা এটাই বুঝব যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় না করে, প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বাড়াবার জন্য বলছেন। কিন্তু আমরা বলি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের যেমন দরকার আছে, তেমনি প্রাইমারী স্কুলেরও দরকার আছে। আগে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে যেখানে নাকি ৮।৯ টা হাই স্কুল ছিল, তখন কলেজের তেমন দরকার ছিল না। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনে আমরা যেমন হাইস্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি, তেমনি কলেজের সংখ্যাও বৃদ্ধি করতে চলেছি। কাজেই উনি এই হাউসের মধ্যে একজন পুরানো সদস্য হয়েও হাউসকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছেন কিনা, সেটা আমি জানি না। তারপরে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য তিনি একটা পাওয়ার কমিশনের দাবী করেছেন। অথচ তিনি এই হাই পাওয়ার কমিশন কাকে নিয়ে করতে বলছেন, বা সেই হাই পাওয়ার কমিশনের ক্যারেকটারটা বা কি হবে সেই সম্পর্কে কিছুই বলেন নি। কিন্তু আমি বলতে চাই গতবারের যে ট্রাইবেল ওয়েল-ফেয়ার কমিটি ছিল, সেটা কি কম পাওয়ারের কমিটি ছিল? সেখানে আমি যেমন ছিলাম, তেমনি তিনিও ছিলেন এবং এই রকম আরও অনেক সদস্য ছিলেন। কাজেই তিনি হাই পাওয়ার কমিটি বলতে কি বলতে চান সেটা যদি আমাদের বুঝিয়ে বলতেন, তাহলে আমাদের বুঝার পক্ষে অনেকটা সুবিধা হত। তারপরে তিনি বলেছেন বাজেটের মধ্যে যে ফেমিন এণ্ড রিলিফ হেড আছে, সেটা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য। ফেমিন এণ্ড রিলিফ হেড যদি বাজেট থেকে উঠিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে কি দেশ থেকে ফেমিন ধুয়ে মুছে যাবে, এটা তিনি বলতে চান কিনা, আমি জানি না। তবে আমার যেটা মনে হয়, সেটা হচ্ছে তিনি একজন অভিজ্ঞ সদস্য, সেজন্য তিনি একটু হিসাব নিকাশ করেই এই সব কথা বলছেন। তবে আমার মনে হয় তিনি এই জন্য এই কথাটা বলছেন যে যদি এই ফেমিন এ্যাণ্ড রিলিফ হেডটা তুলে দিলে বুঝা যাবে যে দেশের মধ্যে কোন অভাব অনটন নেই। কিন্তু আমরা জানি যেসব দেশ উন্নয়নশীল, সেই সব দেশেও এই ফেমিন এ্যাণ্ড রিলিফ হেড আছে, কারণ এই ফেমিন রিলিফের অর্থ হচ্ছে দেশের মধ্যে যখনই কোন ক্যালামিটী হবে, যখন কোন খরা ইত্যাদি হবে, তখন এই হেডে যে টাকা বরাদ্দ থাকবে, তার থেকে দেশের মানুষকে সহায্য করা হবে। কাজেই তিনি এই কথা বলে কি বুঝাতে চেয়েছেন, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। এখন আমি আসছি বিরোধী দলের সদস্যরা যে সব বক্তব্য রেখেছেন, তার মধ্যে। তারা যে সমাজতন্ত্র চান তার একটা নমুনা আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। তারা একবার বলেন এটা ঠিক হল না, আবার বলেন এটা ঠিক হয়নি এই রকম একটা নজীর আমি এখানে দেখাচ্ছি। যেমন আমাদের কমলপুরের মহারাণী

অঞ্চলে অনেক সংখ্যক কুমার ছিল, এখন অবশ্য তাদের সংখ্যা কমে এসেছে। সেখান আপনাদের সি, পি, আই আর সি, পি এমের একটা মামলা চলছে কমলপুর কোর্টে। এখন সি, পি, আই যারা তারা যদি বাপ হয়, তাহলে সি, পি, এম হয় পোলা। সেখানেও যদি বাপ মরে, তাহলে ছেলে বাপের মুখে মুখাগ্নি করতে পারে না। আর এটা নাকি হল তাদের সমাজতন্ত্রের রূপ, এটা নিয়ে কোর্টে মামলা চলছে। কাজেই এই যে সি. পি, আই এবং সি, পি, এমের সমাজতন্ত্রের রূপ তাতে তারা নিজেরা এক টেবিলে বসে পর্যাপ্ত খাওয়া দাওয়া করতে পারে না। আজকে কেন এই কথা বলছি, বলছি এই কারণে যে আপনারা সি, পি, আইকে, সব সময়ে এভয়েড করে চলেন। কাজেই আপনাদের যে সমাজতন্ত্র সেটা মানুষ বুঝে ফেলেছে এবং তারই ফলে আমাদের কমলপুরের মহারাণীতে কুমারের সংখ্যা অনেক কমেছে। কাজেই আপনাদের সমাজতন্ত্র মানুষের আর কোন বিশ্বাসই থাকতে পারে না। কেন না আপনারা বাপ মরলে ছেলে মুখাগ্নি করতে পারে না। জনগণ সেটি পছন্দ করতে পারছে না। কাজেই আজকে এই সমাজতন্ত্রের কথা কিছু বলে এবং এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত -মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭২-৭৩ ইং সালের যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি। এবং সমর্থন করার সংগে সংগে আমি দুই একটি কথা বলছি। বাজেট আলোচনায় বিভিন্ন বক্তা বিভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন অর্থ বরাদ্ধ কম হয়েছে অর্থ অপর্যাপ্ত নয় এবং এই সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনাও করেছেন। কিন্তু আমাদের revenue income ত্রিপুরার যে রাজস্ব তার দিকে কেউ নজর দিয়েছে বলে আমার মনে হয় না এবং কেউ কোন বক্তব্য রাখেননি। কাজেই revenue income যাতে বাড়ে তার দিকে আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। Land revenue খাতে আমাদের যে আয় এই বছর টাঃ ২৭·১৯ লক্ষ মাত্র গত বারেও এর বেশী ছিল। এবং এই খাতে ব্যয় হল টাঃ ৪৫ লক্ষ। ল্যাণ্ড রেভিনিউ এই যে হেডটা এটা লাভজনক হেড নয় সরকারের পক্ষে। আমাদের যে প্রস্তাব ছিল যে সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত ভূমির রাজস্ব মকুব করে দেওয়া অর্থাৎ সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত জমির কৃষকদের খাজনা লাগবে না। সেটি কার্যকরী করলে আমাদের রেভেনিউ হেডে টাকা আরও কমবে। আর যেসব জায়গায় জোতদারদের জবরদখল রয়েছে সেটেলমেন্টের কাছ থেকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়নি সেই সব জায়গা যদি তাদের বন্দোবস্ত দেওয়া হয় তাহলে আরও কিছু রাজস্ব বৃদ্ধি হতে পারে। নইলে প্রতি বছরই আমরা দেখছি এই হেডে আমাদের ঘাটতি হয়। আমাদের যা খরচ তার চেয়ে আয় কম হয়। State Excise Duty যে আমাদের আয় বৃদ্ধি হয় যদি আমরা distribution টা locally করি বাইরে থেকে না আনি ত্রিপুরাতে কৃষকরা যদি নুতন ভাবে পর্যাপ্ত ফল উৎপাদন করে কাঁঠাল, কলা, আনারস, যার ন্যায্য মূল্য কৃষকরাও পান না তা নিয়ে যদি এখানে distillery খোলা যায় তাহলে কৃষকরাও Incantive পাবেন এবং ত্রিপুরারও আয় বৃদ্ধি হবে। বাহির থেকে ত্রিপুরার জন্য বরাদ্দ যে মদ আনি বাইরে সে টাকাটা চলে যায় সেই টাকাটা ত্রিপুরাতে থাকতে পারে।

Tax on Motor Vehicles পার্শ্ববর্তি রাজ্য যেটি আছে সেই তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক কম এবং সেটি আমরা এখানে বাড়াতে পারি তাতেও আমাদের রাজস্ব বৃদ্ধি হতে পারে। Stamps :— এই সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে। প্রতি বছর দেখা যায় stamp নিয়ে একটা black market হয় এবং মফস্বলে particular একটা periodএ December, January, February, March এই সময় stamp পাওয়া যায় না। জনসাধারণ যারা জমি খরিদ বিক্রি করেন ষ্ট্যাম্পের প্রয়োজনে black মার্কেটারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে কিনেন। সেটি সেই হাউসের বিভিন্ন সদস্যরাও আলোচনা করেছেন এবং মন্ত্রী মণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। সেটি কি ভাবে রুদ্ধ করা যায়, সেটি রোধ করার একমাত্র উপায় হল সদর আগরতলা ট্রেজারী থেকে যে stamp issue করা হয় সেই stamp শুধু মাত্র সদর সাব-ডিভিসনে বিক্রী হবে। মফস্বলে কমলপুর, উদয়পুর, ধর্মনগর ইত্যাদি জায়গায় যদি কোন ব্যক্তি বিশেষ ৫০০, ১০০, বা হাজার টাকা ষ্ট্যাম্প যাতে ভেণ্ডাররা বিক্রী করতে না পারে সেই দিকে যদি সরকার নজর দেন মন্ত্রীরা নজর দেন তাহলে জনসাধারণ এই দুর্ভোগের হাত থেকে রক্ষা পায় এবং কালোবাজারী বন্ধ হয়। এবং আমার মনে হল এই খাতে আমাদের আয় বৃদ্ধি হতে পারে যদি সময় মত লোকে ষ্ট্যাম্প পায় এবং জমি বিক্রীর বিষয়টি যদি সুগম হয় তাহলে এই খাতে আমাদের রাজস্ব বৃদ্ধি হতে পারে। রাজস্ব বৃদ্ধির সম্পর্কে এই কথাই বললাম। এখন বাজেট আলোচনা করব সেই আলোচনায় আমি দুই একটি কথা বলব। আমাদের অর্থ মন্ত্রী বাজেট পেশ করে তাঁর বক্তব্য রেখেছেন। সেই বক্তব্যের মধ্যে আমি পাই যে কৃষির উন্নতির জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং জলসেচের ব্যবস্থা করে কৃষির যাতে দ্রুত উন্নতি হয় তার কথা বলেছেন। ত্রিপুরা কৃষি প্রধান একটি রাজ্য ত্রিপুরার জন-সংখ্যার ৮০/৮৫ জন কৃষক হবে আর বাকি ১৫ জন লোক সরকারী কর্মচারী এবং কিছু অন্যান্য ব্যবসায়ীও আছেন। এই ৮০/৮৫ জন ভূমিহীন যারা তাদের কথাও বলেছেন। তাছাড়া এই ৮০/৮৫ জন কৃষক তাদের যে বরাদ্দ সেই অর্থের বরাদ্দের পরিমাণ কত। আমার কাছে figure আছে সেই figure হল ১.৫২ লক্ষ টাকা। আর শিক্ষার খাতে হল ৬.৫১ লক্ষ টাকা। মাথা পিছু শিক্ষার ক্ষেত্রে ৪২ টাকা আর কৃষির ক্ষেত্রে ৯.১০ টাকা। এখন একটা প্রশ্ন figure যদিও শুদ্ধ আছে কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে যে ব্যয় হয় তাতে দেখা যায় ত্রিপুরাতে মাত্র ৩০ জন শিক্ষিত। এই যে ব্যয় যা শতকরা ৩০টি পরিবার ভুক্ত সেই সব পরিবারের জন্য ব্যয় হয় এই বিরাট অংকের টাকা তাতে শতকরা মাথা পিছু ব্যয় হবে ১৪০ টাকার উপর। আর কৃষির ক্ষেত্রে ৯.১০ সেটি হবে ১১ টাকা থেকে ১২ টাকা। বিরাট জনসংখ্যার শতকরা ৮৫ ভাগের জন্য মাথা পিছু ব্যয় করছি ১১ টাকা থেকে ১২ টাকা আর শতকরা ৩০ ভাগ জনসংখ্যার জন্য আমরা মাথা পিছু ব্যয় করছি ১৪০ টাকার উপর। প্রকৃত ব্যয় যেটি হচ্ছে প্রতিটি শিক্ষিত লোকের জন্য ত্রিপুরাতে ব্যয় হচ্ছে—একটা ছেলেকে শিক্ষিত করতে তার জন্য খরচ হচ্ছে ১৪০ টাকার উপর। তাই আমি মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব এই যে অসংগতি এই অসংগতি দূরীভূত না হলে এবং এই অসংগতি যদি দূরীভূত না হয় তাহলে কৃষি প্রধান ত্রিপুরা জুমিয়া প্রধান ত্রিপুরা ভূমিহীন প্রধান ত্রিপুরা সেই ত্রিপুরার সর্বাংগীন

মংগল হতে পারে না হবে না। কৃষি দপ্তর টাকা বরাদ্দ করেছে জলসেচের ব্যবস্থা করেছে ভাল। এই সম্পর্কে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখব ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় জল-সেচের মাইনর ইরিগেশন বাঁধ দিয়ে যে সব কাজ করা হয় আমি দেখছি সেই সব মাইনর ইরি-গেশনের বাঁধ বিভিন্ন মহকুমায় অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। খোয়াইয়ের ইছাইদড়ার বাঁধ, কমলপুরের নাকফুলছড়ার বাঁধ বিভিন্ন মন্ত্রী পরিদর্শন করেছেন উপমন্ত্রী মাননীয় মনছুর আলি সাহেবও পরিদর্শন করেছেন। ত্রিপুরার তদনান্তীন উপরাজ্যপাল ডায়াস সাহেব নাকফুলছড়ার বাঁধটা দেখেছেন। এই বাঁধ মেরামত করা হবে এই কথা বলা হয়েছে। বাঁধ তৈরী করার পর থেকে আজ পর্যন্ত ৭/৮ বছর হল এক ফোঁটা জল কৃষকরা এই বাঁধের সাহায্যে পায়নি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— Discussion will be resumed on 28th June, 1972. The member speaking will have the floor. The House stand adjourned till 11-00 A. M. on Wednesday the 28th June, 1972.

ANNEXURE—"A"

STARRED QUESTION NO. 10

By **Shri Anil Shrkar**. M. L. A.

প্রশ্ন

১। আজ কতদিন যাবত কৃষ্ণপুর (তেলিয়ামুড়া) প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রে ডাক্তার নাই ;

২। ঐ চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য অবিলম্বে কোন ডাক্তার দেওয়া হবে কি ?

উত্তর

১। ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭১ইং হইতে ডাক্তার নাই।

২। একজন ডাক্তারকে ঐ ডিসপেনসারীতে সপ্তাহে ১ দিনের জন্য যাইতে আদেশ দেওয়া হইতেছে।

STARRED QUESTION NO. 11.

By **Shri Anil Sarkar.** M. L. A.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়ায় শরণার্থী শিবিরের Paid Volunteer দের মধ্যে কিছু সংখ্যক কর্মী বিগত জানুয়ারী মাসের পুরা বেতন পেয়েছেন এবং বাকী কিছু সংখ্যক কর্মী মাত্র ১৫/২০ দিনের মজুরী পেয়েছেন ; যদি সত্য হয়, তবে এই বৈষম্যের কারণ ?

উত্তর

১। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরেই সরকারী আদেশ অনু-যায়ী কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছা সেবক অনুযায়ী মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত বেতন দিয়ে ছাঁটাই করা হয় এবং বাকী স্বেচ্ছাসেকব সরকারী কাজ অনুযায়ী জানুয়ারী মাস পর্য্যন্ত রেখে সম্পূর্ণ মাসের বেতন দিয়ে ছাঁটাই করা হয়।

STARRED QUESTION NO. 18.

By **Shri Purna Mohan Tripura**, M.L.A.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় মাথাপিছু Consummer expenditure কত ?

২। সারা ভারতের Consummer expenditure এর গড় হতে এই expenditure কত কম ?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় মাথাপিছু মাসিক Consummer expenditure নিম্নরূপ :—

১৯৬৩-৬৪ সনে— গ্রামীন— ২১·৭৫ টাকা

শহরাঞ্চল— ৩৫·৯৯ টাকা

২। সারা ভারতের Consummur expenditure এর গড় হতে এই expenditure নিম্নরূপ :—

১৯৬৩-৬৪ সনে— গ্রামীন— ০·৬২ টাকা কম।

শহরাঞ্চল— ৩·০৭ টাকা বেশী।

STARRED QUESTION NO. 44.

By **Shri Ajoy Biswas.**

প্রশ্ন

১। আগরতলা ও অন্যান্য শহরের ঠিকা প্রজা ও ভাড়াটেদের জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা হয়েছে কি ? না হয়ে থাকলে তার কারণ ?

২। বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে এই আইন কবে পর্য্যন্ত প্রণয়ন করা হইবে ?

উত্তর

১। এখনও হয় নাই। বাড়ী ভাড়া সম্পর্কিত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সরকার ইতিমধ্যেই "দি ত্রিপুরা বিল্ডিংস্" (লীজ এণ্ড রেন্ট কন্ট্রোল) বিল নামে একটি বিলের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন।

২। এই প্রকারের বিল আইনে পরিণত করিতে হইলে বিভিন্ন দিক বিচার বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। উপরোক্ত বিলটি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিভাগের সহিত পরামর্শ করিয়া চুড়ান্তভাবে গৃহীত হইবে। সরকার আশা করেন যে বিলটি যথা শীঘ্র আইনে পরিণত করা হইবে।

STARRED QUESTION NO. 86.

By Shri Nishi Kanta Sarkar.

প্রশ্ন

১। উদয়পুর মহকুমার গাজীছড়া ডিসপেনসারীটির গৃহ নির্মাণের প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা।

উত্তর

১। বর্তমানে গাজীছড়া নামে এমন কোন ডিসপেনসারী উদয়পুরে নাই।

Starred Question No. 130.

By Shri Anil Sarkar, M. L. A.

QUESTION	REPLY
1. Whether any theft was reported in Government Printing Press during 1971 ;	3 theft cases came to notice.
2. If so, persons involved in that case ;	Not known.
3. Steps taken in the matter ?	In all the cases the Officer-in-charge, Agartala Kotowali P. S. was informed. One door has since been closed by brick wall and the windows have been further strengthened by fixing expanded metal netting.

STARRED QUESTION NO. 156.

By Shri Kalipada Banarjee.

প্রশ্ন

১। সাবরুম হাসপাতালে জল সরবরাহ করার কোন ব্যবস্থা আছে কি ;

২। থাকিলে তাহা কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। দৈনিক বেতনের হিসাবে একজন লোক জল সরবরাহের জন্য নিযুক্ত আছে।

STARRED QUESTION NO. 174.

By Shri Sunil Chandra Dutta.

প্রশ্ন

ক) কমলপুর হাসপাতালে আরও ১০টি শয্যা বাড়াইবার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

খ) থাকিলে এই কাজ কবে আরম্ভ হইবে ?

উত্তর

ক) হ্যাঁ।

খ) পূর্ত্ত বিভাগ কে কাজ করিবার জন্য ভার দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে শয্যা সম্প্রসারণের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে।

STARRED QUESTION NO. 184.

By Shri Sunil Chandra Dutta.

প্রশ্ন

ক) কমলপুর হাসপাতালের জন্য X-Ray যন্ত্রটী কবে ক্রয় করা হইয়াছিল ;

খ) এই যন্ত্রটি বর্ত্তমানে চালু অবস্থায় আছে কি ?

উত্তর

ক) ১৯৬২-৬৩ সনে।

খ) না।

STARRED QUESTION NO: 191. by Shri Ajoy Biswas, M.L.A.

প্রশ্ন

১) নির্বাচনে কর্ম্মরত পুলিশ কর্ম্মিদের গত নির্ব্বাচনে ভোট দিতে দেওয়া হয়েছিল কিনা ;

২) দেওয়া হয়ে থাকলে পোষ্টাল ব্যালট যথা সময়ে পৌছেছিল কিনা ?

৩) ভোট দেওয়ার ক্ষেত্রে উর্দ্ধতন পুলিশ অফিসার কর্ত্তৃক পুলিশ কর্ম্মিদের উপর চাপ সৃষ্টীর কোন ঘটনা সরকারের জানা আছে কিনা।

উত্তর

১) হাঁ ; তাহাদিগকে ভোট দিবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছিল।

২) হাঁ ; যাহারা সময়মত দরখাস্ত করিয়াছিল তাহাদিগের নিকট পোষ্টাল ব্যালট পেপার পাঠান হইয়াছিল।

৩) জানা নাই।

STARRED QUESTION NO. 209. by Shri Pakhi Tripura.

Question	Answer
১) বাংলাদেশ থেকে গত ৪ মাসে কতজন শরণার্থী ত্রিপুরায় এসেছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব—	১) ত্রাণ দপ্তরে এমন কোন রেকর্ড নাই।
২) কি কি কারণে তারা শরণার্থী হয়েছে ;	২) প্রযোজ্য নহে।
৩) তাদের পুনর্ব্বাসন ও সাহায্যের কি ব্যবস্থা হয়েছে ;	৩) প্রযোজ্য নহে।
৪) তাদের মধ্যে উপজাতির শরণার্থী থাকলে তার সংখ্যা ;	৪) প্রযোজ্য নহে।

STARRED QUESTION NO. 213 by Shri Pakhi Tripura

Question

১) সম্প্রতি রাইমা ডাক্তার খানা কি আগুনে পুড়েছে ;

২) যদি পুড়ে থাকে তবে এখন ঐ ডাক্তার খানা কোথায় কি অবস্থায় আছে ;

৩) ইহাকি সত্য যে সম্প্রতি ঐ এলাকায় মহামারী দেখা দিয়াছে তবুও ডাক্তারখানা থেকে কোন সাহায্য পাওয়া যাচ্ছে না ;

Answer

১) হ্যাঁ।

২) বর্ত্তমানে রাইমা ডাক্তারখানা ঐ স্থানেই তাবুতে পরিচালিত হইতেছে।

৩) না। মহামারী দেখা দেয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 279 by Shri Baju Ban Riyan

Question

১) জলাইয়াতে কোন সনে Medicel Unit খোলা হইয়াছে ;

২) ইহা কি সত্য যে, ঐ Medical unit এ ঔষধ পাঠানো হয় নাই বার বার Indent দেওয়া সত্বেও ;

৩) ঐ মেডিকেল Unit এ বর্ত্তমানে স্বাস্থ্য বিভাগের কে ভার প্রাপ্ত ও যিনি আছেন ওনি কি ঐ Unit এর জন্য যথেষ্ট ?

Answer

১) ১৯৬৭ ইং সনে।

২) না ইহা সত্য নহে।

৩) শ্রীসুধীর রঞ্জন বিশ্বাস কম্পাউণ্ডার ছিলেন। সম্প্রতি শ্রীনরেন্দ্র নারায়ণ চক্রবর্ত্তীকে ঐ স্থানে বদলী করা হইয়াছে।

STARRED QUESTION NO.308 By Shri Gunapada Jamatia

প্রশ্ন

১) ইহাকি সত্য যে গত ১৯৬৮-৬৯ সালে উদয়পুরের নোয়াবাড়ীতে একটী প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করার জন্য P.W.D. কর্ত্তৃক স্থান নির্ব্বাচন করা হইয়াছিল ;

২) যদি সত্য হয় ইহা কার্য্যকরী করা হইয়াছিল কি ;

৩) যদি না করা হইয়া থাকে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) না।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 309 by Shri Gunapada Jamatia M.L.A

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে গত ১৯৬৮-৬৯ সালে উদয়পুরের পিত্রা অঞ্চলে ২০ জন জুমিয়াকে জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের ৫০০ টাকার স্কীমে মাত্র ৩০০ টাকা করে পুনর্ব্বাসনের সাহায্য দেওয়া হয় ;

২) যদি তাহা সত্য হয় তবে তাহার কারণ ?

উত্তর

১) ইহা সত্য নহে। গত ১৯৬৮-৬৯ ইং সনে উদয়পুরের পিত্রা অঞ্চলে ২০ জন ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে ভূমিহীন প্রকল্পে মাথাপিছু ৩০০ টাকা গ্র্যান্ট দিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে :

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 322 By Shri Sudhanwa Deb Barma

প্রশ্ন

১) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কত সংখ্যক জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়ার জন্য ত্রিপুরা সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন ?

উত্তর

১) বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে ৮৩৫ জন জুমিয়া পরিবারকে জুমিয়া প্রকল্পে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইবে। ইহা ব্যতিত ১৩৩ জন ভূমিহীন উপজাতি পরিবারকে অমরপুরে বিশেষ প্রকল্পে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইবে।

STARRED QUESTION NO. 362.

By Shri Chandra Sekhar Dutta.

প্রশ্ন :

১। ত্রিপুরা রাজ্যে জুমিয়া ও ভূমিহীনের সংখ্যা কত ;

২। ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। ১৯৭১ইং সনের আদমসুমারীর হিসাব এখনও পাওয়া যায় নাই ; ১৯৫৮ইং সালের সার্ভে অনুযায়ী ত্রিপুরা রাজ্যের জুমিয়া, ভূমিহীন উপজাতি এবং তপশিলীভুক্ত জাতির পরিবারের সংখ্যা প্রায় যথাক্রমে ৩৫,০০০, ৭,৫০০ এবং ৫,০০০।

২। হ্যাঁ। জুমিয়া পুনর্বাসন, ভূমিহীন উপজাতি, ভূমিহীন তপশিলী জাতি পুনর্বাসন প্রকল্পে তাহাদিগকে পুনর্বাসন দেওয়া হইয়া থাকে।

STARRED QUESTION NO. 396.

By Shri Kalipada Banerjee.

প্রশ্ন

১) সাবরুম মহকুমার হরিনা ডাক্তার খানায় কত বৎসর যাবৎ ডাক্তার নাই ; এবং

২) সেখানে ডাক্তার দেওয়া হইবে কি ?

উত্তর

১) প্রায় সাড়ে তিন বৎসর।

২) ডাক্তারের স্বল্পতা দূরীভূত হইলেই দেওয়া হইবে।

STARRED QUESTION NO. 401

By Shri Samir Barman.

প্রশ্ন

১) সরকার কি নির্দিষ্ট হারে সরকারী কর্মচারীদের চিকিৎসা বাবত খরচ দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনা করিতেছেন ;

২) তাহাই যদি হয় তবে এই বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে কতদিন লাগিবে ?

উত্তর

১) হ্যাঁ। ভারত সরকার বিশেষভাবে এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়াছেন. কিন্তু তাহা গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 428

By Shri Jatindra Kumar Majumder.

প্রশ্ন

১) আগরতলা সহর এবং বিশালগড় ও জিরানিয়া ব্লক এর অংশ নিয়া একটি টি, ডি, ব্লক গঠন করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ;

২) পরিকল্পনা থাকিলে বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে উহার প্রাথমিক কার্যাদি চালু হইবে কি ;

৩) না থাকিলে আদিবাসীদের সংখ্যার দিক বিবেচনা করিয়া তাহাদের সার্বিক উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সরকার অতি সত্বর উক্ত অঞ্চলে একটি টি, ডি, ব্লক গঠন করিবেন কি ?

উত্তর

১) সদর মহকুমা অন্তর্গত কমলাসাগর, বিশালগড়, চড়িলাম এবং টাকারজলা তহশীলের অংশ নিয়া একটি টি, ডি. ব্লক গঠন করার প্রস্তাব ছিল। ভারত সরকার সেই প্রস্তাব মেনে নেন নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 465

By Shri Hangshadhaj Deawn.

প্রশ্ন

ক) ইহা কি সত্য যে আদিবাসী কল্যাণ বিভাগ হইতে জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া জমি বিগত সেটেলমেন্ট জরীপের সময় আদিবাসী কল্যাণ বিভাগের এলটমেন্ট অনুযায়ী সম্পূর্ণ রেকর্ড করা হয় নাই ;

খ) যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে, তাহার কারণ ?

উত্তর

ক) ইহা সত্য নহে, পুনর্ব্বাসনকৃত কিছু ভূমি আদিবাসীদের নামে রেকর্ড করা হয় নাই।

খ) পুনর্ব্বাসন প্রাপ্ত জমিতে না থাকায় এবং উক্ত জমি আবাদ না করায় এবং জরীপের সময় কেহ কেহ উপস্থিত না হওয়ায় বিগত সেটেলমেন্ট জরীপে তাহাদের নামে রেকর্ড করা হয় নাই।

STARRED QUESTION NO. 476

By Shri Abhiram Deb barma.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকার কলকাতা এবং দিল্লীতে অফিসের জন্য ১৯৭০-৭১ এবং ১৯৭১-৭২ (যে পর্য্যন্ত) মোট কত টাকা ব্যয় করেছেন ;

২) ঐ বৎসরের মধ্যে ঐ দুই অফিসের সরকারী কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা বাবদে কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

১) দিল্লীতে কোন অফিস নাই। কলকাতা অফিসের জন্য ব্যয় :—

১৯৭০-৭১ টা: ১,২৯,৪৭০

১৯৭১-৭২ (যে পর্যন্ত) টা: ১,৪৯,৫৬৫

২) কলিকাতা অফিসের বেতন ও ভাতা বাবদ ব্যয় :—

১৯৭০-৭১ টা: ৬৯,৯০৭

১৯৭১-৭২ (যে পর্যন্ত) টা: ৮৪,৬৬০

STARRED QUESTION NO. 512

By Shri Madhu Sudhan Das.

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার সরকারী কর্মচারীরা পশ্চিম বঙ্গের হারে এতদিন পর্যন্ত বেতন, ভাতা ইত্যাদি পাইবেন ;

২) সত্য হইয়া থাকিলে বর্ত্তমানে ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদার অধিকারী হওয়ায় এখনও এ রাজ্যের সরকারী কর্মচারীরা পশ্চিমবঙ্গের হারে বেতন, ভাতা ইত্যাদি পাইবেন, নাকি সরকারী কর্মচারীদের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সরকার রাজ্য ভিত্তিক বেতন হার চালু করিবেন ?

উত্তর

১) হ্যাঁ।

২) হ্যাঁ, এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটি বেতন কমিশন গঠন সম্পর্কে সরকার বিবেচনা করিতেছেন।

UNSTARRED QUESTION NO. 6.

By—Shri Pakhi Tripura, M. L. A

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকার আগরতলা শহরে যাদের বাড়ী ভাড়া নিয়ে অফিস করেছেন তাদের নাম, ভারার হার এবং মোট ভারার পরিমাণ ;

২। ঐ সকল বাড়ীর ভারা নির্দ্ধারিত হয় কি ভাবে ?

উত্তর

১ ও ২ নং :—যাদের বাড়ী ভাড়া নেওয়া হয়েছে তাদের নাম ভাডার হার মোট ভাড়ার পরিমাণ এবং কিরূপে ঐ ভাড়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে এতদসঙ্গীয় তালিকায় ৩ হইতে ৭ নং কলমে প্রদর্শিত হইয়াছে।

Sl. No.	Name of Deptt/Offices.	Name of House holders.	Total floor area occupied.	Rate of Rent.	Total rent per month.	How the rate of rent has been assessed.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7
1.	Office of the Special Officer (T. W.) Special Nutrition Programme.	Shri Satya Ranjan Bhattacharjee.	889Sq. ft.	Not yet assessed.	Does not arise.	Proposed to be a[illegible] by the P. W. Depa[illegible] & Fair rent assessment Committee.
2.	Evaluation Organisation.	Smti. Anima Talapatra Mahendra Nibas. A.A. Road. Banamalipur Agartala.	1446 sq. ft.	Rs. 390/-	Rs. 390/-p.m.	An assessment made by P. W. D. & Dist. Level Committee.
3.	Director of Tribal Research.	Smti. Mukul Roy Choudhury.	340 sq. ft.	Rs. 301/-	Rs. 301/-p.m.	Rent has been assessed by P. W. Department.
4.	Director of Pilot Research Project in Growth Centre,Agt.	Sri Monoranjan Choudhury.	855 sq. ft.	—	—	The rent will be assessed by P. W. Deptt. subject to fair rent assessment by D. M. & Collector. They have not yet received the assessment report hence column 4 & 5 are left blank.
5.	Town & Country Planing office.	Smti.Kamala Sengupta, W/o. Lt. Purnendu Sen Gupta, Old Thana Road,Agartala.	928 sq. ft.	Rs. 225/-	Rs. 225/-p.m.	The rent has been assessed on the basis of the Joint Inspection of Principal Engineer & D. M. & Collector West Tripura.
6.	Directorate of Animal Husbandry and Vety. Services.	Sri Jitendra Lal Saha	2735 sq. ft.	Rs. 500/-	Rs. 500/-p.m,	The rent has been assessed by the P.W. Department.
	Office of the Asstt. Director (Dairing).	Sri Gobinda Lal Modak	1631 sq. ft.	Rs. 275/-	Rs. 275/p.m.	—do—
	20 (Deseases Invest)	M/s. Electric House	1738 sq. ft.	Rs. 250/-	Rs. 250/-p.m.	—do—

1.	2.	3.	4	5	6	7
7.	Department of Co-operation.	Maharaj Kumar K. K. Dev Barman.	795 sq. ft.	Rs. 275/-	Rs. 275/-p.m.	By the District Level Committee.
8.	Statistical Department	M/s. Surjya Kanta Paul & Brothers, Surjya Road, Agartala.	3450 sq. ft.	Rs. 700/-	Rs. 700/- p.m.	Assessment made by P.W.D.
9.	Food & Civil Supplies Directorate.	Shri Bireswar Laskar Choudhury, Colonal Chowmuhani, Agartala	1892 sq. ft.	—	—	Rent has not yet been assessed. Executive Engineer has been moved ro assessed rent of the building.
10.	Printing & Sty. Deptt.	Smti. Annapurna Roy w/o.Shri Mati Lal Roy, Bardwali Agartala.	2450 sq. ft.	Rs. 291/-	Rs. 291/-p.m.	Assessed by P. W. Deptt.
11.	Director of settlement and Land Records.	Shri Kirit Bikram Manikya Bahadur, Agartala.	6,569.45 sq.ft.	Rs. 1500/-	Rs. 1500/-p.m,	The rate of rent of the building assessed as per assessment rate of P.W.D.
	—do—	—do—	2,770 sq. ft.	Rs. 350/-	Rs. 350/-p.m	—do—
	—do—	—do—	2231.1 sq.ft.	Rs. 300/-	Rs. 300/-p.m.	—do—
	—do—	Dr. H. P. Das, Road No. 6, Ramnagar. Agartala.	700 sq. ft.	Rs. 200/-	Rs. 200/-p.m.	—do—
12.	Department of Labour & Employment.	Late Aswini Kr. Chanda Office Lane	—	Rs. 200/-	Rs. 200/-p.m.	Assessed by P. W. Deptt.
13.	Office of the Project Office, Urban Community Development Project.	Shri Ananta Mohan Dey	472 1/2 sq.ft.	Rs. 125/-	Rs. 125/-p.m.	According to the Assessment of P. W. D & Dist. Level Committee.

1	2	3	4	5	5	7
14. Directorate of Health Services.	Sri Rajani Kr. Saha	4752 sq.ft.	Not yet finalised.	—		As per assessment of the P. W. D.
—do—	Maharaja of Tripura	675 sq.ft.	—do—	—		—do—
—do—	Agartala Municipality	378 sq ft.	Rs. 56/-	Rs. 56/-p.m.		—do—
—do—	Sri Rana Lakh Bir Jung	1400 sq.ft.	Rs. 200/-	Rs. 200/p.m.		—do—
15. Office of the Asst. Transport Commissioner	Smti. Sachirani Saha w/o. Sri Rai Mohan Saha.	1800/-sq.ft.	Rs. 525/-	Rs. 525/-p.m		Assessed by the District Livel fair rent Assessment Commissioner.
16. Directorate of Labour.	Shri Mohan Singh.	2700 sq. ft.	Rs. 542/-	Rs. 542/- p. m		Rent Assessed by P. W. Deptt.
17. Directorate of Public Relation & Tourism.	(1) M. K. Deb Barma.	2182 sq. ft.	Rs. 275/-	Rs. 275/- p. m.		—do—
	(2) A. K. Deb Barma.	843 sq. ft.	Rs. 105/-	Rs. 105/- p. m.		—do—
	(3) Gopi Ballav Saha.	1,170 sq. ft.	Rs. 171/-	Rs. 171/- p. m.		—do—
	(4) Smti. Saila Bala Debi.	1904 sq. ft.	Not yet been finalised.	—		—
	(5) Administrator, Agartala Municipality.		Rs. 15/- per day.	Rs. 450/- p. m.		As per rate schedule of the Municipality.
18. D. M. & Collector, West Tripura.						
S. D. O's Office, Sadar West Tripura (Part office)	(1) Shri R. C. Banerjee Retd. Executive Engineer, Agartala.	1410 sq. ft.	Rs. 600/-	Rs. 600/- p. m.		By the District Level Committee.
—do—	(2) Sri Nani Gopal Bhattacharjee, Office Lane, Agartala.	924 sq. ft.	Rs. 425/-	Rs. 425/- p. m.		By P. W. D. as per P. W. D. code.
Rural water supply Godown.	(3) Sri Satyendra Lal Singh. H. G. Basak Road, Agartala.	687 sq. ft.	Rs. 116/-	Rs. 116/- p. m.		—do—

1	2	3		4	5	6	7
19.	Directorate of Rehabilitation.						
		(1) S. B. K. Deb Barma (2) Jatindra Ch. Roy* (3) Niren Bhattacharjee (4) Anupam Deb Barma			Rs. 1,910/-	Rs. 1,910/- p. m.	*Rent is yet to be assessed.
20.	Deptt. of Industries.	(1) Smti. Jageswari Debi.	3191 sq. ft.		Rs. 816/-	Rs. 816/- p. m.	By P. W. Deptt.
	Directorate of Ind.	(2) Ramendra Kr. Roy	3,438 sq. ft.		Rs. 860/-	Rs. 860/- p. m.	—do—
	Sales Emporium.	(3) Sri Monoranjan Saha and others.	1296 sq. ft.		Rs. 300/-	Rs. 300/- p. m.	—do—
	Central Marketing Orgn.	(4) Sri Monoranjan Saha & others.	1279 sq. ft.		Rs. 200/-	Rs. 200 p. m.	By P. W. Dptt.
		(5) Aswini Kr. Singha Roy & Others.	1262 ,,		Rs. 200/-	Rs. 200/- p. m.	—do—
	Office of the Community Project Office (Industry)	(6) Sri J. C. Sarkar	1260 ,,		Rs. 275/-	Rs. 275/- p. m.	By the Dist. Level Committee.
21.	Directorate of Education.						
	Office of the Head Librarian, Birchandra Library, Agartala.	(1) Sri Monotosh Dutta.	1120 ,,		Rs. 303/-	Rs. 303/- p. m.	The rent has been Assessed by P. W. D.
	Education Inspectorate Sadar 'A'	(2) D. L. Banerjee	1316.50 ,,		Rs. 325/-	Rs. 325/- p. m.	—do—
	Office of the S. I. of Schools including store of Inspectorate, sadar, 'A'	(3) Sri S. L. Singh	750 sq. ft.		Rs. 225/-	Rs. 225/- p. m.	—do—
	Bureau of Educational & Vocational Guidance.	(4) Sri Manimoy Sen Gupta.	2828 ,,		Rs. 368/-	Rs. 368/- p. m.	—do—
	Educational Publications Education Directorate.	(5) Rebati Mohan Saha & Prafulla Ch. Saha.	1564 ,,		Rs. 285/-	Rs. 285/- p. m.	—do—
	Inspectorate Sadar 'B'	(6) Sri Jagneswar Sarkar	2133 ,,		Rs. 518/-	Rs. 518 p. m.	—do—
	Statistical Unit.	(7) Sri Indo Prava Majumber.	1896 ,,		Rs. 320/-	Rs. 320/- p. m.	—do—

1	2	3	4	5	6	7
22.	Public Works Department, Office of the Supdt. Engineer, Gumti Project circle, Agt.	1) Sri K. B. K. Deb Barma	8655 sq. ft.	Rs. 500/-	Rs. 500/- p. m:	Ground floor is being used for office accommodation of the S. E. office Gumti project circle and the Ist floor is being used for the office accommodation of S. E. first circle (under F. R. 4P)
	Office of the Executive Engineer, Minor Irrigation Division, Agartala.	2) Sri R. K. Ghose. Ramnagar Rd. No. 2 Agartala.	2202·25 ,,	Rs. 370/-	Rs. 370/- p. m.	Py. P. W. D. Uuder F. R. 45 P
	Office of the Executive Engineer, Agartala Division No. IV, Agt.	3) Sri K. P. K Dev Barman Manikya Bahadur.	8480 ,,	Rs. 500/-	Rs. 500/- p. m.	Assessed by Ex- T. T. C,
	Office of the Executive Engineer Public Health Engineering Division, Agartala.	4) K. M. Deb Barma Krishnanagar, Agartala.	1350 ,,	Rs. 300/-	Rs. 300/- p. m.	Assessed by P. W. D.
	Office of the S. D. O. Sub-Division No. II & III under Public Health Engineering Dvn. Agartala.	5) Sri J. K. Bhattacherjee, Road No. 6, Ramnagar, Agartala	1051 ,,	Rs. 293/-	Rs. 293/- p, m.	-do-
	Office of the Executive Engineer, Investigation Division, Agartala and this office of the Asstt. Engineer, Investigation Sub-Division No. 1, Agt.	6) Smti. Jyotsna Sarkar Road No. 6, Ramnagar.	2312 ,,	Rs. 325/-	Rs. 325/- p. m.	-do-

1	2	3	4	5	6	7
	Office of the Asstt. Executive Engineer, construction Sub-Division (Electrical) Kunjaban Agartala.	7) Smti. Mira Das, Kunjaban, Agartala.	1451 sq. ft.	Rs. 263/-	Rs. 263/- p. m.	Assessed by P.W. D.
	Office of the S. D. O. (Electrical) Agartala Transmission Sub-Division.	8) Sri Sankar Deb Roy, Kunjaban, Agartala.	1172 ,,	Rs. 215/-	Rs. 215/- p. m.	-do-
	Town and Country Planning Orgn. Agartala.	9) Smti. Kamala Sen Gupta, Old Thana Road, Banamalipur, Agt.	928 ,,	Rs. 225/-	Rs. 225/- p. m.	-do-
	Office of the Sub-Divisional Office, Sub-Division No. I & II under E. E. Agartala, Division No. III, Agartala.	10) Smti. Mukul Prava Choudhury.	1420 ,,	Rs. 268/-	Rs. 268/- p. m.	-do-
23	Directorate of Agriculture.					
	Agriculture Zonal Office, Central Zone, Agartala (Palace Compound).	1) Kumari Kamal Prava Debi.	1229 ,,	Rs. 310/-	Rs. 310/- p. m.	-do-
		2 Sri Bhuban Mohan Goswami.	270 ,,	Rs. 104/-	Rs. 104/- p. m.	-do-
24.	Office of the Inspector General of Police.					
	Police Office, West Tripura.	1) Smti. Puspa Saha.	876 ,,	Rs. 60/-	Rs. 60/- p. m.	-do-
	Police Office, South Tripura.	2) Smti. Basanti Sen, Colonal Choumohani, Agartala.	1316·70 ,,	Rs. 393/-	Rs. 293/- p. m.	-do-
			TOTAL :-	1,09,645	20,438,00	

UNSTARRED QUESTION NO. 8

By—Shri Ajoy Biswas, M. L. A

প্রশ্ন

১। সরকারী কর্ম্মচারীদের কি Medical Re-imbursement এর টাকা দেওয়া হয়? যদি দেওয়া হয়ে থাকে, তবে ঐ বছর (১৫ই মার্চ ১৯৭২ পর্য্যন্ত) Gazetted Officer Grade I, II, এবং Government employees Class III, এবং Class IV কারা মোট কত টাকা ঐ বাবদ পেয়েছেন, তার Category-wise হিসেব ;

২। Class IV employeesদের Medical reimbursement Bill এর অর্থ মঞ্জুরী করতে কি বিলম্ব হয় ; যদি হয় তাহলে তার কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

ক্লাশ ওয়ান	টা:	১০,৩০৫·৩১
ক্লাশ টু	টা:	৪১,০৪৩·৩১
ক্লাশ থ্রী	টা:	১১,৬২,২১০·৪০
ক্লাশ ফোর	টা:	৬,৪৬,৫৯৪·৫৫
মোট		১৮,৬০,১৫৩·৫৭

২। যে সকল বিল সম্পর্কে তদান্তাদির দরকার হয় সে সকল ব্যতি মঞ্জুরীতে সাধারণতঃ বিলম্ব হয় না।

UNSTARRED QUESTION No. 16

By Bhadramani Deb Barma, M. L. A.

প্রশ্ন

১। Tripura Foodgrains Requisition Order, 1960 section 3 আদালত কর্ত্তৃক বাতিল (void) ঘোষিত হয়েছে কি ?

২। যদি বাতিল ঘোষিত হয়ে থাকে, ত

বে-আইনী কার্য্যাবলীকে আইন সঙ্গত ব

উত্তর

১। হ্যাঁ। মাননীয় জুডিশিয়াল কমিশনার ত্রিপুরা ১৯৬৯ সালের ২ নং রিট আবেদনের রায়ে Tripura Foodgrains Requisition Order, 1960এর clause 3 বাতিল ঘোষণা করিয়াছেন।

২। আদালতের অন্তর্বর্তী কালীন আদেশ অনুসারে Requiring Authority রিট আবেদন কারীদের নিকট হইতে কোন প্রকার ধান আদায় করেন নাই। আদালতের রায় অনুসারে সাতটি রিট মামলায় ধান সংগ্রহের সরকারী নির্দেশ বাতিল বলিয়া গন্য হইয়াছে এবং ঐ সকল সরকারী নির্দেশ কোন প্রকারে কার্যকর না করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট আইনটি কি ভাবে সংশোধন করা যায়, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION No. 78

By Shri Nishi Kanta Sarkar, M. L. A.

প্রশ্ন

দক্ষিণ ত্রিপুরায় শরণার্থীদের ব্যাপারে প্রাইভেট গাড়ী (জীপ ও ট্রাক) সরকার কর্তৃক ভাড়া নেওয়া হইয়াছিল তাহা কি কি কাজে ব্যবহৃত হইয়াছে ;

ভাড়া নেওয়া গাড়ীর মালিকের নাম ঠিকানা এবং ভাড়ার টাকার পরিমাণ কত।

উত্তর

১। দক্ষিণ ত্রিপুরায় শরণার্থীদের খাদ্য সরবরাহ করা এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর সরকারী গাড়ীতে তাহা সংকুলান না হওয়ায় উক্ত শরণার্থীদের স্ব: স্ব: গৃহে পৌঁছাইয়া দেওয়ার জন্য প্রাইভেট (জীপ ও ট্রাক) ব্যবহার করা হইয়াছিল।

উক্ত জীপ ও ট্রাক ব্যবহারে দক্ষিণ ত্রিপুরায় ভাড়া বাবত মোট—
১১,৬৫,৭১৫.৯৯ পয়সা ব্যায় হইয়াছে।

নিযুক্তীয় গাড়ীর কন্ট্রাক্টারের নাম এবং ভাড়া বাবত গৃহীত টাকার পরিমাণের তালিকা অত্র সঙ্গে দাখিল করা গেল।

Sl. No.	Bill No.	Date	Name of the owner of the vehicle with address.	Amount Rs.	Paise
1	2	3	4	5	6
1.	89	27-12-71	Nepal Chandra Das, Udaipur, Tripura.	208	00
2.	91	27-12-71	Jitendra Chandra Dey, Udaipur Town, Tripura.	1,000	00
3.	92	28-12-71	Ashutosh Dey, Udaipur, Tripura.	100	00
4.	93 to 105	28-12-71	Santosh Chandra Saha, Agartala, Tripura.	30,013	00
5.	103 to 109	29-12-71	Nepal Chandra Nandy, UdaipurTown, Tripura.	5,332	00
6.	112	29-12-71	Ranjit Kumar Choudhury, Udaipur Town, Tripura.	500	00
7.	128 to 132	31.12-71	Nepal Chandra Nandi, Udaipur Town, Tripura.	4,111	00
8.	163	10-1-72	Satyendra Kumar Saha, Udaipur Town, Tripura.	11,022	00
9.	164	10-1-72	Udaipur Truck Owners, Syndicate, Udaipur (Town)	31,137	00
10.	165	11-1-72	Sital Chandra Ghosh, Kakrabon, Tripura.	2,263	00
11.	166	11-1-72	Nashu Chanda, Kakrabon, Tripura.	3,268	00
12.	174	14-1-72	Satish Chandra Ghosh, Kakrabon, Tripura.	2,709	00
13.	175	14-1-72	Dhirendra Bhoumik, Udaipur Town, Tripura.	100	00
14.	177	15-1-72	Satish Chandra Ghosh, Kakrabon, Tripura.	1,599	00
15.	181	17-1-72	Satish Chandra Ghosh, Kakrabon, Tripura.	152	00
16.	182 to 184	18-1-72	Nashu Chanda, Kakraban, Tripura.	2,438	00
17.	183	18-1-72	Ranjit Kumar Das,	500	00
18.	193 to 200	19-1-72	Udaipur Taxi Driver Syndicate, Udaipur.	2,300	00
19.	201 to 204	20-1-72	Gopal Ch. Bhadra, Udaipur Town, Tripura.	6,889	00
20.	205	20-1-72	Manindra Bhoumik, Udaipur Town, Tripura.	295	00
21.	206	20-1-72	Anath Rn. Choudhury, Udaipur, Tripura.	141	00
22.	211	24-1-72	Kishori Mohan Saha, Udaipur Town, Tripura.	1,249	00
23.	212	24-1-72	Ranjit Kr. Choudhury, Udaipur Town, Tripura	1,300	00

1	2	3	4	5	6
					00
24.	214 to 216	25-1-72	Satyendra Kr. Saha,	1,901	38
25.	69 to 71	8-2-72	Nashu Chanda, Kakraban, Tripura.	1,967	00
26.	73 to 76	9-2-72	Amitava Banerjee, Udaipur Town, Tripura.	5,147	00
27.	77	9-2-72	Satyendra Kr. Saha, Udaipur Town, Tripura.	300	00
28.	81	10-2-72	Sudhir Majumder, Agartala, Tripura.	4,671	00
29.	82 to 83	10-2-72	Tapan Majumdar, Udaipur Town, Tripura.	200	00
30.	84	10-2-72	Sushen Modak, Agartala, Tripura.	1,328	00
31.	85	10-2-72	—do—	1,869	00
32.	86	10-2-72	Patal Bagchi, Aagartala, Tripura.	2,623	00
33.	87	10-2-72	Ranjit Kr. Choudhury, Udaipur Town, Tripura.	400	00
34.	88 & 89	10-2-72	Tapan Majumder, Udaipur Town, Tripura.	600	00
35.	96	14-2-72	Jyotish Ch. Dey, Udaipur Town, Tripura.	2,084	00
36.	97	14-2-72	Ashish Kr. Dutta, Udaipur Town, Tripura.	2,134	00
37.	104 to 105	14-2-72	Jitendra Ch. Dey, Udaipur Town, Tripura.	200	00
38.	106 to 107	14-2-72	Amitava Banerjee, Udaipur Tawn, Tripura.	5,027	00
39.	108	14-2-72	Sankar Narayan Das,	891	00
40.	109 & 110	14-2-72	Narayan Ch. Sen, Udaipur Town, Tripura.	2,323	37
41.	111	15-2 72	Patal Bagchi, Agartala, Tripura.	2,623	00
42,	112	,,	Narayan Ch. Sen, Udaipur, Tripura.	1,202	46
43.	113	,,	S. B. Paul, Udaipur, Tripura.	1,680	00
44.	114 to 119	15-2-72	N C. Nandi, Udaipur, Tripura.	9,922	00
45.	121	,,	S. N. Tewari, Udaipur Town, Tripura.	2,382	54
46.	122	,,	Sailendra Deb Barma, Agartala Town, Tirpura.	365	76
47.	127	,,	Pabitra Mohan Sarker, Agartala, Tripura.	1,935	00

1	2	3	4	5	6
48.	136	17-2-72	Jitendra Ch. Dey, Udaipur Town, Tripura.	100	00
49.	137	,,	Tapan Majumder, Udaipur Town, Tripura.	200	00
50.	138	,,	Gouranga Ch, Debnath,	1,699	00
51.	139	,,	Dinabandhu Baidya, Belonia, Tripura.	851	00
52.	141	,,	Maran Ch. Roy,	1,104	00
53.	142 & 144	,,	Subhash Ch. Bhattacherjee,	12,188	00
54.	143	,,	Nikunja Ch. Dhar, Agartala,Tripura.	672	00
55.	145	,,	Ratan Sarker, Udaipur Town, Tripura,	1,158	00
56.	147	18-2-71	Dilip Kumar Dey, Agartala Town, Tripura.	26,014	00
57.	155	19-2-72	-do-	25,924	00
58.	156	,,	Nashu Chanda, Kakraban, Tripura.	420	00
59.	158 & 159	22-2-72	Tripura Motor Works Syndicate, Agartala,	8,623	00
60.	161 & 163	,,	-do-	4,705	00
61.	167	,,	Jaharlal Debnath, Agartala.	5,132	00
62.	168 to 172	22-2-72	Tripura Motor Works, Union, Tripura.	8,365	00
63.	178	,,	Subhash Ch. Banik, Udaipur, Tripura,	400	00
64.	253	3-3-72	Sailendra Deb Barma, Agartala, Tripura.	1,037	00
65.	254	5-3-72	Prabal Bandhu Kar, Udaipur, Tripura.	3,633	00
66.	265 to 273	,,	Amitava Banerjee. Udaipur Town, Tripura.	2,985	00
67.	287	6-3-72	Satyendra Kr. Saha, Udaipur, Tripura.	1,300	00
68.	292	,,	Narayan Chandra Sen, Udaipur Town, Tripura.	100	00
69.	293	,,	-do-	250	56
				2,74,223	07

1	2	3	4	5	6
				B.F. 2,47,223	51
70.			Amitava Banerjee, Udaipur Town, Tripura.	115	00
71.			Gopal Chandra Bhadra, Udaipur, Tripura.	327	70
72.			Indralal Debnath, Owner TRL-783, Agartala,	497	60
73.			Managar Taxi Drivers, Owner Syndicate, Udaipur.	11	00
74.			Ranjit Sinha Roy, Owner TRL-423, Udaipur.	1,800	00
75.			Kartik Paul, Owner TRL-357	110	00
76.			Monoranjan Chakraborty, Owner TRL-462, Udaipur.	1,316	80
77.			Paresh Chandra Ghosh, Udaipur, Tripura.	700	00
78.			Birendra Kr. Shil, Udaipur, Tripura.	787	50
79.			Madhushudhan Deb, Udaipur, Tripura.	331	25
80.			S. B. Paul, Owner TRL-584, Udaipur, Tripura.	3,201	00
81.			Joytish Chandra Dey, Owner TRL-796 & TRL-676, Udaipur, Tripura.	2,265	00
82.			Parimal Dutta, TRL-192, Udaipur,	835	00
83.			Dipak Kr. Saha, TRL-1012, Agartala.	1,282	00
84.			Haripada Dutta, Carrying Contractor, Agartala, Tripura.	42,960	71
85.			Sadhan Chandra Paul, Agartala, Tripura.	8,028	58
86.			Benode Bihari Saha,	329	60
87.			Amrita Lal Sarker,	2,692	10
88.			Satyendra Kumar Saha, Udaipur, Tripura.	512	50
89.			Kanu Chandra Choudhury, Udaipur, Tripura.	6,932	31
90.			Rabindra Kumar Choudhury, TRL-1093.	2,059	62
91.			Amitava Banerjee, Udaipur. Tripura.	2,330	83
92.			Nepal Chandra Nandi, Carrying Contractor, Udaipur, Tripura.	35,910	57

1	2	3	4	5	6
93.			Chandra Sekhar Some, Manager Udaipur Taxi, Drivers' Syndicate,	5,012	33
94.			TRL-252.	1,295	00
95.			Parimal Dutta, Owner TRL-376.	2,198	00
96.			S. B. Paul, Owner TRL-584	1,151	55
97.			Sudhir Kr. Shil,	729	95
98.			Kanu Ch. Choudhury, Udaipur, Tripura.	2,768	40
99.			Jyotish Chandra Dey, Udaipur, Tripura.	4,590	81
100.			Sudhir Chandra Deb, Agartala, Tripura,	15,372	80
101.			Birendra Kumar Shil Udaipur, Tripura.	1,179	20
102.			Kalyan Chandra Saha, Udaipur, Tripura.	1,601	91
103.			Naresh Chandra Banik, TRL-1108.	1,344	00
104.			Sadhan Chandra Paul, Carrying Contractor.	3,351	78
105.			Haripada Datta,	21,543	64
106.			Sudhangshu Ranjan Deb, TRL-903, 1067, 1087.	12,581	60
107.			Sudhir Chandra Deb, Agartala, Tripura.	4,113	60
108.			Hira Lal Saha, Agartala, Tripura.	2,028	80
109.			Parimal Chandra Dutta, TRL-376.	660	00
110.			Amitava Banerjee, Udaipur, TRL-287	1,398	55
111.	July, '71		Monoranjan Chakraborty, Udaipur, Tripura.	2,633	55
112.			Jyotish Ch. Bhattacherjee, Udaipur, Tripura.	259	20
113.			Ranjit Sinha Roy, Udaipur, Tripura.	1,650	00
114.			Parimal Dutta, Udaipur, Tripura.	372	00

1	2	4	5	6
115.		Santibrata Nath, C. C., Agartala.	899	20
116.		Kanu Ch. Choudhury, Udaipur, Tripura.	1,750	10
117.	Aug. '71.	Parimal Ch. Dutta, Udaipur, Tripura.	1,533	35
118.		Hiralal Saha, Agartala, Tripura.	2,166	00
119.		Jagadish Ch. Saha, C. C., Agartala.	32,743	80
120.		Sital Chandra Paul, Carrying Contractor.	535	60
121.		Kaylan Kr. Saha,	1,105	60
122.		Anil Chandra Das,	1,316	80
123.		Satyendra Kr. Saha, Owner TRT-359, Agartala.	436	94
124.		Sudhir Chandra Deb, Agartala, Tripura.	10,848	80
125.		Braja Raman Sarker, TRT-417, Udaipur.	3,000	00
126.		Rabindra Chandra Ghosh, Owner TRL-1253.	114	20
127.		Amrita Lal Sarker, Belonia, Tripura.	3,447	75
128.		Ranjit Kumar Choudhury, Owner TRT-71, Udaipur.	2,070	00
129.		S. B. Paul, Owner TRL-584 Udaipur, Tripura.	4,793	89
130.		Paresh Chandra Ghosh, Udaipur, Tripura.	1,253	45
131.		Manager Taxi Drivers' Syndicate, Udaipur.	4,255	00
132.		Sudhangshu Ranjan Deb,	1,063	20
133.		Gopendra Kr. Choudhury, Udaipur, Tripura.	1,614	96
134.		Sudhir Majumder, Agartala, Tripura.	2,049	85
135.		Kalyan Chandra Saha, Udaipur, Tripura.	1,108	20
136.		Jitendra Chandra Dey, Owner TRL-432.	160	00
137.		Jitendra Chandra Dey, Owner TRT-386.	4,132	50

1	2	3	4	5	6
138.			Parimal Chandra Dutta, Udaipur, Tripura.	1,462	20
139.			M/s. Dutta Nandy & Co., Agartala, Tripura.	755	00
140.			Madhbendra Bhandar, Agartala, Tripura.	6,348	80
141.			Sital Chandra Ghosh, Udaipur, Tripura.	1,054	40
142.			Kalyan Chandra Saha, Udaipur, Tripura.	1,273	70
143.			Sadhan Chandra Paul, Carrying Contractor, Agartala.	3,938	99
144.			Kanu Chandra Choudhury, Udaipur, Tripura.	369	85
145.			Birendra Kumar Shil, Udaipur, Tripura.	669	20
146.			Gopendra Kumar Choudhury, Udaipur, Tripura.	612	35
147.			Jotish Chandra Dey, Udaipur, Tripura.	3,102	40
148.			Amitava Banerjee, Udaipur, Tripura.	711	00
149.			Sudhangshu Ranjan Deb, TRL-1087, Agartala.	783	50
150.			Rakhal Chandra Dutta, Udaipur, Tripura.	2,150	00
151.			Subhash Ch. Bhattacharjee, Agartala, Tripura.	713	20
152.			Nepal Chandra Nandi, Contractor, Udaipur.	23,139	07
153.			Satyendra Kr. Saha, Owner TRT-359, Udaipur.	920	00
154.			Kanu Chandra Choudhury, Udaipur, Tripura.	1,102	20
155.			Binode Bhari Das Agartala, Tripura.	4,934	50
156.			Mono Ranjan Chakraborty, Udaipur, Tripura.	209	95
157.			Paresh Chandra Ghosh, Owner TRL-176.	271	60
158.			Jatindra Chandra Nandi.	390	00
159.			S. B. Paul, Udaipur, Tripura.	2,242	30
160.			Gopal Chanda Bhadra, Udaipur, Tripura.	2,668	83

1	2	3	4	5	6	
161.			Sudhangshu Ranjan Deb, Agartala, Tripura.		3,352	80
162.			Gopendra Kumar Choudhury, Udaipur, Tripura.		1,265	20
163.			Gopal Chandra Bhadra, Udaipnr, Tripura.		1,790	05
164.			Anath Ranjan Choudhury, Udaipur, Tripura.		415	21
165.			Manindra Bhowmik, Udaipur, Tripura.		581	21
166.			Subhash Chandra Podder, Agartala, Tripura.		230	40
167.			Kalayan Chandra Saha,		1,624	20
168.			Kishore Mohan Saha, Udaipur, Tripura.		342	00
169.			Braja Raman Sarkar, Khilpara, Udaipur.		3,700	00
170.			Jotish Chandra Dey, Udaipur, Tripura.		1,705	50
171.			Birendra Kumar Shil, Udaipur, Tripura.		505	85
172.			Dhirendra Chandra Saha.		300	00
173.			Sadhan Chandra Paul, Agartala, Tripura.		893	55
174.			Ranjit Kumar Choudhury. Udaipur, Tripura.		1,150	00
175.			Rabindra Kumar Choudhury, Udaipur, Tripura.		3,000	00
176.			Gopendra Kumar Choudhury, Udaipur, Tripura.		529	78
177.			Birendra Kumar Paul, Udaipur, Tripura.		586	60
178.			Fulchand Singh,		404	00
179.			Paresh Chandra Ghosh, Udaipur, Tripura.		350	00
180.			Anil Chandra Shil, Udaipur, Tripura.		339	60
181.			Sachindra Chandra Saha.		133	60
182.			Manager, Udaipur Pry. Marketing Society, Ltd.		5,126	65
183.			Santosh Majumdar, Udaipur, Tripura.		550	80
184.			Jitendra Chandra Dey, Udaipur, Tripura.		1,265	00

1	2	3	4	5	6
				Rs.	P.
185)		Paritosh Dutta, Udaipur, Tripura.		1,671	00
186)		Amitava Banerjee, Udaipur, Tripura.		7,280	00
187)		Tapan Majumdar, Udaipur, Tripura.		3,675	00
188)		Kanu Chandra Choudhury, Udaipur, Tripura.		2,710	00
189)		Sital Chandra Paul, Udaipur, Tripura.		1,420	00
190)		Satyendra Kumar Saha, Udaipur, Tripura.		3,180	50
191)		Gopal Chandra Bhadra, Udaipur, Tripura.		5,779	50
192)		Anath Ch. Choudhury, Udaipur, Tripura.		418	50
193)		Manindra Bhowmik,		414	65
194)		Sudhanghsu Ranjan Deb, Agartala, Tripura.		3,412	40
195)		Nashu Chanda, Kakraban, Tripura.		2,222	00
196)		Sital Chandra Ghosh, Kakraban, Tripura.		1,799	00
197)		Suresh Das, Udaipur, Tripura.		930	00
198)		Amitava Banerjee, Udaipur, Tripura.		1,102	20
199)		Jyotish Chandra Dey,		502	00
200)		Rabindra Chandra Ghosh, Udaipur, Tripura.		885	15
201)		Ranjit Kr. Choudhury, Udaidur, Tsipura.		4,000	00
202)		Jagadish Ch. Saha, Agartala, Tripura.		3,743	00
203)		Sital Chandra Ghosh, Kakraban, Tripura.		2,959	65
204)		Jitendra Chandra Dey. Udaipur, Tripura.		750	00
205)		Jogesh Chandra Dey, Udaipur, Tripura.		100	00
206)		Kishori Mohan Saha, Udaipur, Tripura.		292	00
207)		Birendra Kumar Shil, Udaipur, Tripura.		383	00
208)		Sital Chandra Ghosh, Kakraban, Tripura.		1,453	00

1	2	3	4	5	6
				Rs.	P.
209)			Gopendra Kumar Choudhury, Udaipur, Tripura.	183	00
210)			Sudhir Kumar Shil, Udaipur, Tripura.	633	00
211)			Nashu Chanda, Kakraban, Tripura.	979	00
212)			Manager, Udaipur Taxi Drivers Syndicate, Udaipur.	1,925	00
213)			Haradhan Saha, Udaipur, Tripura.	564	00
214)			Chitta Ranjan Sen, Udaipur, Tripura.	606	00
215)			Sital Chandra Paul Udaipur, Tripura.	723	00
216)			Manindra Chandra Das.	100	00
217)			Kanu Ch. Choudhury, Udaipur, Tripura.	479	00
218)			Rabindra Chandra Bhowmik, Manager, Udaipur Txi Drivers, Owner Syndicate. Tripura.	205	50
219)			Jitendra Chandra Roy, Udaipur, Tripura.	796	00
220)			Paresh Chandra Ghosh, Udaipur, Tripura.	89	00
221)			Nashu Chanda Kakraban, Tripura.	2,003	00
222)			Benode Behari Das, Agartala, Tripura.	729	00
223)			Anath Ranjan Choudhury, Udaipur, Tripura.	256	00
224)			Manindra Bhowmik, Udaipur, Tripura.	482	00
225)			Gopal Chandra Bhadra, Udaipur, Tripura.	5,729	00
226)			Sunil Chandra Roy.	241	60
227)			Tapan Majumdar.	1,500	00
228)			Satyendra Kr. Saha, Udaipur, Tripura.	10,505	00
229)			Sital Chandra Ghosh, Kakraban, Tripura.	1,180	00
230)			Jitendra Chandra Dey, Udaipur, Tripura.	3,335	00
231)			Haradhan Saha.	253	00
232)			Pulin Kanti Naha, Udaipur, Tripura.	469	00

1	2	3	4	5	6
				Rs.	P.
233)		Nitya Bhattacharjee, Udaipur, Tripura.		477	81
234)		Kanu Chandra Choudhury.		3,225	00
235)		Kishori Mohan Saha, Udaipura, Tripura.		552	00
236)		Kishori Mohan Patari, Sabroom, Tripura.		2,502	00
237)		Nitya Bhattacharjee, Udaipur, Tripura.		703	00
238)		Manager, Udaipur Pry., Marketing Co-operative Society. Ltd.		1,972	00
239)		Rai Mohan Choudhury, Udaipur, Tripura.		743	00
240)		Pradip Kr. Deb Barma,		222	00
241)	Oct. '71.	Parimal Ch. Dutta, Udaipur, Tripura.		150	00
242)		Mukundalal Mahajan, Belonia, Tripura.		24,163	00
243)		Satyendra Kr. Saha,		2,594	00
244)		Sukhen Chandra Saha. Udaipur, Tripura.		147	00
245)		Amrita Lal Sarker,		495	00
246)		Kanu Chandra Choudhury. Udaipur, Tripura.		896	00
247)		Sukumar Chandra Paul, Udaipur, Tripura.		114	00
248)		Sushil Chandra Saha,		243	00
249)		Ranjit Kr. Choudhury, Udaipur, TRT—481.		465	00
250)		Amitava Banerjee, Udaipur. Tripura.		155	00
251)		Kishori Mohan Saha, Udaipur, Tripura.		1,117	00
252)		Nashu Chanda, Kakraban, Tripura.		2,388	00
253)		Birendra Kumar Shill, Udaipur, Tripura.		165	00
254)		Secretary, Udaipur Truck Owner Syndicate, Tripura.		3,800	88
255)		Manager, Udaipur Taxi Drivers Syndicate.		3,765	00
256)		Manindra Bhowmik, Udaipur, Tripura.		746	00
257)		Anath Ranjan Choudhury, Udaipur, Tripura.		336	00

1	2	3	4	5	6
				Rs.	P.
258)			Gopal Chandra Bhadra, Udaipur, Tripura.	8,288	00
259)			Secretary, Udaipur Truck Owner Syndicate, Tripura.	1,568	00
260)			Neoal Chandra Nandy, Udaipur, Tripura.	3,200	00
261)			Jitendra Chandra Dey, Udaipur, Tripura.	2,400	00
262)			Amitava Banerjee, Udaipur, Tripura.	7,390	00
263)			Kishori Mohan Saha, Udaipur, Tripura.	564	00
264)			Sital Chandra Paul, Udaipur, Tripura.	665	00
265)			Manager, Udaipur Pry. Marketing Co, Operative Society.	2,221	50
266)			Sital Chandra Ghosh, Udaipur, Tripura.	1,250	00
267)			Secretary, Udaipur Truck Owners Syndicate.	26,360	00
268)			Nashu Chanda, Kakraban, Tripura.	478	50
269)			Sital Chandra Ghosh, Kakraban, Tripura.	690	00
270)			Sunil Ghosh,	147	20
271)	Nov. '71		Satyendra Kr. Saha, Udaipur, Tripura.	10,943	00
272)			Manager, Udaipur Taxi Drivers Syndicate, TRL-809, TRT-416, TRT-314	586	00
273)			Ranjit Kr. Choudhury, Udaipur, Tripura.	900	00
273)			Braja Raman Sarker, Owner TRT-417	2,150	00
274)			Secretary, Udaipur Truck Owner Syndicate.	24,660	00
275)			Manager, Udaipur Taxi Drivers' Syndicate, Tripura.	1,500	00
276)			Sital Chandra Ghosh, Kakraban, Tripura	629	00
277)			Manager, Udaipur Pry. Marketing Co. Op. Society Ltd.	3,915	00
278)			Nashu Chanda, Kakraban, Tripura.	1,681	00
279)			Jitendra Chandra Dey, TRT--551.	400	00

1	2	3	4	5	6
				Rs.	P.
28?)			Amitava Banerjee, Udaipur, Tripura.	2,646	00
281)			Gopal Chandra Bhadra, Udaipur, Tripura.	6,914	00
282)			Kishori Mohan Saha,	443	00
283)			Anath Ranjan Choudhury, Udaipur, Tripura.	356	00
284)			Manindra Bhoumik, Udaipur, Tripura.	397	00
285)			Amitava Banerjee, Udaipur, Tripura.	2,443	00
286)			Santosh Ch. Saha, Carrying Contractor, Agartala.	99,895	00
287)			Kanu Chandra Choudhury, TRL—192, Udaipur.	4,000	00
288)			Ranjit Kumar Choudhury. TRT—471.	100	00
289)	Dec.	'71.	Secretary, Udaipur Truck Owner Syndicate, Tripura.	4,469	00
290)			Manager, Udaipur Taxi Drivers' Syndicate for TRT--416.	300	00
291)			Mukunda Lal Dey Majumdar, Belonia, Tripura.	26,294	00
292)			Nitya Bhattacherjee,	318	00
293)			Satyendra Kumar Saha, Udaipur. Tripura.	12,989	00
294)			Amitava Banerjee, Udaipur, Tripura.	4,014	00
295)			Jitendra Chandra Dey, Udaipur, Tripura.	1,425	00
296)			Gopal Chandra Bhadra, Udaipur, Tripura.	5,467	00
297)			Anitya Ranjan Choudhury, Udaipur, Tripura.	280	00
298)			Mandra Bhoumik, Udaipur, Tripura.	565	00.
299)			Gopal Chandra Bhadra, Udaipur, Tripura.	495	00
300)			Sital Chandra Ghosh, Kakrabon, Tripura.	1,465	00
301)			Sital Chadra Ghosh, Kakrabon, Tripura.	2,112	00
302)	Jan.,	'72.	Majunda Lal Dey Mahajan, Belonia, Tripura.	9,781	00
303)			Tapan Majumdar, Udaipur T. R. T. 559	800	00

1	2	3	4	5	6 Rs.	P
304)		Narayan Chandra Sen, Owner TRL--1021.			400	00
305)		Manager, Udaipur Taxi Driver Syndicate, Udaipur.			800	00
306)		Hiralal Saha, TRL--794.			3,217	00
307)		Dhirendra Banik, TRL--795			829	00
308)		Manoranjan Chakrabory, Owner TRL--462,			160	00
309)		Gopal Chandra Bhadra, Udaipur, Tripura,			6,703	00
310)		Manindra Bhoumik, Udaipur, Tripura.			160	00
311)		Anath Ranjan Choudhury,			186	00
312)		Satyendra Kumar Saha, Udaipur, Tripura.			176	00
313)		Tapan Majumdar, TRT--109.			100	00
314		Kanu Chandra Choudhury, TRL—357, Udaipur.			565	00
315)		Ranjit Kumar Choudhury, TRT—471.			400	00
316)		Gopal Chandra Bhadra, Udaipur, Tripura.			690	00
317)		Sudhir Chandra Deb, Agartala, Tripura.			8,330	00
318)		Gopal Chandra Bhadra, Udaipur, Tripura.			1,283	00
319)		Basudev Sarma,			3,251	00
320)		Shibatosh Chanda, Agartala, Tripura.			10,032	00
321)		Chandan Das, Agartala. Tripura.			4,824	96
322)		Pradip Kumar Dey,			5,425	92
323)		Manager, Udaipur Taxi Drivers Syndicate, Tripura.			1,100	00
324)		Tapan Majumdar, Udaipur, TRT—413			200	00
325)		Manager, Taxi Drivers Syndicate, Udaipur.			3,200	00
326)		Mono Ranjan Chakraborty, Udaipur, Tripura.			1,103	00
327)		Sukumar Deb, TRL—1034.			385	90

1	2	3	4	5	6
				Rs.	P.
328)			Paresh Chandra Ghosh.	311	00
329)			Deb Dulal Bhattacherjee. Udaipur, engaged in Dwajanagar Camp Unit during transhipment of evacuees to Bangladdsh for Official duty.	400	00
330)			Manager, Udaipur Taxi Drivers Syndicate, Udaipur, Tripura.	1,200	00
331)			Kn'u Chandra Choudhury, TRT—446.	1,200	00
332)			Bijoy Prasad Choudhury, Udaipur, Tripura.	1,228	00
333)			Rakhal Chandra Dutta, Owner TRL—442	161	00
334)			Nepal Chandra Nandi, Owner TRL—789	990	00
335)			Jitendra Chandra Dey, Owner TRT—386.	200	00
336)			Krishna Mohan Patari, Subroom, Tripura.	8.954	25
337)			Sital Chandra Ghosh, Kakrabon, Tripura.	1,697	00
338)			Manager, Udaipur Taxi Drivers Syndicate, TRT—416	400	00
339)			Hari Saha, TRL—320.	619	20
340)			Krishna Mohan Patari, Subroom. Tripura.	5,092	90
341)			Jitendra Chandra Dey, Owner TRT—432	1,500	00
				11,65,765	99

UNSTARRED QUESTION NO.—79.

By—Shri Nishi Kanta Sarker—M. L. A.

QUESTION

১। দক্ষিণ ত্রিপুরায় শরণার্থীদের ব্যাপারে কত শত বাণ্ডেল ঢেউটিন আনা হইয়াছে এবং ঐ ঢেউটিন মহকুমা ভিত্তিক কোথায় কি কাজে কি পরিমাণ লাগান হইয়াছে। উদ্বৃত্ত থাকিলে কোথায় কি পরিমাণ কি ভাবে আছে?

ANSWER

১। দক্ষিণ ত্রিপুরায় শরণার্থীদের জন্য ১১,১৯৪ টি টিন দেওয়া হইয়াছে। এর মধ্যে Executive Engineer (P. W. D) উদয়পুরকে ৪,২৪২টি, Chief Engineer. গোমতীকে ৭১৩ টি, Commandent B. S. F. বগাফাকে ৫০০টি, Executive Engineer (P.W.D.) শান্তির বাজারকে ৮৮০টি, Director of Education কে ২,০১৫টি, Director of Food কে ৪৩টি, ক্যাম্প সুপারভাইজার মাইছড়াকে ৫৩২টি এবং উদয়পুর (রিলিফ) অফিস তৈয়ারের জন্য ২,২২৯টি দেওয়া হইয়াছে। বাকী ৬৪০টি টিন উদয়পুর গোদামে মজুত আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 110.
By—Shri Anil Sarker, M. L. A.

প্রশ্ন

১। যে সকল গেজেটেড অফিসার সরকারী কোয়ার্টারে থাকা কালীন বকেয়া বাড়ী ভাড়া এখন পর্য্যন্ত দেন নাই তাহাদের নাম।

২। প্রত্যেকের কাছে কত টাকা বকেয়া আছে।

৩। বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

উত্তর—

(১), (২), এবং (৩)—এতদসম্পর্কে তথ্যাদি সংগৃহীত হইতেছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 160
By—Shri Anil Sarker, M. L. A.

প্রশ্ন—

১। ১৯৭১-৭২ সালে তেলিয়ামুড়া ব্লকে কত জন উপজাতি জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য আবেদন করেছেন,

২। ১৯৭২ মার্চ্চ পর্যন্ত তেলিয়ামুড়া ব্লকে জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য কত টাকা কোন কোন জুমিয়া কলোনীতে, কোন কোন খাতে খরচ হয়েছে ;

৩। ১৯৭২ মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঐ ব্লকের কতজন জুমিয়া পুনর্বাসন পেয়েছেন, তাদের নাম ?

উত্তর—

১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

২। ঐ

৩। ঐ

UNSTARRED QUESTION NO. 269
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma. M. L. A.

প্রশ্ন—

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই বিভাগে যে সব হাসপাতাল আছে অত্যন্ত সঙ্কটজনক রোগীদের জন্যও ঐসব হাসপাতাল এম্বুলেন্সের সুযোগ পায় না ;

২। যদি তাহা সত্য হইয়া থাকে তবে প্রয়োজন মত ঐসব হাসপাতাল যাহাতে এম্বুলেন্স পাইতে পারে সরকার ইহার ব্যবস্থা করিবেন কি না ?

উত্তর—

১। না। সঙ্কটজনক রোগীদের জন্য আগরতলা হইতে এম্বুলেন্স পাঠান হয়। সমস্ত হাসপাতালে এম্বুলেনস দেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের আছে এবং খোয়াইতেও অদূর ভবিষ্যতে দেওয়া হবে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

UNSTARRED QUESTION NO. 272.
By—Shri Bidya Ch. Deb Barma M. L. A.

প্রশ্ন—

১। কল্যাণপুর হাসপাতালের সিট সংখ্যা বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকিলে কত সংখ্যক সিট বাড়ানো হইবে এবং কবে পর্য্যন্ত বাড়ানো হইবে ?

উত্তর—

১। হ্যাঁ।

২। আগামী আর্থিক বৎসরে ৪টি শয্যা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 289.
By—Shri Gunapada Jamatia. M.L.A.

প্রশ্ন

১। গত ১৯৭০-৭১ সালে উদয়পুর পিত্রা অঞ্চলে জুমিয়া ও ভূমিহীনরা পুনর্বাসনের জন্য কোন দরখাস্ত করেছে কি ?

২। যদি করে থাকেন, তবে সরকার তাদের পুনর্বাসন সম্পর্কে কি করেছেন ?

উত্তর—

১। হ্যাঁ।

২। দরখাস্ত তদন্তমূলে দেখা যায় যে, ১৬ জন দরখাস্তকারীর প্রার্থিত ভূমি রিজার্ভ এলাকায় (বন বিভাগ) পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাদের বিষয়ে কিছু করা যায় নাই। বাকী ১৬ পরিবারের পুনর্বাসন প্রস্তাব প্রকল্প অনুযায়ী বিবেচনাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 293.
By—Shri Bulu Kuki M.L.A.

প্রশ্ন—

১। Tribal Welfare Nutrition Programme নামে কোন Scheme আছে কি না ?

২। থাকিলে কোন সন হইতে এই Scheme আরম্ভ হইয়াছে এবং ইহার কাজ কি ?

৩। এই Scheme এর দ্বারা কোথায় এবং কি কি কাজ হইতেছে ?

উত্তর

১। হাঁ, একটি Scheme আছে তবে ঐ স্কীমের নাম স্পেশাল নিউট্রিশন প্রোগ্রাম।

২। এই স্কীম ১৯৭০ ইংরাজী সনের ১৫ই আগষ্ট হইতে ত্রিপুরাতে চালু হইয়াছে। এই স্কীম অনুসারে আদিবাসী এলাকা ও শহরের বস্তী এলাকাতে সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর ০—৬ বৎসরের শিশু, সন্তান সম্ভবা মা / প্রসূতীদিগকে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয়।

৩। ১৯৭২ ইংরাজী সনের মে মাস পর্য্যন্ত সমস্ত ত্রিপুরায় ২৪৩টি খাদ্য বিতরণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং এদের মাধ্যমে উপরোক্ত শ্রেণীর ২৬,৪৫০ জনকে পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 301.

By—Shri Abhiram Deb Barma. M.L.A.

প্রশ্ন—

১। আগরতলায় সরকারী কাজের জন্য যে সকল বে-সরকারী বাড়ী ভাড়া নেওয়া হইয়াছে তার Improvement repair, alteration বা অন্য কোন উন্নতির জন্য সরকার থেকে কি কোন টাকা খরচ হয়;

২। যদি হয়ে থাকে, ১৯৭০ থেকে এ পর্যন্ত কোন বাড়ীর জন্য কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

উত্তর—

১। সাধারাণতঃ না, তবে ক্ষেত্রবিশেষে করা হয়।

২। রাজবাড়ীর লাল মহলের জন্য ৬৭৯৪ টাকা এবং আগরতলায় বি, কে, রোডস্থিত শ্রীএস, বি, কে, দেববর্ম্মণের বাড়ীতে ২১,৭২৬ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

UNSTARRED QUESTION NO. 418.

By—Shri Niranjan Deb, M. L. A.

প্রশ্ন—

১। ইহা কি সত্য যে গত বৎসর লালসিংমুড়াতে একটি Govt. Dispensary স্থাপনের পরিকল্পনা সরকার হাতে নিয়েছিলেন;

২। যদি নিয়ে থাকেন তাহা হলে স্থাপন করা হলো না কেন ?

উত্তর—

১। না।

২ প্রশ্ন উঠে না।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

Wednesday the 28th June, 1972.
11·00 A. M.

PRESENT

Hon'ble Manindra Lal Bhowmik, Speaker in the Chair, the Chief Minister. 4 Ministers, 3 Deputy Ministers, Deputy Speaker and 46 Members.

Mr. Speaker—To day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned—

Mr. Speaker—Shri Anil Sarkar,

Shri Anil Sarker :—Question No. 14.

Shri Sukhamoy Sen Gupta:—Question No. 14.

প্রশ্ন

১। Tripura Road Transport Corporation এর গত ছয় মাসে (১৫ই মার্চ পর্যন্ত) মোট কত টাকা ব্যয় হইয়াছে ?

উত্তর

Tripura Road Transport Corporation এর ১৫ই মার্চ্চ ১৯৭২ইং পর্যন্ত ছয় মাসের আয় ও ব্যয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া গেল :—

আয়—১) মূলধন বাবত প্রাপ্ত মং ১৫,০০,০০০·০০ টাকা।

২) রাজস্ব বাবত আয় মং ৩১,০২,৩৮৫·০০ টাকা।

ব্যয়—১) মূলধন খাতে ব্যয় মং ১৮,৩০,৪০৮·০০ টাকা।

২) রাজস্ব খাতে ব্যয় মং ১৩,৯৭,৭৮২·০০ টাকা

প্রশ্ন

২) সরকারী মাল পরিবহন ছাড়া বেসরকারী মাল পরিবহন বাবদ মোট কত টাকা আয় হয়েছে ?

উত্তর

বেসরকারী মাল পরিবহনের গড়ে ভাড়া বাবদ মোট মং ২,৩৩,৯৮২·০০ টাকা আয় হইয়াছে।

প্রশ্ন

২) মাল পরিবহনের জন্য ঐ corporation কে কি হারে টাকা দেওয়া হয় ?

উত্তর

মাল পরিবহনের জন্য এখনও কোন ভাড়া ধার্য হয় নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাল পরিবহনের ভাড়া যদি নির্দ্দিষ্ট না হয়ে থাকে তবে এই যে আয় হয়েছে এটা কিভাবে মাল পরিবহন করে আয় হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটা সরকারী মাল বিশেষ করে food stuff সেটাও সরকারী সেই যে food stuff আছে সেটাই টানা হয় এবং তার জন্য যে lowest rateএ tender পরে সেই হিসাবেই মাল পরিবহন করা হয়।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যে সরকারী মাল পরিবহনের জন্য Tripura Road Transport Corporation ছাড়াও অন্য কোন agencyকে এই ব্যাপারে ব্যবহার করা হয়েছে বা দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটার সঙ্গে এটার কোন সম্পর্ক আছে বলে মনে হচ্ছে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—T. R. T. C. কি tender দিয়ে কাজটি পেয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— লোয়েষ্ট টেণ্ডারেই করা হয়। যখনই মাল টানে যখনই যে ডিপার্টমেন্টের মাল টানে তখনই open tender করা হয় এবং lowest tender rateএ এই মাল টানা হয়।

শ্রীকালীপদ ব্যাণার্জী :—আমি বলতে চাইছিলাম যে T. R. T. C. lowest হয়েছিল কি না। টি, আর, টি, সি, টেণ্ডার দিয়েছিল কি না এবং সেটি লোয়েষ্ট হয়েছিল কি না।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—টি, আর, টি, সি, লোয়েষ্ট টেণ্ডার যেটি হয়েছে সেই লোয়েষ্ট রেটেই টানছে। কাজেই ঐ প্রশ্নতো ওঠে না এখানে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—তাহলে নিগোশিয়েশনেই করা হয়েছিল। আমাকে তাহলে বুঝতে হয় (গণ্ডগোল)

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যেহেতু লোয়েষ্ট টেণ্ডারেই accept এবং lowest tender এর রেট অনুযায়ীই সেটাকে টানা হয়েছে (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন কারা কারা সেই সময় tender দিয়েছিল। সেখানে তাদের lowest যে tender এবং যে টেণ্ডারে টি. আর, টি, সি, মাল টানছে তখন কারা কারা টেণ্ডার দিয়েছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা separate question.

Shri T. M. Dasgupta—এই যে পুরানো system আছে এই বছরেও কি ঐ systemই থাকবে, না যে ডিপার্টমেন্টের যে lowest rate থাকবে তা দিয়েই টানবেন, না এই বছরের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট দাম নির্দ্ধারন করা হয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এই সম্পর্কে বিবেচনা করা হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা :—প্রশ্ন নং ২০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—প্রশ্ন নং ২০।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ত্রিপুরা সরকার ধর্মনগর-কৈলাশহর এবং ধর্মনগর-পেচারথল-দশদা-আনন্দ-বাজার রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু করা প্রয়োজন মনে করেন কি না ?	হ্যাঁ।
এবং	
২) যদি প্রয়োজন মনে করেন, তবে ঐ দুইটি লাইনে কবে পর্যন্ত বাস সার্ভিস চালু হবে।	ধর্মনগর-কৈলাশহর রাস্তায় শীঘ্রই বাস সার্ভিস চালু হইবে। ধর্মনগর-পেচারথল-দশদা-আনন্দ-বাজার রাস্তায় বাস সার্ভিস চালু করার বিষয় বাস মালিকগণের পক্ষ হইতে দরখাস্ত পাওয়া গেলে তদন্তক্রমে বিবেচনা করা যাইতে পারে।

শ্রীঅমরেন্দ্র সরমা :—ধর্মনগর-কৈলাশহর বাস সার্ভিস ঠিক কবে চালু হবে সেটি মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যে arrangement হয়েছে তাতে ১৫, ১, ১৯৭২ইং থেকে আরম্ভ হওয়ার কথা। টি, আর, টি, সি, থেকে এটা করার কথা। যদি এর মধ্যে সম্ভব না হয় তাহলে অন্য বাস মালিক যারা আছেন তাদেরকে দিয়ে এই নির্দ্ধারিত রুটে বাস সার্ভিস চালু করা যায় কি না বিবেচনা করে দেখা যাবে।

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্ম্মা :—এই দুইটি রাস্তায় সরকারী পরিচালনায় বাস সার্ভিস চালু করার অভিপ্রায় সরকারের আছে কি ?

শ্রীএস, সেনগুপ্ত :—আছে বলছি। ১৬।১।৭৩ সন থেকে সরকারী বাস চালু করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার, শ্রীকালিপদ বানার্জী, শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার এবং শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা (ব্র্যাকেটেড)

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১ স্যার।

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১১ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিগত বিধান সভায় পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার জন্য কোন প্রস্তাব পাশ করা হইয়াছিল কি না ?	হ্যাঁ।
২) হইলে তাহা কার্যকরী না হওয়ার কারণ কি ?	এই উদ্দেশ্যে একটা খসরা বিল প্রণয়ন করা হইয়াছে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— এই বিল কবে বিধান সভায় আসবে ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :—এটা এখন আইন ডিপার্টমেন্টে পাঠান হয়েছে, পরীক্ষা করার জন্য।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পঞ্চায়েতের হাতে কিরকম ধরণের ক্ষমতা দেওয়া হবে, তাদের কি কোন কাজ ইমপ্লিমেণ্টেশন জন্য দেওয়া হবে, না কোন জুডিশিয়াল পাওয়ার দেওয়া হবে, কি ধরণের ক্ষমতা তাদের হাতে দেওয়া হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা বিল যখন আসবে তখন দেখতে পাবেন। এটা বিলের বডিতেই থাকবে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—বিলের খসরা তৈরী করার জন্য কোন তারিখে তাদের কাছে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা ১৯৭১ সনে বিধান সভায় প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল, তারপর খসরা তৈরী করা হয়েছে এবং আইন ডিপার্টমেণ্টে পাঠান হয়েছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলবেন যদিও এখনও খসরা বিলটি এখানে আসেনি। তৈরী হয়ে বিল আকারে এখানে আসবে। কিন্তু বাজেটে যে বলেছেন পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হবে, সেটা কি করে সম্ভব হবে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—যেহেতু আমরা আশা করছি যে এর মধ্যে এটা এসে যাবে।

শ্রীসুধন্বা দেববর্ম্মা :—পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার ব্যাপারে তদানীন্তন লেপ্‌টা-নেণ্ট গভর্ণর ত্রিপুরা গেজেটে কোন অর্ডার প্রকাশ করেছিলেন কি না, সেই রকম কোন ঘটনা আছে কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আমার মনে হয় প্রশ্নটা হবে এই যে ১৯৬৮ সালের ২রা অক্টোবরে ত্রিপুরা গেজেটে পঞ্চায়েতকে ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, এখন আবার নতুন করে ক্ষমতা দেওয়ার প্রশ্ন কেন আসে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—১৯৭১ সালে বিধান সভায় যেহেতু এই প্রস্তাব আনা হয়েছিল, সেইজন্যই এই প্রশ্ন উঠেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবাজুবান রিয়াং।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪২ স্যার।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২৪২ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১। অমরপুর এম, পি, ব্লক এরিয়ার গাঁও সভার সাধারণ নির্ব্বাচন ১৫।৪।৭২ইং তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছিল কি ?	হ্যাঁ।
২। হইয়া থাকিলে ১৯৬১ইং সনের পঞ্চায়েতরাজ নিয়মাবলীর ১৬(চ) নিয়ম মতে প্রধান পদ প্রার্থীদের ইলেকশন এজেণ্ট ছিল কি ?	না।

৩। ঐ নিয়মাবলীর ১৯(ঘ)(৩) নিয়ম মতে পুলিং এজেন্টরা 'উত্তোলিত হস্ত' ভোট গণনার সুযোগ পাইয়াছিল কি ? — হ্যাঁ।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে তৃতীয় প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেছেন হ্যাঁ, অর্থাৎ পুলিং এজেন্টরা 'উত্তোলিত' হস্ত ভোট গননার সুযোগ পেয়েছে, সেটা কি জায়গার মধ্যে পেয়েছে না লাইনে যেয়ে ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—দুই রকমেই সুযোগ পেয়েছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, নিয়মমত এজেন্টরা কাউন্টিং-এর জন্য যদি সরকারী কর্মচারী থাকেন, তাদের সংগে ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক পক্ষে কতটি হাত উঠল, সেটা কাউন্ট করেন, এইসব কেন্দ্রের এজেন্টরা ঠিক সেইরকম সুযোগ পেয়েছে ক না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—আমি আগেই বলেছি নিয়মমাফিক সেইভাবেই কাউন্টিং হয়েছে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ের বক্তব্য থেকে বুঝতে পারলাম যে যতগুলি কেন্দ্রে নির্বাচন হয়েছে, কাউন্টিং এজেন্টরা কাউন্টিং অফিসারের সংগে যেয়ে ভোট গণনা করেছেন, চেলাগাঙ গাঁওসভার নির্ব্বাচন কেন্দ্রে সেই সুযোগ দেওয়া হয়েছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এইরকম একটা প্রশ্ন যখন উঠেছে, খোঁজ করে দেখব।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, গাঁওসভা নির্ব্বাচন সম্পর্কে বিভিন্ন এলাকা থেকে অভিযোগ এসেছে কি না ?

মিঃ স্পীকার :—এটা সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীবুলু কুকী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে গাওসভা নির্ব্বাচন পদ্ধতি ত্রুটি-পুর্ণ, এইজন্য এই গাওসভা নির্বাচন পদ্ধিতিটি পরিবর্ত্তন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

মিঃ স্পীকার :—এটাও সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে যারা পুলিং এজেন্ট ছিলেন, তাদেরকে ভোট গণনা করার সুযোগ দেওয়া হয় নাই ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—এইরকম কোন অভিযোগ ছিলনা।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, চেলাগাং কেন্দ্রে যাকে জিতেছে বলে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে, সে সবচেয়ে কম ভোট পেয়েছে। এই সম্পর্কে ইলেকশান দরখাস্ত যে আছে সেটা কবে পর্য্যন্ত সুরাহা হবে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত—খোজ করে দেখা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত। শ্রীঅনিল সরকার।

শ্রীঅনিল সরকার :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৩৪।

প্রশ্ন

১। তেলিয়ামুড়া ব্লকের উত্তর গোকুলনগর গাঁওসভার ভোটকেন্দ্র উক্ত গাঁওসভার মধ্যবর্তী স্থানে তুইথাম্পাই লক্ষণ সর্দার পাড়া স্কুল হওয়া সত্ত্বেও এবং স্থানীয় নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ উক্ত স্থানকে প্রথম নির্ব্বাচনী কেন্দ্র স্থির করার পর কেন ভোটকেন্দ্র পূর্ব্ব ব্রক্ষছড়া স্কুলে স্থানান্তরিত করা হল,

২। অনুরূপ ভাবে দক্ষিন পুলিনপুর গাঁওসভার ভোটকেন্দ্র ধনচাকমা থেকে গইন্যার বিল স্কুলে সরানো হল কেন ?

উত্তর

১। বিগত ৩-৪-৭২ইং তারিখের নম্বর এফ ৩(৩০)-বিডিও/টিএলএম/৭২ নোটিফিকেশনের মূলে উত্তর গকুলনগর গাঁওসভার ভোটগ্রহণ কেন্দ্র সদর্পুর বাড়ীস্থিত ব্রক্ষছড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলে স্থির করা হয়। পরে উক্ত স্কুলটির অবস্থান গাঁওসভার এলাকার বাহিরে পড়ায় বিগত প্রথম পর্য্যায়ে পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনের সময়ে স্থিরীকৃত পূর্ব ব্রক্ষছড়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলে নম্বর এফ ৩(৩০)-বিডিও/টিএলএম/৭২ তাং ১৫-৪-৭২ইং মূলে উত্তর গকুলনগর গাঁওসভার ভোটকেন্দ্র স্থির করা হয়। উক্ত গাঁওসভার ভোটকেন্দ্র তুই থাম্পাই লক্ষণ সর্দার পাড়া স্কুলে কখনই স্থির করা হয় নাই।

২। বিগত ৩-৪-৭২ তারিখের নম্বর এফ ৩(৩০)-বিডিও/টিএলএম/৭২ইং নোটিফিকেসনের মূলে দক্ষিন পুলিনপুর গাঁওসভার ভোট গ্রহণ কেন্দ্র ধন চাকমা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে স্থির করা হয়। পরে ১৫-৪-৭২ইং তারিখে ভোটারগনের যাতায়াতের (Communication) সুবিধা হেতু ভোট গ্রহণ কেন্দ্রটি ধনচাকমা জুনিয়ার বেসিক স্কুল হইতে গইন্যার বিল বারোয়ারী স্কুলে ১৬-৪-৭২ইং তারিখের নম্বর এফ ৩(৩০) বিডিও/টিএলএম/৭২ মূলে স্থিরীকৃত হয়।

শ্রীঅনিল সরকার ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি গাঁও সভার ভোটকেন্দ্র কোন্ নীতির ভিত্তিতে ঠিক করা হয় ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—বেশী নাম্বার ভোটার যেখানে আসতে পারে এবং তাদের সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—গকুলনগর গাঁও সভার ভোট কেন্দ্র যেখানে করা হয়েছে সেখানে ১৫ মাইল দূরে কি করে সকালে এসে ভোটদাতারা ভোট দিতে আসতে পারে এ সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—এটা অনুসন্ধান করতে হবে। এটা একটা অসম্ভব ব্যাপার বলে হয়।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি এই সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে কোন অভিযোগ হইয়াছিল কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত ঃ—এটা আমার জানা নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে দূরবর্তী এলাকার ভোটাররা যাতে ভোট না দিতে পারে এবং যাতে ইন্টারেস্টেড পার্টি ভোট না দিতে পারে সেজন্যই এভাবে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এই সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠে না, কেননা এটা মধ্যবর্তী স্থানেই হয়েছিল।

শ্রীঅনিল সরকার :—আপনারা এটা মনে করেন কিনা যে পোলিং ষ্টেশনটা মধ্যবর্তী হয়েছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—তা না হলে তারা আপত্তি করত।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে তারা আপত্তি করেছিল।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা আমার জানা নাই।

শ্রীঅনিল সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা তদন্ত করবেন কিনা।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—তদন্তের প্রশ্ন উঠে না কারণ এটা মধ্যবর্তী স্থানে হয়েছিল।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—এটা অভিযোগ উঠেছে যে ১৫ মাইল দূরে থেকে ভোটাররা ভোট দিতে আসতে হয়েছে। যদি এটা মধ্যবর্তী স্থানে না পড়ে তবে নির্বাচন বাতিল করবেন কি।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—নির্বাচন বাতিলের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :—১৫ মাইল অ্যাবনর্ম্যাল বলে মনে হচ্ছে। একটা গাঁও সভা ১৫ মাইল হতে পারে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন অনুসন্ধান করে দেখবেন।

Mr. Speaker :—Your next question.

Shri Anil Sarkar :—Question No. 15.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 15.

প্রশ্ন	উত্তর
১। কৃষ্ণপুর সর্ব্বার্থসাধক সমবায় সমিতির বিগত ৪ বছরের হিসাব পত্র অডিট করা হয়েছে কি ?	১। ১০৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ সমবায় বর্ষের হিসাব অডিট করা হইয়াছে। ১৯৬৯-৭০ সনের (সমবায় বর্ষের) হিসাব প্রস্তুত হইয়াছে। কিন্তু অডিট বাকী আছে। ১৯৭০-৭১ সনের হিসাব হয় নাই কেননা সমিতি অচল অবস্থায় আছে।
২। উক্ত সমবায় সমিতিকে এ পর্যন্ত কোন প্রকার ঋণ দেওয়া হয়েছে কি ?	২। হয়েছে।
৩। কোন স্থানীয় জনসাধারণ ঐ সমবায় সমিতি হইতে কোন ঋণ পেয়েছেন কি ?	৩। হ্যাঁ।

শ্রীঅনিল সরকার :—উক্ত সমবায় সমিতি যে অচল অবস্থায় আছে সেটাকে চালু করার জন্য মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নিবেন কি ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—বিবেচনা করে দেখা যাবে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ঐ সমবায় সমিতিকে কোন্ সালে কত হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—এটা ১৯৬৭-৬৮ ও ১৯৬৮-৬৯ সমবায় বর্ষে হবে। যেটা করা হয়েছে, ৫,০০০ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছিল ১৯৬২ সালে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ঐ সমবায় সমিতি কোন ঋণ আদায় করেছেন কিনা ?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :—সেটা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Is any member interested in the questtion of Shri Samar Choudhury ?

Shri Sudhanwa Deb Barma :—Question No. 196.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 196.

প্রশ্ন	উত্তর
১। সোনামুড়া মহকুমা সরকারী কার্য্যালয়ে ১৯৬৬ সন থেকে ১৯৭২ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত কত সিটিজেনশিপের দরখাস্ত জমা দেওয়া হয়েছে এবং ১৯৭১ এর মার্চ হইতে ১৯৭২ এর মার্চ সময়ের মধ্যে কত সংখ্যক সিটিজেনশিপ কার্ড মঞ্জুর করা হয়েছে ;	১। সোনামুড়া মহকুমা অফিসে ১৯৬৬ সন হইতে ১৯৭২ সনের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ৮,৭০২টি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেটের দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছিল। ২৪টি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেট ১৯৭১সনের মার্চ মাস হইতে ১৯৭২ সনের মার্চ মাস পর্যন্ত উক্ত অফিস হইতে মঞ্জুর করা হইয়াছে।
২। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া সরকারী মহকুমা কার্যালয়ে সংশ্লিষ্ট সিটিজেনশিপ দরখাস্ত ১৯৬৬ সন থেকে না মঞ্জুর অবস্থায় পড়ে আছে, যদি তাহা সত্য হয় তবে ইহার কারণ কি এবং এই সম্পর্কে সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	২। না, ইহা সত্য নহে। কেবলমাত্র ৪৪৮টি সিটিজেনশিপ সার্টিফিকেটের দরখাস্ত ১৯৭০ইং সন হইতে সোনামুড়া মহকুমা অফিসে বিভিন্ন কারণে না মঞ্জুর অবস্থায় আছে।

Mr. Speaker :—Now is any member interested in the question of Chandra Shekhar Dutta.

Shri Jatindra Kr. Majumder :—Question No. 356.

Shri Sukhamoy Sengupta :—Mr. Speaker, Sir, question No. 356.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা সরকারের অধীন কোন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী আন-অথ-রাইজড লীভ ভোগ করিতেছেন কি? এবং	১। হ্যাঁ।
২। করিলে তাদের নাম (ব্লক ভিত্তিক)	২। শ্রীকালীপদ দেবনাথ—জিরানীয়া ব্লক শ্রীঅজিত দাস— ,, শ্রীশান্তিরায় চোধুরী—ডম্বুরনগর টি, ডি, ব্লক। শ্রীঅনিল চন্দ্র বর্দ্ধন— ,, শ্রীউপেন্দ্র কুমার মহাজন—বগাফা ব্লক। শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—পানিসাগর ব্লক। শ্রীনারায়ণ চন্দ্র রায়—মেলাঘর ব্লক।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— এই সমস্ত পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীদের চাকুরী এখনও বজায় আছে কি না। মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেছেন যে তারা unauthorised leave ভোগ করছেন তাদের চাকুরী বজায় থাকে কি করে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে। এমন দুই একটি কেইস আছে যেখানে mental derangement হয়ে গেছে এবং সেখানে necessary steps নেওয়া হচ্ছে। Particular case হিসাবে যদি জানতে চান তাহলে দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— এইসব পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীগণ না থাকাতে গাঁওসভাগুলির অসুবিধা হচ্ছে না তো?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— অসুবিধা হচ্ছে কি না এই সম্পর্কে গাঁওসভার দিক থেকে কোন রকম অভিযোগ নাই। বা এই সম্পর্কে কোন অসুবিধার কথা জানানো হয় নি।

শ্রীকালিপদ ব্যানার্জী :— গাঁওসভার জন্য পঞ্চায়েৎ সেক্রেটারীরা আছেন যদি সেক্রেটারীরা unauthorised leave এ দীর্ঘদিন থাকেন তাহলে সেই গাঁও সভাগুলির অসুবিধা হচ্ছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— গাঁওসভা থেকে কোন অভিযোগ না আসাতে আমরা বুঝতে পারছি না অসুবিধা হচ্ছে কি হচ্ছে না (গণ্ডগোল)

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :— পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা না থাকার দরুন (গণ্ডগোল)……তারা কবে থেকে আনঅথোরাইজড লিভে আছেন।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :—এক নম্বর কেইস—২৯, ১১, ৭১ ইং দুই নম্বর—৪, ৪, ৭২ইং (৩) ও (৪) ২, ২, ৭২ ইং (৫) ১১, ৪, ৬৯ ইং (৬) ১৭, ২, ৭২ ইং (৭) ৩১, ৫, ১৯৭২ ইং (গণ্ডগোল)।

শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার :—যে যে গাঁওসভা থেকে পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা unauthorised leave ভোগ করছেন তাদের পরিবর্তে কোন পঞ্চায়েত সেক্রেটারী substitute করা হয়েছে কি না বা পঞ্চায়েত সেক্রেটারী নিয়োগ করা হয়েছে কি না।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত :— তাদের সম্পর্কে কি করা হবে সেই সম্পর্কে ডিপার্টমেন্টের মতামত চাওয়া হয়েছে এবং সেটি হয়ে গেলে তাদের জায়গায় অন্য লোক নেওয়া যায় কি না সেটি চিন্তা করা হবে।

মিঃ স্পীকার— শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী :— প্রশ্ন নং ৫০।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্ন নং ৫০।

প্রশ্ন—	উত্তর—
১। ইহা কি সত্য যে সোনামুড়া বক্সনগর রাস্তায় কোন বাস সার্ভিসের এবং অন্যান্য গাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা নাই?	হ্যাঁ, সোনামুড়া—বক্সনগর রাস্তায় নিয়মিত গাড়ী চলাচলের কোন ব্যবস্থা নাই?
২। যদি সত্য হয়ে থাকে, তবে সরকার এই সম্পর্কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন?	বাস মালিকগণের পক্ষ হইতে দরখাস্ত পাওয়া গেলে তদন্তক্রমে বাস সার্ভিস চালু করার বিষয় বিবেচনা করা যাইতে পারে।

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জী :— বাস মালিকদের কোন দরখাস্ত না পাওয়া যায় তাহলে কি জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য কোন ব্যবস্থাই সরকার নেবে না?

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— সাধারণতঃ বাস মালিকেরাই privately এটা করেন তারা দরখাস্ত দেন owners দের তরফ থেকে সেই ভাবেই এই arr angement হয়েছে। এখন যদি অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করা যায় তাহলে হয়ত হবে। Particular এই রাস্তায় যদিও বাস চলছে না তবে জীপ প্রায় নিয়মিতই চলে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীচন্দ্র শেখর দত্ত।

শ্রীচন্দ্রশেখর দত্ত :— প্রশ্ন নং ৩৫৭

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— প্রশ্ন নং ৩৫৭

প্রশ্ন—

১। ধর্ম্মনগর হইতে সাবরুম পর্যন্ত রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের সঙ্গে কোন প্রকার আলাপ আলোচনা করিয়াছেন কি না ?

২। করিয়া থাকিলে আলাপ আলোচনার অগ্রগতি কি ?

উত্তর—

হঁ্যা ।

ভারত সরকার জানাইয়াছেন প্রয়োজনীয় যাত্রী পরিবহন সমীক্ষায় দেখা গেছে যে ধর্ম্মনগর হইতে আগরতলা পর্যন্ত রেল লাইন সম্প্রসারণ খুবই ব্যয় বহুল এবং লাভজনক। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার ধর্মনগর হইতে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল সম্প্রসারণে এখনই উৎসাহী নন। তবে যথাসময়ে তাহা বিবেচনা করিবেন। যাহা হউক ভারত সরকার বাংলাদেশের আখাউড়া হইতে আগরতলা এবং সাবরুম হইতে রেল লাইন নির্ম্মাণের প্রশ্নটি বিবেচনা করিতেছেন। এবং এই উদ্দেশ্যে জরীপের কাজ হাতে নেওয়া হইতেছে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্তঃ— ধর্ম্মনগর—আগরতলা রেল লাইন সম্প্রসারণ ব্যয় বহুল এবং অলাভজনক এই রিপোর্ট কে এই রিপোর্ট দিয়েছে।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত :— Railway Ministry বলেছেন যে এটা uneconomic কোথা থেকে সেই রিপোর্ট পেয়েছেন সেই সম্পর্কে আমাদের জানা নাই।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি খবর নিয়ে দেখবেন N, F. Railway থেকে এই ব্যপারে যে রিপোর্টটি দেওয়া হয়েছে সেই রিপোর্টটি কারচুপী করে দেওয়া হয়েছে। বিশেষ একটি interested section এই মিথ্যা রিপোর্ট দাখিল করিয়েছে from N, F. Railway.

Shri Sukhamoy Sengupta :— এই সম্পর্কে Railway Ministry দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে পারি।

শ্রীআবদুল ওয়াজেদ আলী :— আগরতলা থেকে রেল লাইন সার্ভে যে জায়গা দিয়ে আগে করা হয়েছিল সেটি সত্যি ব্যয় বহুল। কিন্তু বর্ত্তমানে বাংলাদেশ আমাদের

মিত্ররাষ্ট্র। অতএব প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পাশাপাশি আবার সার্ভে করার জন্য মন্ত্রী মহোদয় সেনট্রাল গভর্ণমেন্টকে জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এম, সেনগুপ্ত :— এটা এখনও dropped হয় নাই total project টা dropped হয় নাই সেজন্য এই সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :— There are six Unstarred Questions, The Ministers may lay on the table of the House the reply to the Unstarred Questions and also to Starred Questions which were not answered orally.

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker—There is Calling Attentiou given notice of by Shri Benoy Bhusan Banerjee on 26.6.72 to which the Minister concerned agreed to make a statement to day, the 28th June, 1972.

Now I would call on Hon'ble Minister in-charge of the Revenue Department to make a statement on—

কুর্তী, সাতসংগম, বিরজানগর, ব্রজেন্দ্রনগর, কালাগাঙ্গেরপাড় ও তারকপুর প্রভৃতি জায়গায় বর্তমান বন্যার প্রকোপ সম্পর্কে।

Shri S. M. Sen Gupta—Due to continuous heavy showers since 13th of June, 1972 tho low lying areas of Kurti, Kalaganager par, Tarakpur, Satsangam, Birajanagar and Mohan Tiki were submerged due to floods in river Juring, Thawl and Kurtichhera on the 20th June, 1972 Seven houses in Kurti, 15 houses in Satsangam and 23 houses in Birajnagar were submerged 11 huts worth about Rs. 1000/- also collapsed. Flood water has since receded. A preliminary survey indicates that approximately 600 acres of Aus crop and 25 acres of Aman seed-bed were affected out of which two thirds is feared damaged. The spot was visited by the local officers promtly and relief given to the deserving cases. In all gratuitious relief of Rs. 509/- has been paid to 45 affected families.

2. These areas are located on the bank of the river and are low lying and, therefore, normally liable to be submerged in case of heavy rains. Traditionally these are boro areas were Aus and Aman are chance crops. The estimated loss is about Rupees one lakh and thirtytwo thousand. Steps are being taken to arrange distribution of Aman seed to the cultivators. Applications for Agri loan have been invited by the S. D. O. which will be scrutinied and neccessary action taken.

Agriculture Department has been advised to distribute free seeds according to needs. Funds are available with the D. M. placemen and addititional funds in case of necessity will be considered.

শ্রীঅনিল সরকার—পয়েন্ট ফর ক্ল্যারিফিকেশন জুরী নদীর পার থেকে কালাগাঙের পাড় পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার কি বাঁধ নির্মাণ করছেন ? এতে কুর্তি রোডের বন্যা বিপর্যস্ত অবস্থা কি আরও বাড়বে ?

Mr. Speaker—Hon'ble Member you have asked a question. It is not a point for clarification. It has no connection with the statement.

শ্রীঅমরেন্দ্র শর্মা—সরকার কি বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য কুর্তী ক্যানেলের উপর বাঁধ নির্মাণএর ব্যবস্থা করবেন ?

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই; যারা ফ্লাড এফেক্টেড হয়ে অন্যত্র চলে গেছে তাদের খাওয়া দাওয়া, এবং থাকার কি ব্যবস্থা করছেন ?

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত – উওরের মধ্যে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে যে নেসাসারী এ্যকশান নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ—এটা কি সত্য, এই বন্যায় আমাদের প্রতিবেশী রাজ্য আসাম থেকে শত শত লোক চোলাইবাড়ী স্টেশনে এসে আশ্রয় নিয়েছে ?

Mr. Speaker:—It is also question.

শ্রীকালীপদ ব্যানার্জি :—বাংলায় স্টেটমেন্ট না হওয়াতে বুঝতে পারা যায়নি, বাংলাতে করে দিলে ভাল হয়।

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—আচ্ছা বাংলা করে দেব।

Mr. Speaker :—I have received a Calling attention notice from the following Member Shri Sudhanwa Deb Barma on the subject—

'আগরতলা মঠ চৌমুহনীতে ২১ | ৬ | ৭২ ইং শেষ রাত্রে অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কে।'

I have given consent to the Motion of Shri Deb Barma to-day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. It the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

শ্রী এস, এম, সেনগুপ্ত—৩ | ৭ | ৭২ ইং তারিখে আমি স্টেটমেন্ট করব।

Mr. Speaker—Hon'ele Minister will make a statement on 3/7/72.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

(General discussion on Budget Estimates for 1972—73.)

Mr. Speaker—Next business to day is the General discussion on Budget Estimates for 1972-73 which is continuing. I would call on Shri Sunil Ch. Dutta who was on the floor yesterday. Hon'ble Member, you have got only 10 minutes at your disposal.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ১৯৭২ | ৭৩ সনের বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন, তার উপর আমার বক্তব্য রাখতে যেয়ে গতকাল আমি উল্লেখ করেছি যে কৃষি খাতে. শিক্ষা খাতে, শিখা খাতে যে ব্যায় বরাদ্ধ রাখা হয়েছে, সেখানে আমি দেখিয়েছি যে প্রতিটি শিক্ষিত লোকের জন্য বর্তমান বৎসরে এই বাজেটে মাথা পিছু ১৪০ টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে, এবং এটা মাত্র ৩০ পারসেন্ট লোকের জন্য, অপর দিকে আর ৮০ থেকে ৮৫ শতাংশ লোক কৃষক এবং কৃষিজীবি, তাদের জনা মাথা পিছু ১১ টাকা থেকে ১২ টাকা বরাদ্ধ করা হয়েছে। তদুপরি কৃষি খাতে যে ব্যায় আমরা করছি, ইতিপুর্ব্বে আমি বলেছি মাইনর ইরিগেশন সম্পর্কে যে আমাদের বিভিন্ন প্রকল্প শেষ হয়েছে, দীর্ঘদিন, পুর্ব্বে আমি বলেছি আমার কমলপুর মহকুমায় নাগফুলছড়া, কুলাইছড়া, কালাছড়িছড়ায় যে সব বাঁধ হয়েছিল, এক একটি বাঁধ আমরা ৪০ হাজার, ৫০ হাজার টাকা খরচ করে করেছি, কিন্তু কোন বাঁধ থেকে এক ফোটা জল কৃষক পায়নি। খোয়াই মহকুমায় ইছালিছড়ায় একটা বাঁধ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু সেই মাঠে এক ফোটা জল কৃষক পায়নি। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং আমার উপমন্ত্রী মহাশয়, মনছুর আলি সাহেব সেখানে পরিদর্শন করতে গিয়ে কৃষকদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বাঁধ দেওয়া হবে, কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ পর্যন্ত সেই বাঁধ মেরামত হয়নি, কৃষকরা এক ফোটা জলও পায়নি। এই বাঁধ দিয়ে জল না পাওয়ার একটি বড় কারণ হচ্ছে এই ইছালিছড়ায় এবং নাগফুলছড়ায় যে স্থানে বাঁধ দেওয়া হয়েছে, যে স্থান ইঞ্জিনিয়াররা পছন্দ করেছেন, সেটা ঠিক হয়নি। যখন বাঁধের কাজ আরম্ভ হয়, কৃষক মুরুব্বী যারা আছে অভিজ্ঞ লোক যারা, তারা বলেছিলেন যে এখানে বাঁধ দিয়ে মাঠে জল উঠবেনা। জলের যদি পাড় থাকে, তাহলে মাঠে জল উঠেনা, কিন্তু সেই ইঞ্জিনীয়ার সাহেব সেই মোরব্বিদের বলেন যে আমরা পাশ করে ইঞ্জিনীয়ার হয়েছি, আমরা যা জানি তাই ঠিক, আপনারা যা বলছেন, তা ভুল। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখা গেল যে সেই বাঁধ তৈরী করার পর এক ফোটা জলও কৃষক পায়নি। কিন্তু এই সম্পর্কে আমি জানি যে আমাদের যে প্রাক্তন চীফ কমিশনার শান্তিপ্রিয় মুখার্জী ছিলেন, তিনি একবার ঐ বাঁধের কাছে গিয়েছিলেন কমলপুর মহকুমায়, নামও বলতে পারি কুলাইছড়িতে যে বাঁধ দেওয়া হয়েছিল সেখানে, গ্রামবাসীরা তখন তাঁর কাছে নালিশ করেছিলেন, তিনি তখন ইঞ্জিনীয়ারদের ডেকে বলেছিলেন যে 'I want to see water flow within seven days.' এর পর সেখানে কাজ হয়েছিল, কৃষক জলও পেয়েছিল, অবশ্য পরবর্ত্তী সময়ে আবার বাঁধটি নষ্ট হয়ে যায়। আমি চাই যে আমাদের মন্ত্রীরাও ঠিক সেইভাবে যে সমস্ত বাঁধ করা হয়েছে, সেইসব সাইডে যান, ইঞ্জিনীয়ারদের সংগে নিয়ে যান, এবং দেখুন কৃষকরা জল পায় কি না, যদি জল না পায়, তাহলে ইঞ্জিনীয়ারদের বলুন কবের মধ্যে জল দিতে পারবেন, যদি তাঁরা বলে দিতে না পারেন, তাহলে হয় তাঁদের চাকুরী ছেড়ে যেতে হবে, নয়তো জলের ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে কোন ইঞ্জিনীয়ার সাহস না করে এই রকম কাজ করার। যারা দোষত্রুটি করেছেন, যারা বর্তমানে হয়তো ত্রিপুরাতে নেই, কিন্তু যারা ডেপুটেশানে ত্রিপুরাতে আসেন,

চাকুরি নিয়ে. তারা ভারতবর্ষেরই লোক, বর্তমানে ভারতের অন্য রাজ্যে বা কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরীতে আছেন, এই কু-কর্মের ফল তাঁরা ভোগ করবেন না, কিন্তু এই যে অপকর্ম তাঁরা করেছেন তার জন্য কে দায়ী, সেই দায়িত্ব নির্ণয় করে, তারা যদি অন্য দেশে চলেও যায়, ত্রিপুরা সরকার এই ব্যাপারে পারস্থা করবেন, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রিপোর্ট দেবেন, এই প্রসংগে আরেকটা কথা বলা দরকার যে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁদের পাঠান, তাঁদের সি, সি, আর এখানে রচিত হয়, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে তাঁরা কি করে এইসব অপকর্ম করে প্রমোশান নিয়ে অন্যত্র চলে যায়, কারণ আমি শুনেছি যাঁরা এখানে এই কু-কর্ম করেছেন, তাঁরা ভারতের অন্যত্র যেয়ে প্রমোশান পেয়েছেন। কাজেই তাঁদের এই কুকর্ম'এর জন্য জনসাধারণ লাঞ্ছনা ভোগ করবে, কৃষকের অগ্রগতি রুদ্ধ হবে, অথচ তাঁরা যেয়ে প্রমোশান পাবে না এটা কি করে হয় আমি জানি না। আমরা কৃষককে যদি জল সেচের সুযোগ করে দিতে না পারি, তাহলে আমাদের দেশে কৃষি বিপ্লব সম্ভব হবে না। যতটুকু কৃষিতে উন্নতি হয়েছিল, আমি দেখেছি যে কৃষিতে জোয়ার এনেছিল কৃষক, তারা বলেছেন যে দুই কানি জমিতে ৫০ মণ ধান পেয়েছি, পনের গণ্ডা জমিতে পাঁচ মণ ধান পেয়েছি, বহু কৃষক বলেছে, এই ভাবে ফসলে একটা জোয়ার এসেছিল, কিন্তু সেটার প্রক্রিয়া রুদ্ধ হয়ে গেছে এই অনাবৃষ্টি এবং জলসেচের অভাবে আমার মন আনন্দে ভড়ে উঠে যখন কৃষকরা বলেন এইভাবে তারা ফসল পান। একটা জোয়ার এসেছিল। কিন্তু তার গতি রুদ্ধ হয়ে গেছে অনাবৃষ্টি এবং জলসেচের জন্য। আমি খবর পেয়েছি যে খোয়াইয়ে আই, আর, এইট এর সীডগুলি কাকের খাদ্যে পরিণত হয়েছে। কাজেই জলসেচের জন্য যে টাকা আছে সেটার যদি সদ্ব্যবহার হয় তাহলেই হল। এবারেও বাজেটে আছে যে ১৫টি প্রকল্প শেষ হবে। কিন্তু প্রকল্প শেষ হওয়াই বড় কথা নয়। জল পাওয়া বড় কথা।

দুগ্ধ সরবরাহ সম্বন্ধে বলব। এখানে অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে "বর্তমান ডেয়ারীতে এখন দৈনিক প্রতি শিফ্‌টে মাত্র ১,৯০০ লিটার দুধের ব্যবস্থা থাকার কর্ম-ক্ষমতা রয়েছে। অতিরিক্ত পরিমাণ দুধের ব্যবস্থাপনার জন্য ১৯৭২-৭০ সনে দৈনিক ১০,০০০ লিটার দুধের ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নূতন দালান তৈরী করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন। চতুর্থ পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার বাকী সময়ে (১৯৭২-৭৩ ও ১৯৭৩-৭৪) ৫টি গ্রামীন দুগ্ধ সরবরাহ কেন্দ্র খোলার প্রস্তাবও নিয়েছেন।" বর্তমানে আড়াই হাজার লিটার বাড়ানোর প্রস্তাব নিয়েছেন। আগরতলাকে যে দুধের সরবরাহ করা হয় সেগুলি কোথা থেকে আসে? সরকারের কোন ডেয়ারী নাই। সরকারী গাড়ী নিয়ে সোনামুড়া, উদয়পুর. খোয়াই এইসব সাবডিভিশন থেকে পল্লী অঞ্চলের শিশুদের মুখের গ্রাস কেড়ে এনে এখানে যে দুধের ব্যবস্থা করা হয় এটা নীতিগত ভাবে মানা উচিত নয়। আগরতলার শহরের লোকেরা দুধ পাবে, আর পল্লী অঞ্চলের শিশুরা দুধ পাবে না এটা নীতিগত ভাবে আমি বিরোধিতা করি। তারা ডেয়ারী ফার্মে গাভী এনে ১০,০০০ কেন ২০,০০০ লিটার দুধ দিন। কিন্তু এই যে পল্লী অঞ্চল থেকে দুই টাকা লিটার দিয়ে নিয়ে আসা হয় তাতে একটা অস্বাভাবিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তা চলতে দেওয়া উচিত নয়। তা না হলে পল্লী অঞ্চলের জেনারেশনটা নষ্ট হয়ে

যাবে। উন্নত মানের গাভী আনতে হবে এবং সরকারী ফার্মে রেখে আগরতলা শহরে দুধের ব্যবস্থা করবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর একটি কথা বলব। বাজেট আলোচনায় মাননীয় সদস্যরা বক্তব্য রাখতে গিয়ে উন্নতি কিছুই হয় নি বলেছেন। কিন্তু আমি দেখাচ্ছি ত্রিপুরায় কি হয়েছে। ১৯৫০ সালে কমলপুরে কি ছিল এবং কি হয়েছে সেটাই আমি বলছি। তখন সেখানে একটা হাই স্কুল ছিল, এখন ৫টা হাই স্কুল হয়েছে। রাস্তাঘাট ছিল না, এখন প্রচুর রাস্তাঘাট হয়েছে। যে সব কাজ হয়েছে সেগুলি অস্বীকার করছি না। কিন্তু ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য যদি কৃষির উন্নতির দিকে নজর না দিই এবং শতকরা ৮০ থেকে ৮৫ ভাগ লোককে টেনে আনতে না পারলে এই উন্নতিকে সার্বিক উন্নতি বলা যাবে না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীঅজয় বিশ্বাস। আপনি ২০ মিনিট বলবেন।

শ্রীঅজয় বিশ্বাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অর্থমন্ত্রী গত ২৩শে জুন এই বিধান সভায় যে বাজেট উপস্থিত করেছেন আমি সেই বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করছি। আমি ভেবেছিলাম ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পেয়েছে এবং এই পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা পাওয়ার পর প্রথম যে বাজেট ত্রিপুরায় আসছে তাতে নূতন কিছু থাকবে, বিশেষ করে যারা এই বাজেট আনছেন তারা নব হয়ে গেছেন। সুতরাং বাজেটও নব হবে, তাতে নূতন কিছু নাই। কিন্তু বাজেটের মধ্যে আমি দেখলাম সেখানে নূতন কিছু নাই। সেই আদি বাজেট আবার আনা হয়েছে যে বাজেট দিয়ে আমাদের ত্রিপুরার গরীব মানুষদের সমস্যার সমাধান করা দূরের কথা সেই সমস্যার ধারে কাছেও যেতে পারবে না এবং এ৫ বাজেটের পরে আগামী বছরে আমি মনে করি ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের যে সংখ্যা আছে, যে কষ্ট দুঃখ আছে সেটা আরও বাড়বে। কেন এই বাজেট আজকে নব দেহে এখানে উপস্থিত করা হয়েছে সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ভারতবর্ষের অর্থ নৈতিক কাঠামোর কিছু উল্লেখ করতে হয়। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পাওয়ার আগে বৃটিশের বিরুদ্ধে ভারতবাসী সংগ্রাম করেছিল। সেখানে কোটি কোটি ভারতবাসী একটা আশা নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সংগ্রাম করেছিল যে স্বাধীনতা পাওয়ার পর ভারত বর্ষের মানুষ সুখে থাকবে, এই আশা নিয়ে তারা সংগ্রাম করেছিল। বৃটিশ চলে গেছে। স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। গত ২৫ বছর ধরে কেন্দ্রে কংগ্রেস একচেটিয়া শাসন চালাচ্ছে। তাতে আমরা লক্ষ্য করেছি শুধু পুঁজিবাদের বাজেট ছাড়া আর কিছু তাদের হাত দিয়ে বেরুতে পারেনি। যখন স্বাধীনতা আমরা পেয়েছিলাম ভারতবর্ষের ৪০ কোটি মানুষ তার ৮০ কোটি হাত দিয়ে কলে, ক্ষেতে, খামারে সহযোগিতা করেছিল। ২৫ বছর সহযোগিতা করেছে কৃষক তার উন্নতির জন্য। শ্রমিক কলে কাজ করেছে তাদের মরণ পণ করে ভারতবর্ষকে পরিবর্ত্তন করতে। কিন্তু ২৫ বছর পরে আমরা দেখছি তারা যেমন বলেন বিরোধীরা বিরোধীতা করার জন্য বলে। কিন্তু তারা যে কমিশন নিয়োগ করেছে, তারা কি বলেছে? তারা বলেছেন যে ৪০ কোটি ভারতবাসী তাদের ৮০ কোটি হাত দিয়ে যে সম্পদ তৈরী করেছিলেন সেই সম্পদের অধিকাংশই ধনীদের হাতে জমা হয়েছে। সেই কমিশন বলছে যে, যে প্ল্যান বা পঞ্চবার্ষিকী

পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল সেটা নেওয়া হয়েছিল ধনীদের এবং জমিদারদের হাত মজুত করার জন্য। ওয়াংচু কমিশনের রিপোর্টে দেখেছি যে কমিশন রায় দিচ্ছে যে আজকে সম্পদ জমা হচ্ছে মুষ্টিমেয় ধনীদের হাতেই শুধু নয় কাল সাম্রাজ্যও ভারতবর্ষের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে। পাঁচ কোটি কাল টাকা আছে সেই ধনীদের হাতে। ওয়াংচু কমিশন বলছে সেই অর্থনীতিকে যদি না ভাঙ্গা যায় ভারতবর্ষের এই শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থার কথা ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, কংগ্রেসীরা বলছেন সেটা হতে পারে না।

সেটি যদি ভেঙে না যায় এই সমাজবাদের যে কথা ইন্দিরা গান্ধী বলছেন এই নব কংগ্রেসীরা বলছেন সেটি হতে পারে না। আমরা দেখেছি যে ঐ ওয়াংচু কমিশন যে কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন কমিশন যে কথা বলেছেন তার ধারে কাছে যাওয়ার ক্ষমতা এদের নাই। কারণ তাঁরা ভারতের ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করার পরিবর্তে সেটি যাতে আরও কায়েম করতে পারে সেই জন্যই চেষ্টা করছেন। আমরা আজকে দেখছি যে ভারতে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে, গরীবি হটানোর কথা বলা হচ্ছে কিন্তু যদি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তার একটা condition হচ্ছে যে monopoly capital ভারত থেকে উচ্ছেদ করতে হবে। আর এই ২৫ বছর রাজত্বে কি হয়েছে সেই monopoly capital যেখানে ছিল সেখানেই আছে। ৪৫০ কোটি টাকা ছিল স্বাধীনতার সময়ে আজকে এই টাটা বিড়লা সেখানে দেখেছি ৫০০/৬০০ কোটি টাকা তাঁরা খাটিয়েছে। তাছাড়া black money তো হাতেই রয়ে গেছে। সুতরাং আজকে সমাজতন্ত্রের ফাকা বুলি বললেই হবে না। আজকে সত্যিকারের সমাজতন্ত্রের পথে যদি যেতে হয় তাহলে এই একচেটিয়া পুঁজির বিরুদ্ধে আঘাত হানতে হবে। আমরা জানি সেই আঘাত তাঁরা হানতে পারবে না। যে মহলানবিশী কমিশন বসানো হয়েছিল এটা আমাদের কথা নয় উরা বলেছেন বিরোধীরা বিরোধীতা করার জন্যই এই কথা বলে। সেই মহলানবীশ কমিশন এই সংবাদ পত্র সম্পর্কে কি রিপোর্ট দিয়েছেন সেটি আমি এখানে উদ্ধৃত করছি। সেই মহলানবীশ কমিশন বলেছে "Economic powers are exercised not only to control over production but investment, employment, purchase, sales and prices. But also thorough control over mass media of communication for this newspapers are the most important and constitutes a powerful machinary to (sectoral and took interest.) It is not, therefore. a matter of surprise that there is so such inter-link between newspaper and the business in this country. One must take into account this link between industrial newspapers which exists in our country to a much larger extent than that generally found in any of the other democratic countries in the world." চিন্তা করুন যে মহলানবীশ কমিশন কেবল বলছে না আজ এই ২৫ বছরের কংগ্রেসের রাজত্বে তাদের যে একচেটিয়া পুঁজি ভারতবর্ষের production, investment, employment, purchase, sales এবং prices কেই কেবল control করছে না ভারতের এই যে সংবাদ পত্র সেই সংবাদপত্রকেও তারা কনট্রোল করছে। সেই কমিশন বলেছে ভারতবর্ষের total circulation যা আছে সেই circulationএর 67% এই একচেটিয়া

মুষ্টিমেয় কারবারীরা তাদের directly or indirectly Boards of Directorদের মাধ্যমে তাদের control করছে। সুতরাং আজকে ২৫ বছর পরে এই সমস্ত কমিশন থেকে এইরকম রায় দেওয়া হয়েছে। এই রায় দেওয়ার পর আমরা কি দেখছি ১৯৬৬ ইং সালের পর থেকে। আমাদের সি. পি, আই, বন্ধু বলেছেন নূতন সমাজতন্ত্রের ঠাণ্ডা হাওয়া ভারতে বইতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু আমরা দেখছি যে এই কথাটা ঠিক নয়। ১৯৬৬ ইং সালের পর থেকে অন্ততঃ ভারতে কোন নূতন ধারা আসছে না সেই পুরানো ধারাকেই নতুন কায়দায় বজায় রাখার চেষ্টা চলছে। ইন্দিরা গান্ধীকে সেখানে আমরা দেখেছি ১৯৬৬ সালের পর ঐ যে ১৬টি রাজ্যে কংগ্রেস তার মধ্যে ৯টিকে যখন হারালো তখন কংগ্রেসের মধ্যে চিন্তা হল যে পুরানো কায়দায় যদি আমরা শাসন করি তাহলে কোটি কোটি ভারতবাসীর রোষ থেকে আমরা রক্ষা পাব না। ভারতের ধনীক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষা করতে হলে নতুন কায়দায় আমাদের চেষ্টা করতে হবে। নতুন কায়দা ১৯৬৬ সাল থেকেই নিয়েছে। সেই নব সাজে নতুন কায়দায় ভারতের কোটি কোটি মানুষকে আরও কিভাবে দাবিয়ে রাখা যায় কিভাবে সেখানে (গণ্ডগোল)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :— On point of order Sir, আমাদের মাননীয়া প্রধান মন্ত্রীর সমালোচনা এইভাবে এই হাউসে করতে পারেন না। বাধা আছে আইনে বাধা আছে। এই হল আমার পয়েন্ট টা। (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— আমি কি বলেছি। ব্যাপারটা বুঝলাম না আমি কি বলেছি (গণ্ডগোল) প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্কে আমি বলিনি।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :— ভারতের প্রধান মন্ত্রীর আলোচনা এইভাবে চলতে পারেনা। (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— কিছুই বলিনি তো প্রধান মন্ত্রীর সম্পর্কে (গণ্ডগোল) তাঁর পলিসি সম্পর্কে বলব না? সবাইতো বলছে (গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনি কি সম্পর্কে বলছেন?

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :— তাঁর পলিসি সম্পর্কে বলছি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কে কিছুই আমি বলিনি (গণ্ডগোল) আমরা ১৯৬৬ ই সালের পরেও যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—স্টেট বাজেটের মধ্যে confined রাখবেন। যে বক্তৃতা করবেন স্টেট বাজেট নিয়েই করবেন। (গণ্ডগোল)

শ্রীঅজয় বিশ্বাস :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, ষ্টেট বাজেট সম্পর্কে বলতে গেলে আমি যদি ভারতের অর্থ-নৈতিক কাঠামো যেটি মাননীয় সি, পি, আই, সদস্যও বলেছেন যে কথাগুলি উনি বলেছেন সারা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে সেটি যদি বলতে না দেওয়া হয় ষ্টেট বাজেট সম্পর্কে তাহলে সেটি আলোচনা করতে পারব না। সুতরাং আমি সেখানেই যাচ্ছি। আমরা ১৯৬৬ ইং সালের পর কি দেখছি আমরা দেখছি যে ব্যাংক ন্যাশান্যালাইজ করা হচ্ছে এই সম্পর্কে বলা হয়েছে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ আমরা দিচ্ছি। এই সম্পর্কে

তিনি অন্য কোন উদ্ধৃতি দিতে চাই না বিদেশী লোকজন যারা study করছেন economics নিয়ে তাদের কোন উদ্ধৃতিও দিতে চাই না। ইন্দিরা গান্ধী কিছুদিন আগে যাহা বলেছিলেন যা আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে পড়েছি তাহাই আমি এখানে উল্লেখ করতে চাই। তিনি যা বলেছেন সেটি আমি এখানে উল্লেখ করছি তিনি বলেছিলেন যে আমাকে অনেকে বলছে আমি নাকি কমিউনিষ্ট কিন্তু এটা ঠিক কথা বলা হচ্ছে না। আমি কমিউনিষ্ট নই। এবং কেন বলা হচ্ছে যেহেতু আমি ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করেছি। আমি ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করেছি এবং ফ্রান্সও ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করেছে তাহলে আমি কমিউনিষ্ট কি করে হই। সেখানেও ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করেছে এবং আমিও সেই ধরণের ফ্রান্স যেভাবে ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করেছে আমিও ভারতে সেই ভাবেই ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করেছি। তাহলে এই যে আজকে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে আজকে ব্যাংক ন্যাশনালাইজকে সমাজতান্ত্রিক step বলা হচ্ছে তাঁর সেই কথাকে আজকে এই ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে—যে ভাবে ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করা হয়েছে। কিন্তু আমি বলছি সেখানে নূতন কিছু করা হয় নাই। এটা সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ নয়। ভারতের ব্যাংক ন্যাশনালাইজ যদি সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ হয় তাহলে ফ্রান্সেও সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সেটিও আমাদের ধরে নিতে হবে। ব্যাংক ন্যাশনালাইজ করার পর আমরা কি দেখছি সেখানে আমরা দেখছি ঐ যে টাটা বিড়লা ঐ চোরাকারবারী তাদেরই লোন দেওয়া হচ্ছে। গরীব মানুষেরা লোন পাচ্ছে না। এমন অবস্থাই সেখানে করা হয়েছে। আমি দেখেছি যে ঐ ১৯৭১ ইং সালের পর আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতি গান্ধী তাঁর গরীবি হটাও শ্লোগান দেওয়ার পর ১৯৭১ ইং সালের পর ১১৩টির উপর নূতন লাইসেন্স দানের ব্যবস্থা হয়েছে সেই লাইসেন্সের অধিকাংশ লাইসেন্সই পেয়েছে ঐ একচেটিয়া পুঁজিপতিরা। তাহলে ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতন্ত্রের মধ্যে monopoly capitalকে আটক করার কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এবং নবদের আমলে কংগ্রেসের আমলেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি একচেটিয়া পুঁজিকে খর্ব করার জন্য। সেই জন্যই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে কথা বলা হচ্ছে গরীবি হটাও এই যে সমাজতন্ত্রের কথা বলা হচ্ছে সেই কথার সংগে এই বাজেটের কোন সম্পর্ক নাই। সম্পর্ক থাকতে পারে না এবং তাদের নীতিই তা নয়। শুধু একটা জিনিষ করা হচ্ছে সেই জিনিষটি কি সেই জিনিষটি গরীবকে হটাবার জন্য গরীবকে তার গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার জন্য সত্যি সত্যিই তাঁরা কাজ করেছে এবং সেই কাজটি তাঁরা দ্রুতগতিতে করছে। এই নব কংগ্রেসের আমলে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নাই, একচেটিয়া পুঁজিকে খর্ব করার জন্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে শ্লোগান, সমাজতন্ত্রের শ্লোগান, গরীবি হটাও'র কথা বলা হচ্ছে সেই সম্পর্কে বাজেটে কোন ইংগীত পাই না। তবে একটা জিনিষ গরীবি হটাও'য়ের জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই জিনিষটা কি, গরীবের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সেটা খর্ব করার জন্য একটা কাজ করেছেন সেটা হচ্ছে দ্রুত গতিতে ১৯৬৬ সালের পর সাধারণ মানুষকে ভাওতা দিচ্ছেন ধোঁকা যে দিচ্ছেন, সেটা বেশীদিন দিতে পারবেন না, ভারতের কোটি কোটি মানুষ একদিন গর্জে উঠবেন এর বিরুদ্ধে, তাকে রুখে দাড়াবার জন্য এখন থেকেই প্রস্তুতি নিতে হবে, তাই এখন থেকেই নব কংগ্রেস তার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কারণ কেন্দ্রের বাজেটে দেখুন এবং

এখানকার বাজেটে দেখুন এবং এখানকার বাজেট দেখুন পুলিশ খাতে কত টাকা ব্যয় করা হচ্ছে? পুলিশ খাতে ব্যয় করা হচ্ছে ২ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা, আর অন্যান্য খাতে তুলনামূলক ভাবে দেখুন কৃষি খাতে ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে ১ কোটি ৫২ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা, ইণ্ডাষ্ট্রি খাতে ব্যয় করা হচ্ছে যেখানে এমপ্লয়মেন্ট করে দেবেন সেখানে ব্যয় করা হচ্ছে ৪৫ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা, মেডিক্যাল—স্বাস্থ্যের জন্য যেখানে চোখের জল পড়ছে, সেখানে পুলিশের খাতে তার থেকে ব্যয় করা হচ্ছে ডাবল, মেডিক্যাল খাতে ব্যয় হচ্ছে ১ কোটি ৩১ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা, এই হচ্ছে সামগ্রিক অবস্থা। নূতন ভাবে মানুষকে কি ভাবে দমণ করা যায়, তার জন্য মিলিটারী, পুলিশের রাজত্ব সৃষ্টি করা হচ্ছে। কেবল শুধু তাই নয়, ঐ ব্রিটিশ আমলে যে সমস্ত নোংড়া আইন ছিল, সেগুলি এখনও তোলা হয় নাই। ভারতের বুকে এই ত্রিপুরা রাজ্যে ইউ, পি, ওড়িষ্যা, পশ্চিম বঙ্গ থেকে বিভিন্ন আইন চালু করা হচ্ছে পুলিশের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হচ্ছে যদি পুলিশ মানুষকে গুলি করে মারে, তাহলে তার কোন শাস্তি দেওয়া হবেনা। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে সারা বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ হচ্ছে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ, আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই বলুনতো, গণতান্ত্রিক দেশের কথা নয়, কোন ক্যাপিটালিষ্ট কান্ট্রিতে ভারতবর্ষে যে সমস্ত আইন হয়েছে দমনমূলক আইন কোন কেপিটালিষ্ট কান্ট্রীতে হয়েছে কি না, হয় নাই। তাঁরা ভাওতা দিয়ে চলতে পারেন, ব্যাংক ন্যাশানালাইজশানকে সমাজতন্ত্রের প্রথম পদক্ষেপ বলে, কিন্তু আগামী ভবিষ্যতে তাঁদের মিলিটারী এবং পুলিশের উপর নির্ভর করে চলতে হবে, মানুষকে দমাতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার এই নব কংগ্রেস সবদিক থেকে নব হয়েছে, পুরানো বাড়ী ছেড়ে নুতন বাড়ীতে যাচ্ছে, নুতন করে দিল্লীতে নয় তলা বাড়ী প্রস্তুত হচ্ছে, এমন কি সেখানে যে প্রতীক ছিল, সেই প্রতীক চিহ্ন পর্যন্ত পালটে দিয়ে গাঁই বাছুর নিয়েছেন, আজকে সমাজতন্ত্রের অবস্থাও ঠিক সেই বাছুরেরই মত। কারণ উনারা কেউ বলতে পারবেন না যে এই বাছুরটি কি এঁড়ে না বখনে, সেটা তাঁরা কেউ বলতে পারেন না। সুতরাং আজকে ভারতের অবস্থা তথা ত্রিপুরার কথা যদি পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে আমরা বলতে পারি যে ত্রিপুরার যে সমস্যা সেই সম্পর্কে কোন সমাধানের পথ বের করতে পারিনি। আমরা দেখেছি গত ২৫ বছর ধরে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার ক্ষেত্রে অবিচার করছে। ত্রিপুরার প্রতি চরম অবিচার করা হচ্ছে। ত্রিপুরা আজকে দিল্লী থেকে অনেক দূর, ছোট একটা রাজ্য, ত্রিপুরার মানুষ বিক্ষোভ জানাতে পারেনা, রুখে দাঁড়াতে পারেনা বলে আজকে ত্রিপুরার যে মৌলিক কোন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করে নাই। পশ্চিম বঙ্গের বেলায় দেখুন যে কেন্দ্র পশ্চিম বংগের ক্ষেত্রে অবিচার করেছে যখন যুক্ত ফ্রন্টের আমলে বলা হল, তখনই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছিল কিন্তু যে মাত্র কংগ্রেস ক্ষমতা পেল, শিল্প মন্ত্রী ২৯ শে মে কাগজে একটা ষ্টেটমেন্ট দিয়েছেন যে যেহেতু ইণ্ডাষ্ট্রির ক্ষেত্রে সঠিক নীতি নির্দ্ধারণ করছেন না, সেইজন্য পশ্চিম বঙ্গের সমস্ত ইণ্ডাষ্ট্রি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; লেবার ট্রাউবনলসের জন্য ইণ্ডাষ্ট্রি বন্ধ হচ্ছে না। তাঁরা কালকে যা বলেন, আজকে সেটা পালটে দেন। এখানে বাজেট স্পীচে আমরা দেখছি যে কেন্দ্র থেকে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাচ্ছে না, আমরাও সেকথা স্বীকার করি এবং বলি যে কেন্দ্র আমাদের প্রতি অবিচার করছেন, শুধু এবার

নয়, গত ২৫ বছর ধরে ত্রিপুরার প্রতি অবিচার করছে। ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সমাধান করার কোন ব্যবস্থা তারা করেন নাই। এই সরকারের তিন মাসের রাজত্বের মধ্যে চার হাজারের উপর কর্মচারী এবং শ্রমিক ছাঁটাই করা হয়েছে, আর এখানে বলা হচ্ছে যে এক বছরে দুই হাজার বেকারের কর্মসংস্থান করা হবে। এই তিন মাসে নূতন চার হাজার বেকার হয়েছে। কাজেই বেকার সমস্যা সমাধান দূরের কথা, আমি জোর করে বলতে পারি যে কংগ্রেসের রাজত্বে কোন কালে বেকার সমস্যা সমাধান হতে পারেনা।

আমরা যোগাযোগ'এর ক্ষেত্রে দেখছি যে আফ্রিকায় ভারত রেল করে দিচ্ছেন, আর ত্রিপুরায় ধর্মনগর থেকে আগরতলায় রেল আসতে ব্যয় বহুল, সেখানে রেল করা যায় না। আমরা দেখেছি আমাদের ট্রেজারী বেঞ্চের একজন সদস্য তিনি বলেছেন সাব্রুম এর করুণ চিত্র দেখেছেন, শুধু কি সাব্রুম? যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য আজকে কৈলাশহর, সাব্রুম, বিলোনীয়া এবং খোয়াই সাবডিভিশন্যাল টাউনগুলি আজকে আগরতলা টাউন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে, কোন পুলের ব্যবস্থা নাই। আমরা দেখছি ২৫ বছর ধরে শিল্প থেকে ত্রিপুরাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, সমস্ত দিক থেকে ত্রিপুরাকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ট্রেজারী বেঞ্চে বসে যারা বাজেট রচনা করেছেন, তাদের আমি বলছি আসুন আমরা প্রস্তুত আছি আমাদের এই বঞ্চনাকে মুক্ত করতে, আসুন যদি গরীব মানুষের মংগল চান, কেন্দ্র থেকে বেশী টাকা আনতে যদি সংগ্রাম করতে হয়, তাহলে নিশ্চয়ই আমরা আপনাদের পাশে থাকব। এই বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

মিঃ উপাধ্যক্ষ মহোদয় :—শ্রীবিনোদ বিহারী দাশ।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাশ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ২৩শে জুন এই বিধানসভায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি। বক্তব্য রাখতে যেয়ে আমার প্রথম যে কথাটা খুবই সুন্দর লেগেছে সেটা আমি তুলে ধরছি। 'ত্রিপুরা উপযুক্ত সময়ের মধ্যে উন্নতির পথে সারা ভারতের সমকক্ষ হয়ে এক সংগে পা মিলিয়ে চলতে পারে সেইদিকে সদিচ্ছা প্রকাশ করা হয়েছে। এই সদিচ্ছাকে বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যগণ যে দৃষ্টিভংগী নিয়ে আলোচনা করেছেন, সেই ক্ষেত্রে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি যে গঠনমূলক কোন কিছু বক্তব্য তাদের কাছ থেকে আমরা শুনলামনা। উনারা বলেছেন অনেক কিছু, কিন্তু সেখানে এমন কিছু বাস্তব দৃষ্টি ভংগী নিয়ে বলেননি, তবে হ্যাঁ আপনাদের বলার ভংগী এবং আপনাদের নাটক এইটা সত্যিই বড় উপভোগ্য হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ক্ষেত্রে প্রথমেই আমার বলতে হয় যে এই বাজেট বক্তৃতায় কতকগুলি কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী যেভাবে তুলে ধরেছেন, কিন্তু সংগে সংগে অন্য পাতায় যে কথাটা বলেছেন সেটা সম্বন্ধে আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এক জায়গায় উনারা বলেছেন যে আমাদের এখানে কিছু কিছু বাধা বিপত্তি রয়েছে, তাঁর মধ্যে প্রধান হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে টেকনিক্যাল এবং নন টেকনিক্যাল কাজে সুদক্ষ স্থানীয় লোকের অভাব। আপাততঃ ভারত সরকার ও অন্যান্য রাজ্য থেকে ডেপুটেশনে অনেক অফিসারও কর্মচারী আনাতে হবে এবং বাইরের লোকের (ডেপুটেশানিষ্ট) উপর

নির্ভরশীল না হয়ে স্থানীয় উপযুক্ত লোক দ্বারা উচ্চপদ সমূহ যাতে পুরণ করা যায় সে দিকেও সরকারে লক্ষ রাখবেন। আবার আরেক জায়গায় আছে সহরাঞ্চলে বেকারদের মধ্যে অধিকাংশই হলেন বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও কারীগরীবিদ সহ শিক্ষিত যুবক। তাহলে এই দুইটি কথা কি কনট্রাডিক্টারী নয়? তাহলে আমি এইটুকু কি বুঝে নেব যে আমাদের এখানে বেকার ইঞ্জিনীয়ার এবং কারীগরীবিদ যারা আছেন তারা সুদক্ষ নন? কাজেই তাদের সুদক্ষ করে গড়ে তুলবার জন্য আমাদের কোন কিছু পরিকল্পনা এই বাজেটে আমি দেখতে পাচ্ছিনা। সদিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে এটা ঠিক, কিন্তু এই সদিচ্ছার মধ্য দিয়ে যাতে সুদক্ষ কারীগরীবিদ গঠন করা যায়, সেদিকে সরকারের নিশ্চয়ই দৃষ্টি থাকবে। একজায়গায় আমরা দেখছি যে সমাজ সেবামূলক কাজের জন্য ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা সেখানে ধরা হয়েছে, তার মধ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থানের বাবদ ১২ লক্ষ টাকা, সব মিলিয়ে ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা। ৩৫ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকার মধ্যে সমাজ সেবা মূলক কাজে আমরা দেখতে পাচ্ছি ১২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা এবং তার মধ্যে শ্রম কল্যাণের জন্য দেখছি ১২ লক্ষ টাকা, বাকী টাকার হিসাব আমি বের করতে পারিনি কিন্তু তার মধ্য দিয়ে কতটুকু কি করতে পারবে সেইদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। আমি মোটামুটি এইখানে শ্রম ও কর্মসংস্থানে দেখছি মাত্র ১২ লক্ষ টাকা। বাকাটা এখনো আমি সবটা দেখে উঠতে পারিনি। কিন্তু তার মধ্য দিয়ে আমরা কতটুকু কি করতে পারব সেই দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। কিন্তু একটা কথা সেখানে তুলে ধরতে হয় যে কর্মসংস্থান যদি করতে হয় তাহলে সেখানে শুধু শিক্ষা খাতে কিংবা শুধু সরকারী চাকুরী দিয়ে অথবা শিক্ষক বানিয়ে যদি কর্মসংস্থান করি এবং অন্য দিকে কিছু না করি তাহলে রাজ্যের পক্ষে সেটা অকল্যাণ হবে। কল্যাণ ধর্মী দৃষ্টীভঙ্গী নিয়ে কিছু যদি করতে হয় তাহলে এই টাকাটা আমাদের যথেষ্ট নয়। কাজেই আমি এইটুকু শুধু বলতে চাই যে যদি অন্যান্য ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের সুযোগ করতে পারে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টিটি দিতে হবে। তাহলে আমাদের দেখতে হয় আর কি আমাদের স্কোপ আছে। সেখানে ইণ্ডাষ্ট্রীর ডেভেলাপমেন্টের কথা বলতে হয়। এখানে মিডিয়াম স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রি করার সুযোগ রয়েছে। যেমন পাটকল। সরকারী ব্যবস্থাপনায় যাবে কাগজের কল এবং বেসরকারী ব্যবস্থাপনায় যাবে কাগজের কল এবং কটেজ ইণ্ডাষ্ট্রী যদি আমাদের গ্রো করতে হয় তাহলে কিভাবে এগোতে হব সেটাও দেখতে হবে। দুই বছর আগে দিল্লীতে যখন আমাদের প্রদর্শনী হয় তখন ট্রেনিং কাম প্রডাকশন সেন্টার থেকে কতগুলি জিনিষ দেওরা হয়েছিল। সেখানে সেগুলি খুব প্রশংসা পায়। তারপর সেখান থেকে প্রচুর অর্ডার এসেছে। মালগুলি সাপ্লাই করার জন্য। এমন কি ফরেন থেকেও অর্ডার এসেছে। কিন্তু আমরা দিতে পারি নাই, অন্যান্য প্রদেশ থেকেও অর্ডার এসেছে, সেগুলিও আমরা দিতে পারি নাই। ট্রেনিং সেন্টারে আমরা যদি ট্রেনিং দিতে পারি কিন্তু প্রডাকশন আমরা করতে পারি না। কাজেই সেই দিক দিয়ে যেন আমরা নজর দিই। দিল্লী বা ফরেন থেকে যে অর্ডার এসেছে তাও যদি আমরা দিতে পারতাম তাহলে ত্রিপুরার স্থান অনেক উচ্চে চলে যেত। কাজেই আমি একটা সাজেশান রাখতে চাই যে উপযুক্ত দাম দিয়ে প্রডাকশনের জিনিষগুলি যদি আমরা কিনে নিতে পারি তাহলে হ্যাণ্ডিক্র্যাফট আরও ভালভাবে চালু হতে পারে এবং

কারিগর যারা তারাও একটা ইনটেনসিভ পেতে পারেন এবং তারা এগিয়ে আসবেন। ঠিক এই সাজেশান আমি তুলে ধরতে চাই।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, স্বাস্থ্য পরিবার পরিকল্পনা, এই হেডে বলতে গিয়ে প্রথম বলা হয়েছে জাতীয় ম্যালেরিয়া উচ্ছেদ। কিন্তু আমরা বহুদিন যাবত দেখছি ম্যালেরিয়ার তৈল কিংবা ডি, ডি, টি, এইগুলি কোনকিছুই ছড়ানো হচ্ছে না। আমরা যতটুকু খবর রাখি তাতে ম্যালেরিয়াটা প্রচুর এখনো হচ্ছে এবং প্রচুর লোক মারা যাচ্ছে। সুতরাং এই ম্যালিরিয়া উচ্ছেদ প্রগ্রামটা যাতে কার্যকরীভাবে চালু করতে পারেন সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি দিতে হবে। এবার আরও ডিস্পেনসারী গ্রামাঞ্চলেও বাড়ানো হবে বলে বলা হয়েছে। কিন্তু এই হাউসে আমরা প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে অনেকগুলি ডিসপেনসারীর ঘর তৈরী হয়েছে কিন্তু স্টাফ কোয়ার্টার হয় নি। আমরা ১৯৬৮ সন থেকে ঘর তৈরী হচ্ছে শুনছি কিন্তু স্টাফ কোয়ার্টার তৈরী হচ্ছে না। আরও কত বছর লাগবে স্টাফ কোয়ার্টার তৈরী করতে জানি না। স্টাফ কোয়ার্টার তৈরী হবে, তারপর ডাক্তার যাবে নার্স যাবে, ঔষধ যাবে, তারপর রোগীর চিকিৎসা হবে। কাজেই সরকার চান ঠিকই একটা ভাল কিছু করতে। কিন্তু এই টাকা রেখে যা চাওয়া হয় তার যেন সদ্ব্যবহার করা হয়। এখানে তপশীল জাতির কল্যাণ, তপশীলী উপজাতির কল্যাণের কতগুলি কথা আছে, যেমন ধাই হিসাবে তপশীল জাতি ও উপজাতির লোকের ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থার কথা। কিন্তু কতটা তপশীল জাতি এবং তপশীল উপজাতির লোক এই ট্রেনিং পাচ্ছে সেই দিকে যেন আমরা নজর দিই। সদিচ্ছা আছে ঠিকিই কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কতটা হয়েছে, সেই দিক দিয়ে যেন তারা নজর রাখেন। তপশীলি জাতি ও উপজাতীয়দের গৃহ নির্মাণ ও মেরামতের জন্য অনুদানের ব্যবস্থা। সেগুলি আছে বটে কিন্তু সেখানে তারা কি করছেন সেটাও দেখা দরকার। সেই টাকাগুলি কি অডিট হয় কিনা সেই দিকে যেন একটু নজর দেন। সেই দিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় ৭৫৮টি সমবায় সমিতি আছে। কিন্তু তার মধ্যে কয়টা চালু আছে এবং কেন চালু নাই সেই দিক দিয়ে যেন দৃষ্টি দিই। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি শুধু এইটুকু তুলে ধরতে চাই যে এই যে বাজেটটা সেটা সদিচ্ছামূলক এবং আরও টাকার প্রয়োজন আছে এও সত্যি কথা। আমরা শুধু অনুদানের উপর নির্ভর করছি কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত এই টাকা বাস্তব রূপ না দিতে পারি ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ যে একটা কথা আছে যে উপযুক্ত সময়ের মধ্যে উন্নতির পথে আমরা সারা ভারতবর্ষের সাথে সমতালে পা মিলিয়ে চলতে পারি কিনা এই দিকে যেন আমরা নজর দিই, এই বলেই আমি বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচর্য—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ২৭শে জুন যে বাজেট পেশ করেছেন এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি এবং এই বাজেটে যে প্রকল্পগুলি ধরা হয়েছে সেগুলি ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে যথাযথ ভাবে রূপায়িত হবে এই আশা আমি করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের নূতন মন্ত্রীসভা গঠন হওয়ার পর আমরা

খুব আশান্বিত হয়েছিলাম যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরায় শিল্প স্থাপনের জন্য বিশেষ উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং পত্রপত্রিকায়, সাংবাদিকদের নিকট কতগুলি শিল্প স্থাপনের বিষয়ে বলেছিলেন। তার দ্বারা ত্রিপুরার জনগণ খুব আশান্বিত হয়েছিলেন, যেমন পাটকল, কাগজের কল এবং আমার যতদুর মনে পড়ে চিনির কলও ছিল তার মধ্যে। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে তার কোন ইংগিত আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এই সমস্ত কল যদি এখানে স্থাপন করতে হয় তাহলে তার কতগুলি বেসিক প্রিপারেশন দরকার, ফাউণ্ডেশন দরকার। যেমন কয়েকটা কলের নাম করলাম, চিনির কল, পাটকল এবং কাগজের কল। প্রত্যেকটির আগের ম্যাটেরিয়ালস দরকার। আজকে যদি একটা কাগজের কল স্থাপন করতে হয় তাহলে তার জন্য বাঁশ এবং কাঠের দরকার; ত্রিপুরায় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন বর্তমানে বাঁশের এবং কাঠের তীব্র অভাব চলছে। আপনারা যান বাজারে বাঁশ কিনতে যান বাজারে সেখানে দেখবেন ২৫০/৩০০ টাকা বাঁশের হাজার। যে কাঠ আমাদের অত্যন্ত দরকারী—গামাই কাঠ—সেই গামাই কাঠ ত্রিপুরার best wood যা দরজা জানালা তৈরী করতে দরকার। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বর্তমানে যে পরিমাণ বাঁশ এবং কাঠ দরকার সেই পরিমাণ বাঁশ এবং কাঠ ত্রিপুরায় পাওয়া যাচ্ছে না। বর্তমানে ত্রিপুরাতে consumers দের যে পরিমাণ বাঁশ এবং কাঠের যে চাহিদা সেটাই মেটানো যাচ্ছে না। আর তাছাড়া মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানেন যে ত্রিপুরার শতকরা ৯৯টি বাড়ী ঘর ছন বাঁশের, বাঁশ এবং কাঠের। তাতেও বাশের প্রয়োজন। তাছাড়া মাননীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে তাঁরা ছন, বাশ এবং কাঠ বাংলাদেশে রপ্তানি করে বিদেশী মুদ্রা অর্জ্জন করার পরিকল্পনা করছেন। যেখানে আমাদের Internal consumption মেটানো যাচ্ছে না তার উপর যদি আমরা বাংলাদেশে রপ্তানি করি তাহলে ত্রিপুরার বাজারে বাঁশ কিনতে ৫০০ টাকা বা হাজার টাকা লাগবে। একটি বাঁশ কিনতে হলে আমাদের হয়ত এক টাকা দাম দিতে হবে। এই অবস্থায় কাগজের কল যদি স্থাপন করতে হয় তাহলে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে cultivation করা দরকার বাশ এবং কাঠের। এবং যেখানে কাগজের কল স্থাপন করার বা স্থান নির্বাচন করার কথা হবে তার নিকটবর্তী স্থানে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সেইসব raw materials এর চাষ করা প্রয়োজন কিন্তু সেই raw materials চাষ যদি না হয় তাহলে এই কল হবে না এবং এই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে। এই অবস্থায় কাগজের কল স্থাপন করার সম্পর্কে আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে বক্তৃতা দিয়েছেন সেই বক্তৃতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আমার মনে হল তার যে basic preparation তার জন্য প্রকল্প তৈরী করে এই বাজেটের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল যাতে কাগজের কলের যাহা raw materials বাঁশ এবং কাঠ—তার জন্য বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাঁশ এবং কাঠের চাষের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা তৈরী করে এই বাজেটে তার অন্তর্ভুক্তি থাকা উচিত ছিল। কিন্তু সেটি করা হয় নাই। তাই যে বিবৃতিগুলি দেখেছিলাম কাগজে সংবাদপত্রে তার কোন ইঙ্গিত কোন indication এই বাজেটে না পেয়ে আমার একটু নৈরাশ্য এসেছে এবং সেই বিষয়ে আমি আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এমন কথা নয় যে ত্রিপুরাতে

বাশ হবে না ত্রিপুরার soil বাঁশ এবং কাঠ চাষের উপযোগী। ত্রিপুরাতে বাঁশ এবং কাঠ যদি বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চাষ করা হয় তাহলে তাহা কাগজের কল স্থাপনের সহায়ক হবে। এবং সেটি সম্পূর্ণ সম্ভব। একটি কাগজের কল বা একটি বাঁশের ইণ্ডাষ্ট্রি স্থাপন করার জন্য যদি আমরা বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করি এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বাঁশ এবং কাঠ চাষের ব্যবস্থা করা হয় তাহলে সেটি অসম্ভব বলে মনে হয় না। কিন্তু সেই preparation টা এই বাজেটে না দেখতে পেয়ে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ঠিক তেমনই আজকে Sugar Mill এর কথা হচ্ছে, ত্রিপুরার soil sugar can cultivation র পক্ষে উপযোগী। ত্রিপুরাতে cultivation হয় কিন্তু cultivator রা করে না তার কারণ সেই রকম দাম তারা পায় না। ঠিক তেমনই যদি চিনির কল স্থাপন করতে হয় তার জন্য দরকার কোন কোন area নিয়ে একটা blocked area নিয়ে একটা compact area নিয়ে sugar cane cultivation করা দরকার। চটকল সম্পর্কে আমার বক্তব্য ত্রিপুরার উৎপন্ন যে পাট সেই পাট যদি রপ্তানি হয়ে যায় তাহলে এখানে চটকলের সম্ভাবনা খুবই কম। তাই এখানে যে পাট উৎপন্ন হয় সেটি যদি এখানে থাকে তার জন্য আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে এবং পাট চাষীদের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে। যদি এই পাট রপ্তানী না হয়ে যায়—এমন হতে পারে পাট বিক্রী করলে যে লাভ হবে সেই পাট যদি ব্যবসায়ীরা বাইরে পাঠিয়ে দেয় তাহলে হয়তো আর একটু বেশী লাভ হবে। তাহলে চটকলের চাকাও বন্ধ হয়ে থাকবে। সুতরাং আমাদের এই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে যাতে পাট আমাদের বাইরে না যেতে পারে। এবং সেজন্য যদি প্রয়োজন হয় আমাদের export taxও বসাতে হবে যাতে এই পাট বাইরে নিয়ে বেশী লাভ করতে না পারে। তাহলে পাট রপ্তানী বন্ধ হবে এবং এখানে চটকল স্থাপিত হলে সেই পাট কাজে লাগানো যাবে। কিন্তু সেই সম্পর্কে কোন রকম ইঙ্গিত আমি এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিনা। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বক্তৃতার মধ্যে এই সমস্ত মিল করার কথা শুনেছি কিন্তু তার জন্য বাস্তব practical কোন inclusion এই বাজেটের মধ্যে দেখতে পাচ্ছিনা। তারপর আরও একটি কথা এই যে বাজেট এই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিছু constructive criticism করছি এবং এটা আমি প্রয়োজন মনে করছি এবং এই সম্পর্কে বর্তমান মন্ত্রীসভার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা constructive criticism, it is not a criticism for criticism sake. আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কতগুলি মিল করবেন বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য সহায়ক হবে মনে করে। কিন্তু একটি মিল করতে হলে সেই মিল যদি পরিকল্পনা ছাড়া আরম্ভ করা হয় তাহলে আমরা নির্দিষ্ট লক্ষে পৌছাতে পারব না। কারণ একটি মিল চালু করতে আগে থেকেই কতগুলি জিনিষ জোগার করে রাখতে হয়— raw materials, construction করতে হবে, machinery আনতে হবে নানা রকম প্যারাফারনেলিয়া আছে যার জন্য এই সমস্ত মিল করলেই হয় না। মিল রাতারাতি হতে পারে না সুতরাং যখন আমরা একটি constructive proposal হাতে নেব তার অন্ততঃ ৫/৭ বছর পরে গিয়ে এটি চলবে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরায় যে বেকার সমস্যা, যে তীব্র বেকার সমস্যা সেটি সমাধানের

জন্য এই যে specific ৬ বছরের মধ্যে এটা আসা সাপক্ষে এর মধ্যে কি কি specific প্রকল্প নেওয়া হয়েছে এবং তার ফলে কজন শিক্ষিত বেকার কজন অশিক্ষিত বেকার লোকের কর্মসংস্থান হবে তার details আমি এই বাজেটে পাচ্ছি না। ক্রেশ প্রোগ্রামের জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে— rural employment এর জন্য কিন্তু তারও কতটুকু সফল হবে সেই সম্পর্কে আমি বুঝতে পারছি না। কারণ এর প্রকল্প-গুলি জানা থাকলে কিছু বলার অসুবিধা আছে। তাই বেকার সমস্যা এই যে তীব্র বেকার সমস্যা এই বেকার সমস্যা সমাধানের পক্ষে আমি খুব বেশী একটা ইঙ্গিত পাচ্ছিনা। এবারের নির্বাচনে আমাদের লক্ষ ছিল গরীবি হটাও এবং বেকার সমস্যার সমাধান করা কিন্তু তার জন্য বাজেটে আমি প্রচুর টাকা আমি দেখতে পাচ্ছি না। গতানুগতিকভাবে যেটি চলে আসছিল প্রায় সেটিই রয়ে গেছে।

ষ্টেটমেন্ট দেখে আমরা খুবই আশান্বিত হয়েছিলাম যে এখানে ইউনিভারসিটি সেন্টার হবে এবং সেকেণ্ডারী বোর্ড এখানে হবে। কিন্তু শিক্ষার খাতে, এডুকেশনের যে বাজেট তার মধ্যে আমি বোর্ড স্থাপন করার কোন টোকন প্রভিশন দেখতে পাচ্ছিনা, নয়ই। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে লাইনে চিন্তা করেছেন, সেটা খুবই কারেক্ট লাইন যে এখানে একটা বোর্ডের প্রয়োজন অথবা অন্য কোন বোর্ডের সাপোর্টে হলেও একটা বোর্ড এখানে হওয়া দরকার এই জন্য যে আজকে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্য ষ্টেটে ছেলেরা সব পাশ করে গেছে, সমস্ত রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে এবং বিভিন্ন টেক্নিক্যাল কলেজে এবং বিভিন্ন জায়গায় তারা এ্যাডমিশন নিয়ে ফেলেছে কিন্তু কলিকাতা সেকেণ্ডারী বোর্ডের যে দুরাবস্থা চলছে আজকে পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে অনেক দিন, কিন্তু আজ পর্যন্তও হায়ার সেকেণ্ডারীর রেজাল্ট বের হয়নি, সেটা হয়তো বেরুবে আগষ্ট মাসে, পার্ট ওয়ানের রেজাল্ট বেরুবে জুলাই মাসে, অর্থাৎ এক বছর তাদের ক্ষতি হয়ে যায়, তাই তারা বাংলাদেশের বাইরে যেয়ে এ্যাডমিশন নিতে পারেনা। বাংলাদেশের বাইরেও আমাদের সীট থাকে, কিন্তু সেখানে যাওয়া আর তাদের সম্ভব হয়ে উঠেনা। কারণ তাদের এক বছর দেরী হয়ে যায় তার জন্য আমরাও একটা বোর্ড খোলার জন্য চেয়েছিলাম, কিন্তু তখন ইউনিয়ন টেরিটোরী ছিল, সেখানে আমাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ ছিল, সেইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন ছাড়া আমরা সেকেণ্ডারী বোর্ড স্থাপন করতে পারি নাই। তবে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট বলেছিলেন যে সেন্ট্রাল বোর্ডের সাপোর্ট নিয়ে নাও, তার জন্য যতটুকু পাওয়ার দরকার, তা তোমাদের দিয়ে দিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠেনি। প্রথমে আমরা চেষ্টা করেছিলাম কলিকাতা বোর্ডের আওতা থেকে বেরিয়ে আসা যায় কি না, যদি বেরিয়ে আসা যেত, তাহলে ঠিকমত যদি রেজাল্ট বেরুতো তাহলে ছাত্ররা বিভিন্ন কলেজে পড়তে পারত। গতবার আমরা দেখেছি যে মেডিক্যাল কলেজে যারা ভর্তি হতে চেয়েছিল, তারা বাংলাদেশের বাইরে কোথাও সীট পায় নাই। এবারেও আমরা দেখছি যে আগের বছরের যে রিজেক্টেড ছেলেরা, তারাই সেইসব সীটে ভর্তি হয়ে যাবে, আমাদের যে সীট

দিয়েছে, তাতে আমরা এবারকার ছাত্রদের পাঠাতে পারবনা। রেজাল্ট বেরুতে এত দেরী হয়ে গিয়েছিল, যার জন্য তারা অন্য ইউনিভারসিটিতে ভর্তি হতে পারে নাই। কাজেই আমাদের এখানে এইরকম একটা ব্যবস্থা শীঘ্রই সম্ভব করা দরকার, যদি আর্থিক দিক দিয়ে সেটা করা সম্ভবপর না হয়, তাহলে অন্য কোন ইউনিভারসিটির সাপোর্টে, সাব বোর্ড করে ছেলেদের লেখাপড়ার সমস্যা সমাধান করলে ছাত্ররা অনেকটা উপকৃত হবে এবং তার জন্য এখানে একটা টোকন প্রভিশন রাখা উচিত ছিল বলে আমি মনে করি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে উনার ষ্টেটমেন্টে সদিচ্ছা প্রকাশ করেছেন, এর সমাধান হিসাবে, এই বাজেটে তার প্রভিশন করা উচিত ছিল। কিন্তু সেটা নেই দেখে আমি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আরও বলার ছিল, কিন্তু আমি সংক্ষেপে শেষ করে ফেলছি। কাট মোশান আলোচনার সময় আমি এই বিষয়ে বলতে চেষ্টা করব।

এখানে আমাদের আগরতলা মিল্ক সাপ্লাই সম্পর্কে বলা হয়েছে। এখানকার দুধ সাপ্লাইয়ের অবস্থা খুবই খারাপ। মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭২-৭৩ সালে অতিরিক্ত দুধ সাপ্লাইয়ের জন্য দৈনিক ১০ হাজার লিটার দুধ উৎপাদনের ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নূতন দালান তৈরী করার সিদ্ধান্ত সরকার নিয়েছেন। কিন্তু এই দালান কবে যে শেষ হবে, তার কোন এষ্টিমেট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছিনা, আমাদের টোকন প্রভিশন এখানে ২০ হাজার টাকা দেখতে পাচ্ছি, এই যে দুধের জন্য প্রতিশ্রুতি বা আশা দিয়েছেন, সেটা যাতে সত্বর পূরণ হয়, সেই দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। এখানে একটা টোকম প্রভিশন আছে, কিন্তু তার কোন এষ্টিমেট এখনও হয় নাই, সুতরাং এই অবস্থায় এটা হতে পারেনা। (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আর দুই মিনিট সময় দেওয়া হউক, আমি শেষ করে দিচ্ছি।

আরেকটি বিষয় সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে কিছুদিন পূর্বে আগরতলা সহরে ছিনতাইয়ের অভিযোগে পুলিশ কোঠা বৃদ্ধি করেছেন এবং তার জন্য কিছুটা ছিনতাই বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিল, তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তবে আমি অনুরোধ করব যে, এই যে ছিনতাই এটা একটা সামাজিক ব্যাধি, সোশ্যাল ডিজিজ, তার একটা চিকিৎসা হওয়া দরকার। পুলিশকে দিয়ে চিকিৎসা করলে সেই জিনিষটা খারাপ হবে। বিভিন্ন কারণে কেউ হয়তো আর্থিক অনটনে, কেউ হয়তো অভাবে, কেউ হয়তো স্বভাবে এইসব ছিনতাই করে থাকে, কেউ বা সংগ দোষে নানারকম ফ্যাক্টস্ রয়েছে, যার জন্য মস্তানী, ছিনতাই ইত্যাদি কার্য্য করে থাকে, তাই আমি অনুরোধ করব যাদের সম্পর্কে ছিনতাই এবং মস্তানীর অভিযোগ থাকে, তাদের সম্পর্কে কিভাবে এই ব্যধিটা দূর করা যায়, তাদের জীবন সম্বন্ধে একটা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষা করা যায়, তার এক। ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে বলব তিনি যে সাময়িকভাবে রিলিফ দিয়েছেন, আগরতলাকে, তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ, সেই সঙ্গে আমি অনুরোধ করব তিনি যেন ওদের সম্বন্ধে ঠিক উপযুক্ত ঐ লাইনের যারা চিকিৎসক, তাদের ব্যবস্থা করেন, পুলিশকে ব্যবহার না করেন, তা না হলে এই যুবকদের জীবন বিষময় হয়ে উঠতে পারে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার

সময় শেষ হয়ে গেছে, তাই আমি বসে পড়ছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীকালীদাশ দেববর্ম্মা।

শ্রীকালীদাশ দেববর্ম্মা :— মাননীয় স্পীকার সাহেব, আমার বক্তব্য আমি মাতৃভাষায় রাখছি। এই যে গত ২৩শে জুন ১৯৭২-৭৩ তারিখের বাজেট অর্থমন্ত্রী......(ককবরক)......

(The Speech of Shri Kalidas Deb Barma was delivered in Kakbarak language which could not be taken down.)

Mr. Speaker :— The House stands adjourned till 2 P. M. today.

মিঃ স্পীকার :— অনারেব্যল মেম্বাস, গত ২৩ তারিখে বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটির রিপোর্ট আলোচনা প্রসঙ্গে আপনারা বাজেট আলোচনার জন্য আরও অধিক সময় চেয়েছিলেন আর আমিও বলেছিলাম যে আর একটু বেশী সময় দিতে পারলে ভাল হয়। এখন অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে যে আজকের মধ্যে এই বাজেট আলোচনা শেষ করা সম্ভব নয়। তাই আমি প্রস্তাব করছি যে আরও এক ঘণ্টা অধিক সময় বাজেট আলোচনার জন্য দিতে চাই। যদি হাউস আমার সঙ্গে এক মত হয় তাহলে বাজেট আলোচনার জন্য আর এক ঘণ্টা সময় দেওয়া হবে।

সদস্য :— তাই করা হউক।

মিঃ স্পীকার :— আগামী কাল এই বাজেট আলোচনার জন্য এক ঘণ্টা সময় বাড়ানো হল। এই সম্পর্কে বুলেটিন পরে দেওয়া হবে।

Now, I would call on Shri Benoy Bhushan Banerjee to start his discussion.

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, সেই বাজেট এমন একটা রাজ্যের জনতার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়েছে যে রাজ্য ভারতবর্ষের এক প্রান্তে অবস্থিত, যে রাজ্যের আয়তন মাত্র ৪ হাজার ১৬ বর্গমাইল, যে রাজ্যের অধিকাংশ জমি হচ্ছে টিলা এবং লুঙ্গা, যে রাজ্যের তিন দিকে ছিল পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমানে সেটা হয়েছে বাংলাদেশ। এটা এমন একটা রাজ্য, যে রাজ্যের জনগণের অধিকাংশ হচ্ছে কৃষিজীবি এবং অনুন্নত এবং অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে তারা আজও বসে আসছে। কাজেই এই যে পশ্চাদপদ ত্রিপুরা, এই ত্রিপুরার জনসমষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখে এই বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, এই হাউসে পেশ করেছেন। গ্রাম ভিত্তিক ত্রিপুরা, ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ গ্রামে বাস করে, কাজেই ত্রিপুরাকে যদি অর্থ-নৈতিকভাবে গড়ে তুলতে হয়, ত্রিপুরাকে যদি সত্যই অন্যান্য রাজ্যের সমকক্ষ করে তুলতে হয় তাহলে এই পশ্চাদপদ ত্রিপুরাকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কাজেই এই রাজ্যের যদি উন্নতি করতে হয় তাহলে গ্রামের উন্নতি ভিন্ন অন্য কোন ভাবে উন্নত করা সম্ভব নয়। এবং তাহলে

পরে আমাদের পশ্চাদপদ ত্রিপুরার ক্রম উন্নতি হবে এবং শক্তিশালী হয়ে উঠবে। আমরা যারা নেতৃত্ব দিচ্ছি, আমরা যারা ত্রিপুরাকে ভালবাসী এবং আমরা যারা নিজেদের জনপ্রতিনিধি বলে মনে করি, তাদের প্রত্যেককেই চিন্তা করতে হবে যে আগে ত্রিপুরার উন্নতি করতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য ১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—১৫ মিনিটের মধ্যে শেষ হবে কি ?

মিঃ স্পীকার :—সংক্ষেপে বলুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—এ কথা সত্য এই ত্রিপুরায় যেসব সমস্যা আছে তা এত অল্প সময়ের মধ্যে শেষ করা সম্ভব নয়। তবু আমি জনতার প্রয়োজনে সংক্ষেপ করার চেষ্টা করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেটকে আমি সমর্থন করছি এবং সংগে সংগে আমি আমার কতগুলি বক্তব্য রাখছি। আমাদের এই বাজেট ত্রিপুরার গ্রামীন জনতার এবং ট্রাইবেল জনতার প্রয়োজন ভিত্তিক যে বাজেট রচিত হয়েছে তা যেন কোন ষড়যন্ত্রের দ্বারা চক্রান্তকারীরা আমাদের পরিকল্পনা নষ্ট না করতে পারে সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। কিন্তু ত্রিপুরার জনতার প্রয়োজনে ত্রিপুরার গ্রামীন জনতার প্রয়োজনে আমি যা আশা করেছিলাম এই বাজেটে আমি অনেক কিছুই দেখছি না। এই সম্পর্কে আমি বলব আমি এই হাউসে বলব আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণে ধর্মনগরে Chest Clinic করবার জন্য বলেছেন। চিফ কমিশনার এবং লেঃ গভর্ণরও আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ধর্মনগর এবং উদয়পুরে চেষ্ট ক্লিনিক হবে। আজ যদি আমরা জনতার দিকে বিশেষ করে ট্রাইবেল জনতার দিকে তাকাই তাহলে আমরা কি দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই তাদের মধ্যে বহু লোক টি, বি'তে ভোগছে তারা দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না আজকে আমরা দেখতে পাই তাদের মধ্যে কিভাবে টি, বি, রোগ ছড়িয়ে পড়ছে তারা টি, বি, রোগের চিকিৎসা করবে কোথায় ? আজ আমাদের যে বাজেট রচিত হয়েছে সেই বাজেট যদি বাস্তব না হয় এবং জনতার প্রয়োজনে রচিত না হয় তাহলে এই বাজেটের কোন সার্থকতা নাই তাই এই সার্থকতার দিকে নজর রেখে বর্ত্তমান মন্ত্রী পরিষদ যে গঠিত হয়েছে তাঁরা যেন এই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন সে জন্য আমি অনুরোধ রাখব। যাতে কোন আমলা সরকারী কর্ম্মচারী তাদের ভুল ত্রুটির জন্য জনতার উন্নতি তথা ত্রিপুরার সমগ্র উন্নতি এবং কল্যাণ চিন্তাকে ব্যহত না করতে পারে তার জন্য তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিতে হবে। কারণ যে সমস্ত রাস্তাঘাট বেকার সমস্যা এবং অন্যান্য পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য জনতা আমাদের যে সুযোগ দিয়েছে আমি বিশ্বাস করি মন্ত্রী পরিষদ যে দায়িত্ব জনতার প্রয়োজনে গ্রামীন জনতার প্রয়োজনে নিয়েছেন জনতার প্রতিনিধি হিসাবে তাঁরা সেই দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবেন। তাদের কাছে এই আমার আবেদন। আমি আরও একটি কথা বলব আজকে আমরা পরিচ্ছন্ন শাসনের কথা বলছি এই বাজেটের মাধ্যমে যদি আজ তা আনতে পারি তাহলে আমরা সাধারণ মানুষকে টেনে আনতে পারব। সুতরাং ধর্মনগর ও উদয়পুরে চেষ্ট ক্লিনিক যেন অচিরেই করা হয় তার জন্য আমি মন্ত্রী পরিষদকে আর একবার অনুরোধ করব। আর একটি জিনিষ আমি বলব পি, ডাব্লিউ, ডি, সম্পর্কে। আমি দেখেছি পি, ডাব্লিউ, ডি, গ্রামীন জনতার তাদের কোথায় কি

অসুবিধা সেদিকে তারা নজর খুব কমই রাখেন। তাদের রাস্তা ঘাট যাতায়াতের কি সুবিধা অসুবিধা সেদিকে পি, ডাব্লিউ, ডি,র আরও একটু নজর দেওয়া দরকার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনার সময় শেষ হয়ে গেছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—আমাকে আর একটু সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—দুই মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীবিনয় ভূষণ বানার্জী :—আমরা দেখেছি গ্রামীন জনতার জন্য প্রয়োজনীয় রাস্তা-ঘাট হচ্ছে না অথচ ইঞ্জিনীয়ারের বাড়ী যাওয়ার জন্য রাস্তা হচ্ছে কিন্তু গ্রামীন জনতার রাস্তার জন্য সেই টাকা খরচ হয় না। আমি এই কথাই বলতে চাই জনতার প্রয়োজনে এই বাজেট রচিত হলেও তাদের প্রয়োজনে সেই টাকা খরচ হয় না। এই যদি হয় তাহলে জনতা আমাদের রেহাই দেবে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে আজকে প্রস্তাবে মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন flood control সম্পর্কে। আমি কুত্তি ছড়ার ফ্লাড কৃষকদের ফসল যেভাবে নষ্ট করে সেই ছড়াকে অতি সত্বর কন্ট্রোল করা দরকার এবং জনতার প্রয়োজনে সেখানে ফ্লাড কন্ট্রোল করা যায়। আজকে বিজ্ঞানের যুগে আমরা তাকে নিশ্চয়ই কন্ট্রোল করতে পারব। এবং বিজ্ঞান আমাদের সে সুযোগ করে দিয়েছে। কৃষকরা রৌদ্রে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে ফসল উৎপাদন করে এবং সেই ফসল যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেদিকে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। তাদের সেই ফসলের উপর নির্ভর করে ত্রিপুরার মানুষ অনেক শিল্পের কাঁচা মাল। সুতরাং অধিকাংশ জনতার ত্রিপুরার কৃষকদের দিকে এই ব্যাপারে আমাদের দ্রুত অগ্রসর হওয়া দরকার। কারণ তাদের এই ফসলের উপর নির্ভর করে ত্রিপুরার অনেক industry গড়ে উঠবে এবং বেকার সমস্যা সমাধানেরও কিছুটা সাহায্য করবে। আমি তাই এই বিষয়ে মন্ত্রী পরিষদকে সতর্ক দৃষ্টি দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়ে এই বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থমন্ত্রী বিগত ২৩।৬।৭২ ইং সনে য বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন, আমি তার সমর্থনে আমার বক্তব্য রাখছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে ১০ মিনিট বলুন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—পাঁচ মিনিট কমে গেল নাকি ?

মিঃ স্পীকার :—আচ্ছা আপনি বলতে থাকুন, পরে সেটা বিবেচনা করা যাবে।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :—যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী রেখেছেন, সেই বাজেট ত্রিপুর রাজ্য'এ উন্নীত হওয়ার পর প্রথম বাজেট, স্বভাবতঃই সরকারের যে পরিকল্পনা, সরক যে সমস্ত কল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গী, তারই প্রতিফলন হয় এই বাজেটে, সেইদিক থেকে বাজেট গুরুত্বপূর্ণ দলিল। স্বভাবতঃই মানুষ আশা করে যে তাদের উন্নয়নের জন্য, তাদের কল্যাণের জন্য সরকার যা কিছু ভাবছে, যা কিছু করবে, এই বাজেটে প্রতিফলন দেখতে পাবে,

সেইদিক থেকে আমরা স্বাধীনতা পাওয়ার পরেও, আমরা বিগত ২১শে জুনের আগে পর্য্যন্ত আমরা পূর্ণ স্বাধীনতার অধিকারী ছিলাম বলে দাবী করতে পারি না, পারি না এই জন্য যে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদাসম্পন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা যেভাবে তাদের প্রতিনিধি মারফত তাদের আশা আকাঙ্খা অনুযায়ী কাজ করিয়ে নিতে পেরেছে, আমরা ইউনিয়ন টেরিটোরীতে থাকাকালীন পর্য্যন্ত বা তার আগে আমরা কেন্দ্র কর্তৃক শাসিত ছিলাম। আমাদের জনপ্রতিনিধি যারা জনতার শুভেচ্ছা, জনতার বিশ্বাস নিয়ে এই বিধান সভায় বা তার আগে আঞ্চলিক পরিষদে এসেছিলেন, সেই আশা আকাঙ্খা পূরণের বেলায় আইনগত অসুবিধার কারণে তারা যথাযথভাবে সেটা রূপদান করতে পারেন নি। একটা কথাই বুঝা যায়, পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের আগে পর্যন্ত আমরা কেন্দ্রীয় শাসিত ছিলাম কাজেই কেন্দ্র আমাদের শাসন করত বহুদূর থেকে দিল্লীর থেকে প্রতিনিধি মারফত, সুতরাং আমরা যে জনতার প্রতিনিধি ছিলাম, এই বিধান সভায় যারা এসেছিলেন তারা সকলেই জানেন আইনগত নানারকম'এর অসুবিধা থাকার জন্য ইচ্ছা থাকা সত্বেও জন কল্যাণ মূলক কাজ রূপায়ণের কাজ যথাযথভাবে করার সুবিধা আমরা পাই নাই। তার অর্থ এই নয় যে বিরোধী পক্ষের বক্তারা কেউ কেউ বলেছেন গণতান্ত্রিক বাজেট, এই বাজেট হচ্ছে ধনীর বাজেট, গরীবের কল্যাণের চিন্তা বা পরিকল্পনা এই বাজেটে নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন যে ১৯৪২।৪৩ সনের মত এখানে দূর্ভিক্ষ, হাহাকার এখানে লেগে আছে, কেউ কেউ বলেছেন যে টাটা, বিড়লার জন্য এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে, কিন্তু আমি তাদের সঙ্গে একমত হতে পারি না। যদিও আজকে সময় স্বল্পতার জন্য সেটা পুরোপুরিভাবে তাদের বক্তব্যের অসারতার কথা দীর্ঘভাবে বলা যাবে না, তথাপি বলা যায় আজকে আমরা উনাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে উনারা গণতন্ত্রের কথা, গণতান্ত্রিক শাসনের কথা মুখে যতখানি বলেছেন, বুকে ততখানি আছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। কারণ গণতন্ত্রের নাম করে আমরা দেখছি কোন কোন রাজ্যে তারা শাসন ক্ষেত্রে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, মানুষ বিশ্বাস করে তাদের গদীতে বসিয়েছে, কিন্তু সেই সব জায়গায় তারা গণতন্ত্রকে কবর দিয়েছে, হাজার হাজার মানুষ, কৃষক, শ্রমিক যারা বেকার, তাদের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা মুখে বলেন, দরদের অন্ত তাদের ছিল না, কিন্তু কাজের বেলায় দেখছি তাদের ষ্ট্রাইক, হরতাল, রাহাজানি, ছিনতাই, খুন ইত্যাদির প্রশ্রয় দেওয়া বাকী রাখে নাই যার জন্য আমরা দেখি যে ১৯৬৭ সালের পর থেকে যদিও কোন কোন রাজ্যে তাদের কথায় মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে ক্ষমতায় তাদের অধিষ্ঠিত করেছিল, আজকে হাউসে যেমন বিভ্রান্তিকর কথা বলেছেন, টাটা বিরলার কথা আনছেন, মানুষের দুঃখ, দারিদ্র্যের কথা তুলছেন, এই যে মন ভুলানো কাজ যা দিয়ে হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন, মাঠে ময়দানেও এইভাবে মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিল, যার জন্য মানুষ তাদের ভোট দিয়েছিল, কিন্তু আজকে মানুষের বিভ্রান্তির মোহ কেটে গেছে, যেখানে তারা ক্ষমতায় বসেছে সেখানকার শান্তি শৃঙ্খলা উড়ে গেছে, মারামারি, খুনাখুনির প্রশ্রয় পেয়েছে, এই করে কৃষক, শ্রমিক এবং বেকারদের দুঃখ দুর্দশার অন্ত ছিল না, তারই পরিপ্রেক্ষিতে আজকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধি যে সমাজতন্ত্রের আহ্বান জানিয়েছেন, গণতন্ত্রের আহ্বান জানিয়েছেন, সেই আহ্বানে

সারা দিয়ে সমাজতন্ত্রের ডাকে সারা দিয়ে, প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাকে রূপদানের জন্য তারা তার হাতকে শক্তিশালী করার জন্য এগিয়ে আসছে, সরকারকে সহযোগিতা করছে। আজকে আমরা জানি ওয়েষ্ট বেঙ্গলে সেখানে তাদের প্রতাপ সবচেয়ে বেশী ছিল, তাদের মানবতা বিরোধী কার্যকলাপের ফলে আজ তাদের গনতন্ত্রের বুলি কপচানো মুখ বন্ধ করে দিয়েছে। আজকে তারা গণতন্ত্রের কথা মুখে বলছেন, গনতান্ত্রিকভাবে তারা নির্ব্বাচিত হয়ে এসেছেন, মানুষ তাদের অধিকার দিয়েছে তাদের দুঃ দারিদ্র্যের কথা এই এ্যাসেম্বলীতে বলার জন্য, কিন্তু তারা জনতার সেই রায়কে অবহেলা করে আজকে তারা বিধান সভা বয়কট করে বিধান সভা বর্জ্জন করেছেন। কিন্তু নীতিগতভাবে তাদের বিধান সভায় রিজাইন দেওয়া উচিত ছিল, রিজাইন না করে তারা এখনও বহাল আছে, তাদের মনে লজ্জা হওয়া উচিত। কাজেই মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আজকে এই বাজেটকে যে দৃষ্টিভঙ্গিতে থেকে তারা দেখছেন, সেটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত, কল্যাণের কথা তাদের মুখে থাকলেও, আসলে যে দরদ, মনের যে ফিলিং সেটা তাদের নিশ্চয়ই নেই। আজকে এর মধ্যে সমালোচনা করার অনেক কিছু থাকতে পারে, তাই বলে কিছুই নেই, এর মধ্যে একথাটা যাদের আশা নেই, ভরসা নেই, তাদের পক্ষে এইরকম কথা বলা সম্ভব। উনারা মনে করছেন যে আজকে রুলিং পার্টি কে দোষারূপ করতে পারলেই মানুষ তাদের পক্ষে যাবে, কিন্তু মানুষের আজকে শিক্ষা হয়েছে, মানুষ আর বোকা নেই, বুঝতে পেরেছে, তাই আজকে গণতন্ত্রের বুলি কপচে সুবিধা করতে পারবে না।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে কথা তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন, জনতা পূর্ণাঙ্গ রাজ্য পাওয়ার পর, কেন্দ্রের শাসন থেকে অব্যাহত পেয়ে, পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের যে অধিকার পেয়েছে, এর দ্বারা জনগণের কল্যাণ বেশী করতে পারব এই আশা নিয়ে মানুষ বসে আছে। বাজেটে সেই আশার অনেক দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে। যেমন অর্থ মন্ত্রী বলেছেন যে আমরা নতুনভাবে একটা চেষ্টা সুরু করেছি কল্যাণের ক্ষেত্রে যদিও নতুনভাবে বলেছেন, কিন্তু আমরা দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, যে এই স্বাধীনতার পর গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পঞ্চবার্ষিকি পরিকল্পনার মাধ্যমে আমরা যে গ্রামীন অর্থনীতিকে সুষ্ঠু এবং সুন্দরভাবে গড়ার জন্য, সমাজে বঞ্চিত মানুষের কল্যাণের জন্য, শ্রমিক, মজুরদের কল্যাণের জন্য যে উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে, সেই উন্নয়নকে অব্যাহত রাখার জন্যই আজকে এই বাজেট।
এখানে নূতন বলে কিছু নেই। যে ধারা চলে আসছিল সেই ধারাকে বহাল রেখেই এই বাজেট এসেছে। যেমন কৃষির ব্যাপারে আমরা নূতন নূতন সার বীজ বা কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি, যেমন জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে আমরা প্রতিবছর নূতন নূতন ডিসপেনসারী খুলছি, আমরা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার করছি, নূতন নূতন শয্যা সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছি, শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন নূতন নূতন স্কুল কলেজ বাড়াচ্ছি পরিকল্পনা মাফিক আর এবারও শিল্প ক্ষেত্রে পুরানো ধারা বজায় রেখেই নূতন নূতন প্রকল্পে হাত দিয়েছি।

এই সম্পর্কে আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাক গ্রাউণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতেও এই কথা চিন্তা করতে হবে যে এই ত্রিপুরা এক কালে প্রি-ইনডিপেনডেন্স পিরিয়ডে মহারাজার আমলে যেখানে ৬

লক্ষেরও উপর লোক ছিল সেখানে বর্ত্তমানে বাংলা দেশ থেকে বা তদানীন্তন পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে লক্ষ লক্ষ লোক এসে ধাক্কা দিয়েছে এবং সীমান্তের নানা দিকে নানা রকম বিঘ্ন ঘটেছে। তদুপরি আমাদের অর্থনৈতিক অপ্রতুলতা, তারপর আমাদের কারিগরী শিক্ষায় অভিজ্ঞ লোকের অভাব, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আমাদের উন্নয়ন যে পরিমাণ হওয়া লক্ষ্য ছিল এই সমস্ত অনিবার্য্য কারণ বশতঃ আমরা আশানুরূপ করতে পারি নাই এবং কেন্দ্রের যে একটা কঠিন এবং কঠোর নিয়ন্ত্রণ ছিল তার ফলে আমরা আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারি নি। কিন্তু এখন সেই নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হওয়ায় এবং ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা লাভ করায় মানুষ আমাদের কাছে অনেক বেশী করে কল্যাণমূলক কাজ আশা করছে। সেই অবস্থায় আমরা বাজেটকে যদি সেই আলোতে দেখি তাহলে আশা করার মত এমন অনেক কিছুই আছে। কিন্তু একটা সুস্পষ্ট কাজের, একটা সুস্পষ্ট আশ্বাস, প্রতিশ্রুতি কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ আশা করেছিল। সেটা ইচ্ছা থাকলেও মন্ত্রীসভার সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না থাকায় মানুষের মনে প্রশ্ন রইল সেটা হবে কিনা। যেমন আমরা পত্রপত্রিকায় দেখেছি, মেডিকেল কলেজ হবে, ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস হবে, পাট কল হবে, কাগজকল হবে। এই বছর থেকে প্রি-মেডিকেল কোর্স সুরু হবে। এই সমস্ত আশা মানুষ করছেন যে নব নির্বাচিত মন্ত্রীসভা এই কাজগুলি করবেন। বাজেটে যদি এই বরাদ্দ প্রকল্পগুলি থাকত তাহলে মানুষ যেটুকু আশা করেছিল তাহলে সেই আশা মানুষের মনে রাখতে পারা যেত। কিন্তু বাজেটে এই আশ্বাস না থাকার ফলে এটা হচ্ছে না। আমাদের সকলেরই বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য একটা দরদ আছে। কিন্তু সাবধান করতে গিয়ে আমরা শুধু সরকারী টিচার এবং স্কুলের মাধ্যমে এই বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারব না এবং এ ছাড়াও যদি আমরা বেকার সমস্যার সমাধানের সুস্পষ্ট আশ্বাস না দিতে পারি তাহলে বেকারদের মনে একটা অশান্তি ধূমায়িত হতে পারে। সেটা আশংকার কারণ। সবকিছুই রাতারাতি হয় না। আমি সেটা জানি। তথাপি শিল্পের মাধ্যমে আমরা যথাযথ চেষ্টা করছি কিছু সংখ্যক বেকারকে চাকুরী দিতে কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে কোন একটা নির্ভরযোগ্য আশা জেগে উঠেনা। সেজন্য আমি আশা করব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ সেই বেকার সমস্যার সমাধান এবং ইণ্ডাষ্ট্রিয়েলাইজেশানের প্রশ্নে তাদের বক্তৃতায় সুস্পষ্ট কথা বলবেন যারজন্য মানুষ আমাদের বিধান সভায় পাঠিয়েছে সেই আশা যাতে জাগরুক থাকে এবং সেই আশায় যাতে ছেদ না পড়ে সেই আশা আমি করছি। এই বলেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—I would now call on Shri Ashoke Kr. Bhattacharjee.

Shri Ashoke Kumar Bhattacharjee :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই কথা সত্য যে ত্রিপুরা অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র এবং ত্রিপুরার যে লোক, তাদের গড়পড়তা যে আয় সেটাও অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা অনেক কম। মাননীয় অর্থমন্ত্রী সেই সমস্ত বিবেচনা করে যে বাজেট পেশ করেছেন তাকে আমি সম্পূর্ণ সমর্থন করছি এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি আমার বাজেট আলোচনার আগে একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একটা কথা বলতে চাই যে আজকে বাজেটে টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু আমি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি যে আমাদের যে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট আছে তারা সম্পূর্ণ টাকা আর্থিক বছরে খরচ করতে

পারে না। যার ফলে ত্রিপুরার উন্নতি বারে বারে বিঘ্নিত হয়েছে। এইকথা অস্বীকার করবার উপায় নাই। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব যে বাজেট আমরা পাস করছি, বাজেট আমরা পাশ করে দেব। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যে সম্পূর্ণ টাকা যাতে এই আর্থিক বছরেই খরচ হয় এবং যে বিভাগ খরচ করতে পারবে না, কার গাফিলতিতে বা কার গাড়িমসীতে খরচ হতে পারছে না সেদিকে যেন একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টী রাখেন এবং এই আর্থিক বছরের মধ্যে যাতে খরচ হয় এবং যে বিভাগ এই টাকা খরচ করতে পারে না এবং কার গাফিলতিতে টাকা খরচ করা সম্ভব হচ্ছেনা, সেজন্য যেন সরকার একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন। জনকল্যাণমূলক কাজে যাতে টাকা খরচ হয়, সেজন্য আমাদের সবারই চেষ্টা করা উচিত আর যারা সন্তোষজনক ভাবে খরচ করতে পারেনা তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরার অর্থ-নৈতিক উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরা সরকার বাজেটের মধ্যে যে কথা উল্লেখ করেছেন, রোড ট্রেন্সপোর্ট করপোরেশান ও ত্রিপুরা স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ কর্পোরেশন নামে দুইটি সংস্থার কাজ করে যাচ্ছে বলে বলেছেন, এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য তাদের যে কাজ সেই সম্পর্কে আমরা মাননীয় মন্ত্রীগণকে অনুরোধ করব তারা যেন গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, সেদিকে দৃষ্টী রাখেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা আশা করেছিলাম যে আমাদের স্বাধীনতার সীলভার জুবলী ইয়ারে আমরা ভুমিহীনেরা যারা আছে, তাদের প্রত্যেককে ভূমি দিতে পারব ১৯৭৩ সালের ১৫ই আগষ্টের মধ্যে কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেটে সেই কথাটার উল্লেখ নাই দেখে আমরা অত্যন্ত বেদনা বোধ করছি। মাননীয় স্পীকার স্যার, আরও একটা জিনিষ আমি বলতে চাই, সেটা ল্যাণ্ড রিফর্মস সম্পর্কে। যদিও মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের ভাষণের মধ্যে রয়েছে যে ল্যাণ্ড রিফর্মস আইন করা হচ্ছে, কিন্তু কথা হচ্ছে এই সেশানে সেই জন্য কেন বিল আনা হচ্ছে না এবং আমরা যত তাড়াতাড়ি ভুমিহীনদের মধ্যে ভুমি বণ্টন করতে পারি, ততই সেটা ভাল একটা কাজ হবে বলে আমার ধারণা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা চাই সমস্ত ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সব কাজ সরকার করবেন, সেগুলির জন্য যেন একটা টাইম বাউণ্ড প্রগ্রাম নেওয়া হয় যে প্রগ্রামের দ্বারা ত্রিপুরার সমস্ত জনসাধারণ বা আপামর জনসাধারণ উপকৃত হয়। কিন্তু এই বাজেটের মধ্যে অনেক কথা বলা হয়েছে অথচ এই কথাটির কোন উল্লেখ নেই। এটা বড়ই দুঃখের। আজকে আমরা পত্র পত্রিকাতে দেখছি যে সরকার বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী ২/৪ মাসের মধ্যে ২০০০ হাজার বেকারকে চাকুরী দিবেন আবার অপর দিকে দেখছি যে সরকার রিলিফ ডিপার্টমেন্টে যারা নাকি চাকুরী করে সংসার চালাচ্ছে, তাদেরকে ছাটাই করছেন। কাজেই সরকার কিছু বেকারকে চাকুরী দিতে চাইছেন আবার অন্য দিকে কিছু চাকুরীওয়ালাকে বেকার করতে চাইছেন। এজন্য আমরা অত্যন্ত ব্যথিত। আজকে আমরা যেখানে বলছি চাকুরী দেব, আবার আর এক দিকে ছাঁটাই করা হচ্ছে, এটা যে কারণেই হউক একটা দুঃখের বিষয়। কাজেই আজকে যারা ছাঁটাইয়ের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের সম্পর্কে সরকার কি নীতি গ্রহণ করবেন বলে চিন্তা করছেন, সেটা আমরা জানতে চাই। কারণ আজকে আমাদের সামনে যে প্রশ্ন এসেছে, সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে

ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং এই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রয়োজন হলে আইন কানুন করতে হবে। আজকে যদি আমাদের কাজে এবং কথায় বৈসম্য দেখা যায়, তাহলে জনসাধারণ আমাদের কিছুতেই ক্ষমা করবে না, কেননা জনসাধারণ আমাদের ক্ষমতায় বসিয়েছে। নির্বাচনের সময়ে আমরা জনসাধারণকে বলেছি যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতির জন্য টাইম বাউণ্ড প্রোগ্রাম করব। এখানে উন্নতির অনেক কথাই বলা হয়েছে, কিন্তু আমাকে যেটা সবচেয়ে বেশী ব্যথিত করেছে, সেটা হচ্ছে এই বাজেটের মধ্যে সেই রকম কোন টাইম বাউণ্ড প্রোগ্রামের কথা উল্লেখ নেই। আমরা বলেছি, ত্রিপুরাতে মেডিক্যাল কলেজ করা হবে, হাসপাতাল করা হবে, এই রকম আরও অনেক কিছু করা হবে, কিন্তু সেগুলি কখন দেব বা কবে দেব? জনসাধারণ কি আমাদের জন্য কতদিন অপেক্ষা করবে? কাজেই আমরা যদি এখন থেকে টাইম বাউণ্ড প্রোগ্রাম নিয়ে সময় সীমা সুনির্দিষ্ট করে দিয়ে অগ্রসর না হই, আমরা যদি একটা সুনির্দিষ্ট সময় দিয়ে ত্রিপুরাতে আমরা এই এই প্রকল্প করলাম এবং সেগুলি আমরা এই সালের মধ্যে শেষ করব এবং ত্রিপুরাবাসী তার থেকে উপকৃত হবেন। তাহলেই হবে আজকের বাজেট ভাবণের সম্পূর্ণতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি লক্ষ্য করছি যে বাজেটের মধ্যে এই রকম কোন সময় সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়ে কিছু বলা হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা কথা আমার মনে পড়ছে, সেটা হল আমরা প্রায় শুনে থাকি যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে গীয়ার আপ করতে হবে, কিন্তু এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানকে গীয়ার-আপ করতে হলে যেটা করা দরকার, কারণ, আমি নিজেও ব্যক্তিগত জীবনে একজন আইনজিবী, কাজেই সমাজের সকল শ্রেণীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট সংযোগ আছে। আমি প্রশাসনে দেখেছি যে সেখানে এমন সব ক্ষুদ্র বিষয় আছে, যেগুলি প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি ইচ্ছা করলেই সহজে দূর করতে পারেন। আমি এখানে তাই একটি উদাহরণ দিচ্ছি, সেটা হচ্ছে বিভিন্ন কর্ম্মচারীদের পে স্কেলের মধ্যে এনামলী রয়ে গেছে, এবং সেটা আজকে বহুদিন ধরে চলে আসছে, অথচ আজ পর্যন্ত সেই সম্পর্কে কিছুই করা হয়নি। কাজেই যারা কাজ করে যাচ্ছে, তারা একটা দুদুল্যমান অবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। এই অবস্থা বেশীদিন বজায় রাখা, আমাদের প্রশাসনের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর হবে বলে আমার ধারণা, কাজেই অবিলম্বে এগুলি দূর করা দরকার। যেমন আমি পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কথা উল্লেখ করে বলতে পারি। পশ্চিম বঙ্গের হারে এখানকার পুলিশেরা মাইনে পাচ্ছে এবং পশ্চিমবংগে পুলিশের কনষ্টেবল থেকে সুরু করে ইন্সপেক্টার পর্য্যন্ত সবাই সাবসিডাইজড রেটে রেশন পাচ্ছে, কিন্তু এখানে তাদেরকে সেটা দেওয়া হচ্ছে না। তাই নিয়ে তারা নিজেদের মধ্যে একটা হতাশায় ভোগছে। এই রকম আরও ১.১টা উদাহরণ আমি এখানে দিতে পারি। এই যে কর্ম্মচারীদের পে-স্কেলের মধ্যে এনামলী আছে, এটা ইচ্ছা করলেই দূর করা যায়, কিন্তু তা না করে এটাকে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং কাদের দোষে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে এবং কেন ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে, এই বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব তারা যেন বিষয়টা গুরুত্ব দিয়ে চিন্তা করেন এবং তার প্রতিকারের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারপরে আছে আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি। এই মিউনিসিপ্যালিটি গত ১৪ বছর ধরে সুপারেনিয়্যুশনে চলছে। পৃথিবীতে এমন কোন ইতিহাস নেই যে

১৪ বছর ধরে এই ধরণের একটা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান নির্ব্বাচন ছাড়াই চলতে পারে। তাই আমরা সংগত কারণে আশা করেছিলাম যে এবারকার বাজেট ভাষণে অন্ততঃ পক্ষে এই মিউমিসিপ্যালিটির অবিলম্বে নির্ব্বাচন করবার একটা ইংগিত থাকবে, কিন্তু আম া সেটা পাইনি। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম আরো অনেক কিছু রয়ে গেছে, যেগুলি না বলে পারা যায় না। কিন্তু আপনি যেভাবে বারবার লাল বাতি জ্বালিয়ে আমার বলার সময় শেষ হয়ে গেছে বলে ইংগিত করছেন, তাতে আমার ভাষণ সংক্ষিপ্ত না করে পারছি না। তারপরে আমি বলতে চাই যে আমাদের এখানে যে জুডিসিয়ারীর ব্যবস্থা আছে, সেটা অত্যন্ত অবহেলিত। আজকে আমরা যারা ল-ইয়ার আছি, যারা ওকালতি করি, আমরা সারাদিন বসে থাকি। কিন্তু এস, ডি, ও, মহাশয় বা ভারপ্রাপ্ত Magistrate যারা আছেন তাঁরা তাদের খেয়াল খুশী মত কোর্টে উঠলে উঠেন নী উঠলে নাই ৫টা ৬টা পর্য্যন্ত হয়। বিভিন্ন স্থান থেকে যে সব litigent public আসে তাদের এখানে সারা দিন বসে থাকতে হয় spoiling the whole day. কিন্তু সেটি হতে পারে যেটি সকাল ১১টায় হতে পারে সেটি সন্ধ্যা ৬টার সময় হয়। আমি দেখেছি ত্রিপুরাতে তিনটি ডিসট্রিক্ট হয়েছে এবং তিন ডিসট্রিক্টের জন্য তিন জন ডিসট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছেন। কিন্তু অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছি জুডিশিয়েল ডিস্ট্রীক্ট—যেগুলি রয়েছে সেগুলির সুবিধা সাধারণ লোক নিতে পারছে না। অথচ চিন্তা করুন আজকে উদয়পুরে ডিষ্ট্রীক্ট হয়েছে, ধর্ম্মনগরে ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে, কৈলাসহরে ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে তখন তাদের মামলার আপীল যদি করতে হয় জজকোর্টে এখানেই তাদের আসতে হয়। তাই যদি হয় আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব যে তাঁরা যেন এইদিকে নজর দেন। আর মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যে নির্ব্বাচনক্ষেত্র থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছি সেই সম্পর্কে আমি দুই মিনিট কথা বলব। আমি এমন একটি নির্ব্বাচন ক্ষেত্র থেকে নির্ব্বাচিত হয়েছি যেটি না পরে মিউনিসিপ্যালিটির আওতায় না পরে ব্লকের আওতায় কার আওতায় যে আমি আছি আজ পর্য্যন্ত জানি না (গণ্ডগোল) আমি আজকে চাচ্ছি আমাকে যারা নির্ব্বাচিত করেছে (গণ্ডগোল) মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করব যদি প্রাতঃ ভ্রমনে বেরিয়ে আমার নির্বাচন ক্ষেত্রে যদি একবার পরিদর্শন করেন তখন দেখবেন মানুষগুলি কি দুরবস্থায় আছে। রাস্তা নেই, ঘাট নেই, জল নেই কোন কিছু নেই সেখানে। এই যে অবস্থা—আমাকে গত নির্বাচনে কয়েকটি জায়গায় ঢুকতে দেয় নি। কিন্তু ভোট আমাকে তারা দিয়েছে ঠিকই কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি কয়েকটি জায়গায়। আমি তাদের বলেছি ঠিকই করেছ তোমরা কারণ আমরা কোন কাজই করতে পারি নি। যেলতলিতে আমাকে ঢুকতে দেওয়া হয় নি. আমি সেই সব যুবককে অভিনন্দন জানাই কারণ সেখানে আমরা কিছুই করতে পারি নি। সেখানে কুয়ো নাই খাওয়ার জলের কোন রকম ব্যবস্থা আমরা করতে পারি নি আজ ২৫ বছর হয়ে গেছে আজকে তাদের আড়াই মাইল দূর থেকে সেখানকার জনসাধারণকে খাওয়ার জল আনতে হয়। এই রকম আরও আমি দেখেছি—উত্তর বাধারঘাট, অরুন্ধতিনগর, ১৯ টিলা, কুঞ্জবন কলোনী এবং এই যে কালিকাপুর, জয়নগর, রামসুন্দরনগর, গঙ্গারিয়া নিয়ে সমস্ত এলাকাতে

আপনি যদি দয়া করে আসেন একবার ঘুরে যান এইসব এলাকা তবে দেখবেন গত ২৫ বছর ধরে কিছুই development হয় নি এইসব এলাকাতে। ভট্টপুকুরে আসুন দেখবেন একটি নালার অভাবে জনসাধারণের বাড়ীতে এখনও কোমর জল দাড়িয়ে আছে এমন অনেক বাড়ী আছে। আমি বেশী দূর যেতে চাই না গান্ধীঘাটের কাছে যে টাউন বড়দোয়ালী সেখানে আপনি যান আপনি কাপড় না তুলে ঢুকতে পারবেন কিনা সে বিষয়ে আমি সন্দেহ প্রকাশ করছি। আমি যখন সেখানে গেলাম তখন আমাকে বলল যে আপনি ঐ পারে চলুন। আমি কোমর জল ভেঙ্গে গেলাম সেখানে। সত্যি এইরূপ দুরবস্থায় মানুষ বাস করতে পারে? আমি এর প্রতিবাদ করছি। ভোট আমাকে দিয়েছে কিন্তু আমাকে ঢুকতে দেয় নি সেখানে এবং সেটি তাদের প্রতিবাদ। জনসাধারণের প্রতিনিধি হয়ে আমরা এখানে এসেছি কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, এই সমস্ত এলাকার উন্নতি যদি আমরা করতে না পারি—আজকে শহরে আমরা পীচ ঢালা রাস্তায় চলছি আর এই পীচ ঢালা রাস্তার পরেই যে রৌরব নরক সেগুলি যদি আমরা না দেখি সেগুলি যদি আমরা দূর না করি তাহলে জনসাধারণ আমাদের ক্ষমা করবে না। এই কথা বলে বাজেটকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—শ্রীনিরঞ্জন দেব। মাননীয় সদস্য আপনি ১০ মিনিট বলবেন।

শ্রীনিরঞ্জন দেব—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সংগ্রামের ভিতর দিয়ে অর্জিত পূর্ণাংগ ত্রিপুরা রাজ্যের বাজেট অধিবেশন সুরু হয়েছে। গত ২৩শে জুন মাননীয় অর্থ মন্ত্রী ১৯৭২-৭৩ সালের বাজেট পেশ করেছেন তার উপর আলোচনা করতে গিয়ে আমি কিছুটা হতাশ হয়েছি কারণ যে সব প্রয়োজনীয় খাতে বাজেট বরাদ্দ করার প্রয়োজন ছিল তা হয়নি। আমাদের এই ত্রিপুরা ৪,১১৬ বর্গ মাইল এলাকা এখানে আমরা অধিকাংশই কৃষক এবং গরীব লোকই বেশী। তাদের জীবন যাত্রা তাদের standard of living যদি আমরা দেখতে চাই তাহলে আমরা কি দেখি। আজকে তাদের দুমোঠো অন্ন সংস্থান করার ব্যবস্থা নাই। আজকে আমরা দেখছি খোয়াই, কৈলাশহর, ধর্মনগর, চড়িলামের আদিবাসীদের কলোনীতে নিয়ে গিয়ে হাজার হাজার লোক মারা যাচ্ছে। তাদের দুরবস্থার প্রতিকারের জন্য এই সমস্ত প্রতিকুল অবস্থার মোকাবিলার জন্য দুর্ভিক্ষের মোকাবিলার জন্য রেখেছেন আমি দেখতে পাচ্ছি ৭·৫০ হাজার টাকা মাত্র। এই ত্রিপুরাতে আজকে অনাহারে মৃত্যু আজকে এইযে অভাব অভিযোগ এটা দীর্ঘ ২৫ বছর যাবত চলে আসছে। আরও কতদিন চলবে আমি বলতে পারছি না। এই যে ত্রিপুরা কৃষি প্রধান দেশ এবং এখানে কি উপজাতি কি অন্যানা সম্প্রদায় সবাই আমরা কৃষির উপর নির্ভরশীল। সুতরাং আজকে যে কথা-গুলি আমাদের কৃষিমন্ত্রী খুব উল্লাসের সংগে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে কৃষির উন্নতি হয়েছে। আগে কেন্দ্র থেকে যে পরিমাণ চাউল আনতাম এখন আর সেই পরিমাণ চাউল আনতে হবে না হয়তো আর কয়েক বছর পরেই আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারব। আমি মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই তিনি যখন জম্পুই গিয়েছিলেন এবং তখন সেখানে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছিলেন সেখানে পম্পিং মেসিন দেওয়া হবে জলসেচের জন্য ফসল

উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হবে বলে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই পাম্পিং মেসিন বা কিছুই যায় নাই ফসল উৎপাদনের কাজে ব্যবহৃত হওয়ার জন্য। আজকে ত্রিপুরায় যে অবস্থা ত্রিপুরার খড়া দুর্গত এলাকার কোথাও কৃষকেরা সময় মত মাঠে বীজ বপন করতে পারে নি সেই চিত্র শুধু আমাদের মুখ থেকেই শুনলে চলবেনা মন্ত্রী মহোদয়রা আছেন সেই সব এলাকাতে যান এবং দেখুন বর্ত্তমানে ত্রিপুরার কৃষি এবং কৃষকদের অবস্থা কি রকম উনারা সেটি ভাল ভাবে অনুভব করতে পারবেন। কিন্তু আমি দেখেছি আমাদের কৃষি মন্ত্রী তিনি কতগুলি কথা উল্লাসের সংগে এখানে বলেছেন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা দেখছি কৃষকরা সময় মত তাদের বীজ ধান পায় না আজকে তাদের হালের বলদ নেই পোকায় ফসল নষ্ট করছে ঔষধ পত্রের কোন ব্যবস্থা নেই, জলের কোন ব্যবস্থা নেই। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা কি দেখি, আজকে কৃষকেরা সময়মত বীজ ধান পাচ্ছেনা, হালের বলদ নাই, আজকে ধান তাদের নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং ঔষধ দেওয়ার মত কোনরকম ব্যবস্থা নাই আমরা একদিকে বলছি কৃষিতে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে, গ্রো মোর ফুড, গ্রীণ রিভলুশান বলে চীৎকার করছি, কিন্তু মাঠে যেয়ে দেখি সেটা ফাঁকা, আর কিছু নাই।

জল সম্পর্কে আমি এখানে বক্তব্য রাখব শুধু আমার চড়িলাম এলাকা থেকে আমি একথা বলতে চাইনা, সমগ্র ত্রিপুরাতে পানীয় জলের এবং স্নানের জলের কতটুকু অসুবিধা, যারা টাউনে বাস করেন, তারা কিছুটা অনুভব করেন, আর আমরা যারা গ্রামে থাকি তাদের আরও দুর্ভোগ করতে হয়। আমরা দেখছি পত্র পত্রিকাতে এবং শুনেছি বেশী না হলেও পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা হবে, অনেক পত্রিকায় দেখেছি। বিশালগড় ব্লকে ২৬টি গাঁওসভা আছে, চড়িলাম কনষ্টিটিউয়েন্সীতে চারটি গাওসভা আছে, সেখানে মাত্র চারটি টিউব ওয়েল দেওয়া হয়েছে, এই বছরে সেখানে আর কোন টিউব ওয়েল দেওয়ার কোন ব্যবস্থা নাই। সুতরাং এই সম্পর্কে আমি আমাদের জল মন্ত্রীকে গত মে মাসের ৬ তারিখ জানিয়েছিলাম, আমার এলাকায় কি আছে, কি না আছে, সেই সম্পর্কে লিখিতভাবে জানিয়েছিলাম, যে এখানে টিউব ওয়েল দরকার, এখানে ড্রেনেজে দরকার, এইসব বিস্তারীত বিবরণ লিখে দিয়েছিলাম, কিন্তু মাননীয়া জল মন্ত্রী তিনি প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন চেষ্টা করে দেখব আপনার ডিম্যাণ্ড পূরণ করতে পারি কি না, আমার এলাকায় জলের অভাব দূর করে আমাকে সন্তুষ্ট করতে চান। অবশ্য উনার প্র্যাক্টিক্যাল অভিজ্ঞতা কি আমি জানিনা। গত মে মাসে চড়িলামে তিনি গিয়েছিলেন, হয়তো ধর্মীয় আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়াতে গিয়েছিলেন সেখানে উনার ধর্মীয় ভাই উনাকে কি ডোবার জল খাইয়েছিলেন না রাংগা পানীয় জল খাইয়েছিলেন আমি জানিনা, তবে তাদের সংগে ঠিকই ছিল।

শিক্ষা খাতে আলোচনা করতে যেয়ে মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলব আমাদের বাজেটে আমরা দেখছি শতকরা ২২ পারসেন্ট আজকে আমাদের স্কুলে যাচ্ছে, আর যে ৮২ পারসেন্ট যাচ্ছে না, কেন যেতে পারছেনা বা যাচ্ছেনা, সেই সম্পর্কে

দেখব যে কারও হয়তো পোষাক নাই, কারও হয়তো বই নাই কারও হয়তো অন্য কোন অসুবিধা আছে যার জন্য যেতে পারে না, সেই জিনিষটা দূর করার পরিকল্পনা এই বাজেটে উল্লেখ করে নাই। এদিক থেকে এই বাজেট অত্যন্ত হতাশাজনক। আমি এখানে বিশেষ করে জম্পুইজলা স্কুল, গোলাঘাটি স্কুল, চড়িলাম স্কুল, সুতারমুড়া স্কুল, এই স্কুলগুলির কথা উল্লেখ করব, সেখানে কেমন সুবিধার মধ্যে ছাত্ররা পড়াশোনা করছে। চড়িলাম একটা ছোট্ট ঘর, সেখানে ১৫ জন ছাত্র পড়ে, তবুও সেখানে জায়গা হচ্ছে না, যেমন মাছ পাতড়ি, সেইরকম ভাবে তাদের সেখানে পড়াশোনা করতে হয়, সেইদিকে সরকার কোন নজর দিচ্ছে না, ঐদিকে কোন কর্ণপাত নাই। আপনাদের বেশী দূরে যেতে হবে না, টাউনে আমাদের উমাকান্ত স্কুলের বোর্ডিং এর কথা আমি উল্লেখ করব সেখানে আজকে ছাত্রদের অসুবিধার মধ্যে পড়াশোনা করতে হয়, বেড়া নাই, জলের কোন ব্যবস্থা সেখানে নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এই হাউসের সামনে বলব অন্তত: পক্ষে এখানে বেশী পরিশ্রম করে যেতে হবে না, ফোন করে যোগাযোগ করুন, তাহলে দেখবেন সেখানে বেড়া আছে কি না, লাইটের ব্যবস্থা আছে কি না, জলের ব্যবস্থা আছে কি না, কিভাবে ছাত্ররা সেখানে পড়াশোনা করছে। বোর্ডিং বাড়ানোর কথা এই বাজেটে খুব কম প্রতিফলনই আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রতি বৎসর হাজার হাজার ছাত্ররা মফঃস্বল থেকে টাউনে আসে, যারা ভর্তি পরীক্ষা দিয়ে টিকে যায়, তাদের টাউনে থাকতে হয়, বোর্ডিংএ যদি সিট না পায়, তাহলে তাদের মস্তবড় অসুবিধা হয়। পাহাড়ী জাতী এবং উপজাতি ছেলে-মেয়েরা আজকে এখানে এসে পড়বে, তাদের জন্য যদি বোর্ডিংএর ব্যবস্থা না থাকে তহলে তাদের লেখাপড়া বন্ধ করে দিয়ে ঘরে বসে থাকতে হয়।

যোগাযোগ সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখতে চাই। ত্রিপুরায় দীর্ঘ ২৫ বৎসর যাবত আমাদের মন্ত্রী বাহাদুর অনেক জায়গায় ঢাক ঢোল পিটেছেন, যে অনেক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, সামন্ততান্ত্রিক যোগের চেয়ে অনেক উন্নতি হয়েছে, রাস্তা ঘাট অনেক হয়েছে, কালভার্টের পুল ইত্যাদি হয়েছে বলে আমরা শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুররা যখন মফঃস্বল যান, তখন জীপ চড়ে যান, ত্রিপুরার রাস্তায় গাড়ী চড়তে কি আরাম তখন উনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন, তবুও বলছেন রাস্তা ইত্যাদি আছে। আমরা ট্যাক্সীতে চড়ি এবং বাসে চড়ি, কি করে ঐসব চড়ে আসতে হয় কি অসুবিধা করে আসতে হয় ঘাড়ের উপর বসে, গাড়ীর ছাদের উপর বসে, সেইরকম করে যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের আসতে হত, তাহলে বুঝতে পারতেন কি আরাম লাগে। আজকে এই ২৫ বৎসরের মধ্যেও ত্রিপুরাতে রেল লাইন আসল না। আমরা দেখছি ভারত থেকে পোল্যাণ্ডে, আফ্রিকায় রেল স্থাপনের ব্যবস্থা করছেন রাশিয়ার সঙ্গে রেলের যন্ত্রপাতির ব্যবসা করার জন্য ভারত সরকার আগ্রহ প্রকাশ করছেন, কিন্তু আমার এই ত্রিপুরাতে রেল লাইন হবে না, যোগাযোগ ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা হবে না কেন? —এইজন্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়গণ চিন্তা করেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি উনারা মোটেই চিন্তা করছেন না। যেহেতু উনারা আরাম কেদারায় বসে আছেন। গরীব জনসাধারণ কিভাবে অসুবিধা ভোগ করছেন, উনাদের সেটা ভাববার কথা নয়, চিন্তা করার কথা নয় আজকে আমরা যদি কিছুটা অন্তত: গ্রাম দেশের কথা চিন্তা করতে চাই, আজকে আমরা দেখব গ্রামদেশে কিরকম দুর্নীতি চলছে, পুলিশের উপদ্রব জনসাধারণের উপর কিরকম চলছে

একটি কথা এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই, চড়িলাম বাজারের ঘটনাকে নিয়ে সেই বাজার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে। ১০০ গজের ভিতর একটি বাজার হওয়ার কোনরকম ব্যবস্থা আছে কিনা আমি জানি না, সেই জায়গায় কি করে দুইটি বাজার হয়? যেখানে গরুর বাজার আছে, সেখানে আমরা দেখছি যে এক টাকা করে গরু পিছু নেওয়া হয়, উপরন্তু আরও তিন চার টাকা করে খরিদদারদের কাছ থেকে রাখা হয়, এইভাবে সেখানে একটা অরাজকতা চলছে, এর জন্য সরকার দৃষ্টি দেবেন কি না জানি না, তবে দেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আজকে আমাদের ৪৩ হাজার একর জমি ফরেষ্টের আওতায় আছে। আমরা দেখছি এই যে বন, আমরা উপজাতি যারা আছি, তারা জুমের উপর নির্ভরশীল, চিরা-চরিত প্রথা অনুসারে জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু আমরা দেখেছি আমাদের এখানে—মাননীয় মন্ত্রী ক্ষিতিশ বাবু গতকাল বলেছেন যে এই যে এ্যাসেম্বলী এটাও একদিন ছিল ফরেষ্টের আওতায়। যখন আমরা প্রয়োজন বোধ করব তখনি ফরেষ্টের আওতা থেকে নিয়ে আসব। কিন্তু আমি বলতে চাই আমার জমি নাই, আমার প্রয়োজন আছে জুম চাষ করার জন্য। আমার যখন প্রয়োজন হবে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তখন আমাকে জুম কাটার অধিকার দিবেন কি? এমনি ভাবে দেখেছি ফরেষ্টের লোক মিথ্যা মামলায় জড়িয়েছে অনেক লোককে। সেই মতাইকে পুলিশের লোক হত্যা করেছে এবং গর্জি, মনুবংকুল এবং শিলাছড়ি বিভিন্ন এলাকাতে উপজাতির উপর হামলা করেছে তার মিথ্যা মামলা রুজু করেছে। তারা যে জুমের উপর নির্ভরশীল এই সমস্যা সমাধানের জন্য কোনরকম আগ্রহ আমরা দেখতে পাই না। (রেড লাইট) মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি কিছু সময় দেন তাহলে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে শেষ করতে চেষ্টা করব। আজকে সবচেয়ে বেশী হতাশাজনক ভাবে আমাদের ভাবতে হয় বেকার সমস্যার কথা। ত্রিপুরায় এই সমস্যা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। রেজিষ্টার্ড বেকার ৩০ হাজার এবং গ্রামীণ বেকার ১০ হাজারের উপর। এই বেকার সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে আমরা তার কোন ইংগিত পাচ্ছি না। রাজভবনের জন্য, নুতন দিল্লীতে এবং কলিকাতায় অট্টালিকা তৈরীর জন্য বাজেটে বহু টাকা ধরা হয়েছে। উজ্জয়ন্ত রাজপ্রাসাদ কেনবার জন্য যদি ২০ লক্ষ টাকা রাখা যায় তাহলে কেন বেকার ভাতা রাখা হবে না? তারা কি মাটি কাটবে না ভিক্ষা করবে সেটা তো মাননীয় সদস্যরা বলেন না। তারা তো বলেছেন, সংসদীয় গণ-তন্ত্রের কথা বলেছেন। কিন্তু বেকার সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তো সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য শুনলাম না। সুতরাং আমি বলব এই সমস্যার সমাধান হউক। শ্রীমতী লক্ষী নাগ ভূমি সংস্কার আইনটাকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু এই আইনটাকে কিভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে সেই সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য রাখেননি। উনি যদি এইরকম কোন বক্তব্য রাখতেন তাহলে খুশী হতাম। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার—শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আর্থিক বছরের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। বিভিন্ন মাননীয় সদস্য বিভিন্ন বিষয়ে

আলোচনা করেছেন। কাজেই সেই পরিপ্রেক্ষিতে সবকিছু আলোচনায় আমি যাচ্ছি না। আমি উপজাতি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলব। আমাদের এই ত্রিপুরার মূল সমস্যা হচ্ছে উপজাতি সমস্যা: তারা কি দুর্গতির মধ্যে আছে এটা দেখা প্রয়োজন। যে সমস্ত জুমিয়া-দের পুনর্ব্বাসন করা হয়েছে তা বড়ই দুঃখজনক। আমরা দেখছি যে আগে যে সমস্ত পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এতে কিছু সরকারী কর্মচারীর দ্বারাই এইগুলি করা হয়েছে। কিন্তু এই যে বছরের পর বছর উপজাতিদের অভাব অভিযোগ বিশেষ করে বর্ষাকালে তাদের যে দুঃখ দুর্দ্দশা, আমার মনে হয় বৎসরে চার পাঁচ মাসও তারা পেট ভরে খেতে পায় না। যখন গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন কিছু ক্যাশ রিলিফ, দাদন প্রভৃতি দিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কাজেই জুমিয়াদের ব্যাপারে গতকাল মাননীয় সদস্য ধ্বজ বাবু যে বক্তব্য রেখেছেন যে জুমিয়াদের ব্যাপারে যদি আরও কিছু কৃষি ঋণের টাকা বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাহলে তাদের সুবিধা হয় যতদিন না সরকার ঠিকভাবে জুমিয়াদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা না করতে পারেন। আর এই বৎসর উপজাতির জন্য ১৯১০ টাকা হারে যে মঞ্জুরী রাখা হয়েছে তাতে দেখা যায় সেটা ১০৭টি তপশিলী উপজাতি পরিবারের জন্য রাখা হয়েছে। কিন্তু এই সরকার হাজার হাজার জুমিয়ার পুনর্ব্বাসনের কি সুষ্ঠু ব্যবস্থা করবেন সেটা বলেন নি। এটা দুঃখজনক। আজকে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দিনে ১৯১০ টাকা কিছুই নয়। এটা হয়ত ৫।১০ বছর আগের স্কীম। জমির একটা মুড়া তুলতে গেলে ৬০০।৮০০ টাকার প্রয়োজন। সুতরাং এই ১৯১০ টাকার কিছুই হয় না। কাজেই এর পরিমাণ বাড়াবার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আজ পর্য্যন্ত যে সমস্ত জুমিয়া কলোনী দেওয়া হয়েছে সেগুলিতে কত পরিবার বসবাস করছে এইগুলি সরকার কোন তত্বাবধান নাই। আর কৈলাসহর মহকুমায় যে সমস্ত কলোনী দেখেছি, যেমন তারা বনছড়া, লালছড়া, তারা বনছড়া কলোনীর ব্যাপারে জঙ্গল কাটার ব্যাপারে অন্ততঃ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু সেই জঙ্গল কোন আবাদে আসে নাই এবং যে সমস্ত জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছিল তারাও সেখানে নাই। এইগুলি দেওয়া হয়েছে আমলা এবং গ্রাম্য সর্দারদের এবং দালালদের কারসাজিতে। এই ব্যাপারে আমার সরকারকে আমি এই অনুরোধ রাখব যে, যেখানে কলোনী দেওয়া হবে সেখানে তাদের বসবাস করার মত একটা পরিবেশ সৃষ্টি করে, যেমন পানীয়জল, স্কুল ইত্যাদি দিয়ে তাদের বসবাসের সুযোগ সুবিধা যদি করে দেওয়া হয় তাহলে সেখানে তারা থাকতে পারবে। আর উপজাতি কৃষকদের ঋণ দেওয়া দরকার। আজকে অনেকে কৃষি বিপ্লবের কথা বলেন, সবুজ বিপ্লবের কথা বলেন। কিন্তু কৃষকের যে অভাব অসুবিধা, এইগুলি যদি ঠিক ঠিকভাবে মেটানো না যায় তাহলে কিভাবে আমরা সবুজ বিপ্লবের কথা চিন্তা করতে পারি? আজকে এটা করতে হলে কৃষকের হাতে জমি দেওয়া দরকার, অনাবাদী জমি হাতে আনা এবং সার, বীজ ইত্যাদি সরবরাহ করা। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক জমি আছে সেগুলি আমরা বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করার সত্বেও আজ পর্য্যন্ত এইগুলির বিহিত হচ্ছে না। আমার কন্‌ষ্টিটিউন্সী ভাগ হওয়ার আগে যিনি জনপ্রতিনিধি ছিলেন, রাধিকা বাবু, তিনিও এই হাউসে অনেকবার বলেছেন যে আমার ঐ এলাকায় একটা বিরাট মাঠ অনেকদিন ধরে পতিত অবস্থায়

পড়ে আছে। এটা আমি গত বিধান সভার অধিবেশনের প্রসিডিংস থেকে জানতে পেরেছি। তিনি বলে গেলেন বটে, কিন্তু সেটার কিছুই করা হয় নি। তারপরে আমাদের উপজাতিদের অনেকগুলি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট বক্তৃতায় বলে গিয়েছেন। যেমন অমরপুরে পাইলট প্রজেক্টে ১৩০ পরিবার পুনর্ব্বাসন পাবে। কিন্তু আমি শুনেছি যে এর কাজ ১৯৬৮ সাল থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং সেটা এখন পর্য্যন্ত চলছে, কবে শেষ হবে তারও কিছু বুঝা যাচ্ছে না। তাই আমি বলব, এভাবে যদি জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসনের কাজ চলতে থাকে, তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যে আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসন দিতে সরকারের কত বছর লাগবে, সেটা আমাদের প্রত্যেকের কাছে চিন্তনীয় ব্যাপার। তারপরে আছে যোগাযোগের ব্যবস্থা। এই সম্পর্কে অনেক সদস্য তাদের বক্তৃতার মাধ্যমে অনেক অভিযোগ করেছেন যে তাদের সেখানে নাকি কোন রাস্তাঘাট হয় নি। তবে আমি বলতে চাই আমার জানামতে যে যেখানে রাস্তাঘাট হয়েছে, সেখানে হয়েছে, আর যেখানে হয় নি সেখানে মোটেই হয় নি যেমন পাড়ার নিকটের কথাই বলছি—সেখানে ব্লক থেকে যে সব রাস্তাঘাট করা হয়েছে এবং পুল ইত্যাদি করা হয়েছে, সেগুলি দিয়ে লোকজন চলাচল করে না বললেই চলে। আর যেখান দিয়ে লোকজন চলাচল করে সেখানে যে রাস্তাঘাট হওয়ার দরকার, সেটা মোটেই হয় নি। কাজেই এই অবস্থার পরিবর্ত্তন যদি না হয়, তাহলে আমরা যে সমাজতন্ত্রের কথা বলি, গণতন্ত্রের কথা বলি, সেটা বাস্তবে রূপায়িত হবে না। আসাম—আগরতলা রাস্তা হওয়ার পর, কৈলাসহর সদর মহকুমার অফিসের সাথে যোগাযোগের জন্য যে রাস্তা, সেটা ছামনু হয়ে ছৈলেংটা—ধুমাছড়া হয়ে ফটিকরায় পর্যান্ত হয়েছে, কিন্তু সেটাও আজ অবহেলিত অবস্থায় পড়ে আছে। অথচ এই রাস্তার দুই পাশেই বহু লোকের বাস, সেখানে এমনও অবস্থা হয় যে মানুষকে গাড়ীতে উঠতে হলে ১০/১২ মাইল রাস্তা হেটে আসতে হয়। কাজেই যোগাযোগ ব্যবস্থার আরও উন্নতি করা দরকার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন আমি পানীয় জলের অবস্থা সম্পর্কে কিছু বলতে চাই। আমি শুধু আমার এলাকার কথাই বলব। আমি ব্লক থেকে রিপোর্ট পেয়েছি যে তারা অনেকগুলি টিউব-ওয়েল রিংওয়েল ইত্যাদি করেছে। কিন্তু আসাম আগরতলা রাস্তার উপর পাবিয়াচড়া যে বাজার সেটা একটা ব্লক অফিসের নাকের ডগার মধ্যে, সেখানে একটা টিউব-ওয়েল আছে, সত্য কিন্তু অনেক দিন ধরে সেটা অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। আমি অবশ্য এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছি, অন্যত্র যে এই একই অবস্থা চলছে তাও আমার কিছু না কিছু জানা আছে। ফলে এই পানীয় জলের অসুবিধার জন্য গ্রামের মধ্যে আমাশয় এবং অন্য জাতীয় অনেক রোগ দেখা দিয়েছে। কাজেই আমি পানীয় জলের একটা সুবন্দোবস্ত করবার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করব। তারপরে শিক্ষাক্ষেত্রে মাননীয় অর্থমন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেছেন যে সরকার শিক্ষাকে সম্প্রসারিত করবার জন্য আরও ২০০টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ১৫টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় এবং ৩টি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করবেন।

মিঃ ডেঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় হয়ে গিয়েছে।

শ্রীগোপীনাথ ত্রিপুরা :—স্যার, আমাকে মিনিট খানেক সময় দিন। আমি বলতে চাই নূতন নূতন স্কুল দেওয়ার কথা চিন্তা না করে বর্তমানে যে স্কুলগুলি আছে সেগুলিতে ঠিকমত লেখাপড়া হচ্ছে কিনা বা মাষ্টারেরা ঠিকমত স্কুল যান কিনা এবং সেই সব স্কুলের মধ্যে লেখাপড়া করার মতো পরিবেশ আছে কিনা, এই সব যদি দেখাশুনা করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় অনেকটা ভাল হয়। স্যার, আমার সময় নেই, তাই আমি বেশী কিছু বলতে পারছি না। কাজেই এই হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে বাজেট পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, ১৯৭২-৭৩ সালের যে আর্থিক বাজেট এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন জানাচ্ছি। এখানে বিরোধী দলের পক্ষ এই বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে নানা ধরণের সমালোচনা করেছেন, তারা বলেছেন যে এই বাজেট নৈরাশ্যজনক এবং হতাশাজনক, আমি কিন্তু তাদের এসব কথা স্বীকার করতে পারি না। আমি বলব এই বাজেটে যে ভাবে টাকা রাখা বরাদ্দ করা হয়েছে, তা অন্ততঃ চিন্তা করে রাখা হয়েছে এবং আমি আশা করব এই বাজেট যদি ঠিক ঠিকভাবে কার্যকরী করা হয় তাহলে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক মঙ্গলসাধন করা হবে। বিরোধী পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে যে এটা নাকি একটা গতানুগতিক বাজেট- আমি তাদের এই কথাও স্বীকার করব না। তার কারণ হল, তারা যদি ভালভাবে এই বাজেট দেখেন, তাহলে দেখব এই বাজেট এর মধ্যে কিছু একটা আছে। এখানে আমি বলছি স্বাস্থ্য বিভাগ এর কথা। তারা বলেছেন এই বাজেটে কিছু নেই। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে ১৯৭১-৭২ সালে ছিল ৫২·৪০ লক্ষ টাকা আর এবারের আর্থিক বছরে আছে ১৩১·৮৩ লক্ষ টাকা। এখন হিসাব করলে দেখা যাবে যে আগের তুলনায় এভাবে দুই গুণ বেশী টাকা ধরা হয়েছে। তারপরে পাবলিক হেল্‌থে বিগত বছরে ছিল ৬·৩০ লক্ষ টাকা এবারে সেই জায়গায় ধরা হয়েছে ২৮·৮৬ লক্ষ টাকা, এখানেও ৪ গুণের বেশী টাকা ধরা হয়েছে। তারপরে যদি ফেমিলী প্লেনিং কথা বলি তাহলে বলতে হয় যে বিগত বছরে ছিল ১·২০ লক্ষ টাকা এবারে সেই জায়গায় ধরা হয়েছে ৬ লক্ষ টাকা। সুতরাং তারা যদি অন্তর দিয়ে এই বাজেটটাকে দেখেন, যদি মনোযোগ দিয়ে বাজেটটার প্রতি দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবে এবারের বাজেটের মধ্যে বিগত বছরগুলির তুলনায় অনেক বেশী টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু আমরা জানি যে তারা সত্য কথা স্বীকার করবেন না। তাদের বিরোধীতা করতে হবে, তাই বিরোধীতার ভাণ নিয়ে বক্তৃতা করে চলছেন। আমি এখানে প্রমাণ করিয়ে দিতে পারি যে তারা ১৯৬২ সালের নির্বাচনের সময়ে যে ভাবে কথা বলেছেন বা যেভাবে বক্তৃতা দিয়েছেন, ১৯৭২ সালে এসেও ঠিক সেই ভাবেই তারা বক্তৃতা করে চলেছেন। আজকে যদি তাদের সেই সব বক্তৃতার টেপ রেকর্ড থাকতো, তাহলে সেটা বাজিয়ে শুনলে, আমার এই কথার সত্যতা ভাল করে প্রমাণিত হত। সুতরাং তারা বলবেন তাদের অফিস থেকে যেটা ব্রিফিং দিয়ে দেবেন তারা তাই এই হাউসের

ভিতর বলবেন তার অতিরিক্ত তাদের বলবার ক্ষমতাও নাই এবং বলবার ইচ্ছাও নাই। এখানে আমি বলব যে V. M, & G. B Hospital এ আমাদের ৩৫০টি বেড ছিল আর উনারা বলছেন যে গত ২৫ বছরে ত্রিপুরায় সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট ও কোন কাজ করে নাই এবং ত্রিপুরা সরকারও কোন কাজ করে নাই। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করব ১৯৫০ ইং সালে ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য বিভাগে মাত্র সিট ছিল ৪৬টি। আর আজ জি, বি, এবং ভি, এম হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা ৩৫০টি। তবে কি কংগ্রেস সরকার কিছুই করে নাই। তাহলে আমি বলব তারা বিভ্রান্ত করছেন মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন এবং এই বিধানসভায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে চান। তাঁরা বলবেন আমি জানি ১৯৫০ সালের আগে সমস্ত সাবডিভিসনে একটি মাত্র ডিসপেনসারী ছিল আর আজ সেই সাবডিভিসনে হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা এখন ২২০। তাহলে কি মনে করেন কংগ্রেস সরকার স্বাস্থ্য বিভাগের জন্য কিছুই করে নাই এই ২৫ বছরে। যদি তাই বলেন তাহলে আমি বলব সত্যের অপলাপ করছেন। আমি বলতে চাই যেখানে মাত্র ৪৬টি ছিল সেখানে আজ ৭২৫টি শয্যা করা হয়েছে Primary Health Centre একটাও ছিল না ত্রিপুরাতে এখন ত্রিপুরাতে ২৩টা প্রাইমারী হেলথ সেন্টার করা হয়েছে। এবং আমরা আরও ৪টি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার খোলার আশা করছি। এবং তাদের শয্যা সংখ্যা হল ১৫৪। ত্রিপুরাতে ৯৮টি ডিসপেনসারী করা হয়েছে। সুতরাং কেউ যদি বলেন যে ত্রিপুরাতে কংগ্রেস সরকার কিছুই করে নাই সেটি সত্য কথা নয়। ইহা সত্যের বিকৃতি মাত্র এবং তার মধ্যে একটি মোটামোটি ধারণা দিতেছি। আমি বলতে চাই আমার একজন বন্ধু বলেছেন যে বাজেটের মধ্যে leprosy র জন্য কুষ্ঠ রোগের জন্য কোন বরাদ্দ নাই তাহা আমি স্বীকার করি না আমার মাননীয় সদস্য একটু দৃষ্টি দেন তাহলে তিনি দেখতে পাবেন ৩৪০ পৃষ্ঠায় আছে যে বাজেটে ২৪ হাজার টাকা ধরা হয়েছে leprosy র জন্য। সুতরাং আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনি তা দেখবেন। এবং বর্তমান আর্থিক বছরেই আমরা যা পরিকল্পনা নিয়েছি স্বাস্থ্য বিভাগে কি কি কাজ করব। উদয়পুর সাবডিভিসনের হাসপাতালে আমরা ২০টি বেড বাড়াবো, মেলাঘরে ১০টি, ধর্মনগরে ২০টি, বিলোনীয়ায় ১০টি, সাবরুমে ১০টি, কমলপুরে ১০ এবং জি, বি, হাসপাতালে আরও ৫০টি শয্যা বৃদ্ধি করব। Mental Ward এ আরও ১০টি শয্যা বৃদ্ধি পাবে। এই পরিকল্পনা আমরা আশা করছি বর্তমান আর্থিক বছরেই পুরন করতে পারব। এছাড়া আরও ৪টি প্রাইমারী হেলথ সেন্টারে ১২টি শয্যা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেছি এবং আমি আশা করি করতে পারব। কুমারঘাট ডিসপেনসারীতে আরও ৫টা বেড দেওয়ার পরিকল্পনা আছে এবং আশা করি তা অবিলম্বে করা যাবে। আরও ৭টি ডিসপেনসারী এই বছরই করার ইচ্ছা রাখি। সুতরাং এই অবস্থায় কংগ্রেস সরকার এই ২৫ বছরে যথেষ্ট করেছে। তবে এই কথা বলবে না যে আমরা সম্পূর্ণ যা করার ছিল সবই করে ফেলেছি আর উন্নতি করার দরকার নাই। দরকার আছে যা মানুষের প্রয়োজনে করার দরকার হবে এবং আমরা সেই চেষ্টাও করছি আরও করা হবে। এবং স্বাস্থ্য বিভাগে আরও উন্নতি করার চেষ্টা করব আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি সেজন্য। ত্রিপুরাতে ১৭টি Block Government of Indiaর pattern হল

প্রতিটি ব্লকে একটি করে প্রাইমারী হেলথ সেন্টার থাকবে। কিন্তু ত্রিপুরাতে আমরা বেশী করে ফেলেছি বর্তমানে ত্রিপুরাতে ২৩টি প্রাইমারী হেলথ সেন্টার আছে Government of India র পেটার্ণের অতিরিক্ত করে ফেলেছি সুতরাং আমরা কোন কাজ করি নাই এই কথা ঠিক নয়। ত্রিপুরার জুডিসিয়াল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব আমাদের ত্রিপুরা পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরায় হাইকোর্টের ব্যবস্থা হয়েছে। হাইকোর্টের ব্যাঞ্চের ব্যবস্থা হয়েছে। আমাদে বহু আকাঙ্খিত এই ব্যবস্থাটির ফলে সুবিচার পেয়ে মানুষ সন্তুষ্ট হবেন। এবং আমি আশা রাখি আগামী দিনে অতি সত্বরই জুডিশিয়ালকে separate করার চেষ্টা করছি এবং এই ব্যাপারে আমরা পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। আমাদের যে ৩টি ডিষ্ট্রিক্ট থাকবে এই ৩টি ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে কয়েকটি নূতন পদ থাকবে এবং আমরা সেটি separate করব এবং এই পরিকল্পনায় আমরা কিছু অগ্রসরও হয়েছি। মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন ম্যাজিষ্ট্রেটগণ যথা সময়ে কোর্টে উপস্থিত হন না। এটা অবশ্য দুঃখের কথা কারণ অনেক দূর দূরান্ত থেকে litigant publicরা আসবে এবং দিনের পর দিন অপেক্ষার পরেও তাদের কাজ হবে না এটা বাস্তবিকই দুঃখের কথা আমি বলব যে আগামী দিনে আমরা যদি জুডিশিয়ালকে separate করতে পারি তাহলে বিচার অনেকটা সহজ হয়ে যাবে বিচারকগণ exclusively Judicial নিয়েই থাকবেন এবং তাদের আর অন্য কোন কাজ থাকবে না জজদের, ম্যাজিষ্ট্রেটদের, মুন্সেফদের সত্যিই কাজ সহজ হবে। এবং আমি আশা করি মামলা মোকদ্দমার তাতে দ্রুত হবে। মাননীয় সদস্য অভিযোগ করেছেন যে মামলা মোকদ্দমা দেরী হয়ে যায় আমি বলব যে মামলা মোকদ্দমার কাজ দেরী হয় সত্যি কথা। কিন্তু এমন অনেকগুলি কেইস আছে আইনের এমন কতগুলি ধারা আছে যার ফলে দেরী হয়। তাছাড়া হাই কোর্টের জজ এবং ম্যাজিষ্ট্রেট তাদের ও যে অবহেলা আছে সেটিও ঠিক এবং অন্য দিক আইনের কতগুলি অসুবিধাও আছে যে জন্য মামলা মোকদ্দমা দেরী হয়। যেমন আমি বলতে চাই একটি ফৌজদারী মোকদ্দমায় Magistrate হয়ত summon issue করলেন তারপর সেই আসামী হাজির হলনা তারপর তাকে warrant দিতে হবে proclamation দিতে হবে তারপর separate case charge করা যায় এই অবস্থায় মামলা মোকদ্দমা দেরী হওয়ার সংগত কারণ থাকে। এবং আমি বলব জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট এই বছর গত বছরের তুলনায় অনেক বেশী টাকা ধরা হয়েছে। জুডিশিয়াল ডিপার্টমেন্ট গত বছরে ২·৬১ লক্ষ টাকা ছিল বর্তমান বছরে ১১·৬১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। সুতরাং এই বাজেটের মধ্যে কিছুই নূতনত্ব নাই ইহা ঠিক নহে। জেলখানা সম্পর্কে আমি বলব ৩·৬৩ লক্ষ টাকা গত বছরে ছিল এই বছরে ৯·১৮ লক্ষ টাকা বাজেটের মধ্যে ধরা হয়েছে সুতরাং নূতনত্ব কিছু আছে। আমি আগরতলা জেলখানা সম্পর্কে বলব আগরতলা জেলখানায় যেসব সুযোগ সুবিধা আছে তা ভারতের যে কোন জেলখানার সংগে তুলনায় ভাল। সুতরাং আমি মনে করি আমাদের বর্তমান বাজেটে যে টাকা দেওয়া আছে তাতে আগরতলা জেলখানাকে আরও সুন্দর ও সুষ্ঠু করা যাবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে কংগ্রেস তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই, কংগ্রেস গত ২৫ বছরে কিছু করে নাই, এই সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব আমরা ২৫

বছরে কি কাজ করেছি কি না করেছি তার হিসাব আমি একটু আগেই দিয়েছি। কিন্তু আমরা দেখতে পাই পশ্চিম বাংলায় তাদের যুক্ত ফ্রন্টের আমলে যে ৩২ দফা কার্যসূচি তাঁরা জনসাধারণের সামনে রেখেছিলেন, সেই ৩২ দফা কার্যসূচির একটি কার্যসূচিও তাঁরা রূপায়িত করতে পারে নাই, তাঁরা এখানে বলছেন যে ল্যাণ্ডলেসকে ল্যাণ্ড দেন নাই ত্রিপুরা সরকার, কিন্তু আমি বলব যে হাজার হাজার লেণ্ডলেসকে ল্যাণ্ড দেওয়া হয়েছে, বাকী যারা আছে, তাদেরও দেওয়া হবে। কিন্তু যুক্তফ্রন্টের আমলে, তাঁদের ১১ মাস রাজত্বকালে, তাঁরা একটি ল্যাণ্ডলেসকেও ল্যাণ্ড দিতে পারেন নাই। সেই ১১ মাসে তাঁরা সিলিং লিমিট পর্যন্ত ধার্য্য করতে পারে নাই। এখানে দাঁড়িয়ে বলবেন এক কথা, আর কার্যে করবেন আরেকটা। তাঁরা বলবেন স্কুল করব, কলেজ করব, কিন্তু সেই ১১ মাসের মধ্যে পশ্চিম বংগে তাঁরা একটা স্কুল বা একটা কলেজও করতে পারেন নাই সেটা আমরা জানি। সুতরাং তাঁদের এই যে ভাওতাবাজী তাতে জনসাধারণ ভুলে নাই, সেইজন্যই পশ্চিম বংগের জনতা তাদের কবর দিয়েছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীভদ্রমণি দেববর্ম্মা।

শ্রীভদ্রমণি দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এখানে যে বাজেট পেশ করেছেন, সেই সম্পর্কে আমি কিছু বক্তব্য রাখব।

শ্রীসুধন্য দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের আর একজন মাত্র আছে। তার নাম আজ না দিয়ে কালকে দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ।

শ্রীঅজিত রঞ্জন ঘোষ :—মাননীয় স্পীকার, মহোদয়, গত ২৩শে জুন মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি এই বাজেটের সম্পূর্ণ সমর্থন করি। এই বাজেট সমর্থন করার কয়েকটি বিশেষ কারণ আছে। বাজেটে আমরা লক্ষ্য করেছি যে এবার ৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন বাজেটে এবং ৫·২৫ লক্ষ টাকা ঘাটতি দেখানো হয়েছে এবং এই ঘাটতি পূরণের জন্য জনসাধারণের উপর ট্যাক্স বসানো হয় নি। তার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। বাজেটে টাকা বরাদ্দ থাকলেই দেশের উন্নতি হয় না। ঐ টাকা যাতে সদভাবে ব্যয় হয় সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। এই বাজেটে আমরা আরও লক্ষ্য করেছি ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ কিরকম। আমাদের ত্রিপুরার বেশীর ভাগই কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং এই কৃষির যাতে আরও দ্রুত উন্নতি করা যায় তার দিকে আমি মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কৃষিতে অবশ্য ত্রিপুরার অনেক উন্নতি হয়েছে এবং আরও কিছু যদি করা যায় তাহলে আমার মনে হয় কয়েক বছরের মধ্যে বাইরে থেকে আমাদের খাদ্য আমদানী করতে হবে না। আমাদের বন্যাতে ত্রিপুরার ফসল নষ্ট হয়ে যায় প্রায় বছরেই। তার কোন স্কীম নাই। অবশ্য মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে বাজেটের এদিক ওদিক করা যাবে। কয়েকটা স্লুইস গেটের কথাও আছে, তা যদি কার্যকরী হয় তাহলে বেশ কিছু কৃষির উন্নতি হবে। আমার কন্‌স্টিটিউয়েনসীতে দুটি জলা আছে। চাকমা জলার স্কীম অ্যাপ্রুভ হয়েছে। তবে টেকনিক্যাল স্যাংশান বাকী আছে।

অনেক সদস্য বলেছেন যে ট্রাইবেলদের এবং সিডিউল্ড কাষ্টদের উন্নতির জন্য সরকার কোন কিছুই করেন নি। একটা ট্রাইবেল ডাইরেক্টরেট আছে ট্রাইবেলদের উন্নতির জন্য। এই ব্যাপারে আমার সাজেশান হচ্ছে যদি ট্রাইবেলদের জন্য সাব-ডিভিশান অফিস করা হয় তাহলে তাদের উন্নতি হবে এবং সুষ্ঠুভাবে তা পরিচালিতও হবে। ট্রাইবেলদের কল্যাণের জন্য এবং তাদের সর্বপ্রকারের কল্যানের জন্য যা কিছু রূপায়ন করা দরকার তার সবকিছুই বি,ডি,ও কে করতে হয়। এই সমস্ত ভার তার উপরই ন্যাস্ত। কিন্তু তার সেইরকম সেট আপ নাই। তার উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী নাই। তার ফলে বি, ডি, ও এর পক্ষে সুষ্ঠুভাবে কোন কিছু করা কঠিন হয়ে পড়ে। অনেক সাব-ডিভিশনে দুটি ব্লক আছে। কিন্তু যে সাব-ডিভিশনে একটি ব্লক সেই সব সাবডিভিশনে এই সব কাজ করা খুবই কষ্টকর হয়। ত্রিপুরাকে এখন ৩টি ডিষ্ট্রিক্টে ভাগ করা হয়েছে এবং এই ৩ ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ওয়েষ্ট ডিষ্ট্রিক্টে প্রায় সবই আছে কিন্তু নর্থ এবং সাউথ ডিষ্ট্রিক্টের এখন পর্য্যন্ত কিছু হয়নি। সাউথ ডিষ্ট্রিক্টের হেড কোয়ার্টার অবশ্য উদয়পুরে ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু সেখানে কাজ কর্ম কিছুই হচ্ছে না। এরজন্য সেখানকার জনসাধারণ ভীষণ সাফার করছে। তারপরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়, বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষা খাতে অনেক টাকা ধরা হয়েছে বলে বলেছেন, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে গেলে দেখা যায় স্কুল ঘরগুলির কি অবস্থা, স্কুল ঘরগুলির অধিকাংশই ভেঙ্গেই পড়ে রয়েছে এবং সেখানে লেখাপড়া করার মত কোন পরিবেশই নেই বলে আমার মনে হয়। সেজন্য আমি অনুরোধ করব শিক্ষাকে যদি উন্নততর করা যায়, সেজন্য সরকার যেন অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারপরে আছে পানীয় জলের ব্যাপার। এখানে দেখতে পাচ্ছি এই জন্য গুরু ধর্মনগরের জন্য কিছু টাকা ধরা হয়েছে কিন্তু আমাদের উদয়পুরের জন্য কোন টাকাই ধরা হয় নি। তাই আমি মন্ত্রী মহাশয়কে অনুরোধ করব আমাদের উদয়পুর টাউনের কথাটা যেন কনসিডার করা হয়। তারপরে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী বাজেট আলোচনায় দেখা যায় যে আমাদের ত্রিপুরাতে একটা ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাস ও একটি মাধ্যমিক বোর্ড করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। এর আগে যে কয়েকটা কলেজের দরকার সেই সম্পর্কে কোন খেয়াল আছে কিনা, আমার জানা নেই। আমাদের ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষার জন্য কলেজের দরকার আছে, কিন্তু আমরা যখন তাদের নিয়ে অসুবিধায় পড়ি, তখন আমাদের আগরতলা না এসে উপায় নেই। তাহলে আমরা কি বুঝব যে আগরতলা এক মাত্র জায়গা যেখানে নাকি কলেজ হতে পারে? আমরা উদয়পুরে একটা কলেজ করবার জন্য সরকারের কাছে বহুবার বহু অনুরোধ করে আসছি, কিন্তু তারা সেটার প্রতি কোন কর্ণপাতই করছে না, শুধু বলছে হবে? কিন্তু কবে হবে-কি ভাবে হবে তার কিছুই বলছেন না। আজকে আগরতলায় যখন ছাত্রের সংখ্যা বেড়ে যায় তখন আমরা দেখছি যে এখানে কলেজ হচ্ছে, এমন কি দুপুরের কলেজ তো আছেই তার পরেও সকাল সন্ধ্যায় কলেজ হচ্ছে, তারপরে এখানে মেয়েদের জন্যও একটা আলাদা কলেজ খোলা হয়েছে, অথচ আমরা যেই দাবী করছি সেটা আর হচ্ছে না। তাই বলছিলাম আগরতলা বা সাব ডিভিশন শহরগুলির অন্ততঃ কিছুটা উন্নতি হয়েছে, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে সেই ধরণের কোন উন্নতি হয় নি এবং সরকারও সেদিকে এখন

পর্য্যন্ত তেমন কোন নজর দিচ্ছেন না। আমরা এখন থেকে আশা করব যে আমাদের মন্ত্রী সভা এখন থেকে গ্রামের দিকে বেশী নজর দিবেন। তারপরে রাস্তাঘাট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে গ্রামের যোগাযোগের জন্য রাস্তাঘাটের বড়ই অভাব এবং এই বাজেটেও গ্রামের জন্য রাস্তাঘাট করার জন্য তেমন কোন বরাদ্দ দেখতে পারছি না। আমি নিজেও পি, ডব্লিউ, ডির সংগে যোগাযোগ করে দেখেছি, তারা বলে যে আমাদের এত কম টাকা দেওয়া হয়েছে যে তা দিয়ে গ্রামের রাস্তাঘাট করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার যদি উন্নতি না হয়, তাহলে আমাদের এই কৃষি ভিত্তিক ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি মোটেই সম্ভব নয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅনন্তহরি জমাতিয়া :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ১৯৭২-৭৩ সালের যে আর্থিক বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই হাউসের সামনে পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করে দুই একটি কথা বলতে চাই। আমার প্রথম কথা হচ্ছে খাজনা মকুব সম্পর্কে। ১৩৭২ হইতে ১৩৭৬ সন পর্যান্ত যে ৫ বছরের খাজনা মুকুব করা হয়েছে তার মধ্যে দেখা গেছে যে ১৩৭৩-৭৪ সনের জন্য দেয় পরবর্ত্তী সময়ের খাজনা হিসাবে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ যারা ৩ বছরের খাজনা দিয়ে ফেলেছেন, তারা এই সুবিধাটুকু পাচ্ছে না। আর যারা দেন নাই, শুধু তারাই এই সুবিধা পাচ্ছেন। কাজেই যারা খাজনা দিয়ে ফেলেছেন তাদের মধ্যে সেজন্য একটা আপশোষ বা গুঞ্জন উঠেছে যে খাজনা পরিস্কার করে দিয়ে ফেলাটা কি আমাদের অপরাধ? সেজন্য আমি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে যারা খাজনা দিয়ে ফেলেছেন, তাদের সম্পর্কে যেন চিন্তা করা হয় এবং তা করলে পরে ভাল হবে বলে আমি মনে করি। তারপর আছে ক্রাস প্রগ্রামে রুর্যাল এমপ্লয়মেণ্ট এর কথা। আমাদের গ্রামাঞ্চলে কি প্রকার বা কি ভাবে এমপ্লয়মেণ্ট দেওয়া হবে সেটা যদি ঠিকঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হত, তাহলে গ্রামীন বেকার যারা আছেন, তারা কিছুটা আশান্বিত হতে পারতেন। কাজেই সরকারী নীতি কি, সেই সম্পর্কে তারা ভাল করে না জানার দরুণ তারা নিজেদের মধ্যে কোন সান্তনা পাচ্ছেন না। তারপরে আর একটা লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে, আমি কিছুদিন আগে উপজাতি মন্ত্রীর সংগে উত্তরাঞ্চল সফরে গিয়েছিলাম এবং যেখানে গিয়েছি, সেখানকার প্রত্যেক জায়গাতে একটা কথা শুনেছি, সেটা হল ত্রিপুরী ভাষা চালু করা এবং ত্রিপুরী ভাষার মাধ্যমে উপজাতি ছেলেমেয়েদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা। এই বিষয়ে অবশ্য সরকারের একটা পরিকল্পনা আছে, কিন্তু এটাকে সুষ্ঠুভাবে করে, কখন চালু করা হবে সেই রকম কোন একটা ইঙ্গিত এই বাজেটের মধ্যে নেই বলে তাদের মধ্যে একটা আপশোষ রয়ে গেছে। কাজেই সরকার যাতে এই দিক দিয়ে একটু চিন্তা করেন, সেজন্য আমি সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব। তারপরে আছে, কৃষকদের প্রয়োজনীয় জমিতে ফসল ফলাতে পারছে না। আমি আমার এলাকার কথাই বলছি, এমন অনেক জায়গা আছে তেলিয়ামুড়ার মোহরচড়া এলাকায় যেমন ধুড়কী হাওয়ার, সেখানে বড় নদী বা কোন চড়া নেই যাতে বাধ দিলে পরে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা হতে পারে, আবার সেখানে এমন কোন লেয়ার নেই যে যেখানে টিউব-ওয়েল বসিয়ে ওভার ফ্লোর ব্যবস্থা হতে পারে।

আমরা কয়েকজন অবশ্য একত্র হয়ে ২/৩ হাজার টাকা খরচ করে দেখেছি যে সেখানে কোন রকমে ওভার ফ্লো হয় না। আমরা শুনেছি যে ডিপ টিউব-ওয়েলের মাধ্যমে সেখানেও নাকি জল সেচের ব্যবস্থা করা যায়। কাজেই সরকারের বাস্তবিকই যদি এই রকম কোন পরিকল্পনা বা স্কীম থাকে, তাহলে সেটাকে যাতে এই সব অঞ্চলে বাস্তবে রূপায়িত করা যায়, সেজন্য চিন্তা করার জন্য আমি সরকারের কাছে অনুরোধ জানাব। আজকে আমাদের কৃষকেরা যখন দেশের মেরুদণ্ড এবং তাদের জন্য যদি পরিকল্পনাগুলির সুষ্ঠ রূপায়ন হয়, তাহলে সত্যি আমাদের কৃষকদের উন্নতি হতে পারে এবং তা যদি হয়, তাহলে আমাদের দেশের পক্ষেও অনেক ভাল কাজ হবে বলে আমি মনে করি। আমাদের সরকার যাতে পরিকল্পনাগুলির যথা-যথভাবে অতি সত্তর বাস্তবে রূপায়িত করেন, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমতি বাসনা চক্রবর্ত্তী—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এই বছরের আর্থিক বাজেট যেটা হাউসের সামনে পেশ করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য রাখছি। এই বাজেট টি পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের প্রথম বাজেট বলে, বিশেষ করে এটি কর মুক্ত হওয়ায় আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। জনসাধারণের ধারনা হয়তো ছিল যে এই বাজেট হয়তো করের ভার থাকবে, আমার মনে হয় বিরোধী পক্ষও এই ব্যাপারে জনসাধারণকে নানা ভাবে বিভ্রান্ত করবার বা প্ররোচনা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু জনসাধারণ সরকার পক্ষের জন দরদী মনের পরিচয় পেয়েছেন যেহেতু এই বাজেটে নতুন করের কোন প্রস্তাব না থাকায়। জনসাধারণ এও বুঝতে পেরেছেন যে সরকার তাদের প্রতি কতটুকু দরদী, তাই জনসাধারণ এই বাজেটকে আমার সংগে অভিনন্দন জানাবেন বলে আমি আশা করি। আজকে, অর্থ নৈতিক, সামাজিক এবং আধুনিক জীবন যাত্রার যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা এই বাজেটে রয়েছে, সেটাকে কার্য্যকর করবার যে ব্যবস্থা সরকার নেবেন, আমি তাকে অভিনন্দন জানাব। তাকে আমার অভিনন্দন জানাই। বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় বরাদ্দ আছে কর্মসূচী রয়েছে তাকে কর্যকরী করার জন্য নিলে সত্যি সত্যি ত্রিপুরার অনেক উন্নয়ন সম্ভব হবে। কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, কি পশু পালন এবং শিল্প বিভিন্ন খাতে যে সমস্ত বাজেট বরাদ্দ রয়েছে সেগুলি কার্যকর হলে ত্রিপুরাবাসীর উন্নতি অবশ্যম্ভাবী এবং আমি দেখিতে পাই এই বাজেটে ২০টি গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ ২৫টি জলসেচের ব্যপারে বিদ্যুৎ সংযোজন করার যে প্রকল্প এবং গ্রামীন রাস্তা ঘাট উন্নয়নের যে ব্যবস্থা করার প্রচেষ্টা রয়েছে তাকে আমি আবার অভিনন্দন জানাই। শিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন small scale Industryর যে পরিকল্পনাগুলি আছে সে গুলি রূপায়নের জন্য সরকার চিন্তা করছেন যাতে জনসাধারণ শিল্পের ক্ষেত্রে অনেক সুযোগ সুবিধা পায় তার জন্য ব্যয় বরাদ্দ বিশেষ ভাবে রাখা হয়েছে। ত্রিপুরার বেকার সমস্যা সত্যিই একটি বিরাট সমস্যা এবং এখন জনসংখ্যা দিন দিন যেভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে তার সংগে বেকার সমস্যা মিলে ত্রিপুরায় এক মহা সমস্যা হয়ে দঁাড়িয়েছে। এই সমস্ত সমস্যা দূরীকরণ শুধু মাত্র চাকুরী দিয়ে সম্ভব হবে না তাহা বিরোধী পক্ষ যেমন ভাল করে বুঝেন জনসাধারণও তা ভাল করে বুঝেন।

সরকার পক্ষের তো কথাই নাই। তাই এই সম্পর্কে যদি সুচিন্তিত পরিকল্পনা নিতে হয় তবে আমি বলব জনসাধারণ এগিয়ে এসে সরকারের সংগে হাত মেলাবেন এবং কৃষি উন্নতি, poultry, horticultureএর মাধ্যমে যাতে বেকার সমস্যার কাজটি সুরাহা হয় তার জন্য বেকাররা আগ্রহী হয়ে সরকারের কাছে অগ্রসর হবেন এবং সক্রিয় সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি কার্যকর করা সম্ভব হবে। সমাজ কল্যাণ মুলক কাজের মাধ্যমে এই বছরে একটি Blind school খোলার পরিকল্পনা আছে। আজকে দেখি অনেক ছোট ছোট অন্ধ ছেলে মেয়ে শিক্ষার কোন সুযোগ পায় না সেজন্য আমি এই বছরে সেই পরিকল্পনা রূপায়ন করার চেষ্টা করছি এবং এখানে অনেকগুলি প্রায় ২০০টির মত Adult Education Centre খোলার একটি পরিকল্পনা রয়েছে এবং গ্রামের জনসাধারণের সহযোগিতায় ও আমাদের সরকারের সহযোগিতায় সেটি কার্যকর করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন বালোয়ারী স্কুলে ফলের বাগানের মাধ্যমে শিশুদের খাদ্য দেওয়ার ব্যবস্থা ফিসারী স্কীমের মাধ্যমে মাঝে মাঝে মাছ দেওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। আমার মনে হয় আমার সংগে বিরোধী পক্ষও এই ব্যবস্থাকে অভিনন্দন জানাবেন যাতে এই পরিকল্পনা আরও সুদূর প্রাসারী হয় এবং এই ব্যবস্থা জনসাধারণের সহযোগিতায় দেশের সর্বত্র ব্যাপকভাবে সেটি পরিবেশিত হতে পারে এবং জনসাধারণের সহযোগীতার হাত আরও বেশী করে বাড়িয়ে দিতে পারে সেজন্য সবাই একযোগে চেষ্টা করবেন। আমি এখানে দেখেছি রিং ওয়েল এবং টিউব ওয়েল নিয়ে যে সমস্ত বক্তব্য রাখা হয়েছে সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরা যখন এই মন্ত্রী সভায় আমি বা আমাদের সরকার যখন কার্যভার গ্রহণ করেন তখন গত বছরের কাজই সম্পূর্ণ করা হয় নাই। কাজেই সেই কার্যভারও আমাদেরই নিতে হয়েছিল। বিশেষ কারণ বশতঃ আপনারা জানেন বিগত পাক-ভারত যুদ্ধের সময় শরণার্থী আগমনের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তখন যে জরুরি অবস্থা ছিল তখন প্রয়োজনীয় জিনিষ ছাড়াও শরণার্থীদের প্রয়োজনে যুদ্ধকালীন জরুরী সৃষ্টি হয়েছিল, ফলে সিমেন্ট বা পাইপ ইত্যাদি যা প্রয়োজনীয় জিনিষ তা আনা সম্ভব হয়নি। এর ফলে গত বছরের কাজ একটাও করা সম্ভব হয় নাই। মন্ত্রী সভা গঠিত হওয়ার পর বিগত আড়াই মাসের মধ্যে গত বছরের টাকার সমস্ত অংশই প্রায় ব্যয়িত হচ্ছে এবং আপনাদের যে ষ্টেটমেন্ট এখানে দিয়েছেন সেটি গত বছরেরই কাজের হিসাবটাই দিয়েছেন। কিন্তু এ বছরের বাজেটের যে ব্যয় বরাদ্দ আছে সেই কাজ এখনও আরম্ভ হয়নি কিছু কিছু কাজ আরম্ভ হয়েছে কোন কোন জায়গায়। কাজেই আজকে ত্রিপুরার যে জল কষ্ট চলেছে সর্বত্র এই ব্যাপারে আমি সবাইর সংগে একমত যে এই জলকষ্ট এটাকেও দূর করা সম্ভব নয়। যে টাকা বাজেট বরাদ্দ আছে প্ল্যানে ১.৫০ লক্ষ টাকা এবং নন-প্ল্যানে ৯.০০ লক্ষ টাকা। এই টাকা দিয়ে ত্রিপুরাবাসীর যে জলকষ্ট তা দূর করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই আমি এই বরাদ্দকৃত টাকা আরও প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ তে এই বছরে ব্যয়িত হয় তার জন্য ব্যবস্থা করার চেষ্টা রাখছি। তার উপরেও বিভিন্ন সদস্য মারফত যে সমস্ত লিষ্ট বা প্রোফরমা ইত্যাদি আমি তখন শুনলাম তার মোটামুটি একটা হিসাব করে দেখেছি যার মধ্যে একটা ৬ লক্ষ টাকার scheme হাতে নিয়েছি সেই schemeটা যদি কার্যকর হয় তা-

হলে মোটামোটি ভাবে সমস্ত সদস্যেরই জলের যে নিদারুণ অভাব সেটির সামান্যতম অংশ অন্ততঃ দূর করতে সমর্থ হব এবং জনসাধারণকে আমার মাননীয় এম, এল, এ,রা তখন বলতে পারবেন জল কষ্টের সামান্য অংশ আমরা দূর করতে পেরেছি। রাধারমণ দেবনাথ মহাশয় তিনি বলেছেন যে মোহনপুরে একটিও টিউব-ওয়েল হয় নাই। আমার মনে হয় তিনি দীর্ঘদিন উনার এলাকা ঘুরে দেখেন নি। কারণ আমি একটু আগে রিপোর্ট পেয়েছি যে উনার এলাকায় বেশ কয়টি টিউব ওয়েল এবং রিং ওয়েল হয়েছে নূতন টিউব ওয়েল এবং রিং ওয়েল হয়েছে এবং পুরানো কতকগুলিও মেরামত হয়েছে। যতীন্দ্র মজুমদার মহাশয় যা বলেছেন আমার মনে হয় তিনি বোধ হয় অনেক দিন আগে গিয়েছিলেন উনার এলাকায় এবং যে বাড়ীতে মুখ ধোতে গিয়েছিলেন সেখানে জল ছিল না। উনার এলাকাতেও বেশ কয়টি টিউব ওয়েল হয়েছে এবং আরও হচ্ছে। রিপেয়ারও হচ্ছে। অশোক ভট্টাচার্য্য মহাশয় যা বলেছেন উনার এলাকাটা একটু অদ্ভুত কতগুলি রুরেল এলাকায় পরে আবার কতগুলি রুরেল এলাকায় পরে না উনি নিজেই সেটি বলেছেন তবু আমার বলার প্রয়োজন আছে। যে অংশ রুরেল এলাকায় পড়েছে সেখানে বেশ কয়টি কল বসানো হয়েছে এবং জানি প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য। তবু যে বরাদ্দকৃত অর্থ তা নিয়েই আমাদের থাকতে হচ্ছে। এবং গত বছরের কাজটাই শুধু শেষ হয়েছে এই বছরের কাজ এখনও সুরু হয়নি। সুরু হলেই আগামী দুই এক মাসের মধ্যে আরও কিছুটা দিতে পারব। তাহলে জলের অভাব কিছুটা দূরীভূত হবে। আমার চড়িলামের ভাই দেববর্মা তিনি যা বললেন আমি আমার ধর্মীয় ভাইয়ের বাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করেছি এবং তিনি তার আস্বাদ গ্রহণ করেছেন কিছুটা দূর থেকে তবে উনাকে আমি বলব ধর্মীয় ভাইয়ের বাড়ীতে না হয় ডোবার জল আমি খেয়ে এসেছি এবং উনার বাড়ীতে গিয়ে না হয় আর একবার গিয়ে ডোবার জল খেয়ে আসব। তবে তিনি যে কথা বলেছেন মাত্র ৪টি কল হয়েছে ৪টি কল হয়েছে সত্যি কথা তিনি ভাল করে দেখুন না সেটি গত বছরের সেংশানের টাকায় হয়েছিল। প্রত্যেকটি ব্লকেই ১৪, ১৫, ১৬, ১৭টি টিউব ওয়েল গত বছরের বরাদ্দকৃত যা ছিল এর বেশী নয়। তবে উনার কন্‌ষ্টিটিউন্সিতে যদি ৪টি হয়ে থাকে তাহলে নেহাত কম হয় নি সেই হিসাবে। কাজেই আমার মনে হয় যে sanctioned amount এবং প্রয়োজন দুটোর সংগে যোগাযোগ না রেখেই বক্তব্য রেখেছেন তাই এটা শুনলে সত্যিই খুব খারাপ লাগে। কাজেই আমার মনে হয় যে স্যাংশনের প্রয়োজন এই দুইটার সংগে যোগাযোগ না রেখে কথাটা বলেছেন কিন্তু কার্যকর ক্ষেত্রে সেটা কতটুকু সম্ভব সেইটু সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। আমার এখানে এই বক্তব্য রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে জনসাধারণ বুঝতে পারেন সত্যিকার চিত্রটি কি। আপনারা জানেন যে সিমেণ্টের অসুবিধা আছে, তার জন্য আমরা সমস্ত ডিপার্টমেণ্ট থেকে লোক রেখে এই কাজগুলি যাতে করা যায়, আগামীদিনে যাতে অসুবিধা না হয়, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি।

আরেকটা কথা বলেছেন যে বাজারে যে সমস্ত গরু বিক্রী হয়, সেইগুলির দাম অতিরিক্ত রাখা হয়, এই রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা একটা চার্ট সেখানে টানিয়ে দেবার চেষ্টা করেছি, আমাদের যারা এম, এল, এ আছেন, জনপ্রতিনিধি, তাঁরা যদি জনসাধারণকে সেই সম্পর্কে

ওয়াকিবহাল না করেন, শুধু এ্যাসেম্বলীতে এসে বলেন, চীৎকার করেন সরকার কিছু করেন না বলে, অথচ নিজেরা কিছু করবেন না, সরকার যে পলিসী দিয়েছেন, তাকে পপুলারাইজ করা সেটা যদি কার্যকরী করা না হয়, তাহলে তাঁদের নৈতিক কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়ে যায় বলে আমি মনে করি। আমি জানি আমাদের জনকল্যাণমূলক বাজেট, এই বাজেটকে বানচাল করার জন্য এক শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল লোক থাকবে, কিন্তু সেইদিকে সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকবে, সেই সংগে জনসাধারণেরও সজাগ দৃষ্টি থাকবে, সকলের সহযোগিতা কামনা করে এই বাজেটকে অভিনন্দন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ণ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রথম বাজেটকে আমি অভিনন্দন জানাই। আমরা এখানে এসেছি জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে, আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আমরা গণতান্ত্রিক সমাজবাদ কায়েম করব এবং সেই প্রতিশ্রুতিকে পরিকল্পনার ভিতর দিয়ে রূপ দেব। আজকে ১৬ লক্ষ মানুষের মৌলিক সমস্যা আছে, সেই সমস্যাকে সমাধান করব, মানুষ যাতে মানুষের মত বাঁচতে পারে। শিক্ষার ব্যবস্থা রেখে, পানীয় জলের ব্যবস্থা রেখে সমস্ত কিছু রেখে উন্নত সমাজ হিসাবে ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যাতে এক হয়ে দাঁড়াতে পারে সেই কাজটা রূপায়িত করব ত্রিপুরা একটি ছোট্ট রাজ্য, আমরা জানি তার আয়তন কম, কাজেই আমাদের রাজ্য বিরাট সমস্যাবহুল, আমাদের সেই সমস্ত সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের বাজেট কেন্দ্রের অনুদানের উপর কেন্দ্রের ঋণের উপর নির্ভরশীল, আমাদের নির্ভর করতে হবে কেন্দ্রের সাহায্যের উপর। আমরা এটা স্বীকার করব—আজকে স্বাধীনতার ২৫ বছর পরিকল্পিত অর্থ-নীতির মাধ্যমে ভারতের সাথে সাথে ত্রিপুরাও দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তার সঙ্গে এটাও সত্য, আমাদের স্বীকার করা উচিত এই পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারতের যে অন্য একটা দিক দেখতে পাচ্ছি যে আজকে সমাজের একটা বৈষম্য, একদিকে কিছু লোক যারা রাতারাতি অনেক শত শত কোটি টাকার মালীক হয়ে পড়ছে কিন্তু সেই তুলনায় গরীব মানুষের উন্নতি হয়নি। কাজেই আজকে এই যে সমাজে অর্থ-নৈতিক অসাম্য সেটা দূর করতে হবে এবং বাজেটকে রূপদান করতে গিয়ে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে দেখতে হবে এই যে কৃষি উন্নয়ন, গ্রামাঞ্চলে যদি দেখি, তাহলে দেখব কিছু লোক যারা ছোট ছোট কৃষক, যাদের একটু বেশী জোত জমি আছে, তারা ভূমিহীন কৃষকদের তুলনায় তাদের উন্নতি অনেক খানি বেশী হয়ে গেছে এবং সেখানে একটা শোষণ চলছে। কাজেই এই শোষণকে আমাদের বন্ধ করতে হবে। আরেকদিকে ত্রিপুরার অর্থ-নীতির কথা যদি আমরা চিন্তা করি, ত্রিপুরা একটি কৃষি প্রধান দেশ এবং আজকে গরীবি যদি দূর করতে হয়, তাহলে এই উৎপাদনের মাধ্যমে গরীবির মোকাবিলা করতে হবে। উৎপাদন বাড়াতে হবে, এই করতে গিয়ে সরকারকে যারা ভূমিহীন কৃষক, তাদের কাছে সরকার থেকে জমি দিতে হবে, তাদের কাছে সরকারী সাহায্য পৌছে দিতে হবে কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে গরীব কৃষকের তুলনায় আমরা দেখছি যে ধনী কৃষকেরাই বেশী সুযোগ পাচ্ছে। তাছাড়া আজকে কৃষক পরিশ্রম

করে, মেহনত করে ধান তুলে, সেই ধান তারা অল্প দামে বেঁচে দেয়, তারা সেই উৎপাদিত দ্রব্যের দাম ঠিক ঠিক মত পায় না, অন্যদিকে কৃষক তাদের প্রয়োজনশীল জিনিষপত্র বেশী দামে কিনে, তার মধ্যে একটা মুনাফা করার কারসাজি চলছে, তার জন্য যতটা তাদের উন্নতি হওয়া উচিত ছিল, বাস্তবিক তা হচ্ছে না। চোরাকারবারী, মজুতদার এদের কারসাজিতে একটা ধনী শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে, আজকে এই যে মজুতদার এবং মুনাফাখোরদের কাজ কর্ম চলছে, শোষণ চলছে, তারই জন্য আজকে অর্থ-নৈতিক বৈষম্য হতে চলেছে, তাকে রোধ করে সঠিক ভাবে যাতে এই বাজেটকে রূপদান করা হয় সেই দিকে সরকারকে নজর দিতে হবে। আমাদের মুষ্টিমেয় কিছু লোক যাতে সুযোগ সুবিধা ভোগ করতে না পারে, অগণিত মানুষের কল্যাণে যাতে এই টাকা আমরা ব্যয় করতে পারি, সেইদিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সরকারকে অগ্রসর হতে হবে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য অনগ্রর বলে কেন্দ্রীয় সরকার'এর এদিকে দৃষ্টি আছে, কাজেই এই যে বাজেটের টাকা সমাজকল্যাণের জন্য, গরীব মানুষের কল্যাণের জন্য আরও যদি টাকা লাগে তাহলে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে টাকা পাবে, আমরা আমাদের সমস্যা কেন্দ্রের'এর কাছে তুলে ধরতে পারব, তাই আমি বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যদের বলব যে ত্রিপুরার অগ্রগতির জন্য আমাদের সংগে সহযোগিতা করুন, এই বলে আমি বাজেটকে সমর্থন করে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রী তাপস দে।

শ্রীতাপস দে :— মাননীয় স্পীকার মহাশয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন, তাকে সমর্থন জানিয়ে এবং কেন সমর্থন জানালাম তার বক্তব্য এখানে পেশ করছি। ত্রিপুরা অনগ্রসর ত্রিপুরা, সমস্যা আছে, এটা সত্য, কিন্তু ত্রিপুরায় কিছু হয়নি আমি এই ব্যাপারে একমত নই। যতটুকু হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি, তা হয়নি বলেই আজকে জনগণের ক্ষোভও রয়েছে এবং আজকে বাজেটে যে জিনিষটা প্রথমতঃ দেখছি, ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য'এর মর্যাদা পাওয়ার পর যে জিনিষটা মানুষ আশা করেছিল যে তাদের উপর ট্যাক্স চাপবে, সেটা চাপেনি। আজকে বাজেট লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এই বাজেট একটা চিরাচরিত বাজেট, আমরা যেটা আশা করেছিলাম যে পূর্ণ রাজ্য পাওয়ার পর, নুতন মন্ত্রীসভা খুব বৈজ্ঞানিকভাবে কিছু একটা করবে, সেই বাজেট আমরা পেশ করতে পারিনি। আজকে বাজেট শহরে বাজেট হয়েছে, আজকে গ্রাম প্রধান যে ত্রিপুরা, যে সহর রাজধানী গ্রামের উপর নির্ভর করছে, আজকে যারা বাজেট রচনা করেছেন, তারা সেই কথাটা ভুলে গেছেন। গ্রামীন বেকার, গ্রামীন কৃষকের জন্য রাস্তাঘাট, এইসব সম্পর্কে কোন বক্তব্য এখানে রাখেন নাই বা যা রয়েছে সেটা মোটেই সন্তোষজনক নয়। আজকে বাজেটে যেকথা রয়েছে, নেহাতই মামুলী ধরণের, আমরা যা আশা করেছিলাম, যে বক্তব্য আমরা জনসাধরণের সামনে রেখেছিলাম সেটা পাইনি বলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আজকে যে প্রোগ্রাম ছিল যে ল্যাণ্ডলেসদের ল্যাণ্ড দেব, যাদের হাউস নেই, তাদের হাউস দেব, সেই যে আশা আমরা করেছিলাম, এই বাজেটে সেই বক্তব্য আমরা পাই নাই। ত্রিপুরার একমাত্র শিল্প চা শিল্প,—তা আজকে মালীকরা যেভাবে চালাচ্ছে তেমনি চলছে। এমন দুর্ভাগ্য আজকেও আমরা দেখতে পাচ্ছি

নূতন মন্ত্রী সভার সদস্যগণ আজও আমলাদের দ্বারা চালিত হচ্ছেন এবং আমলাদের চশমা দিয়ে ত্রিপুরাকে দেখছেন। আমি আবেদন জানাব মন্ত্রীসভার সদস্যদের নিকট যে আর একটু বাস্তবমুখী হোন এবং আর একটু গণমুখী হোন। অতীতের থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করুন এবং ভুল ভ্রান্তির স্বীকৃতি দিয়ে, আরও ভুল ভ্রান্তি যাতে না হয় সেই গ্যারান্টি ত্রিপুরার জনতার প্রতি দিয়ে দিন। আমরা যারা নূতন সদস্য এসেছি, আমরা যারা নূতন আদর্শে উদভাসিত হয়ে এসেছিলাম, আমরা দেখছি যে প্রশাসন যে রোটেশানে চলছিল সেই রোটেশানেই চলছে। যে গতানুগতিক অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে আশা করেছিলাম সেটা দেখতে পাই নি। আশা রাখি ভবিষ্যতে আমরা সেটা পাব। কারণ এই বাজেটে এর কিছুটা ইংগিত রয়েছে। এখানে বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই দেখতে পাই যে ত্রিপুরা প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে আলাদা করা হবে। এটা আজকের নূতন কথা নয়। এটা বহুদিনের কথা। কিন্তু আজও সময় হয়ে উঠে নি। কেন উঠেনি সেটা মন্ত্রী সভার সদস্যগণ এবং অফিসাররা বলতে পারেন। যেটা সবচেয়ে বেশী লক্ষ্যনীয় সেটা হল মন্ত্রীসভার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং মন্ত্রীসভার যে ইনষ্ট্রাকশন থাকে অনেক সময় আমলারা তাকে মেনে নেন না। অবশ্য সবটা দোষ আমলাদের দিলেই চলে না কারণ আমলারা যখন প্রশ্রয় পায় মন্ত্রীদের কাছ থেকে তখন তারা মাথায় উঠে থাকে। আমি দেখেছি কৃষি ঋণ যেটা ২৫০ টাকা ছিল সেটা বর্ধিত হয়ে ৪০০ টাকা করা হয়েছে। কিন্তু এটা ইমপ্লিমেণ্ট এখনও হয় নি। আমরা দেখছি কতগুলি অর্ডার মন্ত্রীসভার কাগজে কলমে থাকে, কিন্তু আমরা সেটা বাস্তবে দেখতে পাই না। আজকে যে আমরা সমাজবাদের কথা বলছি, আজকে আমরা যে সমস্ত কথা বলছি এইগুলি বাস্তবায়িত করতে হবে এবং তার জন্য বাস্তব দৃষ্টিভংগীর প্রয়োজন। সেই বাস্তব দৃষ্টিভংগীর এখানে অভাব রয়েছে বলে আমার বিশ্বাস। আজকে ত্রিপুরার অর্থ-মন্ত্রী বলেছেন—"জনসাধারণের যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত করার জন্য সরকার বিশেষ আগ্রহী এবং আশা করা হচ্ছে ত্রিপুরা রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন এর ব্যবস্থা করবে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বাস রুট জাতীয় করণ করে অদূর ভবিষ্যতে সেগুলিতে স্বল্প ভাড়ায় নির্ভরযোগ্য ও আধুনিক পরিবহনের সুবিধা দানের জন্য সরকার প্রস্তাব করেছেন। পূর্ণ রাজ্য প্রাপ্তির পর এই বাবত প্রয়োজনীয় অর্থ টি, আর, টি, সিকে দেওয়া হয়েছে"। আমার দুর্ভাগ্য যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য রেখেছেন যে অর্থ দেওয়া হয়েছে। আমি অর্থমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখব যে সমস্ত অর্থ দেওয়া হয়েছে এবং যে সমস্ত অর্থ খরচ করা হয়েছে এইগুলির পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হোক। কারণ আমরা পত্র পত্রিকায় দেখছি যে লক্ষ লক্ষ টাকা লুটে পুটে খাওয়া হয়েছে। সেই টাকা কোথায় যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, এই সমস্ত তদন্ত করা হোক। আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে অন্যায়কারীর বিরুদ্ধে লড়ব। কিন্তু আমরা যে সৎসাহস নিয়ে এসেছিলাম আমাদের সেই চেষ্টা এখনও বাস্তবে রূপায়ন করতে অনেক দেরী। সেজন্য আমি মন্ত্রীসভার সদস্যগণের নিকট আবেদন রাখব যে এইগুলি যেন তাড়াতাড়ি করা হয়।

শিক্ষা সম্পর্কে বলতে গেলে এখানে দেখা যায় যে শিক্ষা খাতে এখানে ২০০টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ১৫টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, ৩টি উচ্চ বিদ্যালয় হচ্ছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে

উচ্চ শিক্ষার দিকে নজর দেওয়া হয় নি। আজকে যেখানে উদয়পুর কলেজের দাবী উঠেছে, আজকে যেখানে খোয়াইয়ে কলেজের দাবী উঠেছে, আজকে যেখানে ধর্মনগরে কলেজের দাবী উঠেছে, আজকে যেখানে ত্রিপুরার ছাত্র সমাজের আন্দোলন হচ্ছে কলেজের জন্য সেই দিকে বাজেটে কোন উল্লেখ নাই। আজকে আমরা দেখছি নিম্ন বুনিয়াদী স্কুল, উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল করে নীচের দিকে ফাঁফিয়ে তুলছে। কিন্তু উপরের দিকে কোন বন্দোবস্ত নাই। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায় শতকরা ২৫ ভাগ নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয় সরকারের পরিচালনাধীন স্কুল। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা যতটুকু উন্নতি হওয়ার কথা, আমরা যতটুকু আশা করেছিলাম সেটা মোটেই সফল হয় নি। সেটা অনেকটা দপ্তরের গাফিলতী, অনেকটা দৃষ্টিভংগীর গাফিলতী। আজকে ত্রিপুরার বেকার সমস্যা প্রথম সমস্যা ও প্রধান সমস্যা। বেকার সমস্যার ব্যাপারে আমরা আশা করেছিলাম যে বাজেটে কন্‌ক্রিট কিছু পাব। কিন্তু আমরা কন্‌ক্রিট পাই নি। এখানে ভাসা ভাসা রয়েছে যে কাগজের কল হবে, পাটের কল হবে। কিন্তু ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়। আজকে যেসব শিল্প রয়েছে সেগুলির দিকে তাকালেই দেখা যায় এইগুলি আতুর ঘরের সৃষ্টি। এমনি অনেক আছে সরকার থেকে টাকা নিয়ে কোন কোন মহাজন যেখানে শিল্প করার কথা, সেই শিল্প না করে শিল্পের টাকা নিয়ে দেশান্তরী হয়েছেন। সরকার নাক চোখ বুজে এইসব সহ্য করেছেন। কিন্তু কেন? কিসের ভয়। সন্দেহ হয় এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য রয়েছে। কিন্তু আমি বলব যেখানে আমরা প্রগতিশীলতার কথা বলি, যেখানে আমরা দুর্নীতি দূর করব বলি, যেখানে আমরা সমাজ-বাদের কথা বলি সেখানে আমরা কি করছি। কিন্তু সমাজবাদ মুখে বললেই চলেনা। আজকে এয়ার কণ্ডিশনড ঘরে বসে, গাড়ী চড়ে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। আমি আমার মাননীয় মন্ত্রীসভার সদস্যগণের কাছে অনুরোধ রাখব, আপনারা গ্রামে যান, গ্রামকে জানুন, গ্রামের মানুষকে জানুন। তা না হলে সমাজবাদের মিথ্যা বুলি কপচিয়ে আর বেশী-দিন সম্ভব নয়। এই ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করুন।

আজকে দেখা যায় এখানে যারা আমাদের বাজেটের বিরোধিতা করছেন তারা নিজেরাই বিভ্রান্তির পথে চলছেন। আজকে মাদ্রাই সেসান বসছে। সেই সেসান তারা সিদ্ধান্ত নেবেন, পার্লামেন্টে তারা থাকবেন না থাকবেন না। তারা আমাদের হাউস চলার যে ডিষ্টার্ব করছেন তাতে বুঝা যায় যে তারা গণতন্ত্র রাখবেন না, নাকি গুপ্ত হত্যায় লিপ্ত হবেন, এখনো মাদ্রাই থেকে সেই ইনষ্ট্রাকশন আসে নি। তাই তারা মাঝে মাঝে ওয়াক আউট করে ডিষ্টার্ব করছেন। আজকে দেখা যায় পশ্চিমবঙ্গে যখন তারা হেরেছেন তখন দেখা যায় বিধানসভা তারা বর্জন করেছেন। আর ত্রিপুরাতে তারা নিজেদের সামলাতে না পেরে বিধানসভার কার্যবালী ডিষ্টার্ব করছেন। তারা সি, পি, এম,। অবশ্য তাদের নাম শুনলেই বুঝা যায় যে, সি ফর চায়না, পি ফর পাকিস্তান এবং এম, ফর মারকিন। এইযে মিশ্রণ, এই মিশ্রণের বাইরে তারা নন। আজকে দেখা যায় আমাদের দেশে ইন্টারন্যাল সাবোটেজ চলছে। এতে একটা বিদেশী হাত রয়েছে। গতকাল দৈনিক সংবাদে বেরিয়েছিল যে ত্রিপুরায় ও, এন, জি, সি, বন্ধের পথে। কিন্তু কেন? আজকে এইসবের মধ্যে আছে সি, আই, এর, হাত।

তারা .তা আমেরিকা থেকে আসে নি। নিশ্চয়ই এখানে এজেন্ট রয়েছে। এরা কারা। আজকে যদি এই ুকু বিশ্লেষণ করা হয় তাহলে দেখা যায় বাংলাদেশ আন্দোলনের সময়ে যারা চীন, মার্কিনের সংগে হাত মিলিয়েছিলেন, তাদের সংগে বন্ধুত্ব করেছিলেন, তাদের যদি বলা হয় এর সংগে জড়িত তবে নিশ্চয়ই আমি ভুল বলব না। তবে আমি আবেদন রাখব যে আপনারা সবাই ভারতবাসী, ভারতের নাগরিক সেই হিসাবে যতটুকু কর্ত্তব্য তা পালন করুন। যদি কেউ এর থেকে বিচ্যুত হয় তবে তার বিরুদ্ধে কালা কানুন, সাদা কানুন, রঙ্গিন কানুন ব্যবহার হবে যতই বিরোধিতা করুন না কেন। আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের যে অর্থ নৈতিক বুনিয়াদ, তা খুবই দুর্ব্বল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে কিছু লোকের উস্কানিতে বাংলাদেশের সঙ্গে আমদের যে বন্ধুত্ব, আমাদের যে ব্যবসার কথা, সেই ট্রেড কন্ট্রাটকে লঙ্ঘন করে কালো বাজারিরা মুনাফা লুঠছে, আর সেই মুনাফা আজকে কয়েকটি দলের পার্টি ফাণ্ডে যাচ্ছে, যারা নাকি ফাস্ট্রেশানে ভোগছেন, তারাই আজকে এই সব কাজের সঙ্গে জড়িত হচ্ছেন। তাই আমি বিরোধীদের বলব, যে পর্যন্ত আপনারা ভারতবর্ষে থাকবেন এবং ত্রিপুরাতে থাকবেন. সেই পর্য্যন্ত আপনাদের ত্রিপুরাকে ভালবাসতে হবে, ভারতবর্ষকে ভালবাসতে হবে, আর যদি এই দেশের কথা ভাবতে খারাপ লাগে, তাহলে দেশ ছেড়ে ইচ্ছামত যেখানে খুশী সেখানে চলে যেতে পারেন। তারপরে কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে আমি বলব, ভাইরা আপনারাও ত্রিপুরার ছেলে আমরাও ত্রিপুরার মানুষ। আজকে দলবাজী ছেড়ে দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের যাতে সর্ব্বাঙ্গিন উন্নতি হয়, সেজন্য এগিয়ে আসুন আমরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলি। আজকে দুর্ভাগ্য যে গরীব চাষী যখন অফিসে যান, তখন তারা কিছু পান না। তারা যদি কৃষি ঋণের জন্য যান, তাহলে নাকি কেরাণীবাবুদের কিছু দিতে লাগে, নাহলে তারা সেই কৃষি ঋণ পান না। কেন না সেখানে তারা ঐ চাষীভাইকে বলে যে আমরা তো কিছু পেয়ে থাকি। কাজেই আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ রাখি এই পেয়ে থাকার দাবা ছেড়ে দিয়ে এগিয়ে আসুন এবং কৃষকদের সঙ্গে আন্দোলন এর সামিল হউন এবং আসুন এই ত্রিপুরাকে সর্বাঙ্গিন সুন্দর করে তোলার কাজে এক সঙ্গে হাত দেই। আজকে দলবাজী করুন, আর মাটে ময়দানে আদর্শ নিয়ে খুব লড়াই করুন কিন্তু ত্রিপুরার উন্নতির জন্য এক সাথে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে চলুন। আসুন আমি আহ্বান জানাই, আমরা যারা বিরোধী পক্ষ আছি, আর যারা আমাদের পক্ষে রয়েছেন সবাই আসুন আমরা ঐক্য বদ্ধ হয়ে সংগ্রামে লিপ্ত হই, সেই সংগ্রাম হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে, কালোবাজারীর বিরুদ্ধে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

বিরোধী পক্ষ—আপনারা নিজেরাই ঠিক নেই, আবার আমরা গিয়ে কি করব-।

শ্রীতাপস দে—আমরা ঠিক আছি কি নেই, এটা অবশ্য আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার। মাননীয় স্পীকার স্যার, ওরা আমাকে ডিষ্টার্ব করছে। তবে আমি যতটুকু জানি, আমরা এখনও ঠিক আছি, যেহেতু আমরা তো অপরের দিকে চেয়ে থাকি না। বিদেশে শীত পড়লে, আমরা

দেশে লেপ কিনি না। আমার দল আমার সংগঠন হচ্ছে, গণতান্ত্রিক সংগঠন এবং আমাদের বিভিন্ন মত পোষণ করবার রাইট আছে, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করবার ব্যবস্থাও আছে। তাই বলে যদি কেউ এর সুযোগ নিতে চান, তাহলে আমি বলে দিচ্ছি,—সাধু সাবধান। আসুন বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আমরা এগিয়ে চলি, ত্রিপুরাকে গড়ার, ত্রিপুরাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমরা সকলে মিলে এগিয়ে চলি। এই বলে বাজেটকে সমর্থন করে, আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন—মাননীয় স্পীকার স্যার, পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের এই প্রথম বাজেটকে আমি আমার সমর্থন জানাচ্ছি এবং তাকে সমর্থন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলের সদস্যরা যারা এই বাজেটের বিরোধীতা করতে গিয়ে যে সব সমালোচনা করেছেন, তাদেরকে আমি অনুরোধ করব তারা যেন তাদের ধ্বংসাত্মক পথ ছেড়ে দিয়ে আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ ভাবে এই বাজেটকে সমর্থন করেন। এই বাজেটের আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের অর্থ মন্ত্রী এক জায়গাতে বলেছেন যে বিভিন্ন নন-টেকনিক্যাল ও টেক্নিক্যাল কাজে সুদক্ষ স্থানীয় লোকের অভাব, কাজেই ভারত সরকার ও অন্যান্য রাজ্য থেকে ডেপুটেশানে অফিসার ও কর্মচারী আমাদের আনতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, সেজন্য আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে টেক্নিক্যাল ও নন-টেক্নিক্যাল লোকের কোন অভাব আছে বলে আমি মনে করি না। আমাদের এখানে যারা ফীল্ড ওয়ার্কার আছে, তারা যে অন্ততঃ নন-টেক্নিক্যাল কাজ করতে পারে, সেই বিষয়ে আমাদের কোন সন্দেহ থাকা উচিত নয়। তারপরে আমাদের এখানে বাইরের যে সব ট্যাক্নিক্যাল লোক আছে, তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে আমাদের রাজ্যের যে সব ছেলে যেমন এগ্রি বি, এসি, পাশ করা বহু ছেলে গত কয়েক বছর ধরে বসে আছে, চাকুরীর অভাবে, তাদের একটা সুযোগ করে দিতে পারি। কাজেই আমাদের উপযুক্ত লোকের অভাব এটা আমি স্বীকার করতে পারি না। আমাদের লোক আছে, এখন তাদের কি ভাবে সেই সব সুযোগ দেওয়া যায়, সেই বিষয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে এবং সরকারকে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, জুডিসিয়াল সম্পর্কে আমার শ্রদ্ধেয় মাননীয় সদস্য অশোক ভট্টাচার্য্য মহাশয় কয়েকটা কথা বলেছেন। কিন্তু সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় আইন মন্ত্রী যে রিপ্লাই দিয়েছেন, তাতে আমরা মোটেই খুসী হতে পারি নি। মন্ত্রী মহাশয়ের কাছ থেকে আমরা কেটাগরীক্যালী রিপ্লাই আশা করেছিলাম। আমরা জানি যে ৫।৬ বছর আগে সেন্ট্রাল থেকে জুডিশিয়ারীকে এ্যাক্সজিকিউটিভ থেকে সেপারেশান করবার জন্য আইন পাশ করা হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যান্ত সেটার কিছুই করা হয় নি। আমরা ভেবেছিলাম, মন্ত্রী মশায় যখন উত্তর দিবেন তখন এমন একটা ইঙ্গিত দিবেন যাতে করে ত্রিপুরা রাজ্যে এ্যাক্জিকিউটিভ থেকে জুডিসিয়ারীকে সেপারেশান করার একটা টাইম বাউণ্ড প্রগ্রাম সরকারের থাকবে। কিন্তু আমরা সেটা উনার কাছ থেকে জানতে পারি নি। উনি শুধু বলেছেন বিচার পেতে হলে কিছু দেরী হবে। কিন্তু আমরা জানি যে সকল ক্ষেত্রে

বিচার পেতে দেরী হয় না, তবে সামান্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেরী হতে পারে, যেমন ক্রিমিন্যাল কেস যদি হয় এবং কোন ক্ষেত্রে যদি আসামী বাইরে থাকে, তাহলে সেটা হতে পারে। এটা আশা করি মাননীয় স্পীকার স্যার, আপনিও স্বীকার করবেন। কাজেই বিচার সবক্ষেত্রে দেরী হবে, এটা ঠিক নয় আজকে এমন সব কেসও আছে, যেগুলি নাকি ১০।১২ বছর পর্য্যন্ত চলে আসছে, কিন্তু এত সময় লাগবার কথা নয়। আজকে যদি জুডিসিয়ারীকে এ্যাকজিকিউটিভ থেকে পৃথক না করা হয়, তাহলে এই অবস্থা সব সময়ের জন্য চলতে থাকবে। কেন না আমরা জানি যে সদর এস. ডি, এম যিনি আছেন, তাঁর দুই রকমের কাজ থাকে, একটা হচ্ছে এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ আর একটা হচ্ছে জুডিসিয়ারী। কাজেই তার এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ফাংশানের জন্য রীতিমত জুডিশিয়ারীর ফাংশান করতে পারেন না। আমাদের এমনও অভিজ্ঞতা আছে, সারাদিন কেস নিয়ে বসে থাকবার পর এস, ডি, এম সাহেব আমাদের খবর দিলেন—তাদেরকে আসতে বল। কিন্তু আমরা যেই মাত্র গেলাম, তিনি হয়তো অন্য কাজে অর্থাৎ তার এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ কাজে বের হয়ে গেলেন। এভাবে বিচারের দেরী হয় এবং দেরী হয় বলে মানুষ সেখান থেকে ভাল বিচার পায় না। কাজেই এই বিচার বিভাগের কাজের গাফিলতি যেটা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের জন্য। তাই আমি অনুরোধ করব এই বিচার বিভাগকে যেন অতি সত্বর এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন থেকে সেপারেশন করা হয় এবং আমি উনার কাছে এই ক্লারিফিকেশানটা চাইব এবং উনি যেন এই হাউসকে সেটিসফাই করেন যে সরকার এতদিনের মধ্যে অন্ততঃ ত্রিপুরা রাজ্যের একটা ডিসট্রিক্টে এই ব্যবস্থা চালু করবেন। তবে তিনি হয়তো এই রকমও বলতে পারেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ল গ্রেজুয়েট পাওয়া যায় না। কিন্তু আমি বলব আমাদের বারে অনেক ল গ্রেজুয়েট যারা এই কাজ করতে রাজি, এমন কি তারা ইউ, পি, এস, সি ফেস করতেও রাজি। আর তা যদি না হয়, তাহলে এই যে জনসাধারণের লিবার্টি নিয়ে প্রশ্ন, জনসাধারণের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রশ্ন, যেটা নাকি ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশানে গ্যারান্টেড, বাইর থেকে লোক এনে এটা করা উচিত। তারপরে আছে বিচার বিভাগের জন্য কতগুলি টিনের সেড করা হয়েছে, যেখান থেকে বিচারকেরা জনসাধারণের লিবার্টি'র প্রশ্নে রায় দিবেন। স্যার, আমি আপনাকে অনুরোধ করব আপনি যদি দয়া করে একদিন দেখতে যান. তাহলে দেখবেন সেখানে যে সব টিনের সেড করা হয়েছে, সেখানে একজন মেজিষ্ট্রেট কেন, যে কোন লোকের পক্ষে এক ঘন্টার বেশী থাকা সম্ভব নয়। তাই আমি আইন মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, তিনি যেন এই হাউসকে জানান যে আর কত দিনের মধ্যে এই বিচার বিভাগকে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন থেকে আলাদা করতে পারবেন। আমার তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে কর্ম্মচারীদের যে ওভার টাইম দেওয়া হয়, সেটা সম্পর্কে। এই সম্পর্কে আমি একটা প্রশ্নও করেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তার কোন রিপ্লাই আমি পাইনি। আজকে দেখা যাচ্ছে যে এক শ্রেণীর কর্ম্মচারী আছেন যারা বছরের অধিকাংশ সময়ে ওভার টাইম করেন, কাজের সময়ে কোন কাজই করেন না। অথচ সরকারকে প্রতি বছর এই ওভার টাইম দেওয়ার জন্য বেশ কয়েক লক্ষ টাকা তাদেরকে পেমেন্ট দিতে হচ্ছে। তাই আমি মন্ত্রী মণ্ডলীকে অনুরোধ করব, পশ্চিম বঙ্গে যেটা করা হয়েছে ওভার

টাইম বন্ধ করার জন্য এখানে যেন সেটা করা হয়। আর এই ওভার টাইমে যে পরিমাণ টাকা খরচ করা হয় সেই পরিমাণ টাকার মধ্যে আমাদের যে সব বেকার যুবক আছেন, তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা যদি করা যায়, তাহলে একটা ভাল কাজ হবে বলে আমি মনে করি। তারপরে আছে বেকার ছেলেদের জন্য ব্যাংক থেকে ঋণ পাওয়ার কথা। আমি যতটা জানি আমাদের ত্রিপুরাতে যে সব ব্যাংক আছে, সেগুলিতে মোট ডিপজিটের পরিমাণ হচ্ছে ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা এবং তারা এই ডিপজিটের অন্ততঃ পক্ষে ৬০ শতাংশ এখানে ইনভেষ্ট করতে বাধ্য। অথচ আমাদের সরকার সেদিকে কোন নজরই দিচ্ছেন না। আজকে জনসাধারণের মধ্য থেকে কোন মধ্যবিত্ত বা গরীব লোক এই ব্যাংক থেকে যদি ঋণ চায়, তাহলে তাদের সেটা দেওয়া হয় না। সেই ঋণ পায় কারা? সেই ঋণ পায় যারা নাকি টি গার্ডেনের মালিক, যারা নাকি জুট কোম্পানীর মালিক, এই সব বড় বড় লোকেরা সেই ব্যাংক থেকে ঋণ পায়। কাজেই আমি এদিকে মাননীয় মন্ত্রীদের লক্ষ্য রাখবার জন্য বলব। কেন না এই ব্যাপারে ষ্টেট গভর্ণমেন্টের ক্ষমতা আছে যাতে করে ব্যাংক সেই টাকা এখানে ইনভেষ্ট করতে বাধ্য হয়। তারা যদি তাও না করতে পারেন, তাহলে তাদেরকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। United Bank of India হল আমাদের এখানে leading Bank. Throughout the whole of India United Bank of India is a leading Bank হিসাবে আছে। যদি United Bank of India, Commercial Bank, State Bank, L. I. C. তাদের 60% of their deposit তার মানে ৫০ থেকে ৬০ কোটি টাকা deposit হয়ে থাকে তাহলে অন্ততঃ পক্ষে ২৫ থেকে ২৬ কোটি টাকা তাদের immediately দিতে হবে। They are bound না দিয়ে তাদের কোন উপায় নাই। কাজেই সেই দিকে আমাদের দৃষ্টি রাখা উচিত। আজকে বেকার ছেলেরা যারা চাকুরী পায় না, ব্যবসা করতে চায় তাদেরকে সেদিকে সুযোগ দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমি ট্রেনসপোর্ট সম্পর্কে দুই একটি কথা হাউসে রাখতে চাই। এখানে Transport Department এর T. R. T. C. Tripura Road Transport Corporation আছে এই Transport Authorityর General Manager সম্পর্কে Transport Minister এর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই জেনারেল ম্যানেজার যিনি, তিনি মণিপুর এবং ত্রিপুরার I. A. S. cadre এর লোক। অথচ উনি lien serviceএ T.R.T.C থেকে যান নি। টি,আর,টি,সি তে যিনি জেনারেল ম্যানেজার হবেন as because it is a post of General Manager he must be an I.A.S.. I.A.S. it is a duty post I.A.S. cadreর post বলে উনি সেখানে গেছেন। উনি কোন লিয়েনের ষ্টাফ নন বা বাইরে থেকে ডেপুটেশনেও আনা হয় নি। কিন্তু আমি জানি আমি হাউসের সামনে বক্তব্য রাখছি যদি আমার বক্তব্য মিথ্যা হয় তাহলে আমি জনপ্রতিনিধিত্ব পদ থেকে ইস্তফা দেব। এই জেনারেল ম্যানেজার তাঁর এই কাজের জন্য 20% special allowance নিচ্ছেন যেটি আই, এ, এস, কেডার মণিপুর এবং ত্রিপুরা সেটি নিতে পারেন না এবং নিচ্ছেন কি ভাবে স্টেট গভর্ণমেন্ট থেকে কোন রকম সেংশান না নিয়ে। তার মানে ১০০ টাকার মত উনি over drawal করছেন। আমার প্রশ্ন স্টেট গভর্ণমেন্ট যেখানে sanctioning authority সেখানে উনি by circulation একটা কমিটি আছে যে কমিটির চেয়ারম্যান হলেন আমাদের ডেভেলাপমেন্ট কমিশনার by circulation এটা circulate করে উনি সেই ১০০

টাকা নিচ্ছেন special allowance হিসাবে। আমি যতদূর জানি এই special allowance তারাই পায় যারা বাইরের ষ্টাফ, যারা লিয়েনে এসেছে, যারা ডেপুটেশনে আছে কিন্তু কোন regular employee সেটি পেতে পারে না। আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি এর আগে যিনি ছিলেন টি, আর, টি, সি,র জেনারেল ম্যানেজার উনার ক্ষেত্রে যখন এই প্রশ্ন এল তখন আমাদের তদানিন্তন মাননীয় লেঃ গভর্ণর ডায়াস সাহেব এটা recommend করে দিল্লীতে পাঠিয়েছিলেন। দিল্লী সেটি reject করে দিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় দিল্লীর পর যে আমাদের ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট accept করবে কি করবে না, সেটি হল আমার প্রশ্ন। Whether it was bounden duty to send this proposal to the State Government এটাই হল আমার প্রশ্ন। যদি না করে থাকেন উনি যদি ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট থেকে সেংশান না নিয়ে ১০০ টাকা করে মাসে বেশী নেন গভর্ণমেণ্ট ফাণ্ড থেকে তাহলে উনি temporary defalcation case এ পড়েন কি না আমি সেটি Transport Minister এর কাছ থেকে জানতে চাই কারণ section 36—T. R. T. C. Rules, 1967 এ আছে—the pay and allowances of the General Manager are to be determined by the Government and not by the T. R. T. C. itself. তাদের যে রুলস ১৯৬৭ সালে হয়েছে তাতেই এটা লেখা আছে। আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন হল গত বছরে যখন টি, আর, টি, সি,তে প্রফিট হয়েছিল—নীট প্রফিট হয়েছিল ৮ লক্ষ টাকার উপর অথচ তারপর যখন বর্ত্তমান জেনারেল ম্যানেজার দায়িত্বভার নিলেন তখন আমরা দেখছি এটার প্রফিট এক পয়সাও হয়নি। ঐ ৮ লক্ষ এবং ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট থেকে এক কোটি টাকা place করা হয়েছিল যাত্রী পরিবহন করবার জন্য এবং এই fund থেকে উনি উনার day to day expenditure maintain করছেন। উনার ষ্টাফের বেতন দিচ্ছেন। অথচ কেন টি, আর, টি, সি,তে গত বছর যেখানে ৮/১০ লক্ষ টাকা income হয়েছিল ১০/১২ লক্ষ টাকা গভর্ণমেণ্টের কাছে পাওনা ছিল রিলিফ ডিপার্টমেণ্ট এবং অন্যান্য ডিপার্টমেণ্টের কাছে তার মানে ২০ লক্ষ টাকা প্রফিট ছিল সেখানে কেন আজকে সেটি লুজিং কন্‌সার্ন। আজকে কেন এক হেডের টাকা আর এক হেডে যাবে। যেখানে বাস তৈরী করার জন্য এক কোটি টাকা গভর্ণমেণ্ট থেকে place করা হয়েছে সেখান থেকে উনি কার কথায় সেই টাকা তুলে নিচ্ছেন এবং উনি day to day expenditure করছেন। আমি specifically date দিয়ে বলছি গত ১।৪।৭২ ইং তারিখে স্টেট গভর্ণমেণ্ট উনাকে বলেছেন চিঠি দিয়ে সেই চিঠির নাম্বারও আমার কাছে আছে যে উনি যেন বাজেট সেংশান না হওয়া পর্য্যন্ত ফাণ্ড থেকে এক পয়সাও খরচ না করেন day to day expenditure এর জন্য। তারপরও উনি স্টেট ব্যাঙ্ক থেকে এই টাকা তুলে নিয়েছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি বাসের জন্য টেণ্ডার দিয়েছেন সেই টেণ্ডার আজ পর্যন্ত তিনি accept করেন নি। তদুপরি এই ৩০/৪০ লক্ষ টাকার টেণ্ডার অল ইণ্ডিয়ার কোন পেপারেই সারকুলেশান হয়নি শুধু এখানকার ২/১টা কাগজে সারকুলেশান হয়েছে। কেন দেওয়া হয়নি। এর অর্থ কি কেন tender lowest হওয়া সত্বেও কাজ distribute করা হয়নি। কেন locally tender call করার কোন প্রভিশন রাখা হয়নি তাহলে আমি এখানকার বেকার ছেলেদের

দিতে পারতাম। অনেককে চাকুরী দিতে পারতাম ট্যাকনিকেল এবং নন-ট্যাকনিকেল লাইনে। তার মধ্যে কি রহস্য আছে? আমি যতদূর জানি জেনারেল ম্যানেজার, টি, আর, টি,সি, তার কোন একজন লোককে এই কাজ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল এবং সেই লোকই এই টেণ্ডার দিয়েছিল অথচ সেই লোক যখন 5th lowest হয়েছে সেই এবং আজ পর্যন্ত tender accept হচ্ছে না, recall হচ্ছে না। কেন দুই মাস এই টেণ্ডার পরে আছে? আমি Transport Minister এর কাছ থেকে এই reply categorically চাই এই হাউসের সামনে।ট্রেন্সপোর্ট মিনিষ্টার বলুক এর কারণ কি? আমার শেষ বক্তব্য হল, আমার constituency Bisalgarh, Bisalgarh Block সম্পর্কে—এখানে এই হাউসে বিশালগড এবং বিশালগড় ব্লকের অনেক এম, এল, এ, আছেন আমার দলের এবং বিরোধী পক্ষের। সেখানে দেখানো হয়েছে ৯০ হাজার লোকের বসবাস। কিন্তু প্র্যাক্‌টিকেলি আমি স্বীকার করছি, যেসমস্ত মন্ত্রীরা আছেন উনারাও স্বীকার করবেন প্র্যাক্‌টিকেলি ওখানকার পপোলেশন হল ২ লক্ষ ৬ হাজার। ২ লক্ষ ৬ হাজার কেন—গভর্ণমেন্টের কাগজপত্রে last census report অনুযায়ী ২ লক্ষ ৬ হাজার—সরকারী কাগজপত্রে ৯০ হাজার করে রাখা হয়েছে। কাজেই যেখানে ৬৫ হাজার ট্রাইবেল সেখানে easily একটি T. D. Block হতে পারে। সেই T. D. Block কেন হবে না। আমরা Block থেকে resolution করে পাঠিয়েছি অথচ এই বাজেটে আমি দেখতে পাচ্ছি টি, ডি, ব্লকের কোন প্রভিশন নাই। টি, ডি, ব্লক কেন হবে না। বিশালগড় ব্লকের কতগুলি রাস্তাঘাট সম্পর্কে আমি পি, ডাবলিও, ডি, মিনিষ্টারকে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে জানাচ্ছি। সেই রাস্তায় বিড়ালও হাটবেনা কুকুরও হাটবে না অথচ সেই রাস্তায় সেই ব্লকের লোকদের দিনরাত চলতে হয়। বিড়াল কুকুর যে রাস্তায় হাটে না সেই রাস্তায় ডেইলি ২০/৩০ হাজার লোক আগরতলায় আসে। অথচ সেংশন মানি থাকা সত্বেও পি, ডাবলিও, ডি, থেকে কাজ হচ্ছে না কেন? সেই রাস্তার নাম হল বিশালগড়—গোলাঘাটি রোড। লক্ষ টাকার উপর সেংশন মানি রয়ে গেছে তবু কেন সেটি হচ্ছে না। আমি নিজে ব্যক্তিগত ভাবে পি, ডাবলিও,ডি, মিনিষ্টারকে চিঠি দিয়েছি উনার সংগে আলাপও করেছি at the same time Chief Engineer, Suptd. Engineer, Executive Engineerকে copyও দিয়েছি অথচ উনাদের কাছ থেকে ভদ্রতাসূচক কোন রিপ্লাই আজ পর্যন্ত পাই নি। সেটি ইন্‌কোয়ারী করার জন্য আমি বলছি। দ্বিতীয়টি Bisalgarh to Boxnagar via Durganagar এই রাস্তারও একই অবস্থা। আমি মাননীয় স্পীকার সাহেবকে বলব আজকে আপনি গাড়ী নিয়ে ট্রাক নিয়ে চলুন বা কোন এ্যাম্বেসেডার নিয়ে আপনি সেই রাস্তা দিয়ে যেতে পারবেন না, মানুষ কি করে সেই রাস্তা দিয়ে হাটে। বাজেটে কেন সেই রাস্তাগুলি তৈরীর কোন প্রভিশন নাই। আমার শেষ বক্তব্য হল ১৯৬২-৬৩ সালে বিশালগড়ে আমার constituencyতে একটি বাজার করা হয়েছিল সেই বাজারের নাম হল Bisalgarh Agricultural Producing Market অথবা New Marketও বলে সেটিকে। সেই বাজার করতে গভর্ণমেন্টের ৩/৪ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। সব কিছুই করা হয়েছে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশান করা হয়েছে কন্‌সট্রাক্‌শন করা হয়েছে, কিন্তু আজ প্রায় ৭/৮ বছর এর মধ্যে সেইখানে বাজার নেওয়ার জন্য সরকারের তরফ থেকে কোন ব্যবস্থা করা হয়নি।

সেই রাস্তার উপর যানবাহন চলাচল জনসাধারণের চলাচলের অসুবিধা হয় সেজন্য আমি রেভিনিউ মিনিষ্টারকে অনুরোধ করব আপনার মাধ্যমে অনতিবিলম্বে যেন New Market বা Bisalgarh Agricultural Producing Marketকে স্থানান্তরিত করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আমার হাউসের কাছে অনুরোধ দুই জনের বক্তব্য বাকি আছে উনাদের জন্য আরও ২০ মিনিট এ্যাক্সটেণ্ড করতে চাই। ...শ্রীআবদুল ওয়াজিদ।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয়, আজকে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭২-৭৩ ইং সালের বাজেট পেশ করেছেন আমি সেই বাজেটকে সমর্থন করি। সমর্থন করতে গিয়ে আমি কয়েকটি বক্তব্য রাখছি। আমাদের বিরোধী পক্ষ যে ভাষায় তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন কিন্তু আমাদের বর্তমান মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট আমাদের সামনে রেখেছেন এই বাজেট যখন এই ত্রিপুরায় কার্যকর হবে তখন এই বাজেট তাদের আর্টিলারির শেলিংএর মত আঘাত হানবে। আজ ওয়েষ্ট বেংগল থেকে আমরা দেখছি সেখানকার মানুষ তাদের বিদায় জানাচ্ছে আমাদের অর্থ মন্ত্রীর এই বাজেটেও সেই ইংগিত আছে। আজ গরিবি হটাও, কৃষক ভাইদের উন্নতি, সিডিউল্ড ভাইদের উন্নতি, সিডিউল্ড ট্রাইবেলদের যে ইংগিত আছে সেটি যদি সত্যিকারের রূপ দেওয়া যায় তাহলে আমাদের ত্রিপুরা থেকেও কমিউনিষ্ট পার্টি বিদায় নেবে। তার ইংগিত এই বাজেটে দেখতে পাই সেজন্য আজ তাঁদের মনে যে আঘাত এসেছে সেটি স্বাভাবিক সেই সম্পর্কে আমি বেশী কিছু বলতে চাই না। এডুকেশন ডিপার্টমেণ্ট সম্পর্কে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিগত এক বছর যাবত আমাদের ধর্মনগরে একটি কলেজ করার জন্য সাধারণ মানুষ আবদার করছে। কারণ আপনারা সকলেই জানেন ধর্মনগরে বর্তমানে ৭টি হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং একটি স্কুল ফাইনেল স্কুল আছে। প্রতি বৎসর সেখান থেকে তিন শত থেকে সাড়ে তিন শত ছেলে মেয়ে পাশ করছে, অথচ আমাদের বিভাগে একটা কলেজ না থাকায় কিছু সংখ্যক ছেলে মেয়ে কৈলাশহর কলেজে পড়তে যাচ্ছে, আর কিছু সংখ্যক আসছে আগরতলা। যারা ঐ সব কলেজে সীট পায় না, তারা আসামের করিমগঞ্জ যেয়ে এ্যাডমিশন নেয়। যারা গরীব, অর্থ সামর্থ নাই, তারা আর অগ্রসর হতে পারছে না, বাড়ীতে বসে আছে। আমরা যারা গার্জিয়ান আছি, অভিভাবক আছি, তাদের অভিশাপ আজকে কয়েক বৎসর যাবত আমাদের ঘাড়ে চাপছে, অবশ্য আমরা তার জন্য বসে নাই। আমরা অনেকবার অনেক টাকা কালেকশান করেছি, জায়গা ক্রয় করেছি, কিন্তু অর্থের সংকুলান করতে না পারায় কলেজ করতে পারি নাই, এমন কি ধর্মনগরে যখন মিনিষ্টাররা যান, এমন কি ইউনিয়ন মিনিষ্টার ত্রিগুণা সেন যখন ধর্মনগর গিয়েছিলেন, তিনি যখন শুনলেন যে

ধর্মনগর একটা কলেজ নাই, তখন তিনি অবাক হয়ে যান যে যেখানে এক লক্ষ ১০ হাজার লোকের বসবাস, সেখানে একটা কলেজ নাই। তিনি অবাক হয়ে যান যে এটা কখনও হতে পারে না, এবং কলেজের ব্যবস্থা করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়ে যান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এর পর আর কিছু হয় নাই। এই বাজেটে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার পর আমরা আশা করেছিলাম যে সেখানে এবার অন্ততঃ একটা আশ্বাস থাকবে। কিন্তু বাজেটে সেরকম কিছু আভাস আমরা পাই নাই। তবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন যে যদি আমাদের এই হেডে না থাকে, তাহলে কাজের প্রয়োজনে যে কোন হেড চেঞ্জ করে সেই কাজ করা যায় আমরা তাই আশা করব এবং চীফ মিনিষ্টারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলব যে, যে কোন ভাবে আমাদের ধর্মনগরে, খুঁটিনাটি কাজ বাদ দিয়ে হলেও সেখানে যাতে একটা কলেজ করা হয়।

তারপর আমি বলব পি, ডব্লিউ, ডি, সম্পর্কে ধর্মনগর থেকে তিলথই টু দামছড়া—ধর্মনগর কুর্তি, এই রাস্তার জন্য বহু বছর আগে ফার্ষ্ট প্লেনের রাস্তা সেখানে মাটির কাজ শেষ হয়ে গেছে, কয়েকটি পুল শেষ হয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত সোলিং মেটেলিং'এর কাজ হয় নাই, এই বাজেটের মধ্যেও তার কোন প্ল্যান প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছি না। এবারকার বাজেটে শুধু জিরো—জিরো—জিরো। দুঃখের বিষয় আমাদের ধর্মনগর—তিলথই রোড—দামছড়া রোড সেটা ধর্মনগর তিলথই থেকে মাত্র ছয় মাইল'এর দূরত্ব কিন্তু বর্তমানে ১৬ মাইল রাস্তা ঘুরে যেতে হয়। ধর্মনগর থেকে কদমতলা মাত্র পাঁচ মাইল কিন্তু সেটা ২০ মাইল ঘুরে আসতে হয়। এই রাস্তা করলে জনগণের সুবিধা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ এইবারের বাজেটে এর জন্য কোন প্রভিশন নাই। কাজেই অর্থ মন্ত্রীর কাছে আমি অনুরোধ রাখছি যাতে এই রাস্তাগুলি এই আর্থিক বৎসরে করা হয়। তারপর আমি আরেকটা জিনিষ লক্ষ্য করছি সেটা হল আমাদের যারা এ্যাগ্রিক্যালচারিষ্ট, গ্রামের যারা প্রধান, গ্রামের সেক্রেটারী তাদের সেখানে ট্রেণিং দেওয়া হত, আট নয় মাসের ট্রেণিং, সেটা এখন শেষ হয়ে গেছে। আজকে সেটা শূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। ২০ কাণি জায়গা, গ্রামের সরল মানুষ ভেবেছিল যে সেই জনতা কলেজ জেনারেল কলেজের মত একটা কলেজ হবে, শেষ পর্যন্ত সেখানে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। সেখানে ইচ্ছা করলে একটা কলেজ বা একটা স্কুল ফাইন্যাল বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল হতে পারত। ধর্মনগরের একটা বিরাট অংশের লোক এখানে পড়াশুনা করতে পারত, কিন্তু তা হয় নাই। এখানকার জনসাধারণ দিল্লীতে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে পর্যন্ত লিখেছিল যেহেতু তারা সেখানে ডোনেশান দিয়েছিল, কোয়ার্টার ইত্যাদি সেখানে রেডি ছিল। কিন্তু সেখানে একটা মিলিটারী হেড কোয়ার্টার করা হয়েছে। সেন্ট্রাল মিনিষ্ট্রি থেকে রিপ্লাই দিয়েছে যে যেহেতু এখন পূর্ণ রাজ্য হয়েছে, আমাদের কিছু করার নাই, তোমরা লোকাল গভর্ণমেন্টের কাছে লিখ। তারপর ষ্টেট গভর্ণমেন্টের কাছে লিখা হয়েছে, কিন্তু ষ্টেট গভর্ণমেন্ট থেকে আজ পর্যন্ত কোন রিপ্লাই পাওয়া যায়নি অথচ সেখানে সি, আর, পি,র হেড কোয়ার্টার এখন পর্যন্ত আছে, একটা এডুকেশন ইন্ষ্টিটিউশনের মধ্যে সেটা সরাবার কোন পরিকল্পনা নাই। তারপর আমি একটা জিনিষ সম্পর্কে এখানে বলব বড়ই দুঃখের ব্যাপার। দুই পক্ষের সদস্যই অনেক বক্তব্য

রেখেছেন। বাজেট যখন আমরা দেখি সেখানে আমরা দেখি যে সমগ্র বাজেটকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটা হচ্ছে সিড্যুল কাষ্ট, সিড্যুল ট্রাইব এবং জেনারেল ক্লাশ হিসাবে বাজেটের মধ্যে এই ভাবে বসানো হয়েছে। আপনারা জানেন, ত্রিপুরাতে একসময় মুসলমানেরা বেশী সংখ্যক বাস করত, তারা শিক্ষা দীক্ষায় সবসময়ই অনগ্রসর ছিল, কিন্তু পার্টিশানের পর অনেক অবস্থাশালী মুসলমান পাকিস্তানে চলে গেছে এবং বর্ত্তমানে বাংলাদেশ হওয়ার পর সেখানে চলে গেছে। কিন্তু আমরা এখন যারা আছি, তার মধ্যে কয়েকটি পরিবার মাত্র শিক্ষিত, আর বাদ বাকী যারা আছে, এক লক্ষ ৩৫ হাজার তাদের বেশীর ভাগই হয় লেবার, নয়তো মজুর, এমন অবস্থায় আছে, আমাদের জেনারেল কাষ্ট হিসাবেই ধরা হয়, তাতে আমাদের ছেলেরা স্কুল থেকে যে পাশ করে, তারা সকলেই থার্ড ডিভিশনে পাশ করে। কারণ তাদের বেশীর ভাগই গ্রামে থাকে, অধিকাংশ গরীব, সেকেণ্ড ক্লাশও তারা পায় না, কজেই কোন কম্পিটিশনে তারা মেরীট বেসিসে কোন চাকুরী পাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়,যেমন আমাদের ধর্ম্মনগরে আমি দেখছি যে আজকে ২০টি ছেলে প্রায় ছয় সাত বছর ধরে বেকার বসে আছে, কেউ হয়ত গ্রেজুয়েট আছে, কেউ হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ, কেউবা স্কুল ফাইনাল পাশ করে বাড়ীতে বসে আছে, যেহেতু তারা জেনারেল কাষ্ট হিসাবে ধরা হয়, তারা মেরীটে অন্যান্যদের সংগে কম্পীট করতে পারেনা, সেইজন্য চাকুরীও পাচ্ছে না। তেমনি কৈলাশহরে আছে, সোনামুড়াতে আছে, উদয়পুরে আছে। আমাদের ত্রিপুরার মুসলমান সিড্যুল কাষ্ট, সিড্যুল ট্রাইবের চেয়ে আরও পেছনে, কারণ আমরা দেখছি যে সিড্যুল কাষ্টের মধ্যে অনেকে ইউ, ডি, এ্যাসিষ্টেন্ট, ক্লার্ক, এস, ডি, ও আছে, কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে একটি ক্লারকও পাবেন না। হয়তো দুই একজন যারা আছেন, সেটা সেই মহারাজার আমলের দুই একজন ক্লার্ক আছে। কাজেই আমি কেবিনেটের সকল মিনিষ্টারের কাছে অনুরোধ রাখব যাতে ত্রিপুরার মুসলমানদের সম্পর্কে স্পেসিয়াল ক্লাশ হিসাবে গণ্য করেন; এবং সিড্যুল কাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবরা যে বেনিফিট পায়, আমাদের মুসলমানদেরও যেন সেই ফেসিলিটি দেওয়া হয়, তাদের দিকে যেন স্পেশাল নজর দেওয়া হয়, তা না হলে এই সম্প্রদায় আস্তে আস্তে শেষ হয়ে যাবে। অতএব আমি তাঁদের কাছে অনুরোধ রাখব, আশা করি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা এই বিষয়ে বিবেচনা করে দেখবেন। তারপর একটা জিনিষ আমাদের ধর্ম্মনগর জনসাধারণের গেজেটে ডিক্লেরাশনও হয়েছে যে উত্তর জেলা সদর হবে বিরাশী মাইল। আমরা জানি যে সেটা গেজেট ডিক্লারেশন হয়েছে যে ধর্ম্মনগর উত্তর জেলা সদর ৮২ মাইলের নিকট হবে। কুমারঘাটের সংলগ্ন জায়গাতে জেলা সদর হবে। কিন্তু জেলা সদরের জন্য বেশ কিছু টাকা ব্যয় করা হয়েছে এবং বর্ত্তমানে বাজেটে বেশ কিছু টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখলাম আমাদের অর্থমন্ত্রী বললেন যে এখনও জেলা সদরের স্থান নির্ব্বাচন হয় নি। এটা বড় দুঃখের কথা। এক দিকে ষ্টেট গভর্ণমেণ্ট গেজেটে ডিক্লারেশন করেছেন জেলা সদর হবে কুমারঘাটে। আবার এই ষ্টেট গভর্ণমেণ্টের অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে, না, এখনো উত্তর জেলা সদরের স্থান নির্ব্বাচন হয় নি যার জন্য আমরা সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছি। আমার মনে হয় এই যে তথ্য তিনি দিয়েছেন এটা কারেক্ট নয়। এটা

ভুল তথ্য দিয়েছেন এবং হাউসকে তিনি বিভ্রান্ত করছেন, কারণ অলরেডি অনেক কোয়াটারের জন্য টাকা খরচ হয়ে গেছে এবং বর্ত্তমান বাজেটের মধ্যেও আছে সিডিউল ওয়ার্কস রিলেটিং ট পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট ফর দি ইয়ার ১৯৭২-৭৩। এটার মধ্যে আছে পেজ ফিপটিতে—Construction of Temporary residential accommodation for the staff of District Admn./Extension of B. I. of B. D. O's office accommodation of D. M., Kumarghat (Phase-I). এখানে বাজেট এষ্টিমেটে ছিল ৪,১০,৮৫০ টাকা। তার মধ্য থেকে ২,৫০,০০০ টাকা অলরেডি খরচ হয়ে গেছে। আর বর্ত্তমান বাজেটে ১ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। কিন্তু তিনি বলছেন স্থান নির্ব্বাচন হয় নি এখনও! এটা বড় দুঃখের ব্যাপার। আমি আশা করি অর্থমন্ত্রী বাজেট রিপলাইতে এটার একটা নিশ্চয়ই সুরাহা হবে। তারপর আমি রেভিনিউ বাবদে বলতে চাই। আমাদের ত্রিপুরাতে রেভেনিউ বাড়াতে হবে। আমরা রেভেনিউ বাড়াবার জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু আসলে শেষ দিক দিয়ে আমাদের লভ্যাংশ বাবদে কিছুই নাই। এক সময়ে আমাদের এখানে কেরালা থেকে এক্সপার্ট আনা হয়েছিল এবং আমাদের ত্রিপুরার বিভিন্ন ডিভিশনে তিনি গিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গার সোয়েল তিনি এক্জামিন করেছেন এবং তিনি বলেছেন আমাদের ত্রিপুরাতে কাজুবাদাম হবে, এমন কি একটু সার দিলে পরে কেরালার মতই কাজুবাদাম হবে। আমরা দেখি, এখানে রাস্তার কাছে দুই একর, অমুক বাড়ীতে দুই একর, অমুক সাবডিভিশনে দুই একর, এইরকম শুধু যেমন শহরের রাস্তাঘাটে প্রসেশান করা হয়, আনাচে কানাচে ঠিক তেমনি এটা একটা এক্জিবিশান করার জন্য বিভিন্ন রাস্তার আনাচে কানাচে আছে। লংথ্রাই পাহাড়ে গেলে আমরা বিস্তর টিলা ল্যাণ্ড দেখি। বড়মুরার উপর বিস্তর টিলা ল্যাণ্ড আছে। এইসব জায়গাতে যদি আমরা একট্প্ল্যানের উপর জোর দিই তাহলে এই যে কাজুবাদামের ইনকাম, যেমন কেরালা থেকে রপ্তানী করে কোটি কোটি টাকা ইনকাম হচ্ছে তেমনি আমাদেরও সেইরকম টাকা ইনকাম হতে পারে। কারণ আমাদের সয়েল এবং কেরেলার সয়েল সেম। এক্সপার্ট বলছেন এখানে কাজুবাদাম খুব ভাল হবে। কিন্তু আমাদের এই দিক দিয়ে নজর নাই। তবে আমি মনে করি আমাদের একটা সুষ্ঠু নীতি নেওয়া উচিত। ত্রিপুরার ইনকামের আমাদের একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা উচিত এবং এই ব্যাপারে অর্থমন্ত্রী যাতে কাজুবাদামের চাষ ত্রিপুরার আনাচে কানাচে, জংগলে হতে পারে সেই চেষ্টা যেন করেন। আমরা দেখেছি শাল বাগান, শিমূল বাগান, প্রভৃতি অনেক বাগান ত্রিপুরার ফরেষ্টে হচ্ছে। এটা বিজ্ঞানের যুগ। এক সময়ে শালের প্রয়োজন ছিল এবং এখনও আছে। এটা স্বাভাবিক যে একটা শাল গাছ ম্যাচুরড হতে ৭০ থেকে ৮০ বছর লাগে। ৭০ | ৮০ বছর পরে হয়ত এই শালের কোন মূল্য থাকবে না। তখন জ্বালানী ছাড়া আর কিছু হবে না শাল দিয়ে। সুতরাং ভবিষ্যতে আমাদের কি সোর্স অব ইনকাম হবে এটা আমাদের জানা দরকার। সুতরাং আমরা যদি কাজুবাদাম করি, ফল ফসল করি, আনারস করি, কলা করি তাহলে পরে আমাদের ইন্কামটা নিশ্চিত হচ্ছে। সুতরাং এই দিকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের লক্ষ্য থাকা উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— I would now call on Shri Haricharan Choudhury, Hon'ble Minister.

Shri Harichran Choudhury :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনারা সকলেই জানেন গত ২৩শে জুন অর্থমন্ত্রী ১৯৭২-৭৩ সনের বাজেট পেশ করেছেন। উহা দ্বারা আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণের সব ক্ষেত্রে সাফল্যমণ্ডিত হব বলে আমরা আশা করি। ত্রিপুরার আমি বহু আদিবাসী দুর্গম এলাকায়, আমাদের যে গত ২৫ বছরে জুমিয়া আদিবাসী কলোনী হয়েছে, সেগুলি আমি পরিদর্শন করেছি। এইসব জায়গায় দেখেছি আমি সত্যিকারের যারা আদিবাসীদের মধ্যে বাঁচতে চেয়েছে তারা জায়গা জমি নিয়ে সেখানে ভাল করে বসবাস করছেন এবং বড়ই দুঃখের বিষয় যে জুমিয়া পুনর্বাসন যারা পেয়েছে তারা জায়গা জমি বিক্রি করে আবার সেই জুমিয়া হয়ে বসে রয়েছে। আমি আরও দেখেছি জুমিয়া কলোনীর ভিতর যে সমস্ত টিউবওয়েল,রিং ওয়েল দেওয়া হয়েছে সেটা তারা এখন পর্য্যন্ত ব্যবহার করেনি। সেগুলি অকেজো করে নোংরা ফেলে রেখেছে। তবে অনেক জায়গায় জুমিয়ারা সম্পত্তি বিক্রি করে এখান থেকে ওখানে যায়। এইভাবে তারা জায়গা জমি বিক্রি করে ফেলেছে আমি দেখেছি। কিন্তু আমাদের বিরোধী দলেরা যে বলছেন যে গত ২৫ বছরে সরকার কিছুই করেন নাই, এটা সম্পূর্ণ অসত্য। অনেক করেছে এবং যারা বাঁচতে চায় তারা এখনো বেঁচে আছে। আর বর্ত্তমানে অনেক জায়গায় বিভিন্ন সমস্যা রয়ে গেছে তাদের মধ্যে। আরও দেখি যে ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে এত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা স্কুল করেছি, সেখানে ছাত্র নাই। তারা পড়াতে চেষ্টা করে না। এইভাবে আমরা অনেক স্কুল খালি পড়ে আছে দেখেছি। কিন্তু সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করলেও যদি তারা শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা না করে তাহলে সরকার ঘরে ঘরে একটা করে স্কুল দিতে পারেনা। আমরা যদি আরও কোটি কোটি টাকা খরচ করে তাদের পুনর্বাসন দিই তথাপি তারা যদি বাঁচতে না চায় তাহলে আমরা কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারব না। এদের যদি সমাজসেবিরা শিক্ষা দীক্ষা না দেন তাহলে তাদের শিক্ষা দীক্ষা দেওয়া কোন সরকারের পক্ষে কুলোবে না। সমস্ত ট্রাইবেল এলাকায় আমরা রাস্তা করে দিয়েছি সেই রাস্তায় এখনো জীপ চলাচল আছে, অনেক জায়গায় অসমাপ্ত রয়েছে, আমরা সেটা মানি। খয়ামুখে একটা এলাকায় একটা ট্রাইবেল কলোনী ছিল, সেখানে এক একজন ১০ | ১২ কানি জমি পেয়েছে কিন্তু সেগুলি বিক্রি করে উধাও হয়ে গেছে। তাহলে তাদের কি করে লক্ষ লক্ষ টাকায় পুনর্বাসন দেওয়া যাবে তারা যদি থাকতে না চায়. যদি বাঁচতে না চায়? কাজেই আমরা চাই সহযোগিতা এবং সমাজকে যদি আমরা সেইভাবে গঠন করে নিতে পারি তাহলে আমরা আশা করব যে আমাদের যে সমস্যা সেটা বর্ত্তমান বাজেট দ্বারা সম্ভব হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Speaker :—Discussion on Budget estimate for 1972-73 will continue till 1 P. M. of 29th June, 1972. The House stands adjourned till 11 A.M. on Thursday the 29th June, 1972.

UNSTARRED QUESTION NO. 67.

By—Shri Pakhi Tripura.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় কোন কোন সমবায় সমিতি সরকার নির্দ্ধারিত সর্ব্ব নিম্ন দরে এবছর মোট কত পরিমাণ পাট ক্রয় করেছে, (Price Support Purchase) তার সমিতি ভিত্তিক হিসাব ;

২) যদি ক্রয় না করে থাকে তার কারণ ?

১) কোন সমবায় সমিতি এ বছর (১৯৭১-৭২ সমবায় বর্ষে) সরকার নির্দ্ধারিত সর্ব্বনিম্ন দরে পাট ক্রয় করে নাই।

১) ঐ দরে এস, টি, সি, (State Trading Corporation) কোন সমিতিকে পাট ক্রয় করার জন্য তাহাদের এজেন্ট হিসাবে নিযুক্ত করে নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 131

By—Shri Anil Sarkar M. L. A.

QUESTION

1. Names of the Cooperative Societies which have been liquidated during 1970-72.
2. Reasons for such liquidation ;
3. Whether there are other proposals of liquidation under consideration of the Govt. at present, if so names of those societies ?

ANSWER.

1. Names of the Cooperative Societies are as under :—

During the year 1970-71.

1. Gopalnagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
2. Surjayamaninagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
3. Bharat Laksmi Cooperative M. P. Society Ltd.
4. Joynagar Cooperative Consumers Stores Ltd.
5. Janata Consumers' Cooperative Stores Ltd.
6. Deshapriya Coop. Consumers' Stores Ltd.
7. Arundhutinagar Bebaharik Samabaya Samity Ltd.
8. Arundhutinagar Coop. Weaving Society Ltd.
9. Durgajoy Choudhuri para Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
10. Gandabasti Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
11. Modern Consumers' Cooperative Stores Ltd.
12. Samabaya Matsa Udpadak Samity Ltd.

13. Pallisri Large Sized Coop. Credit Society Ltd.
14. Joykrishna Service Coop. Society Ltd.
15. Puran-rajbari Multipurpose Coop. Society Ltd.
16. Agragami Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
17. Chellagong Adibashi Coop. Purchase and Sale Society Ltd.
18. Kalshibazar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
19. Sabroom Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
20. Chhanban Service Cooperative Society Ltd.
21. Sonamura Service Cooperative Society Ltd.
22. Radhakishorepur Service Cooperative Society Ltd.
23. Nagraibari Cooperative Purchase and Sales Society Ltd.
24. Tirthamuk Cooperative Purchase and Sales Society Ltd.
25. Lowgang Cooperative Purchase & Sales Society Ltd.
26. Jolaibari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
27. Gardhang Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
28. Hurua Krishirindan Samabaya Samity Ltd.
29. Patabari Khadi o Gramodyog Samabaya Samity Ltd.
30. Manikbhander Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
31. Bilashchara Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
32. Krishnamangal Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
33. Pragati Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
34. Fulbari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
35. Kanchanbari Prototype M. P. Cooperative Society Ltd.
36. Shakaribari Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
37. Abhanga Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd,
38. Bhowalia Basti Adibashi Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd,
39. Janata Service Coop. Society Ltd.
40. Gandhinagar Mrit Silpa Samabaya Samity Ltd.
41. Sreenathpur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
42. Maslichera Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
43. Tilthai Palgaon Krishi Rindan Samabaya Samity Ltd.

During the year 1971-72

44. Banamalipur Mahila Khadi Gramodyog Samabaya Samity Ltd.
45. Dhaleswar Katuni Silpa Samabaya Samity Ltd.
46. Rajnagar Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
47. Manu Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
48. Kulai Kanchanpur Colony Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
49. Bargol Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
50. Rajnagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
51. New Rajnagar Prototype M. P. Cooperative Society Ltd.
52. Fatikroy Silpa Samabaya Samity Ltd.

53. Lakshmi Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
54. Dharmanagar Sadar M. P. Coop. Society Ltd.

2. **Reasons for such liquidation are as under :—**

These Cooperative Societies have been placed under liquidation as they were not in working condition and there were no possibilities of their revival or reconstitution.

3. **Yes. Names of such societies are as under :—**

1. Sarbang Coop. Purchase and Sales Society Ltd.
2. Nutanbazar Coop. Purchase and Sale Society Ltd.
3. Jalefa No. 3. Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya S. Ltd.
4. Gandhigram Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
5. Arabinda Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
6. Ramkrishna Tant Silpa Samabaya Samity Ltd.
7. Ranirbazar Anchal Dhankuta Samabaya Samity Ltd.
8. Maharani Tant Silpa Samabaya Samity Ltd.
9. Radhamadhab Chata Bat Silpa Samabaya Samity Ltd.
10. Betel Leaf Growers Coop. Farming Society Ltd.
11. Goachand Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
12. Jalefa Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
13. Belonia Bastuhara Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
14. Jalefa No. 2, Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
15. Sripur Women Tailoring Coop. Society Ltd.
16. Lutma Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
17. Kanchanpur Bash Bet Silpa Samabaya Samity Ltd.
18. Sebagram Sarbartha Sadhak Samabay Samity Ltd.
19. Satchand Udbastu S. S. S. S. Ltd.
20. Santirbazar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
21 Laxmivally Mahila Silpa Samabaya Samity Ltd.
22. Dudpur Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
23. Kailashahar Silpa Samabaya Samity Ltd.
24. United Service Coop. Society Ltd.
25. Jogendranagar Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
26. Sonamura Industrial Coop-Service Society Ltd.
27 Chashi Kalyan Service Coop. Society Ltd.
28. Pragati Service Coop. Society Ltd.
29. Malaghar Udbastu Sarbartha Sadhak Samabaya Samity Ltd.
30. Kamrangatali Service Coop. Society Ltd.
31. Purbanoabadi Service Cooperative Society Ltd.

UNSTARRED QUESTION NO. 193.
By Shri Ajoy Biswas, M.L.A

প্রশ্ন :

১) ত্রিপুরা ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটি কাদের নিয়ে গঠিত এবং তার কাজ কি ;

২) তারা কি মোটর গাড়ীর ভাড়া নিয়ন্ত্রণ করেন ? যদি করে থাকেন তবে কোন কোন রাস্তার জন্য মোটরগাড়ী কি ভাবে নিয়ন্ত্রণ আছে তার বিবরণ ?

উত্তর ঃ

১) নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে নিয়ে ত্রিপুরা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি গঠিত :

১)	সেক্রেটারী ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট, ত্রিপুরা	সভাপতি
২)	ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট এণ্ড কালেকটার, পশ্চিম ত্রিপুরা	সদস্য
৩)	সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ, পশ্চিম ত্রিপুরা	,,
৪)	সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনীয়ার এডিশনাল সার্কেল	,,
৫)	শ্রী জে, এম, দেববর্ম্মা, এক্স এডভাইজার	,,
৬)	শ্রী কে, পি, দত্ত, সেক্রেটারী বার এসোশিয়েশন	,,
৭)	এসিষ্টেন্ট ট্রান্সপোর্ট কমিশনার ত্রিপুরা	সদস্য সম্পাদক

নিম্নলিখিত কাজগুলি ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি করিয়া থাকেন :

১) ট্রাক (পাবলিক কেরিয়ার ও প্রাইভেট কেরিয়ার) ষ্টেজ কেরিজ ও ট্যাক্সির রুট পারমিট ও রিনিউ মঞ্জুর করা।

২) বাস কণ্ডাক্টরের লাইসেন্স মঞ্জুর করা ও রিনিউ মঞ্জুর করা ;

৩) আন্তরাজ্য পারমিট মঞ্জুর করা ;

৪) সামগ্রিক ভাবে পরিবহন যানবাহনের লোকেল নিয়ন্ত্রণ করা।

৫) সরকার কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবহন গাড়ীর ভাড়ার হার বিভিন্ন পর্যায় (ষ্টেইজ) অনুযায়ী স্থির করিয়া দেওয়া।

৬) রেজিষ্টারিং অথরিঠির (মোটর সাইকেলস) আদেশের বিরুদ্ধে আপিল শোনা ইত্যাদি ;

২) ১৯৩৯ ইং মোটর ভেহিকেলস এক্টের ৪৩ নং ধারা অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকারে বিভিন্ন শ্রেণীর পরিবহন গাড়ীর ভাড়ার হার নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া থাকেন ও ষ্টেট ট্রেন্সপোর্ট অথরিটি তাহা নিয়ন্ত্রণ করেন।

ভাড়ার হার নিম্নরূপ :—

বাস ভাড়া ১) হিল রোড : ·০৭ পয়সা প্রতি যাত্রী
যাত্রী প্রতি মোটর ভাড়ার দশ শতাংশ।

২) সমতল রাস্তা :

ক) পাকা করা রাস্তা—·০৫ পয়সা ভারার দশ শতাংশ

খ) মেটেল রাড—·০৬ পয়সা ঐ ঐ

গ) কাচ্চা রোড —·১০ পয়সা ঐ ঐ

টাউন বাস ভাড়া : যাত্রী প্রতি প্রথম স্তরে (Stage) ·০৭ পয়সা ও পরবর্তী স্তর গুলিতে ·০৫ পয়সা হারে।

টেক্সী ভাড়া : ·৪৫ পয়সা প্রতি কিলোমিটার

ট্রাক গাড়ীর ভাড়া :

১) ৫ টন মাল বাহী — ২·৭০ পয়সা প্রতি মাইল।

২) ৪ টন মালবাহী — ২·১৬ ,, ,, ,,

৩) ৩ টন মালবাহী — ১·৬২ ,, ,, ,,

৪) ১½ টন মালবাহী — ০·৮০ ,, ,, ,,

UNSTARRED QUESTION NO. 202.

By—Shri Nirpendra Chakraborty.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরা সরকার কি বাংলাদেশে যাবার জন্য ভারতীয় নাগরিকদের অনুমতি দিয়ে থাকেন ?

২। যদি দেন তবে গত পাঁচ মাসে কতজন ভারতীয় নাগরিক তাদের অনুমতি পত্র নিয়ে বাংলাদেশে গিয়েছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসেব ;

৩। এর মধ্যে সরকারী অফিসার কতজন এবং তাদের নাম ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। গত পাঁচ মাসে যে সকল ভারতীয় নাগরিক অনুমতি পত্র নিয়া বাংলাদেশ গিয়াছেন তার মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল :—

ক)	ধর্মনগর—	১ জন
খ)	কৈলাশহর—	৪ ,,
গ)	কমলপুর—	১ ,,
ঘ)	খোয়াই—	৩ ,,
ঙ)	সদর—	১০৪৪ ,,
চ)	সোনামুড়া—	৬ ,,
ছ)	উদয়পুর—	১০ ,,
জ)	বিলোনীয়া—	৫ ,,
		১০৭৪ জন

৩) সর্ব্বমোট ৩১ জন সরকারী উচ্চ পদস্থ অফিসার ঐ সময়ের মধ্যে অনুমতি পত্র লইয়া সরকারী কাজে বাংলাদেশে গিয়াছেন। তাদের নামের তালিকা আলাদা ভাবে দেওয়া হইল। সরকারী অফিসারদের মধ্যে যাহারা নিছক ভ্রমণের জন্য নিয়ম মাফিক অনুমতি পত্র লইয়া বাংলাদেশে গিয়াছেন তাহাদের নাম উক্ত তালিকায় অন্তর্ভু´ক্ত করা হয় নাই।

LIST OF GOVERNMENT OFFICERS WHO HAVE VISITED BANGLADESH

1. Shri R. N. Chakraborty,
   Deputy Conservator of
   Forests, Tripura.
2. Shri J. L. Kar,
   Deputy Development
   Commissioner, Tripura.
3. Shri Swarajit Singh,
   Private Secretary to Member,
   Government of India.
4. Shri Ranadhir Chowdhury,
   Member of National Commi-
   ssion of Agriculture,
   Government of India.
5. Shri K. P. Dutta,
   Deputy Director of Edu-
   cation, Tripura.
6. Shri Ramendra Narayan
   Bhattacharjee,
   Senior Deputy Magistrate,
   Tripura.
7. Shri M. L. Bose,
   Medical Officer, I/C,
   Public Health,
   Directorate of Health
   Services, Tripura.
8. Dr. D. Chakraborty,
   Director of Health Services,
   Tripura.
9. Shri K. M. Das,
   Assistant Engineer,
   P. W. D.,
   Tripura.
10. Shri O. P. Goel,
    Superintending Surveyor of
    Works., P. W. D.,
    Tripura.
11. Shri T. R. Chatterjee,
    Executive Engineer,
    Public Health Engineering
    Division,
    Tripura.
12. Shri S. K. Bhattacharjee,
    Superintending Engineer,
    Second Circle,
    Tripura.
13. Shri Ranjit Singh,
    Inspector General, B.S.F.,
    Shillong.
14. Shri R. N. Banerjee,
    Dy. Inspector General,
    B.S.F. Tripura.
15. Lt. Col. A. K. Ghosh,
    Commandant 92 Bn. B.S.F.,
    Tripura.
16. Shri P. B. Majumder,
    Asstt. Comandant, (G),
    Tripura.

17. Shri Chittes Das Gupta.
Superintendent of Police,
South Tripura.

18. Shri R. D. Shelly.
Addl. Chief Engineer.
Oil & Natural Gas Commission, Agartala.

19. Shri S. K. Jain,
Senior Engineer,
Oil & Natural Gas Commission, Agartala.

20. Shri K. R. Chedha,
Transport Officer,
Oil & Natural Gas Commission, Agartala.

21. Shri S. K. Mukherjee,
Dy. Superintending Archaeologist, Archeological Survey of India.

22. Smti. Ratna Das,
Curator,
Tripura Government Museum.

23. Shri Bijoy Kumar Deb Barman, Tachnical Assistant, Tripura Government Museum.

24. Shri R. C. Kochar,
Commandant 90 Bn. B.S.F,
Tripura.

25. Shri B. K. Mukherjee.
Inspector General of Police,
Tripura, Agartala.

26. Shri P. S. Bawa,
Superintendent of Police,
Tripura, Agartala.

27. Major General Moitra,
Secretary General,
Indian Red Cross Society.
New Delhi.

28. Mr. Ajit Bhowmik,
Director,
Relief Operation,
Red Cross,
Calcutta

29. Mr. A. N. Banerjee.
Accounts Officer,
Indian Red Cross Society,
Calcutta.

30. Mr. G. B. Datta,
Administrative Officer,
Indian Red Cross Society,
Calcutta,

31. Sbri Sukumar Das,
Senior Lecturer,
M. B. B. College,
Agartala.

UNSTARRED QUESTION NO. 380

By—Shri Amarendra Sarma. M.L.A.

প্রশ্ন

১। ধর্ম্মনগরে সূচী শিল্প সমবায় সমিতি নামে যে সমবায় সমিতি ছিল তা বর্তমানে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ কি ?

২। ঐ ব্যাপারে কোন তদন্ত করে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কি ; যদি করা হয়ে থাকে তাহলে কি কি ?

উত্তর

১। ব্যবস্থাপনার ত্রুটির জন্য সমিতি বাস্তবিক পক্ষে ১৯৬৪ ইং সন হইতে উহার কার্য্য বন্ধ করিয়াছে। সমিতির টাঃ ৪,২৩৮·৬৫ পয়সা তহবিল, মেসিনের ভাড়া অনুযায়ী থাকা হেতু ও সমিতির উৎপাদিত দ্রব্যাদি সভ্যগণের নিকট (যাহারা অধিকাংশই কার্য্য নির্বাহক কমিটির সদস্য) ধারে বিক্রয় জন্য আটক হয় এবং উহার ফলেই সমিতির কার্য বন্ধ হয়।

২। সমিতির এই অচল অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার পরেই গত ১১/২/৬৩ইং তারিখে উত্তরাঞ্চলের সমবায় সমিতি সমূহের সিনিয়র ইন্সপেক্টর সমিতি পরিদর্শন করিয়া উক্ত অনাদায়ী টাকা আদায় করার উপর গুরুত্ব দেন। গত ২৮।২।৬৩ তারিখে কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী তিনি এসিস্টেন্ট সেক্রেটারীকে দেনা-দারদের বিরুদ্ধে ডিস্প্যুট কেইস (Dispute Case) দায়ের করার ভার দেন। কিন্তু এসিস্টেন্ট সেক্রেটারী তদনুযায়ী কার্য্য করেন নাই।

UNSTARRED QUESTION NO. 423

By—Shri Niranjan Deb. M.L.A.

প্রশ্ন

১ আগরতলা হইতে চড়িলাম ও বিশ্রামগঞ্জ পর্যান্ত সরকারী বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

২। বর্ত্তমানে কি এই রাস্তায় কোন নির্দ্ধারিত বাস ভাড়া চালু আছে ?

৩। যদি নির্দ্ধারিত বাস ভাড়া চালু থাকে, তবে তার বিবরণ ?

উত্তর

১। আগরতলা হইতে চড়িলাম ও বিশ্রামগঞ্জ পর্যান্ত সরকারী বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা বর্ত্তমানে নাই।

২। হ্যাঁ, নির্দ্ধারিত বাস ভাড়া চালু আছে।

৩। বাস ভাড়ার হার নিম্নরূপ :—

ক) আগরতলা — বিশালগড়— ০·৭০ পয়সা।

খ) বিশালগড় — বিশ্রামগঞ্জ— ০·৪৫ ,,